এক মন দুই রূপ

নাহার মজুমদার

www.pathagar.com

এক মন দুই রূপ

নাহার মজুমদার

মুরাদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
সাজ্জাদ মুরাদ
মুরাদ পাবলিকেশন্স
৪৮/১ পুরানা পল্টন
ঢাকা-১০০০

প্রকাশক কর্তৃক স্বর্বসত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী-১৯৯৪

২য় প্রকাশ

রজব	১৪২৭
শ্রাবণ	১৪১৩
আগষ্ট	২০০৬

মূল্য ঃ ১৫০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

EK MON DUI RUP by Nahar mojumder. Published by Murad Publication 48/1 Purana paltan , Dhaka-1000.

Price : Taka 150.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পটভূমি

এক মন দুই রূপ একটি অনুবাদ গ্রন্থ। জীবনের এক দুর্যোগ সময়ে আপনজন হারা হয়ে যখন একাকী অন্ধ প্রকোষ্ঠে প্রহর গুনছিলাম, বইই ছিলো তখন একমাত্র সাথী। এই নিঃসঙ্গ জীবনের কোন এক ফাঁকে 'এক মন দুই রূপ' এর মূল বই "আশী" এসে পড়লো আমার হাতে।

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক রাজিয়া বাটের লেখা 'আশী' পড়া শুরু করার সাথে সাথে উপন্যাসের বিচিত্র রসে সিক্ত হয়ে পড়ি। লেখিকা উর্দু সাহিত্যের অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত। আশী সহ তার আরো ক'টি উপন্যাস সে কথা প্রমাণ করে দিলো আমার কাছে নতুন করে।

বইটির সাহিত্য রস, সংলাপের অভিনবত্ব, বর্ণনার অনুপম ভঙ্গি, কাহিনীর ধারাবাহিকতা, ভাষার গাথুনী, নায়কের অভিনব রূপ বদল, নায়িকার সারল্য এবং অভিনয়ের দীর্ঘ পথে উভয়ের সংযম পাঠককে আকর্ষিত ও বিমোহিত করে।

তাই নিঃসঙ্গ জীবনের অবসর সময়টুকু কাজে লাগাবার জন্য বইটি অনুবাদের পথে পা বাড়ালাম।

ঘটনাক্রমে ওখানে আরো অনেক পন্ডিত ব্যক্তির পদচারণার সুযোগ ঘটেছিলো। সেই ফাঁকে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক কাজী দ্বীন মোহাম্মদকেও পান্ডুলিপিটি দেখিয়ে নেই। এ ক্ষেত্রে ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ার খাজা মঈনুদ্দীনের সহযোগিতাও স্মরণ যোগ্য।

১৯৭৩ সালের পান্ডুলিপি আজ ১৯৯৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশ হতে যাচ্ছে।

শোভা প্রকাশনী বইটি প্রকাশ করার দায়িত্ব নেয়ায় আমি তৃপ্ত ও সুখী।

এ ব্যাপারে কারো কোন কথা থাকলে প্রকাশকের মাধ্যমে জানালেই আমি সংশোধন করতে সচেষ্ট হবো।

নাহার মজুমদার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

।। এক ।।

দিনের শেষ প্রহর। গরমের প্রচন্ডতা মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেছে। ধূলা–বালিতে ভরে গেছে মাঠ ঘাট। জুনের শেষ দিনগুলো যেন আগুনের কুন্ডলী। খোলা আকাশ তপ্ত তামার মতো মনে হচ্ছে। পশ্চিম দিগন্তে পড়ন্ত সূর্য পৃথিবীটাকে যেন বিষ দৃষ্টিতে ঘিরে ফেলছে। বাতাস মোটেই নেই। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

ডাক্তার আশেফা তার ছোট্ট ক্লিনিকে বসে আছে। দ্রুত গতিতে ঘুরছে বিদ্যুৎ পাখা। জানালার পর্দাগুলো এক পাশে ঠেলে দেয়া হয়েছে। তবুও গরমের তীব্রতা একটুও কমেনি। আশেফার সবুজ রং–এর ব্লাউজ ঘামে ভিজে শরীরের সাথে মিশে গেছে। টেলকম পাউডারের হালকা সুগন্ধ সত্ত্বেও ঘামের ভ্যাপসা গন্ধ বেরুচ্ছে। ছোট রুমাল দিয়ে বার বার মুখ ও ঘাড় মুচছে সে। কাঁধের উপর ঝোলানো জালের মত হালকা সাদা লেসের ওড়নাও তার কাছে বোঝার মত লাগছিলো। এ জন্য তার শরীরও আজ ভালো যাচ্ছে না। একাধারে সাত আট ঘন্টা হাসপাতালে কাজ করার পর ক্লিনিকে আসতে তার মন মোটেই চাচ্ছিলোনা। কিন্তু রোগীদের সংখ্যা বেশী দেখে ক্লিনিকের নার্স তাকে ডেকে এনেছে।

সর্বশেষ রোগীটিকে দেখে ডাক্তার আশেফা এইমাত্র চেয়ারে এসে বসলো।

"আপনার ছুটির কি হলো আপা?"–স্যাম্পলের ওষুধগুলো আলমারীর তাকের উপর রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করলো নার্স রাশেদা।

"ছুটি হয়েছে", রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে উত্তর দিলো ডাক্তার।

"মারী যাচ্ছেন তাহলে?"

"চিন্তা করছি তাই।"

"তাহলে আর ভাবনার কি? ছুটিরই তো ঝামেলা ছিলো তা তো চুকেই গেছে।"

"ক্লিনিক তো বন্ধ করে দিতে হবে..."

"তা তো ঠিকই।" "কিন্তু আমার মনতো তা চায় না।"

ডাক্তার নার্স আলাপ করছিলো এমন সময় পাঁচ–ছ' বছরের একটি মেয়েকে কোলে করে ভিতরে ঢুকলো ছিন্ন–মলিন বস্ত্র পরিহিতা একজন পৌঢ়া মেয়ে লোক। মেয়েটি জ্বরে কাঁপছিলো। সিট কাপড়ের ময়লা ফ্রগ পরনে। ময়লা চুলগুলো আটা আটা হয়ে গেছে। চেহারায় ময়লা থাকা সত্ত্বেও জ্বরের প্রকোপে তার চামড়া লাল হয়ে গেছে। মেয়েটির অবস্থা বর্ণনা করতে করতে অসহায় পৌঢ়া কেঁদে ফেললো।

ডাক্তার অত্যন্ত হৃদ্যতা ও স্নেহের সাথে মেয়েটিকে দেখলো। তার ময়লা কাপড় চোপড় ও প্রৌঢার ঘামের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা দুর্গন্ধে ডাক্তার কোন প্রকার অস্বস্তিবোধ করলোনা। জ্বর ছিল মৌসুমী। ভয়ের তেমন কোন কারণ ছিলো না।

www.pathagar.com

মেয়েটাকে ভালো করে দেখার পর প্রেসক্রিপশন লিখে দিলো ডাক্তার। লেখা ওষুধগুলোর মূল্যের প্রতিও তার লক্ষ্য গেলো। মেয়ে লোকটির প্রতি তাকালো সে আরেকবার। তার ছিন্ন পোশাক, ভীত-সন্ত্রস্ত চেহারা দেখে প্রেসক্রিপশনটি বাড়িয়ে দিলো রাশেদার দিকে।

"দেখতো এ ওষুধগুলো আমাদের আছে কিনা।"

প্রেসক্রিপশনটি হাতে নিয়ে রাশেদা দেখলো, টেবলেট আছে তাদের কাছে; কিন্তু টনিকটি নেই। ডাক্তার ড্রয়ার খুলে কিছু টাকা উঠিয়ে মেয়ে লোকটির হাতে দিয়ে বললো-

"এই টেবলেটগুলো নিয়ে নাও। আর এই টাকা দিয়ে বাকী ওষুধ কিনে নেবে। ভয়ের কোন কারণ নেই। শীগ্‌গিরই সেরে উঠবে।"

ডাক্তারের এমন উদারতা ও বদান্যতার জন্য প্রৌঢ়ার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। চোখ ভরে উঠলো অশ্রুজলে। ঠোঁট কাঁপছিলো। মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলোনা।

দরদমাখা স্বরে ডাক্তার বলে দিলো সেবনবিধি। খাবারের ব্যাপারে বুঝিয়ে দিলো সকল কথাবার্তা। ভক্তি আপ্লুত নেত্রে এবার মহিলাটি বাচ্চাটিকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

ডাক্তার আশেফার চিন্তা সূত্র এবার অন্য পথ ধরে চললো। সে যদি মারী চলে যায় তবে এসব অসহায় রোগীদের কি হবে?

নাদুস-নুদুস শরীর, ডাগর ডাগর চোখের অধিকারিণী ডাক্তার আশেফার বয়স চব্বিশের কাছাকাছি কিন্তু তার মাসুম চেহারা দেখে বয়স নিরুপণ করা শক্ত। তাকে দেখে কেউ এ কথা ভাবতেও পারে না যে, এ সাদা সিধে সুন্দরী মেয়েটি একজন ডাক্তার কোন সোসাইটি গার্ল নয়। তার রুপ লাবণ্য ও অবয়ব গঠন এত আকর্ষণীয় যে, তাকে একবার দেখলে শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

দু'বছর আগে সম্মানের সাথে ডাক্তারী পাশ করে আশেফা চাকরি নিলো হাসপাতালে। আর খুললো এ ছোট্ট ক্লিনিকটিও। এখানে বিকেল বেলা রোগী দেখাশুনা করতো সে। হাসপাতালের চাকরি আর ক্লিনিকের দেখাশুনা অন্য যে কোন কাজের চাইতে তার কাছে ছিলো বেশী প্রিয়। এ 'পেশাকে' সে খুব ভালোবাসতো। নতুবা জীবিকার জন্য তার চাকরির দরকার ছিলো না, ছিলো না দরকার ক্লিনিক খোলারও। একটা স্বচ্ছল পরিবারের মেয়ে ছিলো ডাক্তার আশেফা। ভাইয়ের ব্যবসা বাণিজ্য দিন দিন উন্নতি লাভ করছিলো। বাপ তখন বেঁচে ছিলেন না। ভাইয়ের আদর যত্ন পিতৃ অভাব পূরণ করতো।

ছোট বেলা থেকেই ডাক্তার হবার সাধ ছিলো আশেফার। মা-বাবা সকলেই তার এ সাধ পূরণে সাহায্য করেছিলো। তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী থাকাকালীনই পিতাকে হারালো আশী। তখন ভাইই বোনের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এভাবে আশেফার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেতে কোন বাধা পায়নি। স্থানীয় হাসপাতালে ওই বছরই সে চাকরি পেলো। কিছু পুঁজি লাগিয়ে ভাই তাকে একটি ক্লিনিকও খুলে দিলো।

www.pathagar.com

টাকা পয়সা উপার্জন করার উদ্দেশ্যে ক্লিনিক সে খোলেনি। অর্থের অভাবে যারা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর পথে যাত্রা করে, জাতির সেই ভাগ্যবিড়ম্বিত গরীব হতভাগাদের সেবা করাই ছিলো তার প্রকৃত ইচ্ছা। আজকের অর্থ পূজার যুগে ডাক্তারীর মতো সৎ ও সম্মানিত পেশাও স্বার্থপরতার পঙ্কিল পথ ধরে চলছে। অনেক ডাক্তার মোটা অংকের ফি আদায় করাই নিজ পেশার প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করে। রোগীর রোগের চেয়ে তার পকেটের দিকেই ডাক্তারের লোলুপ দৃষ্টি থাকে বেশী। ডাক্তার আশেফা যার আদুরে নাম আশী... কোন অবস্থাতেই এ সম্মানিত পেশাকে ক্ষুণ্ন হতে দেবে না। এ কারণেই ক্লিনিকও সে শহর থেকে দূরে এক অপরিচ্ছন্ন জায়গায় খুলেছিলো। যেখানে আকাশচুম্বী অট্টালিকার পরিবর্তে ভাংগা, জীর্ণ-শীর্ণ, পর্ণকুটিরে ছিলো পরিপূর্ণ। এখানকার অধিবাসীরা জীবন চলার পথে সুখ-সম্ভোগ ও সাচ্ছন্দ্যের সাথে ছিলো অপরিচিত এমনকি মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসিপত্র যোগাড় করতে পারত না তারা। জীবিকা নির্বাহের এ কঠিন যুদ্ধে নিপতিত লোকজনের জন্য সে আবির্ভূত হয়েছে আর্শিবাদ রূপে।

বাচ্চাসহ সেই প্রৌঢ়া মেয়েটি চলে যাবার পর আশী চিন্তায় ডুবে গেলো। এ অবস্থায় সে চলে গেলে ক্লিনিকের কি ব্যবস্থা হবে? এদিকে অসহ্য গরমে শরীরটাও খারাপ যাচ্ছিলো, বিশ্রাম তার দরকার। অপরদিকে দুঃস্থ মানুষের কথাও তাকে ভাবিয়ে তুললো।

চিন্তার রাজ্যে সে বিভোর। হঠাৎ বাইরে শুনা গেলো গাড়ী থামার শব্দ। ক্লিনিকে আসার এ কাঁচা রাস্তায় কদাচিৎই গাড়ী এসে থাকে। তা ছাড়া গাড়ীওয়ালা রোগীদের এ ক্লিনিকে আসার প্রশ্নই নেই।

"কোন গাড়ী এসে থামলো মনে হয়।" বলে আশী রাশেদার প্রতি তাকালো।

কোন প্রত্যুত্তর করার পরিবর্তে রাশেদা জানালা দিয়ে তাকালো। কালো রং-এর লম্বা উজ্জ্বল একটি কার ক্লিনিকের সম্মুখে এসে থেমেছে। গাঢ় রং-এর ফুলওয়ালা মিহিশাড়ী পরিহিতা, চোখে চার কোণা বিশিষ্ট কাঁচের কালো চশমা লাগানো সুন্দরী এক যুবতী গাড়ীর দরজা বন্ধ করছে। একটু পরেই দরজায় করাঘাতের শব্দ হলো। নার্স গিয়ে খোলা দরজার পাট পুরোপুরি খুলে দিলে নবাগতা ভিতরে প্রবেশ করলো। চোখ থেকে চশমা খুলে ডাক্তারের দিকে তাকালো মেয়েটি।

"আসুন,আসুন..." ভদ্রতার সাথে বলল ডাক্তার।

যুবতী কিঞ্চিত ইতস্ততার সাথে সামনে এসে টেবিলের অপরদিকে রাখা চেয়ারের পিঠে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলো।

"বসুন না, বসুন"- নম্রতা ও বিনয়ের সাথে বললো রাশেদা।

মেয়েটি এবার চেয়ারে বসে হাতের ভ্যানেটি ব্যাগটি চেয়ারের পাশে মাটিতে রেখে চশমার কাঁচে আঙ্গুল দিয়ে ঘষতে লাগলো। বাইশ কি তেইশ বছরের হবে মেয়েটি, অনুপম সুন্দরী, চিত্তাকর্ষক চোখের চাহনী। চুলগুলো ছিলো নিপুনভাবে কাটা। ফ্রান্স শিফনের ফুলদার শাড়ী ছিলো পরনে। রূপালী রঙের চেইন বিশিষ্ট ঘড়ি ছিলো হাতে। আধুনিকতার উগ্র প্রকাশ ছিলো হাবভাবে ও চালচলনে। এরপরও চেহারায় ছিলো

www.pathagar.com

বিষণ্নতার এক মলিন ছাপ। হালকা মেকআপ থাকা সত্ত্বেও চেহারায় সৌন্দর্য বিকশিত হয়নি। চোখের চার পাশে কালিমার কালো দাগ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

"বলুন"..... মেয়েটির প্রতি মনোযোগের দৃষ্টি দিয়ে বললো আশী।

"একাকী কিছু বলতে চাই।"

"রাশেদা"–আশী নার্সকে হাতের ইশারায় বাইরে চলে যাবার ইঙ্গিত করলো। "হ্যাঁ বলুন"– মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললো আশী।

"আমি".... মেয়েটি ইতস্ততঃ করছিলো।

"নির্দ্বিধায় বলে ফেলুন। এখনতো আর রুমে কেউ নেই"...বলে আশী মুচকি হাসলো।

"ডাক্তার...আমি ঘোর বিপদে..." তার কথায় অপরাধী মনোভাবের প্রকাশ। আশী আশ্চর্য হয়ে চোখ বড় করে তার দিকে দেখতে লাগলো। "আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন ডাক্তার!" মেয়েটির মুখে ছিলো সলজ্জ হাসি।

"আপনি কি বিবাহিতা?" সন্দেহ মুক্ত হবার জন্য জিজ্ঞাসা করলো আশী।

"যদি বিবাহিতই হতাম, বিপদের কি ছিলো" অসহায়ভাবে মুখ নিচু করে বললো মেয়েটি।

আশীর মুখ দিয়ে কোন কথাই ফুটলো না। হতভম্ব হয়ে এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকলো সে। নীচু মাথা উঁচু করে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে...।

"আমার কোন উপকার আপনি করতে পারবেন? আমি ভীষণ পেরেশান আছি।"... থেমে থেমে মেয়েটি বলল কথা ক'টি! পুনরায় আশী তার প্রতি ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকালো। যুবতীর চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ থাকলেও লজ্জা ও অনুতাপের কোন ভাব–লেশ ছিলোনা। এ ধরনের মেয়ে আশী জীবনেও কখনো দেখেনি। অপলক নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে রইলো সে "আপনাকে উপযুক্ত মূল্য দেবে।"... বলে মেয়েটি মাটিতে রাখা ভ্যানিটি ব্যাগ উঠিয়ে নিলো। আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনার কোন উপকার করতে পারবোনা।" অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উচ্চারণ করলো ডাক্তার আশী, কথা ক'টি।

"ফর গড সেইফ, আমার এ উপকারটুকু করুন।" অসহায় স্বরে সামান্য উচুঁ শব্দে বললো মেয়েটি। নতুবা আমার পরিনাম কি হবে জানি না।

"এসব কুকর্মের কথা আগেই ভাবা ছিলো দরকার।"... ঘৃণার সাথে বললো আশী।

"যে ভুল করে ফেলেছি তার প্রতি চেয়ে থাকলে তো হবে না। নিষ্কৃতি তো পেতে হবে প্রথম।" কথা কটি'র প্রকাশ ভঙ্গিতেও এমন লাজলজ্জাহীন ভাব প্রকাশ পেলো যার জন্য আশী আরো আশ্চর্য হলো। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে এক শত টাকার কয়েকটি নোট রেখে দিলো মেয়েটি আশীর সামনে। "আমি আপনাকে খুশী করে দেবো। সমূহ বিপদ থেকে আমাকে নিস্তার দিন।"

www.pathagar.com

মেয়েটির এ নির্লজ্জতায় আশীর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো। তার মন চেয়েছিলো এ বেহায়াটাকে টুটি চেপে মারতে। ঘৃণা-বিতৃষ্ণার কঠোর দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে বললো,

"এগুলো উঠিয়ে নিন। টাকার আমার প্রয়োজন নেই। আপনার কোন উপকার আমি করতে পারবো না। টাকার লোভ দেখিয়ে আমাকে অপমান করছেন?"

"ডাক্তার"... মেয়েটি কাতরদৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

"স্বীয় কৃতকর্মের অপরাধ থেকে নিজে বেঁচে গিয়ে আমাকে ফাসানোই বুঝি আপানার অভিপ্রায়। এ কাজ আমার সম্মানিত পেশার বিরোধী। এখন যেতে পারেন আপনি।"... বলে চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে খানিক চুপ হয়ে রইলো ডাক্তার।

"ডাক্তার"... মেয়েটির কণ্ঠস্বরে অসহায় ভাব।

"আমি কোন কথা শুনতে রাজী নই। আপনি মানুষ চিনেননি। আপনাকে কেউ আমার কাছে আসতে বলে থাকলে ভুল করেছে। আজ পর্যন্ত এ ধরনের কোন অন্যায় কাজ আমি করিনি। আর ভবিষ্যতেও করবো না। আপনি চলে যান।

মেয়েটির চেহারার রং কিঞ্চিৎ বদলাতে লাগালো। তবুও নিজের আবেগকে দমিয়ে রেখে পুনরায় ডাক্তারকে অনুরোধ জানালো...

"আমি স্বীকার করি অপরাধ আমি করেছি। আমাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে এ অপরাধের সংশোধন আপনি করে দিতে পারেন।"

"মুক্তি!" রাগতস্বরে বলে উঠলো আশী, "আমি বরং চাই আপনার এ অমার্জনীয় অপরাধ এমন নগ্নভাবে প্রকাশ হোক যাতে আপনার মতো কুপথের অভিসারিনীদের জন্য এটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।"

"ডাক্তার", রাগে জ্বলে উঠে বললো মেয়েটি, "এ ধরনের কোন কথা বলার অধিকার আপনার নেই। আমি যদি আপনার সাহায্য প্রার্থী হয়ে থাকি তবে তার জন্য উপযুক্ত পারিতোষিক পেশ করেছি। এসব হিতোপদেশ আপনার থলিতেই রেখে দিন আমার প্রয়োজন নেই ওতে।" এ বলে সে রাগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। চশমা চোখে এঁটে ভ্যানেটি ব্যাগটি হাতে নিলো। টেবিল থেকে টাকা উঠিয়ে নিয়ে ভ্যানিটিতে পুরলো।

"আপনি না করলেন। আপনার মত আরো কত ডাক্তার আছে, যারা টাকার লোভে লুফে নেবে এ কাজ।" ডাক্তার আশেফার উপর কটাক্ষ দৃষ্টি রেখে কটমট করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো মেয়েটি।

www.pathagar.com

খট করে কি একটা জিনিষ পায়ের উপর এসে পড়লো। হোটেল সেমিজের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার পথে উঠানো পা থেমে গেল আশীর।

"সরি"... কাউকে বলতে শোনা গেলো।

পায়ের উপর পড়া জিনিষের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে মাথা উঠিয়ে উপরের দিকে তাকালো। দেখলো একজন লম্বা চওড়া সুদর্শন যুবক একটা সিগারেট হাতে করে দ্রুত গতিতে সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে আসছে।

"মাফ করবেন। হাত থেকে পড়ে গিয়েছিলো।" লজ্জিত অথচ মার্জিত হাসি দিয়ে বললোযুবকটি... "ব্যথা পাননি তো?"

আশী পায়ের দিকে তাকালো এবার। একটি সুন্দর সিগারেট লাইটার ডান পায়ের কাছে পড়ে আছে।

কি হয়েছে আশী আন্টি?" ন বছরের একটি মেয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠার পথে থেমে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো। তের বছরের তারই বড় বোন উপরের সিঁড়িতে থেমে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল আশী আন্টির দিকে।

"আশি আন্টি"-- সেও ডাকলো।

কিন্তু কোন জবাব দেয়া ছাড়াই আশী নীচের দিকে ঝুঁকলো। ঠিক একই সময়ে সেই সুদর্শন যুবকটিও লাইটারটি উঠাবার জন্য নীচের দিকে বাঁকলো। আশী লাইটার হাতে করে মাথা উঠাতে যাচ্ছে অমনি যুবকটির চিবুকে এক টক্কর খেলো। যুবকটি চোখে তারা দেখতে লাগলো।

"উহ!" আনমনেই যুবকটির মুখ দিয়ে বেরুলো। ব্যথার তীব্রতায় চোখ বন্ধ হয়ে গেলো। দু'হাতে চেপে ধরলো ঠোঁট।

"সরি"-- অপ্রত্যাশিত এ টক্করে আশী ভীত হয়ে বলে উঠলো। ন' বছরের সে মেয়ে তাজী ততক্ষণে তাদের কাছে এসে গেছে। দু'জনের এ টক্কর দেখে সে খিলখিল করে হেসে ফেললো। যুবকটি মাথা ফিরে তাদের দিকে তাকালো।

"আহমক কোথাকার" তাজীর বড় বোন সাজী রাগত স্বরে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো "দেখছিস না ভদ্রলোক কি আঘাত পেয়েছেন।" এবার তাজী যুবকটির দিকে তাকালে যুবকটিও তার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলো। সেও হাসি দিতে যাচ্ছিল অমনি যুবকটির ঠোঁট দিয়ে রক্ত পড়তে দেখে ভীত হয়ে ইশারা করে বললো, "হায়, আপনার ঠোঁট দিয়ে রক্ত ঝরছে।"

এবার সাজী ও আশী। দু'জনেই সোজাসুজি তাকালো যুবকটির দিকে। আশীর মাথার ধাক্কায় বোধ হয় তার ঠোঁটে দাঁত বসে গেছে। যুবকটির জিহবায় একটু নোনা লাগলে অলক্ষ্যেই ঠোঁটে হাত দিয়ে নামিয়ে দেখলো আঙ্গুলে রক্ত লেগে আছে।

আশীকে অনুতপ্ত মনে হচ্ছিলো। যুবকটি তার দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করতে যাচ্ছিলো, অমনি আশী নিজের হাল্কা গোলাপী ফুল ওঠানো রুমালটি বাড়িয়ে দিলো তাকে।

www.pathagar.com

।। দুই ।।

"ধন্যবাদ" বলে সে রুমালটি হাতে নিয়ে ঠোঁট পরিষ্কার করতে লাগলো। মাটি হতে উঠানো লাইটারটাও আশী তার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

"ধন্যবাদ" বলে এবার সে লাইটারটি গ্রহণ করলো।

"এখন আসুন আন্টি"-- সিঁড়ির পাশের রেলিং-এ ঝুঁকে পড়ে ডাকলো তাজী।

"আসছি"--যুবকটির প্রতি তাকিয়ে জবাব দিলো আশী। যুবকটিও এবার আশীর দিকে তাকালো---নীরব, নির্মল, স্বচ্ছ দৃষ্টি। কিছু বলা ছাড়াই আশী সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো। যুবকটি নেমে গেলো নীচে।

সড়কে নামার আগে শেষ সিঁড়িতে এসে মাথা ঘুরিয়ে যুবকটি উপরের দিকে তাকালো। হাল্কা আকাশী রং এর শাড়ী পরিহিতা মিশকালো খোপাবিশিষ্ট মেয়েটি হোটেলে প্রবেশ করছে। তাজী আগেই ভিতরে প্রবেশ করেছে। সাজী একটু পিছনে।

মারীর আবছা আবছা তৃতীয় প্রহর। আশীদের মারী আসার তৃতীয় দিন। মা ও ভাইয়ের জিদের কাছে নতি স্বীকার করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে আসতেই হয়েছে মারী। ছ, সপ্তাহের ছুটি। নার্সের উপর ক্লিনিক ছেড়ে দিয়ে সে এখানে এসেছে। কাল তার চাচাতো বোন নাসিমা দু'টি মেয়ে ও একটি তিন বছরের ছেলেকে নিয়ে এখানে এসে না পৌঁছলে, এখানে তার মন টিকাই কঠিন হয়ে উঠতো। নাসিমার স্বামী কোন কার্যোপলক্ষে তাকে ও ছেলে-মেয়েদেরকে এখানে রেখে মোজাফ্ফরাবাদ গেছে।

আশীর আম্মাও এদের পেয়ে খুশী হয়েছেন।

আশী, সাজী ও তাজী দু'বোনকে নিয়ে মলে এলো। মল মারীর একটি বিশিষ্ট অঞ্চল। তারা তিনজনই অনেক্ষণ ধরে এখানে ঘুরা ফিরা করছিলো। এখানে আবছা আবহাওয়া বড় মনোমুগ্ধকর। মেঠো পাহাড়ের গা বেয়ে তুষার ধোঁয়া এমনভাবে উঠছিলো যেন ভেংগে খান খান হয়ে যাওয়া হৃদয়ের তলদেশ থেকে দীর্ঘ নিশ্বাসের 'আহ' উচ্ছ্বাস উত্থিত হচ্ছে। দুধ সাদা রংয়ের এ ধোয়া আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ধারেকাছের সবকিছুকেই ঢেকে ফেলছে। উঁচু-নীচু রাস্তার আঁকে বাঁকে নির্মিত ঘরগুলো, সবুজ-শ্যামলা গাছপালা, দালান কোঠার কৃত্রিম টিনের ছাদগুলো কখনো কখনো তুষার ধোঁয়ায় পর্দায় ঢেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। এগুলো আস্তে আস্তে আবার গলতে শুরু করে। ধোঁয়ার ঘন পর্দা পাতলা হতে শুরু করলে দুরে ও অদুরের জিনিষগুলো আবার দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। প্রকৃতির এ কানামাছি খেলা শুরু হতে হতেই আবার শেষ হয়ে যায়। এ দৃশ্যই মারীর সৌন্দর্য-শোভাকে বহু গুণে বিকাশিত করেছে।

আবহাওয়ার মনমাতানো সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করতে পিন্ডি পয়েন্টেরও চক্কর লাগাবার ইচ্ছা করেছিলো তারা। মলে সৌন্দর্যের অভাব ছিলনা। বাংগালী, পাঠান, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বেলুচী মোটকথা সব জায়গারই নানা ধরনের লোক ছিলো এখানে। এদের মধ্যে অনেকে ধনীও ছিলো, যারা শুধু টাকা পয়সা দিয়েই জীবনকে উপভোগ করার জন্য এখানে এসেছে। নামকরা হোটেলে অবস্থান করছে। দামী দামী পোষাক পরে মলের এখানে সেখানে ঘুরছে ফিরছে। কেউ কেউ নিজের ঐশ্বর্য্য দেখানোর জন্য চেহারায় গম্ভীর্য এনে পথ চলছে। শান্তি ও পরিতৃপ্তির ভঙ্গিতে এদিক ওদিক চলছে।

www.pathagar.com

আবার এমনও কিছু লোক আছে যারা লুন্ডাবাজার থেকে অল্প মূল্যে পুরানো কাপড় কিনে দর্জি দিয়ে কাটিয়ে ছাটিয়ে শরীরে ফিট করে নিজেকে সাহেব বলে প্রকাশ করছে। আবার এখানে এমন বাস্তববাদী লোকও আছে যারা বাহ্য আড়ম্বরের ধার ধারেনা। যে অবস্থায় আছে, নির্দ্বিধায় সে অবস্থায়ই চলাফেরা করছে। সেখানেও ভিক্ষুক আছে। পঙ্গু লোকও আছে। অভাবীও আছে। আবার ধোকা দিয়ে ভিক্ষা নেবার চালবাজও আছে। আশীরা এ বিচিত্র রঙের ভেতরেই ঘুরছিলো।

সেমিজের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময়ই আশী চায়ের প্রোগ্রাম করেছিলো। সে সময়েই উপড়ে যাওয়ার কালে সিঁড়িতে অপরিচিত যুবকটির সাথে ওই অনভিপ্রেত ঘটনাটি ঘটে। আর সে'ত ছিলো শুধু ক্ষণিকের জন্যে। হলভর্তি লোক। সব টেবিল ঘিরে গুনগুন গানের লহরীতে হলটি বড় ভালো লাগছিলো। এক কোণায় শুধু একটি টেবিল ছিলো খালি। তাজী, সাজীকে নিয়ে ওদিকে গিয়ে বসলো আশী।

হোটেলের বয় এসে সৌজন্যের সাথে হুকুমের অপেক্ষা করতে লাগলো। আশী চায়ের কথা বলে দিলো। সাজী হলের পুরুষ, মেয়ে সবার দিকে তাকাচ্ছিলো। আশী হলের গুনগুন গানের রবে ডুবে যেতে লাগলো। সে সময় ওখানে হচ্ছিলো সেতারের মনভোলানো সংগীত। সেতারের বাদ্যে আশীর দুর্বলতা ছিলো সব সময়। সেতারের তার মনের তারকে ছিঁড়ে দিয়ে যেতো। আশীর সখ ছিলো সেতার বাজানো শেখার। কিন্তু বাবার ধর্মপরায়ণতা, আর কিছুটা নিজের লেখাপড়ার জন্য সে সখ পুরা হতে পারেনি।

সেদিন বড় জোর বৃষ্টি ছিলো। পাহাড়ী নালার মুখ দিয়ে বৃষ্টির ফেণাভরা লাল পানি যেন উপচিয়ে পড়ছে। স্রোতের কলকল রব শোনা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকে চারিদিকে ভীতির সঞ্চার হচ্ছে।

তারা তিনজনই পাহাড়ের কিনারায় আশ্রয় নিয়েছে। ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ড থেকে গাড়ীভাড়া নেবার জন্য আশী আগেই বলেছিলো, কিন্তু তাজী, সাজী পায়ে হেঁটে যাওয়ার জন্যই জিদ ধরলো। এদিকে আশীরও মনে হয়, আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তনের কথা জানা ছিলো না। হোটেল থেকে চা খেয়ে ওরা মলে পা দিতেই ঝাকে ঝাকে মেঘমালা আসতে দেখলো। তাড়াতাড়ি হেঁটে এজেন্সী পার হয়ে আসলেও রসওয়ালা হোটেল পার হবার আগেই আকাশ ফেটে বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। হাঁটার বেগ বাড়িয়ে দিয়েছিলো তারা কিন্তু বৃষ্টির জোর বেড়ে যাওয়াতে তাদেরকে পাহাড়ের উপর থেকে নুয়ে পড়া মাটি দিয়ে নির্মিত প্রাকৃতির ছাদের নীচে বৃষ্টি থামা পর্যন্ত আশ্রয় নিতে হলো। কিন্তু বৃষ্টি বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা বরং আকাশ রাগে ফেটে পড়ে নির্ঝরণীর ঝর্ণা বহাতে লাগলো। তাদের বেশ ঠান্ডা বোধ হতে লাগলো। কি হবে আন্টি! আমার ভয় লাগছে।" সাজীর হালকা পাতলা পোশাক ও নরম সুয়েটার ঠান্ডা নিবারণের জন্য যথেষ্ট ছিলো না। তাই সে ভীত হয়ে আশীর প্রতি তাকালো।

"ভয়ের কি আছে"-- বললো আশী। প্রকৃতপক্ষে আবহাওয়ার এ পরিবর্তনে সে নিজেও ভয় পেয়েছিলো। সন্ধ্যা আগত প্রায়। এদিকে বৃষ্টিও প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছিলো।

www.pathagar.com

"আন্টি, দেখুন না, উপর থেকে মাটি ঝরে পড়ছে। এগুলো পড়ে আমাদেরকে চাপা দেবে না"? সাজী ভয়ে ভয়ে ডানদিকে দেখলো। সত্যই ঝুর ঝুর করে উপর থেকে মাটি পড়ছে।

"আমি এখন কি করবো।" আশী দু'বোনকেই নিজের কাছে টেনে এনে বললো। "এবৃষ্টিতে কোন দিকে যাওয়াতো সম্ভব নয়।

"কোন গাড়ীটাড়ী থামানো দরকার।" তাজী বলে উঠলো

"কি ভাবে থামাবো? ইতস্ততঃ করে বললো আশী। বৃষ্টি হতে বাঁচার জন্য তারা পাহাড়ের কিনারায় আশ্রয় নিয়েছিলো। সম্মুখে ঝুঁকে পড়ে থাকা গাছগুলো আড় হয়ে থেকে এদেরকে লোকচক্ষুর আড়াল করে ফেলেছে।

"আমি সড়কে যাচ্ছি"-- তাজী বলে উঠলো।

"না না"... আশী বললো। বৃষ্টিতে "ভিজে যাবে?"

"কিন্তু"-- কিছু শোনার আগেই পা বাড়িয়ে ঝপ্ ঝপ্ করে গাছের পিছ দিয়ে ঘুরে গিয়ে সড়কে উঠলো তাজী। একটু পরেই মারী হল-এর লাল বাস উপর দিক থেকে আসছিলো। তাজী তাড়াতাড়ি হাত উঠালো। কিন্তু বাস থামলোনা। চলে গেলো। এ দৃশ্যে আশী ও সাজীর মিলিত অট্টহাসিতেও তাজী দমলোনা। এরপর আর একটি গাড়ীও তাকে এড়িয়ে চলে গেলো। তাজী জেদ ধরে ওখানে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলো।

"ফিরে আস---কেন মরতে যাচ্ছ"-- আশী তাকে ডাকলো।

"না আসবো না"

রাগতস্বরে বললো সে।

ঠিক এ সময়েই সামনের দিক থেকে সাদা একটা 'টয়োটা মোটর-কার আসতে দেখে ব্যস্ততার সাথে হাত উঠালে গাড়ী থামতে থামতেও বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেলো। তাজী দৌড়িয়ে গাড়ীর কাছে গিয়ে জানালার উঠানো কাঁচের ফাঁক দিয়ে তাড়াতাড়ি করে বললো--"আমাদের একটু"---।

কিন্তু গাড়ীতে বসা মানুষটিকে চিনতে পেরে সে হকচকিয়ে গেলো। আশীর সাথে এ অপরিচিত যুবকটির টক্কর ঘটেছিলো এ সে-ই। যুবকটি তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজা খুলে দিয়ে বল্লো, "এসে পড়ো, ভিজে গেলে একেবারে।" তাজী এবারে জড়তা কেটে গাড়ীর সামনে দিয়ে ঘুরে অপরদিকে এসে যুবকটির পাশেই বসে গেলো। তাজী হাত দিয়ে মুখ থেকে পানি মুছতে লাগলো।

"ওহো!, তুমি তো ভিজেই গিয়েছো। এই নেও রুমাল। মাথা ভালো করে মুছে নাও।"

"এত বৃষ্টিতে তুমি এখানে কি করছিলে?" মেয়েটি একটু মুচকি হাসলো সলজ্জভাবে বললো আমরা হেঁটে হেঁটে বাড়ী চলছিলুম। এমনি সময় বৃষ্টি নেমে এলো।

"কোথায় যাবে তুমি"-- সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করতে করতে জিজ্ঞেস করলো যুবকটি। সানি ব্যাংকের একটু আগে কিলতানার দিকে। রাস্তার পাশেই আমাদের বাসা।

"তুমি কি একাই?"

www.pathagar.com

"জি না। আমার সাথে আমার বোন সাজী আর আন্টিও আছেন।"

"তারা কোথায়?"

"ওখানে"-- মুখ ফিরিয়ে পেছনের পাহাড়ের দিকে ইশারা করে দেখালো তাজী।

"কি--পাহাড়ের ওই গর্তে দাড়িয়ে আছে?"

নাম কি তোমার"? মুখে সিগারেট দিয়ে ষ্টিয়ারিং-এ হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো যুবকটি।

"তাজি" নিসংকোচে বললো মেয়েটি।

"শুধু তাজীই, না মোটা তাজী?" মুচকি হাসলো যুবকটি। নিজের এ নতুন নাম শুনে সে হাসলো।

"তুমিতো অসুখে পড়বে"-- গাড়ী ষ্টার্ট দিতে দিতে বললো যুবকটি।

"ভালো, অসুখ হলে কি। আন্টি ওষুধ দেবে।" বেপরওয়া হয়ে জবাব দিলো তাজী।

"কেন তোমার আন্টি ডাক্তার নাকি?

"হু! আপনি বুঝি জানেন না?

"বারে আমি কি করে জানাবো?"

"আশী আন্টি ডাক্তার আছে ডাক্তার। পিন্ডিতে তাকে সবাই জানে"। সরলভাবে বলে চললো মেয়েটি।

"আচ্ছা"

"আন্টি কতো ভালো"

"সত্যি?" সতর্কতার সাথে পেছনের দিকে গাড়ী ব্যাক করতে করতে বললো যুবকটি।

"হ্যা" হাঁটুর উপর ফ্রগ টেনে দিয়ে বললো সে।

"উনিই নাকি তোমার আন্টি-- নীল শাড়ী পরা।" যুবকটি ওর দিকে তাকালো।

"হুঁ!, উনিই-- যিনি আপনাকে টক্কর মেরেছিলেন।" বলে মেয়েটি খিল খিল করে হেসেদিলো।

যুবকটিও তার সাথে না হেসে পারলো না।

"সত্যি, বড় ভাল মানুষ--" ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে বললো তাজী।

"মানুষকে টক্কর দিয়ে ফিরে এজন্যই বুঝি ভালো, না?" ঠোঁঠে হাসি চেপে বললো যুবক।

"জেনে-শুনে বুঝি মেরেছিলো?"

"জানা-শোনার কি কথা, জখমীতো করে দিয়েছে।" পাহাড়ের ঠিক গর্তের সামনে যেখানে আশী ও সাজী দাঁড়ানো ছিলো, গাড়ী থামতে থামতে বলালো যুবকটি----

"ওদের ডাকো" পেছনের দরজা খুলে দিতে দিতে বললো যুবক।

"আশি আন্টি" পেছনের সিটের উপর নুয়ে পড়ে তাজী ডাকলো। সে তাদের আসার জন্য হাত দিয়ে ইশারা করেও দেখালো। আশী ও সাজী দ্রুত এসে খোলা দরজা দিয়ে গাড়ীতে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলো।

www.pathagar.com

"দেখেছো আন্টি গাড়ী আমি থামিয়ে ছেড়েছি।"

"তুমি বেশ বাহাদুর--" শাড়ীর ভিঝা আঁচল কাঁধে তুলে দিয়ে বললো আশী।

"এ বাহাদুরীর সাজা এখন তাকে জ্বর ভুগে দিতে হবে।" যুবকটি একটু কাঁধ বাঁকিয়ে ভদ্রতার সুরে আশীর কথার জবাব দিলো। আর আশী তখন সেই অপরিচিত যুবকটিকে দেখে অপ্রতিভ হয়ে গেলো।

"উনিই আন্টি--যার সাথে আপনার টক্কর লেগেছিলো"। তাজী ছোট ছোট করে বললেও যুবকটি তা শুনে হেসে দিলো। আশী জড়শড় হয়ে গেলো। ইত্যবসরে সে গাড়ী ষ্টার্ট দিয়ে দিলো। বৃষ্টি হচ্ছিলো তখনোও মুষলধারে।

"রাস্তা বলে দিও মিস মোটি তাজী।"-- দু'তিনটা মোড় ঘুরার পর বললো নওজোয়ান।

"সানিব্যাংক পর্যন্ত আসুন। তারপর রাস্তা বলে দেবো। মুরব্বিপনার সুরে বললো তাজী। সানিব্যাংকের গোল চক্করে পৌঁছার পর তাজী নিজেদের বাসার পথের ইঙ্গিত করলো। সে চুপচাপ গাড়ী চালাতে থাকলো। একবারও সে পেছনের দিকে তাকাবার চেষ্টা করেনি। তার প্রসস্ত বাহুর প্রতি আশীর দৃষ্টি পড়লো কয়েকবারই তার ঘন কালো উজ্জ্বল চুলগুলো ঘাড়ের উপর খুব সুন্দর দেখাচ্ছিলো। বেশ সুন্দর ও নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলো সে।

গোল চক্কর ঘুরে গাড়ী গন্তব্যে পৌঁছে গেলে বলে উঠলো তাজী। ওই আমাদের বাড়ী।" সড়কের ডান পাশে টিনের জ্বল জ্বল ছাদ দেখা যাচ্ছিলো।

"সত্যি" যুবকটি আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলো।

"জি হ্যা!" তাজি তার আশ্চর্য তাবকে উপেক্ষা করে বললো।

"এ ডানদিকের বাড়িটিই?"

"হ্যাঁ সাহেব" তাজী বললো। "থামান এখানে"।

গাড়ী থামলো। তাজী দরজা খুলে ধন্যবাদ বলে গাড়ী থেকে নেমে পড়লো। বৃষ্টি তখনো পড়ছে, ফোঁটা ফোঁটা করে। টা টা করে বাড়ীর দিকে যাওয়া রাস্তার ঢালু দিয়ে নামছে সে। সাজীও গাড়ী থেকে নেমে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে পা বাড়াতে লাগলো।

"ধন্যবাদ", আশীও গাড়ী থেকে বের হতে হতে বললো। এই প্রথমবার যুবকটি মুখ ফিরিয়ে আশীর দিকে দৃষ্টি মেলে এমনভাবে তাকালো যে, আশি খানিক ঘাবড়িয়ে গেলো। সে তাড়াতাড়ি সম্মুখের দিকে পা বাড়ালো।

"ডাক্তার" যুবকটি গাড়ী ছাড়তে ছাড়তে আশীকে ডাকলো। আশী এ অপ্রত্যাশিত ডাক শুনে এদিকে ফিরে তাকালো। যুবকটি খোলা জানালা দিয়ে ঝুঁকে মুচকি হাসছে।

"আপনি একটা জিনিস নিতে ভুলে গেছেন।

আগ্রহের দৃষ্টিতে সে দেখলো আশীকে। সে তখন বৃষ্টির ফোঁটার পানিতে ভিজছে। আশী কিছু ফেলে এসেছে কি না, পরীক্ষা করার জন্য হাতের কালো ব্যাগের দিকে তাকালো।

www.pathagar.com

"আপনার রুমাল" যুবক পকেট থেকে গোলাপী ফুল তোলা রক্তের দাগ লাগা ছোট রুমালটি জানালা দিয়ে হাত বের করে দেখালো।

মৃদু মুচকি হেসে খানিক এগিয়ে এসে রুমালের জন্য সে হাত বাড়াতেই যুবকটি হাত ফিরিয়ে নিয়ে বললো– "ঠিকই নিয়ে যাবেন? ছি! ছি! এত কানজুস! একটি ছোট্ট রুমালও দান করার হিম্মত নেই?" বলেই আশীকে কিছু বুঝতে না দিয়েই গাড়ী নিয়ে সে পালালো। তার মুখে ছিলো দুষ্টুমির জীবন্ত হাসি।

"অভদ্র"

।। তিন ।।

সারারাত ধরেই বৃষ্টি হচ্ছিলো। ভোর হওয়ার সাথে সাথে বৃষ্টি থেমে গিয়ে আকাশ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়ে এক অনুপম দৃশ্য সৃষ্টি হয়েছে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের সোনালী প্রভাত ছিলো বড় মনোমুগ্ধকর, চারিদিকের সবুজ–শ্যামল রূপ ছিলো চিত্তাকর্ষক। আশীর রুমের সামনে ছিলো এক টুকরো খালি জায়গা। ঘাস ও আঘাছা খালি জায়গায় ছোট বড় পাথরগুলিকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিলো।

আশীর মা সাদা কাশমিরী শাল পরে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন। তাঁর নিকটই দুপুরের খাবারের তরকারী তৈরী করে ঝি। পাশের চেয়ারে বসে নাসিমা ফুফুর সোয়েটার বুনছে। তাজী ছোট ভাইটির সাথে বল নিয়ে খেলছে। নাসিমা ওদেরকে বার বার নীচে না যাবার জন্য ছলছে। এ সময়ে আশী নিজের রুমে খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ম্যাগাজিন দেখছে।

"নীচের লজে কেউ এসেছে বোধ হয়।" নীচের লাল লজের পেছনের খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে বললো আশীর মা।

"হ্যাঁ আমারও তাই মনে হয়। কাল ওটা পরিষ্কার করা হয়েছে। রাতে বাতিও জ্বলতে দেখা গেছে।" সোয়েটার বুনতে বুনতে বললো নাসিমা।

"আমার বয়সের কোন মেয়ে আসলে কত ভালো হতো?" ম্যাগাজিন বন্ধ করতে করতে বললো আশী।

"কেন"--? নাসিমা হেসে তাকালো আশীর দিকে।

"বাহ! আপনারা চলে গেলে আমি এখানে একা থাকবো কি করে।"

"খোদা তোমার রুগীদেরকে ভাল রাখলেই হলো। ভাবনা'ত হয়েছে চাচী আম্মাকে নিয়ে। একা একা সময় কাটানো তার জন্যই কঠিন।"–তামাসাচ্ছলে বললো নাসিমা–

"হ্যাঁ সে'তো এখানেও তার কাজ শুরু করে দিয়েছে।" বলে আশীর আম্মা তার দিকেতাকালো।

"আম্মি আপনার মেয়ে ডাক্তার। সহায় সম্বলহীন গরীবদের দেখা তার কর্তব্য।" গর্বের সাথে বললো আশী।

www.pathagar.com

নাসিমা আর আশীর আম্মা এসব কথাবার্তায় মশগুল।

আশীকে মলে কিছু জিনিষপত্র কিনাকাটা করতে যেতে হবে। এজন্যে সে সেজে গুজে প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাজী ও সাজী তৈরী হয়ে বেরিয়ে এলো।

"আপনার কিছু লাগবে আম্মি?" আশী জিজ্ঞাসা করলো। মাথা নেড়ে না বলে জবাব দিলো আম্মি।

তারা দু'জন রওনা হলো। তাজী আগেই সড়কে গিয়ে উঠেছে। নাসিমা ও আশীর আম্মা আশীর 'বিয়ে' প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলো।

"আমার ইচ্ছা ছিলো, মেয়ে যখন ডাক্তার, কোন ভাল ঘরের দেখতে শুনতে ভালো একটি ডাক্তার ছেলের কাছে আশীর বিয়ে দিবে। কিন্তু সে ইচ্ছা এখনো ইচ্ছাই রয়ে গেলো।"

"আসেফ আর আশীর বিয়ে একত্রেই করে দিন।

আশীর স্থানে নববধু আসবে। ঘরের শ্রীও অটুট থাকবে। বললো নাসিমা।

আমার নিজেরও ইচ্ছা তাই। কিন্তু ওই ভাই বোনকে নিয়ে আমার যত মুশকিল। ভাই বলে "আগে আশীর বিয়ে দেবো। তারপর--।" এদিকে আশী একথা শুনতে চায়না। তার কথা হলো "আগে ভাবী আনবো। ঘরে।" --হাসতে হাসতে বললেন আম্মি। মুড্‌কে একটু গম্ভীর করে আবার বললো, যদি কোন ভাল সম্বন্ধ এসেই যেতো তাহলে কারো কথা না শুনেই মাস খানেকের মধ্যেই আশীর বিয়ে দিয়ে দিতাম। আমি বেঁচে থাকতেই এ কাজ সেরে যাওয়া দরকার।

"তা অবশ্যই" সব শুনার পর বললো নাসিমা।

"যদি কোন ভালো সম্বন্ধ তোমার জানা থাকে তাহলে বলো"--- ছোট ছোট করে বললো আম্মি।

"আমার'ত বড় সাধ ছিলো ইরফানের সাথে ওর বিয়ে দেয়ার। কিন্তু--" বাধা দিয়ে নাসিমা বললো---" শুনেছি শাহেদার সাথে নাকি তার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।"

"আচ্ছা"। আস্তে আস্তে বললেন আম্মা।---"এক বোনের ছেলে আর এক বোনের মেয়ে।

"ঠিকই আছে এরফান বড় ভালো ছেলে। ভালই হবে।"

"বড় চাকুরী করে চাচীজান। অনেক টাকা মাইনে পায়।" আমারও বড় সখ ছিলো ওর সাথে আশীর বিয়ে দেয়ার।

"এ সব ললাটের লিখন নাসিমা। যার সাথে যার জোড়া। আশী ডাক্তার। তার সাথে একজন ডাক্তার ছেলেই মানাতো ভালো।"

"এমনই যে হতে হবে তা নয়।"

"তাতো ঠিকই।" বললো আম্মি। 'তবু এটাই ছিলো মনের ইচ্ছা।" এভাবে তারা আলাপ করে চলছে।

www.pathagar.com

এদিকে সাজি ও তাজীসহ মলে এসে পৌছলো আশী। এখনো তারা জিন্নাহ্ পার্কের কাছে, এমনি সময় পেছনের দিক থেকে শুনা গেলো, হ্যালো মিস মোটি তাজী।" তিন জনই একত্রে পেছনের দিকে তাকালো। কালকের সে অপরিচিত যুবকটি তাজীর কাছে এসে পৌঁছলো।

"ওহ! হো", আপনি"। আপ্লুতস্বরে বললো তাজী।

"জি আমি''-উৎসুকের সংগে মাথা একটু কাত করে বললো যুবকটি "কেমন কাল জ্বর টর হয়নিতো?"

"না না," তাজী মাথা নেড়ে বললো।

"এতো মোটা তাজী তুমি। জ্বর তোমার কি করে হবে?" যুবকটি তাকে একটু খোঁচা দিলো। তাজী হেসে ফেললো।

সাজি আর আশী ইচ্ছা করেই চলার গতি কমিয়ে দিলো। যুবকটির সামনে গিয়ে খামাখা অপ্রতিভ হবার প্রয়োজন কি? এদিকে কাল বিকালে রুমাল জনিত ঘটনাও আশীর মনে পড়লো। দেখতেতো লোকটাকে শরীফ বলেই মনে হলো। কিন্তু তার কালকার ওই ধরনের আচরণ আশীর মনে ভালো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি। জীবন উপভোগকারী এসব ধনীরা প্রমোদ ভ্রমণ ও আনন্দ উল্লাসের জন্যই শুধু এখানে এসে থাকে।

যুবক শুধু তাজীর সাথেই কথা বলছে। তাজীও নিঃসংকোচে কথা বার্তায় মগ্ন হয়ে আছে।

"তাজীর দিকে তাকান আন্টি" সাজি ছোট করে বললো,-- "কিভাবে কথা বলে চলছে। মনে হয় কতদিনের পরিচয়।" আশী হেসে দিলো। তাজী ওর সাথে কখনো হাত ধরে কখনো হাত ছেড়ে চলছে। যুবকও তার সাথে কথা বলেই চলেছে। পেছনের দিকে তাকিয়ে সাজি ও আশীর সাথে কথা বলার একটুও চেষ্টা করেনি।

"আমরা রোববারে চলে যাচ্ছি আংকল। কথায় কথায় এক সময়ে বললো তাজী।

"কেন?" যুবকটি এমনভাবে বললো যেন এ খবর শুনে সে আতংকিত।

"এমনিতেই। আব্বু এসে যাবেন। আব্বু মেজর না? তিনি মোজাফফরাবাদ গেছেন। শনিবার আসবেন। রোববারে আমরা তাঁর সাথে চলে যাবো।"

"বড্ড অশুভ সংবাদ শুনালে।" যুবকটি বললো। আশীর মনে হলো যেন ইচ্ছা করেই সে এ কথাগুলো বড় বড় করে বলছে।

"আমরা এক সপ্তাহের জন্য আশী আন্টিদের এখানে এসেছিলাম।" তাজী পুনরায় বলে চললো।

"আচ্ছা..., আচ্ছা---" খুশী হয়ে হাসলো সে। "তাহলে তোমরা এখানে মেহমান হয়ে এসেছিলে?"

"হ্যা আংকল।"

"তাজী--" আর কোন কথা বলে দেবার আগেই আশী তাকে ডাকলো।

www.pathagar.com

"জি আন্টি" তার হাত ধরা অবস্থায়ই পেছনের দিকে তাকালো সে। "আসো এদিকে। রাস্তা ক্রস করতে করতে বললো আশী। "আন্টিকে কিছু জিনিসপত্র কিনতে হবে" ---বলে তাজী তার হাত ছেড়ে দিয়ে এদের সাথে এসে মিললো।

"আজব প্রকৃতির মেয়ে তুমি---"সাজী তাকে শাসালো। আবার আংকলও বানিয়ে নিয়েছে। বড্ড খারাপ অভ্যাস।"

"তোমার কি হয়েছে? বানাবো'ত আংকল একশ' বার। কত ভালো তিনি"-- রেগে তেড়ে বললো তাজী। আশী চুপ করে দু'বোনের কথা কাটাকাটি থেকে রস নিচ্ছিলো তখন।

বিকালের দিকে আবার চাইনিজ দোকানে তাদের সাথে তার দেখা। নাসিমা, আশী তাজী ও সাজি সহ জুতা কিনতে এসেছিলো এখানে। আগ থেকেই যুবক দোকানে ছিলো উপস্থিত। দৃষ্টি বিনিময়ের পর কিঞ্চিৎ মুচকি হাসি ছাড়া আর কোন নতুন ঘটনার অবতারণা হলো না এখানে। সেদিনই তাদের সিনেমারও প্রোগ্রাম ছিলো।

শো শুরু হবার পর তারা গেলারীতে গিয়ে আবছা অন্ধকারেই সিট খুঁজে নিলো। কিন্তু বিরতির সময় যখন আলো জ্বলে উঠলো, আশী দেখলো তার ঠিক ডানের সিটে বসে আছে যুবকটি।

আশী কি আর করবে। পাশ ফিরে সাথেই বসা নাসিমার দিকে তাকালো। সেও বোধ হয় সিগারেট খাবার জন্য বাইরে চলে গেছে। শো আবার আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু বই দেখার মত মনের অবস্থা আশীর আর বাকী রইলো না। কোন বাক্য ব্যয় না করে চুপচাপ বসে রইলো। যুবকটি অবশ্য কোন রকম অশোভন আচরণ করেনি। কিন্তু তবুও কেন জানি আশীর ভিতরটা কেঁপে উঠলো। বারবার সুষমামন্ডিত যুবকটির সাথে টক্কর খেয়ে কি যেন ওলটা-পালটা হয়ে যাচ্ছে। তার নিজের অজ্ঞাতেই নিজের উপর ও যুবকটির উপর রাগ ধরছিলো।

বই শেষ হতেই আশী যুবকটির দিকে বাঁকা দৃষ্টি হেনে বাইরে চলে আসলো। নাসিমা বইয়ের নানা দিক নিয়ে আলাপ করতে করতে আসছে। কিন্তু আশীর মন তখন ওখানে ছিলনা।

আশী দ্রুত সিড়ি বেয়ে নীচে নামলো। সাজি ছিলো তার সাথে। নাসিমা আস্তে আস্তে আসছিলো আর তাজী ছিলো তার হাতে ধরা।

রাস্তা পার হয়ে তারা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে আসছে, হঠাৎ যুবকটিকে তার সাদা টয়োটা গাড়ীর কাছে দাঁড়ানো দেখা গেলো। যেন কার জন্য অপেক্ষা করছে। তার কাছ দিয়ে তারা যেতেই সে অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে একপা এগিয়ে এসে বললো-"আসুন ডাক্তার আমি আপনাদের লিফ্ট দিয়ে দেবো-"

"আশী তার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নুইয়ে 'ধন্যবাদ' বলে আগে বাড়লো।

আপনি খামাখাই সংকোচ করছেন। আমাকে ওদিকেই যেতে হবে।"

www.pathagar.com

সে এবার একটু কর্কশ সরেই বললো, "আপনার মেহেরবানী" আমরা ট্যাক্সি ভাড়া করেই যাবো।

স্বলজ্জ নেত্রে যুবকটি আশীর দিকে তাকালো এবং হাতের আধাজ্বলা সিগারেটটা ফেলে দিয়ে পায়ে মুচড়িয়ে নিজের গাড়ীর দিকে ফিরলো।

ভাড়া করা ট্যাক্সিতে বসে সারাটি পথ আশীর অনুশূচনার ভেতর দিয়েই কাটলো। ভদ্রলোকটি কত সরল ভাবে নিজ থেকেই লিফট দেয়ার কথা বললো। ক্ষতি কি ছিলো তার সাথে এক গাড়ীতে আসতে? মুখের উপর এ প্রত্যাখ্যানে বেচারা কত লজ্জা পেয়ে থাকবে। ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেলো। এভাবে চিন্তার রাজ্যে মন্থন করতে করতে তারা বাড়ী পৌঁছে গাড়ীর ভাড়া চুকাচ্ছিলো এমন সময় সে সাদা টয়োটা দ্রুতগতিতে তাদের পাশ দিয়ে চলে গেলো।

সত্য সত্যই কি যুবকটি এদিকেই আসার ছিলো? নিজের মনে চিন্তা করতে লাগলো আশী। ব্যাপারটা ভেবে তার অনুতাপ আরো বেড়ে গেলো।

বিছানায় যাবার আগে যুবকটির সহজ সরল মুছচ্ছবি বার বার চোখে ভাসতে লাগলো আশীর। সেমিজের সে দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে আজকের রাত পর্যন্ত প্রত্যেকটি মুহূর্তই মনের দর্পণে ভেসে উঠতে শুরু করলো। প্রত্যেকটি ঘটনাই জীবন্ত হয়ে মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগলো। জানি না, কতক্ষণ ধরে তাকে এই চিন্তার ঘুরপাক খেতে হয়েছে। কিন্তু যখনই চিন্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে তার অনুভূতি ফিরে এলো, গা ঝেড়ে উঠে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো। সে'ত কচি খুকী নয় যে, সুন্দর যুবক দেখেই মজে যাবে। সে'তো তেইশ চব্বিশ বছরের দৃঢ়চিত্ত সম্পন্ন। শিক্ষিতা মেয়ে। পুরুষ'ত তার জীবনে নতুন জিনিস নয়। পাঠ্য ও কর্মজীবনের সর্বস্তরে তাকে পুরুষের সাথেই মিলে মিশে কাজ করতে হয়েছে। হাসপাতালেও তার সাথে সুন্দর সুন্দর কত যুবক ডাক্তার কাজ করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কাকেও নিয়ে সে'ত এত ভাবে না। ডাক্তার জিয়া কত সুপুরুষ ও সদানন্দ যুবক, ডাক্তার আশ্‌ফাক কত স্মার্ট ও মার্জিত রুচির পুরুষ। এদের সাথেও সে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়েছে, একত্রে কাজ করেছে। কিন্তু তাদের কেউ'তো তার মনে আঁচড় কাটতে পারেনি।

আর এই পথ চলা পথিক কি নিদারুণভাবে তার অনুভূতির সাথে মিশে গেছে। তার সম্বন্ধে অসহায় ভাব প্রকাশ ছাড়া যেন আর কিছু নেই। নিজের মনে লজ্জিত হয়েছে আশী। নিজেকে দিয়েছে একাধিক বার ধিক্কার। শাসিয়েছে...। এই চিন্তায় পরাজিত হয়ে অবশেষে বাতি নিভিয়ে দিলো সে। লেপে মুখ ঢেকে ঘুমাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কল্পলোকের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গেলো না। এবার লেপ সরিয়ে দিয়ে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিলো। শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে অপলক নেত্রে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

বিনিদ্র রজনীর সময় কাটাবার জন্য টেবিল থেকে ডাক্তারীর একটি বই হাতে নিলো আশী। বিছানায় শুয়ে বুক পর্যন্ত লেপ টেনে দিয়ে বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগলো। আনমনে পাতার উপর দৃষ্টি রাখতে রাখতে যুবকটির চিন্তাকে অনেক আয়ত্তে আনলো সে। ডাক্তারীর বই তার মনে হাসপাতালের এক নতুন চিন্তা এনে দিয়েছে। ডাক্তার বন্ধু

www.pathagar.com

সরওয়াতের কথা মনে পড়লো। সদালাপি এ ডাক্তারটিকে তার বড় ভালো লাগতো। এরপর মনে পড়লো তার ভাইয়ের কথা। সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য U. K. গিয়েছে। তার কথা বলে সরওয়াত প্রায় আশীকে উত্যক্ত করতো। একের পর এক এসব চিন্তার সূত্র ধরে ঘুমের রাজ্যে চলে গেলো আশী। ল্যাম্প তখনো জ্বলছে। হাত থেকে বই মাটিতে ছিটকে পড়েছে। আর তার একটি হাত ঝুলে আছে মাটিতে। অচেতনভাবে শুয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগলো আশী। এক সুন্দর ও প্রশস্ত জায়জায় একটা সুন্দর পাথরের উপর সে বসা। মৃদু বাতাসের হিল্লোল বড় মনোমুগ্ধকর। নানা ধরনের স্বতঃজন্মা বিচিত্র রকমের ফুলে পরিপূর্ণ। সমস্ত পরিবেশটাই যাদুমন্ত্রে ঘেরা। পাথরের নিকটই ফটিক স্বচ্ছ ঝর্ণা। বরফের মতো সাদা পানি নীচে গড়িয়ে পড়ছে। ছোট ছোট ফোঁটার ছিটকা লাগছে তার গায়ে। পানি পড়ার শব্দে সৃষ্টি হচ্ছে মধুর সুরের ঝংকার। চারিদিকেই শোনা যাচ্ছে এ ঝংকারের অনুরণন। এ সুর কখনো অস্পষ্ট। কখনো হয়ে উঠে সুস্পষ্ট। যাদুমন্ত্রের এ ইন্দ্রজালে নিজেকে হারিয়ে ফেলে আশী।

ঘুমের ঘোরে পাশ বদলালো আশী। পালং-এর পাশে ঝুলন্ত হাত অবশ হয়ে গিয়েছে। মুহূর্তের জন্য চোখ খুলে গেলো। হাত বাড়িয়ে জ্বলন্ত ল্যাম্প নিভিয়ে দিলো। আবার পাশ বদলিয়ে শুয়ে গেলো। চোখ ছিলো ঘুমে ভরা। কিন্তু তবু কেন জানি তার ঘুম এলো না। আর জেগেও যেন ঝর্ণা প্রবাহের ললিত স্বর শুনতে পেলো সে। চোখ বন্ধ করে ফেললো আবার। কিন্তু ঘুমের কোলে ঢুলে পড়ার আগে সে চকিত হয়ে উঠলো। এবার সে খুললো চোখ। পরিষ্কার আওয়াজ শুনতে পেলো। পুরাপুরি সচেতন হয়ে সে বুঝতে পারলো, স্বপ্নে শোনা গানের লহরী সেতার বাজার চিন্তাবর্ষক গানেরই স্বর। সে শব্দের দিকে কান পেতে দিলো আশী। সেতারের এ সুর পূর্ব পরিচিত। এ'ত তারই প্রিয় বাদ্য। কোথেকে আসছে এ স্বর? হয়তো ট্রানজিস্টার হবে। কিন্তু নিশ্চয়ই কোন রেডিও সেন্টার এখন খোলা নেই। তবে কি কেউ নিজেই সেতার বাজাচ্ছে। ... এত রাত...।

কোন দিক থেকে গানের এ শব্দ ভেসে আসছে, তা নির্ণয় করতে বেশী দেরী হলো না তার। নীচের লজ থেকেই এ সেতার ধ্বনি ভেসে আসছে। বিছানা থেকে উঠে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো আশী। পর্দাটা খানিক সরিয়ে বাইরের দিকে তাকালো সে। মেঘে ঘেরা আকাশ। অন্ধকার ছেয়ে আছে চারিদিক। লাল লজের পেছনের জানালর ফাঁক দিয়ে আলোর কিরণ-রশ্মি এসে পড়েছে সামনের পাথরগুলোর উপর। হাঁ, এখানেই বোধ হয় কেউ সেতার বাজাচ্ছে। এখানে দাঁড়িয়েই আশী ওদিকে তাকিয়ে ভেসে-আসা সুর শুনতে লাগলো।

তারের জোর অনুরণনে তন্ময় হয়ে শুনছে সে। মাথা তার টনটন করছিলো। মনে হচ্ছিলো যেন কোন অশান্ত উন্মত্ত হৃদয় উন্মুক্ত ময়দানে দিশেহারা হয়ে ঘুরছে। কে যেন কোন হারানো সাথীর বিরহ-ব্যথায় ছটফট করে মরছে। দিকহারা কোন নৌকা যেন স্রোতের ঘূর্ণিতে পাক খাচ্ছে। কোন ভগ্নহৃদয় যেন বিফল মনোরথ হয়ে মাথা ঠুকে মরছে।

www.pathagar.com

আশীর অস্থির মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। তার মনে চাচ্ছিলো জানালা ভেঙ্গে বের হয়ে নিমিষের মধ্যে লাল লজের খিড়কী পার হয়ে ঐ অপূর্ব সুন্দর সেতার বাদকের কাছে গিয়ে পৌছতে।

কিন্তু–এটা সম্ভব ছিলো না। তারের শব্দ শেষ ঝংকার দিয়ে হাওয়ায় মিশে গেলো। সুর আর শোনা গেলো না। বন্ধ হয়ে গেলো গানের মুর্ছনা।

আশী বেদনার কালোছায়া বুকে নিয়ে বিছানায় গিয়ে শুইলো। অনেকক্ষণ ধরে সেতার বাদকের বাজনা তার মনে তোলপাড় করতে লাগলো। সে ঠিক করলো, কাল অবশ্যই লাললজের লোকদের সাথে গিয়ে পরিচিত হবে। যদি সম্ভব হয় এ সুযোগে সে সেতার বাজানোও শিখে নেবে। মনে মনে অনেক পরিকল্পনা আটলো আশী।

পরের দিন সকাল দশটার দিকে সাজি ও তাজীকে নিয়ে উপস্থিত হলো আশী। সবুজ ঘাস ও নানা বৃক্ষরাজি দিয়ে ঘেরা তিন কামরা বিশিষ্ট লজটি বেশ মনোরম। এটার পেছনেই আশীর শয়ন ঘর, বড় জোর দু'তিন গজ দূর। লজের সম্মুখের ভাগ চলে গিয়েছে রাস্তার দিকে। দালানের সামনে প্রসস্ত সুন্দর বাগান।

তারা তিনজনই বাগানে গিয়ে পৌছলো। এমন সময় চাকর বলে অনুমিত একজন মধ্য–বয়সী মানুষ ডানদিকের বাবুর্চিখানা থেকে বেরিয়ে আসলো। তাদেরকে দাঁড়ানো দেখে কাছে এসে আদবের সাথে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকিয়ে রইলো।

"এ বাসায় কে এসেছে বাবা"... আশী জিজ্ঞাসা করলো।

"আমরা, বেগম সাহেব"... নেকড়া দিয়ে হাত মুচতে মুচতে বললো লোকটি।

"বিবিসাব কোথায়?" প্রশ্নের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো আশীর।

"বেগমসাব!"... আশ্চর্য হয়ে বললো চাকর। কিন্তু সাথে সাথেই আশী। ভুল ধারণা বুঝতে পেরে কিঞ্চিৎ হাসি দিয়ে বললো... "বিবিসাব তো কেউ নেই! সাহেব একাই এসেছেন।"

"সাহেব একাই এসেছেন? বিবিসাব কোথায়?" সামনে অগ্রসর হয়ে প্রশ্ন করলো তাজী।

"তিনি বিয়েই করেননি" তাজীর প্রশ্নে হাসি দিয়ে জবাব দিলো লোকটি।

"কেন করেন নাই" উদাসভাবে আবার প্রশ্ন করলো সে।

"তাজী"! অবান্তর প্রশ্নের জন্য ধমক দিলো আশী। লোকটি তখন খয়েরী রঙ্গের দাঁত বের করে হাসতে লাগলো। আর তাজী 'ইন্টারভিউ' নেবার মতো লোকটিকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেই চললো।

মনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকটির কথার ধ্বনি সারাদিন ধরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো আশীর মনে--" সাহেব একাকীই এসেছেন"--"তিনি বিয়ে করেনি" সেতারবাদক--একাই অবিবাহিত ---আশীর মনে এ কথাগুলো ছবির মতো ভেসে উঠে মুহূর্তেই আবার মিলিয়ে যেতে লাগলো। সেতারের মনমোহিনী সুর সে রাতে তার মনে যে তুলির আচড় দিয়ে গেলো তাতে ভালবাসার স্নিগ্ধ সম্পর্ক ছিলো বড় উজ্জ্বল। এ জন্যই সেতার বাদককে এক নজর দেখার জন্য ছিলো বড় বেশী আগ্রহ। কিন্তু

www.pathagar.com

'একাকী' 'অবিবাহিত' সাহেবের সাথে দেখা করার কথা মনে পড়তেই তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো।

সারাটি দিন এ ভাবনায়ই জ্বলে পুড়ে ছাই হতে লাগলো আশী। তার মনের কোনে সেতারের নীরব ধ্বনি তখনো বাজছিলো। বাদ্যশিল্পে বাদকের নিপুণতার কথা মনে মনে স্বীকার না করে পারলো না সে। বাজনায় সে কি আবেগ। সুরের মূর্ছনায় ইস্পাত কঠোর মনকেও পারে গলিয়ে দিতে।

সাজী তাজীর বার বার অনুরোধ উপরোধেও আশী আজ মলে যেতে রাজি হলো না। শরীর ভালো না-- এ বাহানা করে বিছানায়ই শুয়ে শুধু রাতের অপেক্ষা করতে লাগলো সে।

"রাত" যখন রাতের নীরবতা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে তারের ধ্বনি ঝংকার নিয়ে উঠবে, নিজের মনের হালকা শিহরণ অনুভব করবে সে। হৃদয়ে অজ্ঞাত জ্বালায় তীব্র দাহন অনুভব করবে আশী।

এমন রাতের অপেক্ষায় আশীর দিন আর কাটে না। কালও যে অপরিচিত যুবকটির চিন্তায় তাকে বিনিদ্র রজনী কাটতে হয়েছে, তার চিন্তা আজ তাকে উৎপীড়ন করে না। তার মন শুধু চায় মুহূর্তের মধ্যে দিনকে রাত করে সুরের মূর্চ্ছনায় ডুবে যেতে।

কিন্তু সময় তার আপনি গতিতে চলছে। দিনকে মুহূর্তের মধ্যে রাত করা সাধ্যের অতীত। আশীর দোতলা শয়নকক্ষের সামনেই ছিলো লাল লজ। আশী জানালার পাশ দিয়ে ওদিকে তাকিয়েছে আজ বার বার।

লজটির জানালা ছিলো বন্ধ। শুধু ডানদিকের পর্দা একটু উঠানো। নানা ছলে সেপথ দিয়ে ভেতরটা দেখার চেষ্টাও করেছিলো আশী। কিন্তু কিছু দেখা যায়নি--অন্ধকার। কত সময় অতিবাহিত হয়েছে বলা যায় না। আশীর বোধ হয় ঝিমানী আসছিলো, কিন্তু তার স্বপ্নের সঙ্গীত সুর ধীরে ধীরে ভেসে এসে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো। সে চোখ মেলে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে সেতারের মনোহারিনি গান সুস্পষ্ট শুনতে পেলো।

ঘুমের জন্য আশীর বড় রাগ হলো। শরীর ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলো। আস্তে গিয়ে জানালার পাট খুলে দিলো। আজ আকাশ পরিষ্কার। চারিদিকে চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত। দূরে পাহাড়ের সারির মাথার উপর চাঁদ জ্বলজ্বল করছে। সমস্ত পরিবেশ নীরব নিস্তব্ধ। মনে হয় সেতারের যাদুমন্ত্রে দম বন্ধ হয়ে গিয়েছে সবার।

আশী জানালার পাশে দাঁড়িয়ে লাল লজের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়েছিলো।

ব্যথাভরা গানের সুরে প্রজ্জ্বলিত আগুনের কুন্ডলী বেরুচ্ছে। সুরের মূর্ছনা ধীরে ধীরে তীব্র হতে লাগলো। তারের ঝন-ঝনানী তাকে পাগল করে তুললো।

আশী হঠাৎ নিজের কালো শাল গায়ে দিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেলো। ঢালু রাস্তায় ছোট ছোট পাথরের উপর পা রেখে লাল লজের জানালা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলো। এ জানালাটির পর্দা সকাল থেকেই ছিলো একটু উঠানো।

ধীরে ধীরে ও সতর্কতার সাথে পা ফেলে ফেলে ঠিক জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো আশী। একাগ্রচিত্তে ভিতরের দিকে তাকালো সে।

www.pathagar.com

"উহ।--" মনে হয় বিদ্যুৎ তারের সাথে ধাক্কা খেয়ে আশী পিছে ছিটকে এলো। সে হাত দিয়ে কম্পিত বুক চেপে ধরলো। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিলো। পিছপা দৌড়িয়ে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো। হাঁপিয়ে উঠছে আশী। সঙ্গীত সুর তখনো বেজেই চলেছে গানের কাকলীতে তখনো আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু তখন তার মনটা না ছিলো সুরের মূর্ছনার প্রতি, না ছিলো গানের ঝংকারের দিকে। তার চোখে ভাসছে শুধু তারের উপর ঝুঁকে পড়া গানে মত্ত বদ্ধ আঁখির সে সুদর্শন মানুষটির উপর। যাকে ক্ষণিকের তরে জানালা দিয়ে দেখছে সে।

"সে!"

"সে।!"

"সে-ই ছিলো"

সে-ই, যে অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তার অনুভূতিকে ঘিরে রেখেছিলো গত কয়েক দিন। আর যে কাল রাতও তার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলো।

www.pathagar.com

।। চার ।।

সবুজ রংঙের দেয়াল, দুধ সাদা বিদ্যুৎ আলোক কামরাটিকে মনোরম করে রেখিছিলো। জানালার পাশেই লাল কর্পেটের উপর বসে সোফায় হেলান দিয়ে সেতারের উপর ঝুঁকে আছে সেতার বাদক। তার সুন্দর মুখ চওড়া কাপালের উপর আলুলায়িত চুলগুলো সৌন্দর্যের এক অভিনব বিকাশ করে রেখেছিলো। চোখ ছিলো বন্ধ। হাতের আঙ্গুলগুলো আপন মনে সেতারের তারে ছিরছার করে চলছিলো। সে এত আনমনা হয়ে উঠেছি'লা, মনে হয় দুনিয়ার কোন কিছুর প্রতি লক্ষ্য নেই। শুধু সেতারের সুর ও নিজের গানেই নিজে বিভোর।

জানালার সামান্য সরানো পর্দার ফাঁক দিয়ে আশী রাতে ক্ষণিকের তরে তাকে দেখেছিলো মাত্র। কিন্তু দিনের আলোকে এ ছবি হাজার বার তার চোখে ভেসে উঠছে। প্রতিবারই সে এ ছবির মধ্যে নতুন নতুন আলোক রশ্মির সন্ধান পেয়েছে। মনে মনে দীপ্ত হয়ে উঠেছিলো এক সাথে অনেক ঝলকানী। তার মনে হচ্ছিলো যেন কত বছরের স্বপ্ন সাধ পরিপূর্ণ হতে চলছে। যেন অজ্ঞাতসারেই কোন অপ্রত্যাসিত চাওয়া হাতের নাগালে এসে পৌছেছে।

কি আশ্চর্য ঘটনা চক্র। বিনাদর্শনেই যে সেতার বাদকের জন্য মন উতালা হয়ে উঠেছিলো সে-ই ওই অপরিচিত তরুণ, যাকে পরিহার করার প্রতিটি সযত্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সে তার হৃদয় রাজ্যকে ঘিরে রয়েছে। মনের এ দোদুল্যমান অবস্থায় এ নিয়ে সে সারাদিন কেবল ভেবেছে। এ ভাবনার যেন শেষ নেই। অন্তহীন এ ভাবনায় যখনি সে কোন সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পেরেছে অমিন আবার তা তালগোল পাকিয়ে গিছে।

www.pathagar.com

কোন চিন্তা ভাবনার জন্য আজ আর আশীর কোন যন্ত্রণা নেই। বলগাহীন এ খেয়ালের জন্য আজ মনে রাগও ধরে না। অবশ্য মনে মনে একটু লজ্জাবোধ করছে। একটু একটু ভয়ও লাগছে। লজ্জা ও ভয়ের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু এ সব স্বাভাবিক ব্যাপারে অস্বাভাবিক শাসন মানবে কেনো। অপারগ হয়ে অবশেষে চিন্তার কাছে হার মেনে যায় সে। যা হবার হবে।

সাজী, তাজীর পীড়াপীড়িতে বিকালে তাকে বাইরে যাবার জন্য তৈরি হতে হলো। যদিও বিছানায় শুয়ে থেকে রঙ্গীন স্বপ্নের লুকোচুরি খেলাই তার কাছে ভালো লাগছিলো। কিন্তু ওদের পীড়াপীড়িতে সে আর পেরে উঠেনি। মারীতে তারা আর মাত্র দু'তিন দিন থাকবে। কিন্ডানার রাস্তা দিয়ে তারা আজ মলে যাচ্ছিলো। রাস্তা বেশ খাড়া। এদিকে তারা ছিলো ভ্রমনের নেশায়। আর আবহাওয়াও ছিলো বড় মনোরম। মন মেজাজও ছিলো খুব শান্ত। তাজী তাদের আগে আগে চলছে। আশী কথা বলতে বলতে উঠছিলো উপরের দিকে।

"আংকল!" তাজীর এ শব্দে আশী ও তাজী একত্রে ওদিকে তাকালো।

তাজীর রাস্তার পাশে দাড়িয়ে গেলো রাস্তার ডান পাশে সামান্য দূরে একটি দালান থেকে সে যুবকটি এদিকে আসছিলো। কালো রঙ্গের প্যান্ট ও পুল ওভার পড়া উজ্জ্বল চেহারায় বেশ মানিয়েছিলো তাকে। আশী হকচকিয়ে উঠলো। "যাও এবার সে আংকল পেয়ে গেছে" কৌতুক করে সাজী বললো। আশী হেসে দিলো। আজ ইচ্ছা করেই চলার গতি কমায়নি। কাঁচা পাকা পাথর-পথ অতিক্রম করে যখন সে তাজীর কাছে এসে পৌছলো তখন আশী সাজীও ওখানে পৌছে গেছে।

"হ্যালো মিস্ মোটি তাজী। অসংকোচে সে তাজীর মাথায় মৃদু কষাঘাত করে বললো।

"আংকল, আপনি উপরের দিকে যাবেন, না নীচের দিকে।" তাজী জিজ্ঞেস করলো। "হ্যালো ডাক্তার!" তাজীর কথার জবাব না দিয়ে সে আশীর প্রতি তাকালো।

আশী স্বভাবজাত হাসি দিলো। এ হাসির মধ্যে ছিলো অনেক ইঙ্গিত লুকায়িত। আর এ অনেক ইঙ্গিতের সেও বোধ হয় পেয়েছিলো সন্ধান। সে জন্যই তাজীর পরিবর্তে আশীর প্রতিই তার মনোযোগ ছিলো বেশী। দৃষ্টিতে ওৎসুক্যের দীপ্ত আভা লেপন করে এক দৃষ্টিতে তাকে শুধু দেখছিলো সে।

"আংকল এটাই কি আপনার বাড়ী।" ধরা হাতে হাত ঝাকিয়ে বললো তাজী। চোখ ঘোরায়ে সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলো।

"এখানে থাকেন আপনি" প্রত্যেকটির শব্দ চেপে চেপে বললো তাজী।

"না" মুচকি হাসি দিয়ে বললো যুবক।

"এ ঘরে থাকেন না আপনি" যে ঘর থেকে সে বেরিয়ে এসেছে সে ঘরের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললো তাজী।

www.pathagar.com

"না এটা আমার এক বন্ধুর বাড়ী। তার সাথে দেখা করতে এসেছিলাম এখানে।" তাজীর গোলাপী হেয়ারব্যান্ড ধরে বললো সে।

"আপনি কোথায় থাকেন তাহলে।" তাজী আবার জিজ্ঞাস করলো।

"আমাদের কাছেই থাকেন।" আনমনাভাবে বলে ফেললো আশী। আশীর মুখে এ কথা শুনে যুবকটি অপ্রস্তুত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। মুখে দুষ্টুমির হাসি মেখে অন্য দিকে মুখ ফিরে ছোট্ট করে বললো

"খোসনসিব।"

"কি বললেন?" কিছু না বুঝতে পেরে আশী একটু হকচকিয়ে বললো।

"আপনাদের কাছেই থাকি এ রহস্য –ভেদ সৌভাগ্যেরই পরিচায়ক।" ওৎসুক্যের দৃষ্টি ও মুখে দুষ্টুমির হাসি সহ তার দিকে চেয়ে গম্ভীর সুরে বললো যুবকটি।

আশী তখন নিজেকে সামলিয়ে নিতে পারেনি। তাজী বলে উঠলো, "আপনি কোথায় থাকেন আংকল, বলুন না।"

"ওনাদের কাছে" আশীর দিকে ইশারা করে বাচ্চাটিকে বললো, "এখনইতো তোমার আন্টি বললেন" দ্বার্থবোধক কথায় আশী কিছু চেপে গেলো। তাজী তখনো কিছুই বুঝতে পারেনি। সাজী'ত কিছুই না। তারা ভ্যাবা চ্যাকা খেয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। আর যুবকটি মনোরম ভঙ্গীতে মুচকি হাসছিলো।

"আমাদের বাসার কাছেই থাকেন, বুঝলে?" ব্যাপারখানা খুলে বললো আশী।

"কোথায়?" সাজী তাজী সমস্বরে বলে উঠলো!

"লাললজে," তার দৃষ্টির তীব্রতায় আশী যেন গলে যাচ্ছে মনে হলো। "সত্যি! অবাক হয়ে সাজী বলে উঠলো।

"না আন্টি," অস্বীকার করে বললো তাজী, "ওখানে'ত আমি ওনাকে কখনো দেখেনি। ওখানে বুড়া এক বাবা থাকে।

"সে আমার চাকর" বাচ্চাকে বললো যুবকটি।

"আরে আল্লাহ! আপনি আমাদের এত কাছে? আগে কেন বলেননি" তাজী বললো।

"আমি'ত এখনো বলিনি। "তোমার আন্টিই না বললেন।"

"আপনি কি করে জানলেন আন্টি?" সরলভাবে প্রশ্ন করলো তাজী।

কিভাবে জানলো কেমনে বুঝাবে আশী এর ইতিকথা। তার প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গিয়ে সে হাতের চামড়ার ছোট ব্যাগটি নাড়তে লাগলো।

"মলে যাবেন আপনি, আংকল?" জিজ্ঞাসা করলো তাজী।

"এখন না," একটু থেমে বললো "এখন বাসায় যাচ্ছি"।

"আমরা আজ রাত পর্যন্ত ওখানে ঘুরবো" তাজী বলে উঠলো।

www.pathagar.com

।। পাঁচ ।।

পাপ্পু বলের পিছনে দৌড়ালো। বল নীচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে। পাপ্পু দ্রুত জানালার দিকে এগিয়ে গেলো। ভাঙ্গা জানালা তার ভার সইতে পারলো না। অতর্কিত সে ঢালু নালার পাড়ে পড়ে গেলো। সাজী–তাজীর মিলিত চীৎকারে আশী তাড়া করে দৌড়ে এলো।

"কি হয়েছে?" ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো সে।

কিন্তু জবাব দিবার মতো অবস্থা তাদের কারুর ছিলো না। সাজী জানালা পার হচ্ছিলো। তাজী এক লাফে ঢালু রাস্তায় পড়ে পাপ্পু পাপ্পু! চীৎকার করে তার পিছে পিছে দৌড়াতে লাগলো।

"হলো কি" ঘাবড়িয়ে সাজীর কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করলো আশী।

"আন্টি, পাপ্পু!" অশ্রু প্লাবিত কণ্ঠে আওয়াজ দিলো তাজী। আর সাজী পাপ্পু, পাপ্পু বলে জোরে জোরে দিতে লাগলো চীৎকার। জানালা পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে আশী যে দৃশ্য দেখলো তাতে তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেলো। চক্ষু বন্ধ হয়ে আসলো। এমনকি চীৎকার দেবার শক্তিও রহিত হয়ে গেলো তার। পাপ্পু পাথরের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে অনুমান চল্লিশ–পঞ্চাশ ফুট নীচে প্রবাহিত পাহাড়ি নালার দিকে পড়ছে। আর তারই সাথে ধাক্কা খেয়ে একটি ভারী পাথরও তার পিছে পিছে গড়াচ্ছে। শঙ্কিত আশী নিশ্চল পাথর হয়ে গেলো। হয়ে গেলো হাত পা ঠান্ডা। পরক্ষণেই আশী চোখ খুলে জানালা পার হয়ে নীচে যেতে চাইলো। অমনি আর এক দৃশ্য দেখে তার ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো। লাল লজের সে যুবকটি পাথর নির্মিত দেওয়াল টপকিয়ে পড়ন্ত পাপ্পুকে ধরে ফেললো। টপকাতে গিয়ে দেয়ালের লোহার কাঁটাতারে লেগে তার শীরর কেটে গিয়েছিলো। কিন্তু তবুও সে বাচ্চাকে ধরে ফেলেছে।

তাজীর চীৎকার বন্ধ হলো। সাজীর ঢালুতে দ্রুত ফেলা পাও থেমে গেলো। যুবকটি পাপ্পুকে উঠিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলো এবং উঁচু–নীচু পথে পা টিপে টিপে উঠতে লাগলো। তাজী গদ গদ দৃষ্টিতে পাপ্পুর দিকে তাকাতে তাকাতে যুবকের সাথে সাথে আসলো। সাজীও পাপ্পুর দিকে চেয়ে রইলো।

"ঘাবড়িওনা," সাজী ও তাজীকে বললো যুবকটি। লাফিয়ে পড়া ও তাঁরকাটার আঘাতের দরুন সে হাঁপিয়ে উঠেছিলো।

বাচ্চাকে উঠিয়ে আনার জন্যও সে অসমতালে পাথরের উপর পা রেখে দৌড়িয়েছিলো। উপরে ওঠে আসতেই বাচ্চাকে টেনে নিতে চাইলো আশী।

"ভালোই আছে। ওকে বিছানায় শুইয়ে দিন"... তাড়াতাড়ি বললো যুবকটি... "ভয়ে অজ্ঞান হয়ে রয়েছে।"

"ওকে দিন," ঘাবড়িয়ে আশী পাপ্পুর বুকে হাত রেখে বললো।

"চলুন আমিই নিয়ে যাই," বললো যুবকটি।

www.pathagar.com

সে তাকে আশীর রুমে নিয়ে এলো। বাচ্চাটিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তিনজনই তার উপর ঝুঁকে পড়লো। যুবকটি অভিজ্ঞ ডাক্তারের ন্যায় তাকে পরীক্ষা করতে লাগলো। মাথা, বাহু ও বুক সবই ঠিক ছিলো। দেহের নানা জায়গায় মামুলী ধরনের আঁচড় লেগেছে। মাথায় সামান্য চোট লেগেছে। ভয়ে সে জড়সড় হয়ে গেছে।

"শুকুর, আল্লাহ রক্ষা করেছেন" বললো যুবকটি।

পান্নু-পান্নু" তাজী তাকে ডাকতে লাগলো। সাজী সোহাগের সাথে তার মাথায় হাত বুলাতে লাগলো। আশী তার ওষুধের ছোট্ট বাক্সটি এনে ওলট-পালট করে ঔষুধ খুজতে শুরু করলো।

কিছুক্ষণ পরেই চেতনা ফিরে এলো বাচ্চাটির। মিষ্টি মধুর হাসি দিয়ে বোনদের দেখতে লাগলো সে। সাজী ভালো করে কম্বলে মুড়িয়ে দিলো তাকে।

"ওকে এখনই গরম দুধ খাইয়ে দিন।" --বললো যুবকটি।

"এখনই দিচ্ছি। সাথে সাথে এ টেবলেটগুলীও--" বললো আশী। "সাজী জলদি এক পেয়ালা দুধ গরম করে আনো।"

সাজী চলে গেলো। আশী পুনরায় শরীরে মৃদু নাড়া দিয়ে ডাকলো তাকে।

"আন্টি আমার বল" পান্নু বিছানা থেকে উঠতে চাচ্ছে।

"শান্ত হয়ে শুইয়ে থাকো। আশী স্নেহভরে তার দিকে তাকিয়ে বললো-

"দুষ্ট কোথাকার! আমাদেরকে একেবারে বেহুশ করে দিয়েছিলো। ভাগ্যিস আম্মী ও আপা ঘরে ছিলেন না। নতুবা খোদা জানেন কি কেয়ামত করে ফেলতো।" হাত বুকে রেখে যুবকটি তখন পালং-এর কাছে দাঁড়িয়েছিলো। আশী তার দিকে তাকালো। ব্যস্ততা ও সন্ত্রস্তার জন্য এতক্ষণ পর্যন্ত তাকে বসার জন্যও বলতে পারেনি।

"আপনি বসুন--" শান্তভাবে বলে তার দিকে একখানা চেয়ার ঠেলে দিলো সে।

"ধন্যবাদ," যুবকটি বললো, "এখন চলি--"

"আপনার ঋণ যে আমরা কি দিয়ে শোধ করবো--" চিত্তাকর্ষক মুচকি হাসি দিয়ে বললো আশী..., "আপনি মরিয়া হয়ে ওকে না ধরলে--উহ্ আপনি নিজেই--" আশী শিউরে উঠলো। যুবকটি কাঁটা-তারের আঘাতে আহত হয়েছে কয়েক জায়গায়। গায়ের জামাও সামান্য ছিঁড়েছে। রক্তের দাগও লেগে আছে। এটা লক্ষ করেই আশী ঘাবড়িয়ে গিয়ে বললো, "আপনার বাহুতে আঘাত লেগেছে, রক্তও বেরুচ্ছে।"

"ওহ! সামান্য একটু লেগেছে" নিজের বাহুর দিকে তাকালো যুবকটি।

"কোন তারকাঁটা ঢুকে গেছে হয়ত" আশী চিন্তিত হয়ে বললো।

"হাঁ-তারের সাথে জামার হাতা আঁটকে গিয়েছিলো" একহাতে আর একহাতের বাহু টিপে টিপে দেখে যুবকটি বললো--

"আঘাত একটু বেশীই লেগেছে। আগে তো টের পাইনি, এখন একটু ব্যথা পাচ্ছি।

"আংকল জামার হাতা উঠিয়ে নিন" তাজী পান্নুর কাছ থেকে সরে এসে তার নিকট দাঁড়িয়ে বললোঃ-

www.pathagar.com

"এখন চলি। ঘরে গিয়ে দেখবো।" যুবক বাড়ী যাবার জন্য ওদিকে ঘুরলো।

"আরে আল্লাহ--এত রক্ত বেরুচ্ছে, আশী আন্টিকে দিয়ে ব্যান্ডেজ করে নিন' ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাজী রক্তসিক্ত হাতার দিকে তাকিয়ে বললো।

একথা শুনে যুবকটি আশীর দিকে তাকালো। একটু ইতস্ততঃ করে-"আপনি বসুন, আমি ড্রেসিং করে দিচ্ছি"।

চেয়ারে বসলো যুবক। কাফলিং খুলে হাতা গুটালো।

আশী ড্রেসিং করার জন্য টেবিলের উপর রাখতে লাগলো সব সরঞ্জামাদি।

"একটু গরম পানি নিয়ে এসো।" তুলো আর গজ টেবিলে রাখতে রাখতে বললো আশী।

"আচ্ছা আন্টি" বলে তাজী কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো।

যুবকটি কাধপর্যন্ত আস্তিন গুটিয়ে নিলো। বাহুতে যথেষ্ট আঘাত লেগেছে। খোঁচা খেয়ে জায়গায় জায়গায় গোশত উঠে গেছে, দু'তিন জায়গায় গভীর ক্ষত হয়েছে। রক্তে লাল হয়ে গেছে সমস্ত বাহু।

যুবকটি প্রথমে আহত বাহুর দিকে তাকালো। পরে আশীর প্রতি দৃষ্টি দিলো। আশী তখন তুলো হাতে তার কাছে আসতে ইতস্ততঃ করছে।

এ ছিলো আশীর মনের দুর্বলতা। নতুবা একজন ডাক্তারের পক্ষে কোন রোগীর ক্ষতস্থান পরিষ্কার করা তো বড় কিছু নয়, কিন্তু আহত স্থান তো দুরের কথা সে তার বাহুই ধরতে পারছিলোনা।

যুবক আশীর এ অবস্থা টের পেয়ে হেসে হেসে বললো "ঠিক আছে। আমার কাছে দিন আমিই পরিষ্কার করে নেই।"

আশী একটু লজ্জা পেলো। যা সে গোপন করে রেখেছিলো যুবকের অর্থপূর্ণ হাসিতে তা প্রকাশ হয়ে পড়লো। সে সবই বুঝে গেছে। মনে মনে তাকে স্বীকার করতে হলো যুবকটি শুধু সুষমামন্ডিতই নয় ধীশক্তিরও অধিকারী।

যুবকটি তুলা নেবার জন্য হাত বাড়ালো আশী নিজেই সাহস সঞ্চয় করে আহত বাহুতে তুলা দিয়ে সাফ করতে লাগলো।

"উহ"! শব্দ বেরুলো যুবকটির মুখ দিয়ে। চেহারা অন্যদিকে ফিরায়ে দাঁত কিচমিচিয়ে হাত দিয়ে চোখ চেপে ধরলো সে। ব্যথার কারণেই সে এরূপ করছে, না কোমল হাতের শীতল স্পর্শে, তা খোদাই জানেন। যে জন্যই করে থাকুক মনে হচ্ছিলো ব্যাথা চলে গিয়েছে। তার সহ্যসীমার বাইরে।

নেগেটিভ পজিটিভের সংস্পর্শে এলে বিদ্যুৎ তারের যেমন শিহরণ হয় তেমনি তার বাহুস্পর্শ করার সাথে সাথেই আশীর শরীরেও মৃদু শিহরণ হলো; দুধ নিয়ে সাজী আর গরম পানি নিয়ে তাজী যদি এসে না পৌঁছতো তাহলে জানিনা অনুভূতির এ বিদ্যুৎশক্তি তাদের কতখানি অনুভূতিশীল করে ফেলতো।

"দুধ পাপ্পুকে খাইয়ে দেবো আন্টি?" সাজী এসেই জিজ্ঞেস করলো।

www.pathagar.com

"হু। সাথে টেবলেটও খাইয়ে দেবে" সংগে সংগেই বলে দিলো আশী।

তাজী টেবিলে গরম পানি রেখে আশীর নিকট এসে দাঁড়ালো। আশী একটু সরে দু' এক ফোটা ডেটল গরম পানিতে ঢেলে দিয়ে পুনরায় ছোট ছোট তুলার টুকরো পেয়ালায় ভেজাতে লাগলো। নীরব থেকে যুবক সব দেখে যেতে লাগলো।

টেবিলটি টেনে কাছে নিয়ে নিলো আশী। গরম পানিতে ভেজা তুলা নিংড়িয়ে যুবকের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে লাগলো সে।

"ডাক্তার!" মৃদু জোরে শব্দ করলো যুবক। সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিলো। তার ডাগর চোখে ছিলো রসিকতায় আমেজ মাখা। আশীর হাত থেমে গেলো।

"একটু আস্তে ডাক্তার" আশীর চোখে চোখ রেখে মুচকি হাসলো সে, আপনিত দেখছি খামচিয়ে গো'শত উঠিয়ে ফেলছেন।

আশী অত্যন্ত মোলায়েম ভাবে ক্ষত পরিষ্কার করছো এরপরও সে কষ্ট পাচ্ছে ভেবে আরো নরম হাতে ও সহজভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একহাত দিয়ে তার পেশীবহুল মজবুত হাত ধরে অন্য হাতে ভেজা তুলা দিয়ে ক্ষতস্থান মুচছে। কয়েকটি জায়গাই রক্ত জমাট হয়ে গেছে, তাই তুলা দিয়ে ঘষতে হচ্ছিলো। আশী তার কনুইর কাছে আহত স্থান থেকে জমাট রক্ত তুলছে।

"ডাক্তার" ব্যাথায় মুখ বাকিয়ে নিজের আরেক হাত আশীর হাতের উপর রেখে দিলো। এতে আশী ঘাবড়িয়ে উঠলো। এটা ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত বুঝার জন্য সে তাড়াতাড়ি তার দিকে তাকালো। ক্ষণিক পরেই সে হাত সরিয়ে নিয়ে বললো ---
"দিন আমার কাছে তুলো। আমিই পরিষ্কার করি। আপনি ত কসাইর মতো আমার সব গোশত ছিড়ে ফেলছেন। এবারে আশী না হেসে পারলো না। সে বুজলো যুবক অসহ্য হয়ে অজ্ঞাতসারেই তার হাত ধরেছিলো।

"দিন ডাক্তার আমি নিজেই সাফ করি।" জেদি বাচ্চার মত বললো সে।

"আমি তো বেশ যত্নের সাথেই করছি। আচ্ছা আর একটু মাত্র আছে। এ ই হয়ে গেলো।" বললো আশী।

"আংকল! আপনি বাচ্চাদের মতো কেঁদে দেবেন।" খিলখিল হাসি দিয়ে বললো তাজী।

"বেকুফ! দেখনা, আংকল কি ব্যাথাই না পেয়েছেন", সমবেদনার সুরে বললো সাজী। "পাপ্পু খোদার রহমতে বেছে গেছে আর উনি হয়ে গেলেন বেশ আহত।"

"ভালো হয়েছে, খুব হয়েছে উৎফুল্ল" হয়ে বললো তাজী।

"কেনো?" সাজী জিজ্ঞেস করলো।

"আপনার আন্টি যে আনাড়ি ডাক্তার তা জানা গেলো"-আশীর কম্পিত ভ্রূর দিকে চেয়ে বললো সে।

"তা হতে পারেনা আংকল।" তাজী বললো, "আশী আন্টিত ভালো ডাক্তার।"

এভাবে সে বাচ্চাদের সাথে কথোপকথনে মশগুল হয়ে পড়লো। আর এ ফাঁকে আশী হাসতে হাসতে সব ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দিলো।

www.pathagar.com

এটা কি লাগালেন?" যুবক ত্বরিতে জিজ্ঞেস করলো

"ওষুধ" -- সংকোচ কেটে স্বাভাবিক হয়ে উত্তর দিলো আশী।

"এর কি নাম নেই?"

"নামে আপনার কি প্রয়োজন? কাম হলেই ত হলো।"

"বুঝিনা,আপনি এ সব কি বকছেন।"

ডাক্তারের কাজে রোগীর হস্তক্ষেপ করতে নেই।

"তাহলে আপনি ডাক্তার?"

"কেন সন্দেহ আছে নাকি?"

"আপনি একজন ডাক্তার, প্রথম থেকেই এ আমার বিশ্বাস হচ্ছিলো না"।

আশী হাসতে লাগলো। ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগাবার পর গজের ছোট টুকরা উপরে রেখে তুলা যথাস্থানে রেখে পট্টি বেঁধে দিলো।

"নিন সাহেব," আশী পট্টির গিরা বাঁধতে বাঁধতে বললো।

"ফারুক বলতে পারেন"-- অত্যন্ত আপনজনের মতো বললো যুবকটি।

আশী ঠোঁটের এক কোণ কামড়ে ধরে হাসতে লাগলো। কি কায়দা করে নিজ নাম বাতলে দিলো সে।

"ফারুক!, ফারুক!" এ নামের গুঞ্জন ধ্বনি তার মনে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। সে বসেই ছিলো। ব্যবহৃত তুলা সহ হাত ধোয়ার জন্য আশী বাথ রোমে গেলো। সাদা তোয়ালে হাত মুছতে মুছতে বাথ রোম থেকে বেরিয়ে এসে কামরায় প্রবেশ করলো। ফারুক চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো।

"চা খেয়ে যান আংকল" ... সাজী বললো।

"না, এখন না" সাথে সাথেই সে বলে দিলো।

"কেন?" ..... তাজী জিজ্ঞাস করলো।

"অন্য কোনদিন হবে। আজ এই যথেষ্ট।" ইচ্ছে করেই আশীর দিকে দৃষ্টি দিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি দিলো সে। আশী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

"আচ্ছা ডাক্তার ধন্যবাদ"-- ঘুরে বললো সে।

"টেবলেটগুলোর নাম লিখে দিচ্ছি কাউকে দিয়ে এনে নেবেন। বেশ আঘাত, ব্যাথা যেন বেড়ে না যায়"..... সে থেমে গেলো। আশী ব্যাগ থেকে কাগজ কলম নিয়ে ওষুধের নাম লিখে দিলো। কাগজের টুকরাটি এক নজরে দেখে ওটা হাতে পুরে বললো "ধন্যবাদ।"

"কাল আবার ড্রেস করিয়ে নেবেন" যুবক ওদিকে ফিরতেই আশী আস্তে করে বললো। সে মুখ ফিরিয়ে আশীর চোখের দিকে তাকালো এবং পুনরায় "ধন্যবাদ" বলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো। পেছন থেকে আশী তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

সন্ধ্যায় আশীর আম্মি ও নাসিমা ফিরে এসে ঘটনা শুনে আল্লাহর শুকুর আদায় করলো। যুবকটিকে রহমতের ফিরিশতা মনে করলো। আর আশী এ ফিরিশতা সম্পর্কে কি ভাবলো তা কে জানে?

www.pathagar.com

।। ছয় ।।

বারান্দার দরজায় করাঘাত শোনা গেলো।

"কে?" আশীর কামরা সাফ করতে করতে জিজ্ঞাসা করলো কাজের মেয়েটি।

"ডাক্তার সাহেবা" পুনরায় আওয়াজ হলো।

"গিয়ে দেখো না কে এসেছে" মেয়েটিকে বললো আশী।

ময়লা হাতে করে চাকরাণী বাইরে গেলো। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললো-- "নীচের বাড়ীর চাকর বেটা।"

"কি জন্য এসেছে?"

"আপনারকাছেএসেছে।"

"আশী চাদর রেখে দোপট্টা ঠিক করে বারান্দায় আসলো। দরজায় ফারুকের মধ্যম বয়সী চাকরটি দাঁড়ানো ছিলো।

ছালাম ডাক্তার সাহেবা।" মাথা হেলিয়ে সালামের জবাব দিয়ে তার আসার কারণ জানার জন্য জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালো আশী।

"সাহেব বলেছেন- তাঁর পট্টি করাতে হবে।" সরলভাবে হাসি দিয়ে বললো চাকর।

আশী ক্ষণিকের জন্য ইতস্ততঃ করতে লাগলো। কিন্তু তার কিছু বলার আগেই চাকর আবার বললো-- "সাহেব কাল পা মুচড়ে পড়ে ব্যথা পেয়েছেন। হাঁটতে পারছে না। তিনি বলেছেন--আপনাকে দয়া করে নীচে গিয়ে পট্টি করে দিয়ে আসতে।

একথা শুনে আশীর দ্বিধা দ্বন্দ্ব আরো বেড়ে গেলো।

"যদি আপনি যেতে না পারেন আমি অন্য কোন ডাক্তার নিয়ে আসি।" চাকর বললো, "সাহেবও আমাকে এ কথাই বলেছেন--,

যদি আপনি না আসেন--"

আশী কি করবে, না করবে ভাবছিলো।

"কিরে আশী," অন্য কামরা হতে বারান্দায় এসে জিজ্ঞেস করলো নাসিমা।

আশী সব কথা খুলে বললো।

"হায় বেচারা-আহতও হলো আবার পাও মচকে গেলো। আমাদের জন্যইতো তার এত বিপদ। আমি জীবনেও তার এই উপকার ভুলতে পারবো না।"

"উপকারের শোধ পরে করবেন, এখন বলুন আমি কি করবো।" একটু পুলকিত স্বরে বললো আশী।

"আপনি না গেলে মল থেকে কোন ডাক্তার আনতে হবে। সাহেব খুব কষ্ট পাচ্ছেন"--চাকর বলে উঠলো আবার।

"অন্য ডাক্তারের কি প্রয়োজন--আশীই ড্রেসিং করে দেবে"-- বলে দিলো নাসিমা।

"কিন্তু আপা--"

"কি?"

www.pathagar.com

"ওখানে গিয়ে করতে হবে যে ড্রেসিং .....একাকী কিভাবে যাবো?"

"চলো আমিই তোমার সাথে যাবো। কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে আসবো তার কাছে।"

"সাহেবকে গিয়ে কি খবর জানাবো?" চাকর খুশী হয়ে বললো।

"হ্যা, হ্যাঁ, এখনই আসছে .....বললো নাসিমা।" সালাম দিয়ে চাকর চলে গেলো।

ভিতরে প্রবেশ করে আশী ড্রেসিং-এর সরঞ্জাম বের করতে লাগলো।

"আসুন আপা," বারান্দায় এসে আশী নাসিমাকে ডাকলো। কিন্তু নাসিমা যেতে পারলো না। সে সময়েই পাপ্পু কোন কারণে বেঁকে বসলো। ও গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করলো। নাসিমা প্রাণপনে থামাতে চেষ্টা করেও বিফল হলো।

"চাকরাণী বেটিকে নিয়ে যাও তুমি।" পাপ্পুর সাথে না পেরে উঠে নাসিমা বললো। "সাজী তাজী কোন দিকে গেলো। যাও কাউকে নিয়ে যাও। এই দুষ্টটার জন্য তো আমি পারলাম না।"

অগত্যা চাকরাণীকে নিয়েই লাল লজের পিছনের ঢালু রাস্তা দিয়ে আশী ওখানে গিয়ে পৌঁছলো। চাকর আগ থেকে অপেক্ষা করছিলো দরজায়।

"আসুন ডাক্তার সাহেবা। সাহেব ওই কামরায় আছেন।" বিনয়ের সাথে বললো চাকর।

"খবর পাঠাও" প্রকম্পিত স্বরে বললো আশী। তখন তার মন দুরুদুরু করছিলো। চাকর দরজায় দাড়িয়ে সাহেবকে ডাক্তার আসার সংবাদ দিলো।

"এসে পড়ুন ডাক্তার সাহেবা" ওখানে দাঁড়িয়ে বললো সে।

আশী দ্বিধা দ্বন্দ্বের মাঝে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। থেমে থেমে পা বাড়িয়ে দরজা পর্যন্ত আসলো। সমস্ত সাহস একত্র করে কামরায় পা রাখলো সে।

"আসুন আসুন ডাক্তার" হাতের খবরের কাগজ একদিকে রেখে ভদ্রতার সাথে বললোফারুক।

নীল রং-এর স্লিপিং ড্রেস সুন্দর ডোরা ডোরা গাউন পরে সে সোফায় বসেছিলো। কার্পেটের উপর রাখা ধব ধবে সাদা বালিশের উপর ডান পা রুমাল চাদর মাফলার টাই, না জানি আরো কত জিনিস দিয়ে পেঁচিয়ে সটান করে রেখেছিলো। পাশেই টেবিলেল উপর অ্যাশট্রের সাথে থ্রি ক্যাসেলের সবুজ কোটা ছিলো রাখা। এরই সাথে আশী ও তার প্রথম সাক্ষাতের উপলক্ষ সে লাইটারটিও পড়ে ছিলো। বাম কোণে রাখা ছিলো তার সেতার।

কামরাটি বেশ সাজানো গোছানো। সামান্য আসবাবপত্র। কিন্তু প্রতিটি জিনিস এত পরিপাটি করে রাখা, যা ঘরের মালিকের সুরুচির সুস্পষ্ট পরিচায়ক।

"আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য দুঃখিত ডাক্তার" বিনয়ের সাথে হাত কচলাতে কচলাতে আপ্লুত স্বরে সে বললো-- "কাল পাটাও মচকে গিয়েছিলো। রাত্রে ফুলে গিয়েছে। এখন আর হাঁটতে পারি না। এজন্যই আপনাকে কষ্ট দিতে হলো। বসুন না আপনি--"

www.pathagar.com

আশীর মানসিক অবস্থা তখন ছিলো অন্য রকম। তার মন চিন্তার জগতে লাইটার থেকে সেতার, সেতার থেকে লাইটার পর্যন্ত ছুটাছুটি করছে।

"বসুন না ডাক্তার" আশীকে চিন্তিত দেখে বলে উঠলো সে।

ড্রেসিং-এর জিনিসপত্র টেবিলে রেখে সে সোফার সম্মুখে রাখা চেয়ারে বসলো। একাগ্রতা, আগ্রহ ও উষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ তাকে দেখলো।

"কাল অবস্থা কেমন গিয়েছে-- রাতে তো খুব কষ্ট হয়নি?"

"কি যে বলেন?" হেসে বললো সে "এ জন্যইত আমি আপনার ডাক্তার হওয়া সম্পর্কে সন্দিহান।"

"কেন?" তার নিঃসংকোচ ব্যবহারে সাহস পেয়ে বললো আশী।

"আহত হবো অথচ কষ্ট হবে না-- সে পুনরায় হাসলো। আশী হেসে বললো।

"টেবলেটগুলোখেয়েছেন?"

"কোনগুলো।?"

"যা লিখে দিয়েছিলাম আমি।"

"সেগুলো তো আনাই হয়নি-খাবার পালা তো পরে।

"এই জন্য ব্যথা বেড়ে গেছে-যদি টেবলেট খেতেন তা হলে ভালো হয়ে যেতেন।"

"আচ্ছা টেবলেট খেলে ভালো হতো বুঝি?"

"হ্যাঁ,অবশ্যই।"

"তা হলে আজ সংগ্রহ করে নেবো।"

"অবশ্যই নেবেন--শেষে না আবার ক্ষতস্থান সেপটিক হয়ে যায়।"

"ভালো.."

"সামান্য গরম পানি দরকার।"

"কি জন্যে?"

"ক্ষতস্থান সাফ করতে।"

"তাহলে আজও আমার গোশত খামচিয়ে উঠাবার ইচ্ছা আছে।"

একথা শুনে আশী হেসে দিলো। পরে একটু আস্তে হেসে বললো, "আপনাকে অতি নাজুক তবিয়তের বলে মনে হয়।"

সে হাসিতে ফেটে পড়ে আবার বললো,

"আপনি ঠিক ধরেছেন ডাক্তার। কষ্ট আমার এতটুকুও সহ্য হয় না। রাতভর জেগেছিলাম একবার পায়ের ব্যথা টন টন করে বেড়ে যায়, আবার বাহুর।"

"পায়ে কি লাগিয়েছেন?"

আশী তার পায়ের দিকে তাকালো।

"কিছু না।" স্বভাবজাত হাসি দিলো সে।

"আমি কি ওই পা-টি একটু দেখতে পারি? বলে সামান্য ঝুকলো সে।

''না- না - না ডাক্তার " ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললো যুবক। "ভীষণ ব্যথা ডাক্তার! এটাকে এভাবেই থাকতে দিন।"

www.pathagar.com

"ওষুধপত্র ছাড়া।"

হ্যাঁ ওষুধ ছাড়াই।"

ভালো কিভাবে হবে?

যেভাবে খারাপ হয়েছে"

"সুন্দর যুক্তি!"

"সাংঘাতিক ব্যথা ডাক্তার। আপনি অনুভব করতে পারবেন না। পা-টা একটু নাড়াতেও পারি না।

"এজন্যই দেখতে চাই-- আবার ফ্র্যাক্চার হয়ে থাকে যদি? বলে সে পায়ের দিকে হাত বাড়ালো কিন্তু ফারুক নিজ হাত দিয়ে তার হাত থামিয়ে দিলো। কিছু পাবার পরিবর্তে আশীকে কিছু দিতে হলো। তাড়াতাড়ী নিজের হাত টেনে নিয়ে ঘাবড়িয়ে গিয়ে তার দিকে তাকালো। কিন্তু আজও ফারুক এমন ভাব প্রকাশ করলো যেন তার হাত ধরা অনিচ্ছাজনিতই। অবশ্য আশীর ভীত ভাব দেখে হাসি পেয়েছিল তার।

ফারুকের হাতের স্পর্শে আশী শিহরণ অনুভব করে থাকলেও সে বেশ বেপরোয়া ভাবেই কথা বলে চলছিলো। যেন কিছুই হয়নি। এজন্যই আজ আশীও নিশ্চিত হয়ে উঠেছিলো যে, ফারুকের এ ব্যবহার অনিচ্ছাকৃত।

"আপনি কবে ডাক্তারী পাস করেছেন?" আশীকে জিজ্ঞেস করলো সে।

"দু'বছরআগে।"

"কোথেকে?"

"এফ, জে, থেকে।"

"ফেল কতবার করেছেন?"

তার জবাবে শুধু হাসলো আশী।

দেখুন সত্য সত্য বলবেন।" --আশীর হাসি হতে রসাস্বাদন করে বলোল সে।

"আপনাকে এ শুনে অবশ্য নিরাশই হতে হবে।" এ সবকে ঠাট্টা মনে করে সে বললো। তারপর উৎসুকের স্বরে বললো, "পাঁচ বছরের কোর্স আমি পাঁচ বছরেই শেষ করেছি।"

একথা শুনে সে আনন্দিত মনে হাসতে লাগলো।

ডাক্তার আশী ঘড়ি দেখলো। এখানে এসেছে সাত মিনিট হয়ে গেছে। আবার গরম পানির জন্য তাগিদ করলো সে।

আপনাকে কি খুব তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে?" ভদ্রতার সাথে বললো সে, "কফি খেয়েযাবেননা।"

"জ্বী না, ড্রেসিংটা সেরে নিন, আমাকে জলদি যেতে হবে।" ইচ্ছা করেই আশী কফির আপ্যায়ন প্রত্যাখ্যান করলো।

www.pathagar.com

"সময় যখন নেই, আপনি চলে যান দয়া করে। ড্রেসিং আমি করিয়ে নেবো।" সে যেন সত্য সত্যই চটে গেলো...আশী বনে গেলো বোকা।

"মাফ করবেন, ড্রেসিং এর জন্যে ডেকে এনে আমি আপনাকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিয়েছি। প্রজ্জ্বলিত দীপ নিভে যাওয়ার মত তার চোখের দীপ্তি মিলে গেলো।"

কি ব্যাপার! এ কথায় এত চটে গেলো? এই মাত্র আশী তার কথা ভাবছিলো...কি হাসি মুখ চেহারা। ত্বরিতে স্বাভাবিক হয়ে যাওয়া সুপুরুষ। কথায় কথায় হাসতে পারে। কিন্তু এত সামান্য কথায় সে এমন তেড়ে উঠে সম্পর্কচ্ছেদের ধমক দিচ্ছে।

জানিনা কেন আশী তার দিকে চেয়ে হেসে ফেললো। হাসির ধরনে সে আরো বিগড়ে গেলো।

"আচ্ছা ঠিক আছে আনুন কফি।" আত্মসমর্পণ করলো আশী, "সাথে সাথে পানিও চাই।"

বাচ্চাদের মতো ঠোঁটে মুচকি হাসি মেখে সে তার দিকে তাকালো এবং চাকরকে ডেকে কফি ও গরম পানির কথা বলে দিলো।

চাকর গরম পানি নিয়ে আসলো। আশী ব্যান্ডেজ খুলে যত্নের সাথে তুলা সরালো। সে আজও নানাভাবে অঙ্গভঙ্গি করে ব্যথা পাবার কথা প্রকাশ করলো। এসব দেখে আশী না হেসে পারলো না।

কফি এসে গেলো। আশীকে জলদি ফিরতে হবে তাই চটপট করে কফি বানিয়ে এক পেয়ালা তার দিকে দিলো বাড়িয়ে আর এক পেয়ালা রাখলো নিজের কাছে।

কপি পান-পর্বে অর্থবহ ও মনোমুগ্ধকর নানা কথা চললো। আরও দশ মিনিট সময় অতিবাহিত হলো। আশী ফারুকের চোখের দিকে তাকিয়েই বিদায় অনুমতি প্রার্থনা করলো।

"কাল নিজেই আসবেন। না চাকর পাঠাতে হবে?" আশী চেয়ার থেকে উঠতেই ফারুক বললো।

।। সাত ।।

পরের দিন আশী নিজেই ড্রেসিং করার জন্য রওনা হলো। কাজের মেয়েটি আজও তার সাথে ছিলো। তাকে বাইরে বাগানে বসিয়ে রেখে সে ভিতরে প্রবেশ করলো। আজ নিসংকোচিত মনে এখানে আসতে পেরেছে আশী। কাল ফারুক মার্জিত রুচির পরিচয় দিয়েছে। কথাবার্তা নিসংকোচে আপনজনের মতো বলে থাকলেও সৌজন্যের অভাব কোথাও ঘটেনি। দৃষ্টিতে আবেগের ক্ষিপ্ত আবেদন থাকলেও বুভুক্ষু নগ্নতার ইঙ্গিত কোথাও ছিলো না। এ জন্য দ্বিতীয় দিনে দ্বিধাহীনচিত্তে সে তার ওখানে যেতে পেরেছে। অবশ্য তার নিজের মনেও যে যাবার তাগিদ একেবারেই ছিলো না এমন নয়। ফারুক

www.pathagar.com

আজও কালকের মতো বালিশে পা রেখে সোফায় বসে ছিলো। আশীকে দেখেই সে অগ্নি সংযোগ করা সিগারেট অ্যাশট্রের মধ্যে মুড়ে দিলো।

"আসুন ডাক্তার... আসুন... আমি তো নিরাশ হয়েই গিয়েছিলাম।"

"কেন?"... সামান্য টেনে টেনে বললো আশী।

"দশটা বেজে গেছে ওদিকে ন'টা থেকে আমি আপনার অপেক্ষায়" নির্দ্বিধায় বললো ফারুক।

"রাতে অবস্থা কেমন ছিলো? তার আবেগে ঘাবড়িয়ে আশী প্রসঙ্গ বদলে দিলো।"

"ঠিকই আছে।"

"পায়ের অবস্থা?"

"সেত যেমনি ছিলো তেমনি আছে।"

"কিছু লাগিয়েছেন?"

"না।"

"ভালো কি করে হবে? আপনি তো অবহেলা করছেন। কিন্তু কতদিন পা নিয়ে বসে থাকবেন?"

"যত দিন সারিয়ে উঠাতে না পারবেন। আপনি ভাবতে পারবেন না ডাক্তার কি দুঃসহ্য ব্যথা।"

চিন্তিত মনে আশী তাকে দেখতে লাগলো "আপনাকে পা এক্স-রে করতে হবে। কে জানে হাড়ে আবার চোট পেয়েছেন কিনা।"

"আপনি তো বলে দিলেন। ব্যথা একটু উপশম না হলে কিভাবে করাবো?"

"ওষুধ ছাড়া ব্যথা কমবে কিভাবে?"

"আপনি আগে বসুন তো।"

"আপনি অবহেলা করবেন না", চেয়ারে বসতে বসতে বললো আশী "যদি ফ্র্যাকচার হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে?"

"ফ্র্যাকচার হবে না।"

"কিভাবে বুঝলেন? সিমটম তো ফ্যাকচারেরই।"

"না ডাক্তার, আমি জানি... ফ্র্যাকচার নয় মচকিয়েছে শুধু।"

"ডাক্তার আপনি না আমি।"

"না ডাক্তার তো আপনিই।"

চাকর তামচিনির পেয়ালায় করে পানি নিয়ে এলো। ফারুক এক বাহু হতে গাউন খুলে স্লিপিং সার্টের হাতা উপরের দিকে উঠিয়ে পট্টিওয়ালা বাহু আশীর দিকে প্রসারিত করলো। আশী ধীরে ধীরে ব্যান্ডেজ খুলতে লাগলো।

ড্রেসিং সেরে আশী ফিরে যাবার জন্য উঠতেই ফারুক কফি পানের জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করলো। বারবার নিষেধ সত্ত্বেও সে মানলো না। আশীকে সে তার জিদের সামনে নতি স্বীকার করে কপি পান পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো।

www.pathagar.com

কপি পান সেরে আশী সোজা তার নিজের বাসায় গিয়ে নিজ কামরায় প্রবেশ করলো। আজকাল ফারুক তার চিন্তা অনুভূতিকে ছেয়ে রেখেছে। তার বিমুগ্ধ ব্যক্তিত্বে সে সত্যিই মুগ্ধ। উঠতে-বসতে শয়নে-স্বপনে মনের পর্দায় ভেসে উঠতো তার ছবিই। এ অপরিচিত যুবকের ধ্যান তার শিরায় উপশিরায় বইতে শুরু করেছে। কি অপরূপ সুন্দর। কি দারুণ ব্যক্তিত্ব। কত হাসিমুখের অধিকারী সে।

ফ্লুলিংগের লেলিহান শিখা যদি এত প্রখর হয় তাহলে আশী নিজকে তার হাত থেকে বাঁচাবে কি করে। এই ফ্লুলিংগের উত্তাপে মোমের মত গলতে শুরু করলো আশী।

তৃতীয় দিনও সে তার ওখানে ড্রেসিং এর জন্য গেলো। ইঙ্গিত বহুল কথার ধারা আজও চললো। সে খুব আসক্ত। যুবকের আবেগের মাত্রাও বেড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় এমন এক ঘটনা ঘটলো যা আশীর কামনা-বাসনা আর ভালোবাসার ভিত্তিকে দলিত মথিত করে দিলো।

সাজী তাজীরা সকালে চলে যাবার কথা। আশী তাদের দু'বোনকে নিয়ে মলের কোন এক জেনারেল ষ্টোর থেকে গুড়ইয়া কিনছিলো। এমন সময় বাইরে রাস্তার দিকে আশীর দৃষ্টি পড়লো। দেখলো ফারুক তার কোন এক বন্ধুর সাথে কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। এ তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাড়াতাড়ি দোকানের বাইরে গিয়ে দেখলো ফারুক তার বন্ধুর সাথে বেশ আরামে চলে যাচ্ছে। হাঁটতে কোন কষ্ট হচ্ছে না। পা উঠাতে নামাতেও কোন অসুবিধা ছিলো না। নির্বাক হয়ে আশী তার দিকে চেয়ে রইলো।

তাহলে পা মচকানো মিথ্যা ভান? ধোকা দিয়েছিলো ফারুক তাকে?

আশীর পূত পবিত্র মনে কাল বৈশাখীর ঝড় উঠলো ফারুকের উপর অবর্ণনীয় রাগ হলো। সরল বিশ্বাসের উপর রচিত তার সব আশা আকাংখা তাহলে মাঠে মারা গেলো? সে কি ইচ্ছে করেই এমন করেছিলো? সে কি তাকে একটা আজে বাজে মেয়ে মনে করেছে? হতে পারে যে কোন আমীরযাদা। মারীতে প্রমোদ ভ্রমণে এসেছে। নিজের ভ্রমণকালকে উপভোগ্য করে তোলার জন্য তাকে উপলক্ষ্য বাণিয়েছে। চিন্তা যতই করছে ফারুকের উপর রাগ ততই বাড়ছে। মন তার ভেঙ্গে খান খান। রাতে ঘুম হলো না। জীবনের প্রথম ভালোবাসার ক্রন্দনরোল তার চোখকে প্লাবিত করতে লাগলো।

সকালে ফারুকের ড্রেসিং করার জন্য যেতে তার মন সাড়া দিচ্ছিলো না। কিন্তু তবুও সে গেলো। কাল সে তাকে মলে নিখুঁত পায়ে হেঁটে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে। এ প্রবঞ্চনার কথা প্রকাশ করে দিয়ে তাকে আজ শায়েস্তা করে তবে ছাড়বে। সে কি পেয়েছে তাকে?

আগের মতো আজও ফারুক মাফলার চাদরে পা মুড়ে সোফায় বসে সিগারেট টানছে।

"আসুন, আসুন"-ফারুক আশীকে দরজায় দেখতেই কপাল কুচকিয়ে বললো। আজ আশীর চোখের দৃষ্টি পরিবর্তিত। পুলকিত মনে সে আজ তার অবস্থার কথা

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসাবাদ করছে না। তার সম্বর্ধনার জবাবে মুচকি হাসির প্রস্ফুটিত ফুলও বর্ষণ করেছে না। মুখ ছিলো তার মলিন।

ফারুক কিছু চিন্তিত হলো।

"কেমন আছেন ডাক্তার?"

"জী, আপনার অবস্থাই বলুন।" নিজের উপর পুরা সংযম রেখে বললো আশী।

"ভালোই আছি–আপনি বসবেন তো আগে।"

"পায়ের কি অবস্থা?"

"ভালো হয়ে যাবে।"

"এখনো হয়নি?"

"না" বলে সে মাথা নাড়লো।

"ব্যথা ও রকমই আছে?"

"হ্যাঁ"।

"মাটিতে পা ফেলতে পারেন?"

"মোটেইনা।"

"উহ! ভীষণ ব্যথা, না?"

"হাঁ, ডাক্তার বড় বেশী..."

"জুতা পরারও তো কোন প্রশ্নই নেই।"

"কি বলেন, ডাক্তার... বসুন আগে", আশীর দিকে তাকিয়ে সে বললো। "জুতা পরা যায় না এতো দেখলেই বুঝা যায়।"

"সত্যি, এত ব্যথা"

"হাঁ।"

"তাহলে এ ব্যথা দূর করার জন্যই কি কাল আপনি মলে ঘুরছিলেন?"– আশী রাগে ফেটে পড়লো।

"জী–জী টেনে টেনে বললো ফারুক।

"আপনাকে কাল আমি মলে দেখেছি" আগের মতোই রাগতঃ স্বরে বললো আশী।

"উহ"!... ফারুক প্রথম তো। কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে গেলো। কিন্তু রহস্য ফাস হয়ে যাবার জন্য সে খিলখিল করে হেসে ফেললো।

"তা হলে আপনি হাতে নাতে চোর ধরেই ফেললেন", বলে সে দস্তুর মত হাসতেই থাকলো।

তার হাসিতে আশীর রাগ আরো বেড়ে গেলো। ঠাট্টারও তো একটা সীমা থাকা উচিত। হাসতে হাসতে ফারুক নীচু হয়ে পায়ে বাঁধা মাফলার টাই ও অন্যান্য সব সরায়ে বাকা চোখে আশীকে দেখছিলো। আশীর রাগ দেখে আরো হাসি পাচ্ছিলো তার। লজ্জিত হবার পরিবর্তে রসিকতা করে চললো সে।

"আপনাকে আমি একজন ভদ্রলোক বলে মনে করেছিলাম", ...ফারুকের হাসিতে সে আরো রাগান্বিত হয়ে বললো।

www.pathagar.com

"দোহাই খোদার, আদপেও আমি একজন ভদ্রলোকই... তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে বললো ফারুক, "আমাকে ভুল বুঝবেন না।"

আশী তার প্রতি রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে উল্টাদিকে ফিরলো।

"ডাক্তার!"

কিন্তু সে থামলো না, কট মট করে বাইরে চলে এলো।

পিছে পিছে বেরিয়ে এসে হাসতে হাসতে ডাকলো "ডাক্তার..."

কিন্তু ফারুকের হাসিতে আশীর রাগের মাত্রা বেড়েই চলছে। সে দ্রুত পা চালিয়ে বাগান পার হয়ে গেলো।

পিছন থেকে ফারুক রাগে টগবগ আশীকে দেখতে লাগলো। তখনও সে নিজেকে লজ্জিত মনে করেনি এবং মনে কুণ্ঠাও জাগেনি। মনমাতানো হাসি তখনো তার মুখে ছিলো উদ্ভাসিত। রাগে ভরা আশীকে আগের চেয়েও ভালো লাগছিলো তার। সৌন্দর্যের সুশোভন রং কতই না চিত্তাকর্ষক।

গানের কলি গণগুণাতে গণগুণাতে নিজ কামরায় ফিরে এসে ফারুক জানালা খুলে দিলো। আশী তখন ঢালু রাস্তা পার হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে জানালায় দাঁড়িয়ে কয় গজ উপরে আশীর কক্ষের জানালার দিকে তাকিয়েছিলো। তার দু'চোখ জ্বলজ্বল করছে। ঠোঁটে ছিলো অপরূপ হাসি। ঢেউয়ের তালে যেন হাসি উপচিয়ে পড়ছে। সে কত আনন্দিত।

জানালা থেকে সরে এসে সোফায় বসে ফারুক সিগারেট ধরালো আর সদ্যঘটিত এই অবাঞ্ছিত ঘটনার কথা ভাবতে লাগলো। গরম পানির পেয়ালা নিয়ে চাকর বাবা ভিতরেএলো।

"গরম পানি এনেছো?" উর্ধশ্বাসে ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে বললো ফারুক।

"জিসাব।"

"উনি চলে গেলেন।"

"কেন?"

"হাটে হাড়ি ভেঙ্গে গেছে রজরদীন। তিনি রেগে আগুন।"

"কেমনে এমন হলো সাব? খুব ঐকান্তিকতার সাথে বললো কাজের লোক–বাবা।

"কাল আমাকে তিনি মলে ঘুরা ফিরা করতে দেখেছেন।"

"আপনিও ত ঠিক করেননি সাব।" খয়েরী দাঁত দেখায়ে সে হাসতে লাগলো।

"আচ্ছা শোন..."

"জি বলুন।"

"উপরে যাও... ডাক্তারের কাছে। তাকে বলবে সাহেব বলেছেন অন্ততঃ ড্রেসিংটা করে দিয়ে আসতে। রাগ করে ব্যান্ডেজ বাধতেও উনি ভুলে গেছেন?"

ফারুক তখনো হাসছিলো। সে জানতো আশী এখন আর আসবে না। তবু সে চাকরকে পাঠালো। তার পূর্ব ধারণাই ঠিক। চাকর ফিরে এলো।

www.pathagar.com

আশী বলেছে, মারীতে ডাক্তারের অভাব নেই কাউকে দিয়ে ব্যান্ডেজ করিয়ে নিলেই হয়।

"এখন তুমি গিয়ে বলো সাহেব ব্যান্ডেজ শুধু আপনাকে দিয়েই করাবেন।"

চাকর যেতে চায়নি। তবু ফারুক জোর করে তাকে পাঠালো। কিছুক্ষণ পরেই সে বিষণ্ন মুখে ফিরে এলো। আশী তাকে বেশ বকুনী দিয়েছে। চাকরের মুখের অবস্থা দেখে ফারুক হাসি সংবরণ করতে পারলো না।

"স্যার আপনি তো হাসছেন। আর ডাক্তার সাহেবা তো আমাকে একচোট নিয়েছেন।" মুখ ভার করে বললো চাকর।"

ফারুক নতুন সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে খুব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললো, "আচ্ছা এখন এক কাজ করো।"

"জি।" বলে চাকর তার দিকে চেয়ে রইলো।

"তাকে বলো"... চাকরের ভীতসন্ত্রস্ত মুখ দেখে তার হাসি পাচ্ছিলো।

"কাকে সাব"? জলদি করে সে বলে উঠলো।

"ডাক্তার সাহেবাকে।" প্রতিটি শব্দ চিবিয়ে চিবিয়ে বললো ফারুক।

"না, সাব না, আমি আর যেতে পারবো না।" বাবা কান ধরে বললো।

"কেন তিনি বিবি হাওয়া নাকি?"

"সাব এখন আপনি নিজেই যান।"

"বস তুমি শুধু বলবে, ড্রেসিং-এর জন্য যদি উনি না আসতে পারেন তাহলে আমিই উপরে যাবো।" তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে গেলো ওখানে।

ফারুক সোফায় বসে বেশ মজা করে সিগারেট টানছে। তার মুখে হাসি তখন উপচিয়ে পড়ছে। রাগে অভিমানে প্রজ্জ্বলিত আশীর লাল চেহারা তার চোখে ভাসছে। বিড়বিড় করে বললো ফারুক, "বেরসিক কোথাকার। রসাস্বাদন করার পরিবর্তে বিগড়ে গেলো। হাঁ ঠোঁটে হাসি তার লাগাই ছিলো। চোখে নেশার আমেজ।

রজবদীন বাবা চলে এলো। কোন কথা না বলেই আশী তাকে ফেরত পাঠিয়েছে।

"আচ্ছা বাবা ঠিক আছে... যাও এখন তুমি।" অ্যাশট্রের মধ্যে সিগারেট ডলতে ডলতে বললো ফারুক।

"কোথায় আবার।" ঘাবড়িয়ে গিয়ে চিৎকার দিয়ে বললো বাবা। তার এ অবস্থা দেখে হা হা করে হেসে ফেললো সে। "আরে ভাই যাও, নিজের কাজে যাও।" রজব-দীন বাবা কাঁধের গামছা দিয়ে হাত মুছতে মুছতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাইরে চলে গেলো।

অনেক্ষণ ধরে সোফায় আধাশোয়া অবস্থায় সিগারেট ফুকছিলো ফারুক। কখনো অলক্ষ্যেই ঠোঁটে হাসি খেলছে। কখনো আখি জ্বলজ্বল করে উঠছে। কখনো গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাচ্ছে। আশীর সাথে সে অবশ্যই ঠাট্টা করেছিলো। কিন্তু এ ঠাট্টায় সে

www.pathagar.com

এত বিগড়ে যাবে ফারুক তা ধারণাও করতে পারেনি। ভদ্রতার সীমা লংঘন করে এমন অমার্জিত কিছু তো করা হয়নি যার জন্য আশী এত রুষ্ট হতে পারে।

চিন্তার এ অকুল সাগরে অনেক্ষণ ধরে সে হাবুডুবু খেতে লাগলো। যা হবার হয়েছে। ভবিষ্যতের কি হবে? বার বার চাকর পাঠিয়ে আশীকে আর উত্যক্ত করা ঠিক হবেনা। এখন কি করা যেতে পারে? সোফা থেকে উঠে সে গোসলখানায় ঢুকলো। গুণ গুণ করে গানের কলি আওড়াতে আওড়াতে শেভ হলো। মুখে হাসির আভা লেগেই ছিলো তার। হাত মুখ ধূয়ে কাপড় বদলালো...পরিপাটি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসলো।

আজ আবহাওয়া ছিলো বেশ চমৎকার। কোন উদাসিনীর এলোকেশের মতো মেঘমালা উড়ছিলো। বাতাসের সাথে প্রেমিক মন হরণকারী মৃদুমন্দ বাতাস ঢেউ তুলছিলো সবুজ তৃণরাজিতে। বৃক্ষের পাতা নৃত্যের তালে তালে গানের সুর সৃষ্টি করছে।

ফারুক লাল লজের পিছনের একপায়া মেটো পথ ধরে উপরের দিকে গেলো। আশীদের ঘরের সম্মুখ দিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়লো। আবার ঘুরে অন্যদিক দিয়ে রাস্তায় এলো। আশীর কাছে যাবার সাহস তার ছিলো কিন্তু ঘরের অন্যান্যের কথা ভেবে সাহস কাজে লাগাতে পারছে না।

নীচে যাবার সময় ইচ্ছা করেই সে আশীর কক্ষের কাছ দিয়ে গেলো। আড়চোখে খোলা জানালা দিয়ে ভিতরের দিকে তাকালো। জানালার দিকে পিছ দিয়ে পালং-এর উপর বসা ছিলো আশী। ফারুক নিজের ঘরের ঢালু রাস্তার দিকে নেমে গেলো। সময় যতই যায় ততই তার মনের অস্থিরতা বেড়ে চলে। নিজের ঘরের এদিক-ওদিক ঘুরলো। কখনো বাগানে এলো। এভাবে সিগারেটের পুরা প্যাকেট শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু সমাধান হলো না তার কোন সমস্যার।

ফারুক তার শয়ন কক্ষের পিছনের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে। হাতে সিগারেট। দৃষ্টি আশীদের জানালার দিকে। তার চিন্তার সূত্র নতুন পথ নিলো। সে বুঝতে পারলো 'আশী' নামটি তার মন প্রাণকে ছেয়ে ফেলেছে। একটি ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ নক্ষত্র তার জীবন হতে সরে যাবে এ কথা মেনে নিতে সে প্রস্তুত নয়।

সড়কে পড়া মেটো পথের দিকে হঠাৎ ফারুকের দৃষ্টি পড়লো। আশীর আম্মি ও নাসিমা উপরের দিকে যাচ্ছে। নাসিমা আশীর আম্মির হাত ধরে চলছে। দু'জনেই সামলিয়ে সামলিয়ে পা রেখে উপরের দিকে উঠছে। সাজী আর পান্নু তখন বড় রাস্তায় উঠে গেছে। মোটা তাজী একটু সরে গিয়ে সম্পূর্ণ ভাংগা রাস্তা দিয়ে চলছে। ফারুকের মনে খুশীর লহর বয়ে গেলো। আনন্দে চোখ ছলছল করে উঠলো। ঠোটে ফুটে উঠলে আনন্দোজ্জ্বল হাসি। ময়দান পরিষ্কার। এখন সে আশীর কাছে যেতে পারবে। উদাসভাবে কিছুক্ষণের জন্য সে ঝিমিয়ে গেলো।

অতঃপর সে আশীর কক্ষের সামনে গিয়ে বিনা দ্বিধায় করাঘাত করলো।

"কে?" আশী শব্দ করলো।

"ভিতরে আসতে পারি কি, ডাক্তার"? ...দরজার পাট ঠেলা দিয়ে বললো ফারুক।

www.pathagar.com

'কে আপনি?' আশীর স্বরে অবাক বিস্ময়ের ছাপ। যদিও সে বুঝতে পেরেছিলো এটা কার স্বর। তবু তার বিশ্বাস হচ্ছিলো না। এত বেপরোয়া হওয়াটা ছিলো আশীর বিশ্বাসেরবাইরে।

'ফারুক' আশীর দরজায় দাড়িয়ে বললো সে। আশী তাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। আর ফারুক বুকে হাত বেঁধে মুচকি হাসি দিয়ে তাকে দেখতে লাগলো।

"এখানে কেন এসেছেন আপনি?" আশী ভাব বদলিয়ে কর্কশভাবে বললো।

"ড্রেসিং করাবার জন্যে।"

"আমি করবো না।" আরো কর্কশভাবে বললো আশী।

"আপনি ডাক্তার–আর আমি আপনার চিকিৎসাধীন রুগী"... সুন্দর করে বললো সে "রুগীর সাথে ডাক্তার এরূপ ব্যবহার করে না।"

"ডাক্তার শুধু আমি নই... আরোআছে।"

"দেখুন ডাক্তার, যুদ্ধাংদেহী মনোভাবে আমি নেই। আর আপনি যেন যুদ্ধ বাঁধাবার জন্য তৈরী হয়ে আছেন। ড্রেস করে দিন। বস সব চুকে যায়।"

"আমি করবো না।"

"কেন?"

"কারণ দর্শানো আমি প্রয়োজন বোধ করিনে।"

ফারুক হেসে ফেলল। এই অদ্ভুত চরিত্রের মানুষটির উপর আশীর রাগ আরো বাড়তে লাগলো। দরজা থেকে সরে সে আরো কয়েক পা ভিতরের দিকে এগুলো। পালং–এর কাছে দাঁড়িয়ে আশী ফারুকের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। ফারুক একটি ছোট টুলে এক পা রাখলো, হাঁটুর উপর কনুই রেখে একটু ঝুঁকে বললো, "আপনি একটা সাধারণ অপরাধকে অসাধারণ করে তুলেছেন।"

"আমি কিছুই বুঝিনে। আপনি চলে যেতে পারেন।"

"দেখুন ডাক্তার" –একদম সোজা দাঁড়িয়ে বললো ফারুক– "এ ধরনের কথা বলা ঠিক নয়। আমারও যদি মুড বিগড়ে যায় তাহলে ফল ভালো নাও হতে পারে।"

দৃষ্টি উঠিয়ে আশী তার দিকে তাকালো। ভাবলো তার মধ্যে সরল বেয়াড়াপনার মাত্রা কতো। আশীর মন তো কত আগেই তার অপরাধ ভুলে গেছে; কিন্তু তবুও নিজের ব্যক্তিত্বকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রকাশ্যে তা খুলে বলতে পারেনি।

"এখন আপনি কি বলতে চান?" আগের মতোই কঠোর স্বরে বললো আশী।

"এখনতো কিছু বলতে পারিনে" আশীর চোখে চোখ রেখে দুষ্টমির দৃষ্টি দিয়ে ফারুক বললো– "আগে মুড ঠিক করে নিন।"

"আশ্চর্য লোক আপনি!" ঝাঝানোর সুরে বললো আশী।

"তা তো ঠিকই।"

"এ সব কথায় আপনার উদ্দেশ্য কি?"

www.pathagar.com

"উদ্দেশ্য?"– পুনরায় দুষ্টুমি ভরা দৃষ্টি মেলে বললো ফারুক– "উদ্দেশ্য যদি বলে দেই তাহলে আপনি–"

আশী অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলো। সে কি বলতে চায়? সে কি বুঝতে পেরেছে তার মনের গোপন কথা?

"আচ্ছা ডাক্তার" কথার ধারা অন্যদিকে নেবার জন্য ফারুক বললো– "এখন আমাকে ড্রেসিং করে দিন।"

"আমি করবো না।" আগের চেয়ে আশী কিছু দমে গিয়েছে সত্য। কিন্তু তবু নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বললো–

"অন্য কোন ডাক্তার দিয়ে করিয়ে নিন।"

"আমি অন্য কাউকে দিয়ে করাবো না।"– জেদী বাচ্চার মত বললো ফারুক।

"না করান।" আশী উদ্যত সহকারে বললো।

"আহত স্থান সেপটিক হয়ে যাবে যে?"– ফারুক বললো।

"হোক।"

"হোক"– গুরুগম্ভীর স্বরে ফারুক আশীর কথার পুনরাবৃত্তি করলো। মলীন চেহারায় চোখ বড় বড় করে আশীর দিকে তাকালো ফারুক। মুখের হাসি মিটে গেলো তার। আশীর রুষ্ট কথায় তার মনে আঘাত লেগে থাকবে।

"আমি বুঝতে পারিনি এত ছোট জিনিসকে আপনি এত বড় করে দেখবেন"... বিষণ্ন মুখে বললো ফারুক।

"এর চেয়ে বড় কথা আর কি হতে পারে? আপনি আমার সরল বিশ্বাসে আঘাত হেনেছেন।" আশী ক্ষিপ্ত হয়ে বললো। "আমি আপনাকে সুসভ্য বলে মনে করেছিলাম।" আশী আগেও এ শব্দগুলো ব্যবহার করেছিলো, আবার এ শব্দগুলো বলার সময় তার মুখে হঠাৎ হাসি এসে গেলো। কিন্তু ফারুক এবার বেশ গম্ভীর। দুঃখে তার চেহারার রং বদলে গেছে। মাথা নীচু করে সে আস্তে আস্তে বললো, "আমি বুঝি না এরূপ সামান্য একটা ঠাট্টা কিভাবে সাধারণ ভদ্রতা ও সৌজন্যের সীমাকে লংঘন করে ফেললো।"

পুনরায় সে মাথা উঠিয়ে আশীর দিকে তাকালো। একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললো, 'আমি আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইছি ডাক্তার।" আশী তার দৃষ্টির অসহায়তা উপলব্ধি করে নিশ্চিত হয়ে ফারুকের দিকে তাকালো।

"ভবিষ্যতে এ ধরনের কোন কষ্ট দেবো না।"– বলে সে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত পায়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো।

আশী নির্জীব মাটির পুতুলের ন্যায় দাঁড়িয়েই রইলো। এমনিতেই মনটা আগে থেকে খারাপ ছিলো, এখন তো আরো বেড়ে গেলো। নতুন বাণে বিদ্ধ হয়ে আশী নিজের অসহায়তার জন্য কেঁদে ফেললো। বিছনায় শুয়ে কতক্ষণ ধরে সে অশ্রুপ্লাবন বহাতে লাগলো।

মনের ক্ষোভ কিছু নিবারণ হবার পর নতুন চিন্তায় মগ্ন হলো আশী। ফারুক এখন তার কাছে নির্দোষ নিষ্কলুষ। তার বাড়াবাড়ি নিজেরই মনে অশান্তির দাবানল সৃষ্টি

www.pathagar.com

করলো। একটু দুষ্টু প্রকৃতির হয়ে থাকলেও যদি সে ভদ্রজনোচিত কোন ঠাট্টা করেই থাকে তাতে তার এত রুষ্ট হবার কি কারণ ছিলো? রাগ যদি এসে গিয়েও থাকে তা শুধু সাময়িক হওয়া উচিত ছিলো। ফারুক যখন নিজেই তার কাছে এলো, তখন তার একগুঁয়ে হওয়া ঠিক হয়নি। এখন সব চিন্তা তারই বিপক্ষে যেতে লাগলো, নিজের উপর ধিক্কার এলো। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই।

আম্মি ও নাসিমা ফিরে এলেন। শরীর খারাপ থাকার যুক্তিসংগত বাহানা করে আশী বিছানায় শুয়ে রইলো। সন্ধ্যার দিকে নাসিমা বাচ্চারা সহ চলে যাচ্ছে। এ কারণে আশীর মন হয়তো আরো খারাপ হয়ে গেলো। কিন্তু তা প্রকৃত ব্যাপার নয়। আপন দুর্বলতাকে ঢাকার জন্য মানুষ কত বাহানার আশ্রয় নেয়। আশীও তো মানুষই।

চারটার সময় নাসিমারা চলে গেলো। বাচ্চাগুলো বেকারার হয়ে আশীকে জড়ায়ে ধরলো। আশীও বিষণ্ন হলো। এদের বিদায় তাকে আরো দুর্বল করে দিচ্ছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত তাদের গাড়ীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

মনের এ বিষণ্নতা নিয়ে বাড়ীর দিকে ফিরলো আশী। ফারুক সে সময় একপায়া সেই মেটে পথে আসছে, যে পথে আশীকে নীচের দিকে যেতে হবে। আশী পথের একদিকে সরে দাড়ালো। ফারুক শুধু একটি আনমনা দৃষ্টি তার প্রতি নিক্ষেপ করেই পাশ কেটে চলে গেলো। আশী তার দিকে নিষ্পালক নেত্রে তাকিয়ে থাকলো।

মনের পুঞ্জীভূত সব গোপন ব্যথা উজাড় করে দিয়ে রাতে ফারুক সেতার বাজালো। তারের সুর ধ্বনি যেন উত্তাল সমুদ্রের বজ্রনিনাদ। বিরহী মনের সব ব্যাথা সুর হয়ে উপছে পড়েছে সেতারের তারে। যে আবেগকে সে শব্দের ছাঁচে গড়তে পারেনি, যে অনুভূতিকে মূক দৃষ্টি দিয়ে ভাষান্তরিত করতে সক্ষম হয়নি তাই ফারুকের ভাষাহীন ধাতব তারের মনোহারিনী সুরে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ●

এদিকে আশী তার শয়নকক্ষে সেতারের বাদ্যের তালে তালে তরঙ্গায়িত। বাকশক্তি তার আজ রহিত। কতবার জানলার পাট খুলেছে, কতবার দরজার কাছে গিয়েছে কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত মনোভাব তাকে ব্যর্থ করেছে। বালিশে মাথা গুঁজে সে ফোঁফাতে লাগলো।

আশীর মনের অস্থিরতা বেড়ে চলছে। বদ্ধ জানালার পাশে সেতারে ঝুঁকে পড়া উদাস মুখ, আলুলায়িত কেশ, মুদ্রিত–নয়ন, লীলায়িত আঙ্গুল আশীর মনের কোনে ভেসে আসতে লাগলো।

"বন্ধ করো ফারুক বন্ধ করো! নতুবা দুনিয়ার সমস্ত বন্ধনকে ছিন্ন করে রজনীর অন্ধকারের বুক চিরে তোমার চরণতলে লুটিয়ে পড়বো।" নিঃশব্দের চিৎকার সেতার বাদকের সুসমমূর্তি আরো সুশোভিত হয়ে ভাসছে আশীর চোখে। বিষাদ মাখা চেহারা সে তারে ঝুঁকে আছে। কক্ষের মনোরম আলোক রশ্মিতে যাদুর আকর্ষণ রয়েছে। সংগীত লহরী আস্তে আস্তে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ব্যথায় গাঁথা কথা বাঁধ ভাংগা নদীর স্রোতের ন্যায় খরতর বয়ে চলছে। মিহি সুরের নহরত ধ্বনি মন হরণ করে ফেলেছে। তারের বাদ্যের তুফান জোর বেগে চলছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ঢালু রাস্তায় এসে নামলো আশী। দ্রুত বেগে কামরায় প্রবেশ করলো এবং বেহুশ হয়ে ফারুকের কাঁধে

www.pathagar.com

ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারের সাথে চালিত অঙ্গুলি থেমে গেলো। সে হয়রান হয়ে মাথা ঘুরিয়ে দেখলো তারই কাছে একেবারেই কাছে তার জীবন ধন মাথা কুটে মরছে।

মুহূর্তের মধ্যে ধ্যান ভেংগে গেলো। সেতারা হাত থেকে পড়ে গেলো। "আশী তুমি আমায় কতো ব্যথা দিয়েছ। কতো উত্যক্ত করেছো।" পাগলপারা হয়ে সে তাকে টেনে নিলো নিজের দিকে। আর তার প্রশস্ত বক্ষে মিশে গেলো আশী–যেন তাপিত তৃষ্ণ ধরিত্রীর বুকে বৃষ্টির বর্ষণ মিশে যায়। সান্ত্বনা ও স্বস্তির অনুভূতি আস্তে আস্তে তাকে শান্ত করে ফেলে।

কল্পলোকের ধ্যান ভেংগে যাবার পর হুড়মুড় করে আশী বিছনায় উঠে বসলো। সে বুঝতে পারছিলো না একি স্বপ্ন, না তার অনিশ্চিত আকাঙ্খার প্রতিবিম্ব। যাই হয়ে থাকুক না কেন, সে শিহরিত হয়ে উঠলো না। কল্পলোকে মানস প্রিয়ের সান্নিধ্যে মনে পুলক স্পন্দন অনুভব করলো সে।

www.pathagar.com

।। আট ।।

রাতের শেষাংশে বৃষ্টি সহ ঝড় এলো। ঝড়ের তান্ডবে টিনের চালাগুলো যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। পাহাড়ের নালাগুলো গর্জন করে প্রবাহিত হচ্ছে। দিনের আগমনের সংগে ঝড় থেমে গেলো। তখনও বাতাস বইছিলো শির শির করে। ফোয়ারার মত চিকন বৃষ্টিও হচ্ছিলো কিছু। বৃষ্টি বর্ষণে সবুজতা উজ্জ্বল হয়ে ওঠেছে, গোলাপী রংয়ের মাটি বেশ লাল হয়ে গেছে।

ভীষণ অস্থিরতার মাঝে রাত কাটিয়েছে ফারুক। ঘুম ভালো হয়নি। রাতের শেষ ভাগে চোখে ঘুম এসে থাকলেও ঝড়ের গর্জনে তাও ঠিকমত হয়নি। সকালে তাই বিছনায় শুয়ে অলসভাবে এপাশ ওপাশ করছিলো সে।

বেলা প্রায় দশটা। কাজ করা নিশওয়ারী ডোরার সোয়াতী চৌগা পরে পিছনে হাত রেখে ফারুক কামরায় ইতস্ততঃ পায়চারী করছে। কখনো থেমে চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাচ্ছে, কখনো দ্রুত পায়ে হেটে সিগারেট ফুকতে ফুকতে পায়চারী করছে। সমস্ত চিন্তা-ভাবনার উৎস একটিই মাত্র নাম-আশী।

আশী। যে তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে। যে তার সামান্য ঠাট্টাকে অসামান্য অপরাধ মনে করে একটা ভীষণ জটিলতার সৃষ্টি করেছে।

আশীর ওপর তার প্রগাঢ় ভালোবাসার সাথে সাথে তার ওপর রাগও ভীষণ ধরে। অবুঝ বেরসিক বলে মনে মনে তাকে গালিও দেয়। তবু মন তারই জন্য আনচান করে ওঠে। ঠিক করে ওঠতে পারলো না ফারুক কি করে তার সাথে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবে। সে নিজে তার কাছে গিয়েছে। আশীর বাড়াবাড়ি তার কাছে ভালো লাগেনি। নিরাশ হয়ে সে ফিরে এসেছে। মন আবার তার কাছে যেতে চায়। কিন্তু বাধা দিচ্ছে আত্মমর্যাদাবোধ। মনের এ উদগ্র আগ্রহ কখনো আবার আত্মমর্যাদার যুক্তিকে চায় না স্বীকার করতে।

www.pathagar.com

মীমাংসার কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছেনা ফারুক। অস্থিরতা বেড়ে চলছে।

নিজের এ আবেগ প্রশমনের কোন সুরাহা সে করতে পারতো কিন্তু আশী তো তার এ আবেগের কোন মূল্য দেবে না। আশীর দিক তো সে কখনো ভাবেনি, প্রয়োজনও ছিল না। আশী কি তাকে চেয়েছে? তার আচরণ তো এর প্রমাণ দেয় না। তার মনের এ আবেগকে আশী গ্রহণ করে তার মন কি সে ফারুককে দেবে?

এ গোলক ধাঁধাঁয় সে মগ্ন। অস্থিরতা কমছে না। পেরেশানী বেড়েই চলছে। হতভাগ্য মনের ওপর রাগও ধরে। যে মন অনাড়ম্বরভাবে একটি অপরিচিতা মেয়ের সাথে টক্কর লাগিয়েছে। এমন তো নয় যে তার জীবনে আর কোন মেয়ের আবির্ভাব ঘটেনি। শুধু একটি দু'টি নয়, অনেক মেয়েই উদিত হয়েছিলো তার জীবনে। দু'একটি তার ভালোও লেগেছিলো। বন্ধুত্বের পর্যায়েও দু'একটি পৌছে গিয়েছিলো। কিন্তু সে নিজেই এখন কোন স্থানে এসে পৌঁছলো যেখানে 'আশী' সবার অজান্তে গোপনে গোপনে সব স্তর অতিক্রম করে ফেললো। তার ব্যাপারে তো কোন অনুসন্ধান কার্যও চালাতে পারেনি। রূপগুণের বাচবিচার করেনি। অবয়ব গঠনের প্রতিও লক্ষ্য করতে পারেনি। তার মনে পড়লো ফাখেরার কথা। তার সাথে সম্বন্ধের জন্য ফারুকের মা'র মত ছিলো, তার মত ছিলো না। অস্বীকারের কোন পথ বের করতে না পেরে বাহানা করেছিলো ফারুক, ফাখেরা আকারে খাটো; অথচ তার ছিলো মাঝারী গড়ন। নাবিলার কথাও পড়ে গেলো তার মনে। নাবিলা তার চাচাত বোন সুন্দরী ও স্মার্ট। চাচা চাচীরও ছিলো ইচ্ছা তার আম্মিও তাদের সাথে ছিলেন একমত। নাবিলার সম্পর্কও সে আজ পর্যন্ত এ দৃষ্টকোণে চিন্তা করেনি, যে দৃষ্টিকোণে 'আশী' তাকে চিন্তিত করে তুলেছে।

কিন্তু আশী–

ভাবনা চিন্তা বাচ বিচার কোনটারই সুযোগ না দিয়ে সে উড়ে এসে জুড়ে বসলো তার সমস্ত মনকে ঘিরে। তার কাছ থেকে দূরে থাকার, তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার কল্পনাও সে করতে পারছে না। সে তাকে মনের মানুষ বলে গ্রহণ করেছে– যার উত্যক্ত করার–বিরক্তি করার মতো যে কোন ব্যবহারের অধিকার সৃষ্টি হয়েছে।

মাথা নীচু করে সে মধ্য কক্ষে থেমে গেলো। ধরানো সিগারেট হাতেই জ্বলছে। হাত পিছনে। সিগারেট জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে কার্পেটে পড়ছে। ভাবছে, নিজের ব্যক্তিত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের বাসনা কামনায় সম্মুখে তাকে কি করতেই হবে মাথা নতো?

কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই ফারুক মাথা উঠালো। দৃষ্টি গেলো দরজার দিকে। ওদিকেই দৃষ্টি আটকে গেলো।

পরাজিতের হাসি দিয়ে আশী ওখানে আছে দাঁড়িয়ে। তার হাতে ছিলো ছোট্ট একটি ট্রে।

ফারুক খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে গেলো। মধুর স্বপ্নের মত ঠোঁট একটু ফাঁক করে যেন ফিস ফিস করে বলতে লাগলো– দেখলে, আমার মনের আবেগের দুর্বার আকর্ষণ তোমাকে টেনে এনেছেই। সে দু'কদম আগে বাড়লো।

www.pathagar.com

আশী সাহসে ভর করে মুচকি হেসে কামরায় প্রবেশ করলো। ড্রেসিং-এর সরঞ্জাম রেখে দিলো টেবিলে। রাতভর মনের অস্থিরতায় কাটিয়ে কতো হিম্মত করে এদিকে পা বাড়িয়েছে সে। নিজের বাড়াবাড়ির খেসারত দেবার জন্য সকালে সে ফারুকের নিকট আসার সিদ্ধান্ত করেছিলো। নানা দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে নিজ কামরা থেকে এখানে এসে পৌঁছাতে ঘন্টার উপর লেগেছে তার। নিজের এ হিম্মতের জন্য সে নিজেই আশ্চর্যান্বিত। কিন্তু ফারুকের হৃদয়ের আকর্ষণ তার সব ইতস্ততাকে দিয়েছে খতম করে।

'আসুন ডাক্তার আসুন'

ফারুকের ডাকে আশী মাথা উঠিয়ে দেখলো। ফারুককে বেশ গম্ভীর দেখাছে। চেহারায় না ছিলো আনন্দ হিল্লোলের কোন চিহ্ন না ছিলো মধুর স্বপ্নের কোন রেশ। চোখ থেকে অভিমানের ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো।

আশী হেসে ফেললো। আত্মসমর্পণ একবার যখন করেই ফেললো আর বাকী রইলো কি?

"কি ভেবে আসলেন ডাক্তার।" মুখ ভার করে বললো ফারুক।

"ড্রেসিং করতে এসেছি" ফারুকের মেকি রূঢ়তায় হাসি পাচ্ছিলো তার "কি দরকার ছিলো?"

মুখ ফিরায়ে তাকে পিছু দিয়ে দাঁড়ালো সে।

"আর কত? ওসব এবার বাদ দিন না? ড্রেস করায়ে নিন। কালতো হয়নি। সময় খারাপ। ক্ষত আবার খারাপ হয়ে না যায়।"

"হলে আপনার কি?"

ঘাড় ফিরিয়ে ঝাঝালো সুরে বললো ফারুক।

"আপনি আমার চিকিৎসাধীন"- ঠোঁট সামান্য ফাঁক করে হাসলো- "রুগীর প্রতি লক্ষ্য রাখা ডাক্তারের কর্তব্য।"

"কর্তব্যানুভূতি ফিরে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।" পূর্ববত বললো সে।

"এখন এসব যেতে দিন।" সামান্য নীরব থাকার পর হাসতে হাসতে বললো আশী। "আসুন এখন ড্রেস করে নিন।"

"ধন্যবাদ- আমি করবো না" অ্যাশট্রেতে সিগারেট ফেলতে ফেলতে বললো ফারুক।

"আপনি বড় জেদি মানুষ" পুনরায় হাসলো আশী।

"যেরূপই হই, তাই ভালো।"

টেবিলে পা ঠেকায়ে হাটুর ওপর কনুই রেখে ঝুঁকে গেলো সে।

"আপনি তো শুধু ঝগড়ার তালে আছেন।" চিত্তাকর্ষক মুচকি হাসি দিয়ে সে বললো।

"কি করবো,- যখন যা দরকার।" বলে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো ফারুক।

www.pathagar.com

আশী চুপচাপ তার দিকে দেখে মুচকি হাসতে লাগলো। কি জেদি বাচ্চার মত বেঁকে বসেছে সে। তার জেদ ভাংতেই হবে আশীকে। ফারুক খিড়কী দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

"সত্যি কি ড্রেস করাবেন না?" কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর জিজ্ঞাসা করলো আশী। কিন্তু সে কোন জবাব দিলো না; তার দিকে ফিরেও তাকালো না। কক্ষে বিরাজ করছে শুধুনীরবতা।

"আমি চলে যাবো?" নীরবতা ভঙ্গ করে আবার প্রশ্ন করলো আশী।

সে পূর্ববতই রইলো দাঁড়িয়ে। একটু নড়লোও না। আশী তাকে দেখতে লাগলো। ঠিক করতে পারছিলো না কি করে এ রুষ্ট দেবতাকে তুষ্ট করবে সে। দু'বার তাকে জিজ্ঞাসা করলো কিন্তু কোন জবাব পেলো না সে।

"ফারুক–" সাহস করে প্রথমবারের মতো এই নাম উচ্চারণ করলো আশী, কিন্তু এ ফন্দিও হলো না ফলপ্রসূ।

এবার কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেলো আশী। এত অসন্তুষ্টির কি কারণ যা সে ভুলতেই পারছেনা। সে নিজ থেকেই এখানে চলে এসেছে। এটা কি কম ছিলো? এ রাগ তো তার মানায় না। অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলো আশী।

"তাহলে চলি"– ধীর শব্দে বললো সে। কিন্তু তার রওনা হবার আগেই তড়িৎ বেগে আশীর সামনে এসে দাঁড়ালো ফারুক।

"আশী"– পাগলপারা হয়ে আশীর কাঁধে হাত রাখলো সে।

"বলো" তার দিকে অপরিচিতের দৃষ্টি দিয়ে বললো আশী।

"তুমি আমায় কত ব্যথা দিয়েছো! আশী–কত ব্যথা দিয়েছো?" সে তার মজবুত হাতের বন্ধনকে আরো দৃঢ় করে অস্থিরচিত্তে আবার বললো– "কেন ব্যথা দিয়েছো? আশী!"

শব্দে কি যাদুছিলো, কি ছিলো ইন্দ্রজাল, আশী কিছুই বুঝতে পারলো না। তার শক্ত হাতের দৃঢ় বন্ধনে সে গলে যেতে লাগলো। কাঁধ ঝাকিয়ে সে উত্তর চাইলো। কিন্তু কোন কথা ছাড়াই আশী ঝুরা মাটির মত নির্জীব হয়ে ঢুলে পড়লো।

জানিনা একি সময়ের প্রয়োজনে, না স্বপ্নের ক্রিয়া, না অবদমিত বাসনার প্রতিচ্ছবি। বৃষ্টির ফোটা যেমন শুষ্ক ভূমিতে শুষে যায় আশীও তেমনি মিশে যেতে লাগলো ফারুকের মধ্যে।

সব অভিযোগ হয়ে গেলো দূর। সব ব্যথা মিটে গেলো। দূরত্বের সব অনুভূতি হলো বিলীন। কেউ মুখের ভাষায় কথা বলতে পারলো না। ভাষাহীন কথায় মনের সব ব্যথা উজাড় করে ঝেড়ে দিলো তারা। তাদের মনে হতে লাগলো– একজন আরেকজনের জীবন মরণের সাথী।

মানস প্রিয়ের অপ্রত্যাশিত মিলনের আস্বাদ নিয়ে আজ তারা অনেকক্ষণ ধরে একস্থানে বসেছিলো। ফারুক যেন অচেতন জগতের মুসাফির। তার হৃদয়ের সব জেদ

www.pathagar.com

যেন শেষ হয়ে গেছে। যা সে চেয়েছে তাই পেয়েছে। আনন্দের আতিশয্যে সে নিজকে সামলিয়ে রাখতে পারছিলো না। তার মুখ দিয়ে আনন্দ হাসি উপচিয়ে পড়ছিলো।

অনেক সময় অতিবাহিত হলো। আশী উঠতে চাইলো। ফারুক হাত ধরে তাকে বসিয়ে দিলো। মন তারও উঠতে চায়নি। কিন্তু আম্মার কথা মনে পড়লো। সে তাঁকে এক জন রোগী দেখার নাম করে বেরিয়ে এ সেছে।

"এখন ড্রেসিং করে নাও। আমাকে ফিরে যেতে হবে।" মিনতির সুরে বললো আশী। ফারুক চাচ্ছিলো না এত তাড়াতাড়ি তাকে বিদায় করতে। কিন্তু তার পীড়াপীড়িতে সে তার কথা মেনে নিলো।

ড্রেসিং করার জন্য জিনিসপত্র আশী নিজেই নিয়ে এসেছিলো। উঠে ব্যান্ডেজ ঠিক করতেলাগলো।

"ড্রেসিং?" ফারুক জিজ্ঞাসা করলো।

"তবে আর কি? এখনো করাবে না?" প্রেমিকার মুচকি হাসি দিয়ে আশী বললো।

"আচ্ছা তোমার মর্জি।" ফারুক চৌগা খুলতে খুলতে বললো।

চেয়ার টেনে কাছে এনে তার সামনে বসে গেলো। জামার হাতা সরাতে লাগলো ফারুক। তার মুখে এমন জীবন্ত হাসি ছিলো যে আশী দেখেও তার প্রতি চেয়ে বেশীক্ষণ টিকতে পারলো না।

ফারুক আহত বাহু সামনে বাড়িয়ে দিলো।

আশী ঝুকে পড়ে পট্টি খুলতে লাগলো। ফারুক হেসেই চলছে। আশী পট্টি খুলে টেবিলে রাখলো। পুনরায় ক্ষতস্থান থেকে কটন উঠালো। সে আশ্চর্য হলো–পট্টি তাজা ক্ষতও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আশী মুখ তুলে ফারুকের দিকে তাকালো। তার আশ্চর্যান্বিত ভাব দেখে হেসে ফেললো ফারুক।

"তুমি বড়দুষ্ট।" ক্ষতস্থানে তুলো রাখতে রাখতে বললো আশী–ব্যান্ডেজ করায়ে ফেলেছো আগে বলোনি কেন? এ জন্যই বারবার বলছিলে ড্রেসিং করাবে না।"

ফারুক তার হাত ধরে খিল খিল করে হেসে ফেললো। দুষ্ট প্রিয়ের আঁখির উপর দৃষ্টি রেখে মুচকি হাসতে লাগলো আশী।

ড্রেসিং করা সাক্ষাতের একটা উপলক্ষ মাত্র। এই উপলক্ষে তারা একত্রিত হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে নানা গল্প করে। ফারুক নিসংকোচে ও মার্জিতভাবে কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত। সে আবার রসিক ও দুষ্টামি প্রিয় লোক। ফারুক জেনে গেছে সে এখন আশীর হৃদয় মন্দিরের দেবতা। এ জন্য তার মনে খুশী আর ধরে না। কোন কোন সময় এমন হয় যে, আশী সসম্ভ্রমে আলাপ করছে আর অমনি ফারুক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন কথা বলে দেয় যে আশী নিঃসংকোচ হওয়া সত্ত্বেও লজ্জায় লাল হয়ে উঠে। তার হৃদয় স্পন্দন দ্রুত হতে শুরু করে। এসব সময়কে উপভোগ করার জন্য ফারুক চায় সময়ের কাঁটা এক স্থানে নিশ্চল হয়ে থাক। যেন এ মুহূর্তগুলোকে সে অনাদি–অনন্তকাল পর্যন্ত ভোগ করতে পারে।

www.pathagar.com

আশী তাকে তার ঘরবাড়ী বংশ পরম্পর। সব বলে দিয়েছে। কিন্তু ফারুক এখনও তার কাছে রহস্যে আবৃত মুখ-আঁটা এক সুন্দর খাম। আশী ফারুকের সব বিষয় জানার জন্য উদগ্রীব। কিন্তু জানার সুযোগই হয়ে উঠে না। প্রীতিভরা খোশ গল্প আর সেতার দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে যায়। সেতার বাজনায় সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে আর সে বাজনা শুনতে শুনতে আশী তন্ময় হয়ে যায়।

এভাবে সময় কেটে যেতে লাগলো।

সেদিন আবহাওয়া ছিলো খুব সুন্দর। কখনো ইলশেগুড়ি বৃষ্টি, কখনো হাল্কা বাতাসের সাথে পানি ও ঘাসের সোঁদা সোঁদা গন্ধ ভেসে আসে। তুষার ধোঁয়া কখনো আকাশের দিকে উঠে ছড়িয়ে পড়ে আবার বিলীন হয়ে যায়। মেঘমালা হেলে দুলে আসে আবার বারি বর্ষণ ছাড়াই চলে যায়।

আজ আশী এসেই ফারুকের ড্রেসিং সেরে নিলো। ঘা শুকাতে শুরু করেছে। ছোট-খাটো আঁচাড়গুলো শুকিয়ে মিশে গেছে। গভীর ক্ষতগুলো ভরে আসছে। খুব যত্নের সাথে আশী তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে পট্টি করে দিলো। ফারুক ছিলো একদমনীরব।

"জখমের অবস্থা কি?" পট্টি করার পর ফারুক জিজ্ঞাসা করলো।

"ভালো হয়ে গেছে প্রায়।"

"আর কত দিন লাগবে?"

"চার পাঁচ দিনের মধ্যেই সম্পূর্ন সেরে যাবে।"

"তোমার ছুটি আছে আর কতদিন?"

"তিনসপ্তাহ।"

"শুধু তিন সপ্তাহ?"

"কম মনে হয়?"

কম নয় তো কি?

"তুমি আর কত দিন আছো এখানে?"

"আটাশ তারিখ পর্যন্ত।"

"উনত্রিশ তারিখ আমাকে কাজে যোগ দিতে হবে।"

"ছুটি বাড়িয়ে নাও।"

"ছুটি আর পাবো না।"

"চেষ্টা করে দেখো না?"

আশী ফারুকের দিকে দেখলো। চোখে চোখে ফারুক আশীকে ছুটি বাড়াবার জন্য মিনতি জানাল। আশী নীরব। ফারুক আবার বললো, "ছুটি বাড়াবার চেষ্টা করো।"

"চেষ্টা করে দেখবো।"

"আজই ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দাও।"

"আচ্ছা কিন্তু পৌছবে তো?"

"পৌছুক আর না-ই পৌছুক আটাশ তারিখের আগে তোমাকে যেতে দেব না।"

www.pathagar.com

"বাহ বেশ।" আশী হেসে দিলো–"কি আবদার।"

"সত্যি বলছি আশী", গম্ভীর হয়ে বললো সে, "খোদা জানেন এখান থেকে যাবার পর আর কবে আমাদের দেখা হয়।"

সে সত্যই বলেছিলো এ সময়ের মধ্যে কত কি ঘটে যেতে পারে। নৈকট্যের এ মধুময় মুহূর্তগুলোকে যতটুকু সম্ভব বাড়িয়ে ছড়িয়ে উপভোগ করে নেয়াই সমীচীন। আশীও ব্যাথাহতের ন্যায় নীরব হয়ে রইলো।

বাবা কফি নিয়ে এলো। আশী তার হাত থেকে ট্রে নিয়ে টেবিলে রাখলো। আবহাওয়ার ঐ সুন্দর মন মাতানো দৃশ্য দেখে ফারুক বললো, "আজ বেড়াতে যাওয়া উচিত।"

"কোথায়?"

"যে কোন দিকে।" মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল আশী।

"কেন?"

"ঠিক নয়।"

"কিভাবে?"

"যদি কেউ দেখে ফেলে?"

"কি, কেয়ামত হয়ে যাবে?"

"হাঁ।"

"ভীরু কোথাকার।"

"ঠিকই বলেছো তুমি। এখানে আসতেও আমার ভয় লাগে। এখান থেকে গিয়ে আমি আম্মির দিকে তাকাতেও পারিনে।"

"রোগীদের দেখতে তিনি মানা করতে পারেন না।

"এটাই তো সম্বল–নতুবা..."

আশীকে লজ্জিত লজ্জিত মনে হচ্ছিলো। তাকে ওৎসুক্যের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো ফারুক।

"কফি বানাও"–কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললো সে।

আশী কফি বানাতে লাগলো। ফারুক গুণগুণ করতে লাগলো। "সেতার বাজাও" কফি বানাতে বানাতে বললো আশী।

"উহু!"

"কেন?"

"এখন মুড নেই। পরিবেশও ভালো নেই।"

"সেতার তুমি চমৎকার বাজাতে পারো।"

"কত বছরের সাধনায়!"

কফি পান পর্বে তারা খোশ আলাপে মশগুল। সেতারই ছিলো তাদের আলাপের বিষয়বস্তু।

www.pathagar.com

"এমনিতেই আমার প্রাচ্যের সব বাদ্য ভালো লাগে। বিশেষ করে সেতার। সেতারের সাথে আমি একাত্মতা অনুভব করি। হউ, কে, যেতেও এ প্রিয় সাথী সেতার আমার সঙ্গে গিয়েছে।

"তুমি হউ কে গিয়েছিলে। কফির খালি পেয়ালা টেবিলে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করলো আশী।

"হাঁ।" সাথে সাথে উত্তর দিলো ফারুক।

"কখন গিয়েছিলে?" অতি আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করলো সে। ফারুকের এসব সম্বন্ধে জানার জন্য উদগ্র ইচ্ছা আগ থেকেই ছিলো তার।

"আজ থেকে পাঁচ বছর আগে।"...কফি পান করতে করতে বললো সে।

"কত বছর ছিলে?" আগ্রহের সুরে বললো আশী।

"চার বছর, হাঁ চার বছরের মতই হবে। ফারুক এসব বিষয় এড়াবার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু আশীর অনেক কিছু জানার ছিলো প্রয়োজন।

"কেন গিয়েছিলে?" সোজাসুজি প্রশ্ন করলো আশী।

"আওয়ারা গিরি করতে।" সে হাসলো।

"তুমি শুধু ঢং করে কথা বলো। আমি বলছিলাম লেখাপড়ার জন্য না অন্য কোন কাজে?"

"কিছুটা লেখাপড়ার জন্যই বটে।" কথাকে দ্ব্যর্থবোধক করে দিলো সে।

"এ কথাই আমি জানতে চেয়েছি।"

"জানার এত কি দরকার?"

"হাঁ।"

"কেন?"

"এটা কি একটা কথা হলো। আমি তোমার সম্বন্ধে জানতে চাবো না?"

"আমি নিজেই তোমার সামনে খোলা পাতা। পড়ে দেখো না আমি কি।"

"এড়িয়ে যাবার কি কারণ? আমার কথার উত্তর দাও না কেন?"

"কোন কথার উত্তর?"

"তুমি কি করো?"

"তোমায়ভালোবাসি।"

তার এত সুস্পষ্ট কথায় আশী লজ্জায় সংকুচিত হয়ে গেলো। কিন্তু যে করেই হোক সে আজ ফারুক সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে সংকল্পবদ্ধ। তার জানার ব্যাকুলতা যতই বাড়তে লাগলো ফারুকও তত বেশী এঁকে বেঁকে চলতে লাগলো। তাকে উত্যক্ত করার মধ্যেই সে রস পায়। স্বাদ পায়। সিগারেট ধরালো সে। ধোঁয়ার গোল্লা উপরের দিকে ছেড়ে দিয়ে আড় নয়নে আশীর দিকে তাকালো।

"বলো না কেন?" আবদারী সুরে বললো আশী।

"কি?"

"তুমি কি করো?" একটু রুষ্ট হয়ে বললো।

www.pathagar.com

"আমার চতুর্সীমা সম্বন্ধে জানা কি খুব প্রয়োজন?" হাসি দিয়ে বললো ফারুক।

"হাঁ", একটু ঝাঝানোর সুরে বললো আশী।

"ভালো বাসার ভিত্তি কি অন্য মেয়েদের মত তুমিও আমার চতুর্সীমার ওপর গড়তে চাও?"

পাঁয়তারা ছেড়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে বললো ফারুক।

"তোবা তোবা।" আশী একটু রাগ হলো। "খামাখা কেন সামান্য কথাকে তালগোল পাকিয়ে নিচ্ছো?"

আশীর এ অবস্থা দেখে সে হাসতে লাগলো।

"দেখো আশী", সিগারেটের ছাই ঝেড়ে আশীর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বললো... "আমার নিজস্ব কোন পেশা নেই। পিতৃপুরুষের ধন দৌলত দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করি।"

আশী চৌকান্না হয়ে তার দিকে তাকালো। অনিচ্ছাকৃতভাবে তার মুখে হাসি এসে গেলো। ফারুকের কথায় তার সন্দেহ হচ্ছিলো।

"কি?" আধা দৃষ্টি মেলে আশীর দিকে তাকালো সে।

"আমি এ কথা বিশ্বাস করি না।" দৃঢ়তার সাথে বললো আশী।

"কেন?"

"এমনি।"

"তাহলে তোমার কি ধারণা, আমি কি করি?"

"আমি কিভাবে বলবো?"

"একটু অনুমানও করতে পারনি এখনও?"

"না।"

"ওহ! তা হলে তো বলতেই হবে,... "সে সোজা হয়ে সোফায় বসলো। আশী চেয়ার নেড়ে একটু পিছু হলো।

"কোন পেশা তোমার ভালো লাগে?" ফারুক দুষ্টুমির ভানে বললো।

"বুঝিনা কেন তুমি এত পেঁচিয়ে তাল গোল পাকাচ্ছো।" মৃদু অভিমান ভরে বললো আশী।

"নাও তাহলে বলি।" কৌতুক ভরা দৃষ্টি দিয়ে সে বললো "আচ্ছা বলছিলাম... কোন পেশা তোমার ভালো লাগে?"

"আমি জানিনে।" ছটফট করে সে বললো।"

"ইঞ্জিনিয়ারিং?... ডাক্তারী না ওকালতী?"

আশী বিরক্ত হয়ে চুপ করে রইলো। ফারুক টেবিলের ওপর থেকে একটা কাগজ উঠায়ে নাড়তে-চাড়তে বললো... "ঠিক আছে, আমি তোমার উপর ছেড়ে দিলাম। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার উকিল... তোমার যা পছন্দ হয়, মনে করো তাই আমি।" রাগ হয়ে টেবিল একটু ঠেলা দিলো আশী। ফারুক এ দেখে হেসে ফেললো। তার অট্টহাসি বড় সুন্দর লাগলো।

www.pathagar.com

"এত ছোট কথা আর কত বড় বক্তৃতা"...রাগে গর্জাতে লাগলো সে... "পরিষ্কার বলে দিলেই হয়ে যায়। শুধু জেরা করে চলছো।"

"ঠিক আছে, "সে হাসলো "এখন বুঝে নাও, আমি কি? জেরা করে যারা তাদের কি বলে?"

আশী মনোমুগ্ধকর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললো, "তাহলে তুমি উকিল?"

"মনে করো উকিলই।" সিগারেট ধরালো ফারুক। তার চোখে দুষ্টামির ছাপ। কথা বলার ভঙ্গিও সন্দিগ্ধ। কিন্তু আশীর কথা থেকে বোঝা গেলো সে এবার নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে।

"এটা এত গোপন রাখার কি ছিলো?" আন্তরিকতার সাথে বললো আশী।

"তুমি একজন ডাক্তার ভয় হচ্ছিলো যদি উকিল পছন্দ না করো।" সিগারেটে টান দিয়ে বললো সে।

।। নয় ।।

"বিবিসাব কাপড় লেগা?" গাঠুরী সামনে রেখে একটি মেয়ে লোক পালং-এ উপবিষ্টা আশীর আম্মাকে জিজ্ঞেস করলো। তিনি খিড়কি দিয়ে ওদের দিকে তাকালেন।

"কি কি কাপড় এনেছো?"

"বুত কোজ হায় বিবি," ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দুতে বললো তারা।

"শাড়ী লেগা? শাড়ীকা কাপড়া হায়।" ওরা দু'জন কুচী ফেরীওয়ালী।

দু'টি মেয়েলোকের কাছেই লান্ডিকোটালের স্মাগলিং করা কাপড় ছিলো। মারীতে তারা এসব কাপড় ফেরি করে বিক্রি করে। দেশী কাপড় বিলেতী বলে চালিয়ে দেয় তারা। তাদের কাছে বেশীর ভাগ কাপড়ই ছিলো দেশী।

"ভিতরে আসো",

সবই দেশী কাপড়,... আশীর আম্মি বললো।

"না বিবি খোদা কি কসম কাবুল সে লায়া হায়...ইদার কিদার মিলতা হায় অ্যায়সা কাপড়া।"

"কেন পাওয়া যাবে না?" চাকরানী বললো।

"শাড়ীর কাপড় কোনটা?"

"তুম লেগা?"

"দেখাও না আগে।"

কুচী মেয়েলোকটি চারিদিকে এবার দেখে নিলো। তারপর কামিজ ওঠায়ে সালওয়ারের গোপন পকেটে হাত দিয়ে এক খান প্রিন্টেড শিফন কাপড় বের করে বাড়িয়ে দিলো আশীর আম্মির দিকে।

www.pathagar.com

"কত বড় পকেটরে!"

আশীর আম্মা হাসলেন।

"কেয়া করি বিবি, বেলায়িতি কাপড়া চোপাতে হায় আমলোগ। নেয়িতো পুলিশ পাকাড়তা হায়।"

"ওই জম্বিলে আরো কিছু আছে?" হেসে হেসে জিজ্ঞেস করলো আশীর মা।

"শমুজ সাতন হায়" অন্য মেয়েলোকটি বললো।

"বেরকরো।"

থলিয়ার মতো বড় পকেট থেকে সে সুন্দর ডিজাইনের কয়েকটি পিস বের করে আশীর আম্মার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

শিফন ও শমুজ সাটিন দু'টোই ভালো কাপড়। আশীর আম্মি আশীর বিয়েতে দেরার জন্য নানা ডিজাইনের কাপড় জমা করে ছিলো। এ কুচী মেয়েদের কাছ থেকে আগেও কিছু ভালো কাপড় কিনে রেখেছিলো। আজকের এ কাপড়গুলোও তার পছন্দ হয়েছে। দামদস্তুর ঠিক করার আগেই চাকরানীকে বললো... "আশীকে ডেকে আনো। তার পছন্দ হয় কিনা দেখি।"

চাকরানী আশীকে ডাকলো।

ফারুকের কাছে যাবার জন্য আশী তখন তৈরী হচ্ছিলো। ফারুকের অনুরোধে আজ সে সেমিজের সিড়িতে ফারুকের সাথে টক্কর খাবার প্রথম লগ্নে পরা শাড়ীখানা পড়েছিলো। কাপড় থেকে হালকা হাল্কা সুগন্ধ ভেসে আসছে। ঘন কুষ্ণ লম্বা চুলগুলো ছিলো বেনী করা।

আজ ফারুকের সাথে বেড়াতে যাবার কথা। সেতার বাদ্যে ফারুক সে জায়গার সমস্ত পরিবেশটিকে পছন্দ করেছে। সেতার বাদ্যে ফারুক সে জায়গার সমস্ত পরিবেশটিকে মুখরিত করে তোলার অঙ্গিকার করেছিলো। আশী কালও তার সাথে বেড়াতে গিয়েছিলো। দু'জনেই সবুজে ঢাকা পাহাড়ের রং-বেরং-এর অসমতল চূড়া বেয়ে উঠা নামা করেছিলো। দু'জনেই আনন্দে আত্মহারা। মনে হয় কেউ তার সমস্ত ধনভান্ডারকে তাদের চরণতলে ঢেলে দিয়েছিলো।

ফারুক ওয়াদা করেছে আজকে আশীকে সেতার শোনাবে। এমনিতে আশী সেতার বাদ্যে পাগল। তার উপর আজকের নীরব নিস্তব্দ পরিবেশে একা একা মানস ভ্রমরের সেতার শোনার কল্পনা তাকে করে ফেলেছে আনমনা।

এখন মাকে তার ভয় নেই। প্রয়োজন হলে সে তাকে নানা কথা বলে বুঝিয়ে দেয়। তার সাথে মিথ্যা বলতে কষ্ট লাগলেও ফারুকের সাথে তার নিষ্কলুষ ভালোবাসা আছে। তার সাথে কোথাও যেতে তার মন বাধেনা। চুলে ক্লিপ আটকাতে আটকাতে সে পালং-এ আম্মির কাছে গিয়ে বসলো।

সবুজ সার্টিনের সব প্রিন্টগুলো আশী দেখলো। নীল ফুলদার কামিজগুলোও তার পছন্দ হয়েছে। শিফনের শাড়ীগুলোও ভালো লেগেছে তার।

"একত্রে তো আর পড়বে না।"

www.pathagar.com

আশীর আম্মি কাপড়ের দামদস্তুর ঠিক করতে লাগলো। আশী বেরিয়ে যাচ্ছিল।

"কোথা যাও তুমি?" কাপড় হাতে জিজ্ঞাসা করলো আম্মি।

"এখানেই আম্মি" মুহূর্তের জন্য ঘাবড়িয়ে গিয়ে আশী তাড়াতাড়ি বলে উঠলো। ফারুক সাহেবকে পটি করে নীচে পেশওয়ারীদের বাসায় যাবো, নাগিনা আর বানু আজ পিকনিকে যাচ্ছে। তাদের সাথে আমিও যাবো আম্মি।"

"তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।"

"আসবো আম্মি। সারাটা দিনতো ঘরেই থাকি, সকালে দু'এক ঘন্টা শুধু একটু ঘুরে ফিরে আসি।"

"আমিতো তোমায় মানা করিনে।" তার অভিযোগের জবাবে বললো আম্মি।

আশী খুশীতে এগিয়ে এসে আম্মির গলা জড়িয়ে ধরে বললো..."আমার সুবোধ মা।"

হাসিতে লুটোপুটি খেয়ে পুনরায় বললো, "আম্মি কত রুগী আছে, ওদের দেখতে যাবো।" ঐ সড়কের পাশের বাড়ীতে অসুস্থ একটা মেয়েলোক আছে। নাগিনা তাকে দেখার জন্য আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো। বেচারী আমাকে কত দোয়া করেছে।

আম্মি বেশ খুশী হয়েছেন দেখে আশী হেলে দুলে নিজের কামরায় এসে ঢুকলো। পেশোয়ার থেকে আগত পরিবারের চারটি মেয়ের সাথেই তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয়েছে। তাদের বাসায় যাওয়ার বাহানা করে আশী ফারুকের সাথেই বেশী সময় কাটাতো।

"তোমরা বেটি হায়।" আশী চলে যাবার পর জিজ্ঞাসা করলো একটি কুচী মেয়েলোক।

"হাঁ" বাৎসল্যের সুরে বললো আশীর আম্মা, "একমাত্র মেয়ে। ডাক্তারী পাস করেছে।"

"ডাক্তার হায়।"

"হাঁ" আম্মি হেসে বললেন।

"সাদী হো গিয়া?"

"বিয়ে এখনো হয়নি। বিয়ের জন্যেই কাপড় চোপড় কিনছি। আচ্ছা, এ শিফন শাড়ীটার দাম ঠিক ঠিক বলো।"

কুচী মেয়েলোক দু'টি পশতু ভাষায় পরস্পর কিছু কথা বললো আশীর আম্মি এমন ভাব প্রকাশ করলেন যেন এর বেশী দাম দিতে তিনি মোটেই রাজী নন। অনেকক্ষণ ধরে দর কষাকষির পর আশীর আম্মার মূল্যেই তারা কাপড় বিক্রী করতে রাজী হলো।

তারা চলে গেলে আশীর জন্য কেনা সব কাপড়গুলো পুনরায় উল্টে, পাল্টে দেখতে লাগলো তার মা। চাকরানী তার মনোরঞ্জনের জন্য ছোট করে খোদার কাছে আশীর শীঘ্র বিয়ে হবার জন্য দোয়া করতে লাগলো।

www.pathagar.com

।। দশ ।।

হালকা নীল রঙের চমৎকার পোশাকে সুশোভিত হয়ে আশী কাজল কালো ঘন লম্বা চুলের বেণী কোমরের দিকে ছেড়ে দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো। চেহারার লাবণ্য। ডাগর ডাগর চোখের মনোমুগ্ধকর উজ্জ্বল আভা। মুখের মুচকি হাসি তার হিল্লোলিত মনের প্রকৃষ্ট প্রকাশ। দিবস রজনী তার আজ কত সুন্দর। ফারুকের নৈকট্য লাভের মুহূর্তগুলো যেন তার জন্য অনাদি অনন্ত কালের শান্তি বহন করে আনে। মিলনের এ মধুময় মুহূর্তগুলোই তাকে সান্ত্বনা দেবেবিচ্ছেদেও।

সে কাপড় পরে তৈরী হচ্ছে কিন্তু তার চোখে ভাসছে ফারুকের অপরূপ মূর্তি। ফারুকের সাথে আসন্ন মিলনের রঙ্গীন কল্পনা তার মনকে করছে আন্দোলিত। কাল বিকেলে ফারুকের সাথে মলে দেখা হয়েছিলো। সে এক রকম জোর করেই তাকে কাশ্মীর পয়েন্টে চক্কর দেয়ার জন্য নিয়ে গিয়েছিলো। অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর আম্মির কথা মনে ওঠাতে আশী বাড়ী ফেরার কথা বললো।

"চলে যাবে? এত ভয় কিসের?" বললো ফারুক।

"ভয় করিনে, কিন্তু রোজ রোজ আম্মিকে মিথ্যে বলতে ভালো লাগে না।"

"সত্য কথাই বলো"... তার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললো ফারুক। আশী ফারুকের দিকে চোখ ফিরিয়ে এমনভাবে তাকালো যেন একেবারে অবাস্তব কথা বলে ফেলেছে সে।

"সত্যি কথা বলবো?"

"হাঁ হাঁ, অসুবিধে কি?"

"তাহলে আম্মিকে কি বলবো?"

"বলবে, আম্মিজান, আমি আমার জীবন সাথী বেছে নিয়েছি। বাসায় ফিরতে দেরী হলে আপনি একটুও দুশ্চিন্তা করবেন না।" ফারুকের কথা বলার নাটকীয় ভঙ্গি দেখে না হেসে পারলো না আশী।

ফারুকের ইত্যাকার আলাপ–আলোচনা তার মনে এখনো উঁকি দিচ্ছে। তার কোন কোন কথা মনে উঠলে অলক্ষ্যেই হাসি ফুটে ওঠে। কত দুষ্ট রসিক সে। আনন্দ মিশ্রিত লজ্জায় আশীর মস্তক নত হয়ে আসে।

লিপস্টিক লাগানো ঠোঁটের প্রতি সে আবার তাকালো। রুমাল দিয়ে মুছে ঠোঁটের উজ্জ্বল রং কিঞ্চিৎ হালকা করে ঘুরে দাঁড়ালো।

ঝিরঝির বাতাসের মতো হেলে দুলে গুণগুণ করে গানের কলি আওড়াতে আওড়াতে সে লাল লজের পিছনে ঢালু রাস্তায় নামলো। আনন্দে সে এত বিহবল যেন মাটিতে তার পা পড়ছিলো না। গোল গোল পাথরের উপর সন্তর্পণে পা ফেলে এগুচ্ছিলো আশী।

www.pathagar.com

ফারুকের কামরার পিছনের জানালা ছিলো আধা খোলা।

"আমি এ মানিনে, আপনি বেঈমানী করছেন",... জানালার পাশ দিয়ে যাবার সময় কথাগুলো শুনলো আশী মেয়েলী কণ্ঠে। একটা গোলাপী দোপাট্টাও যেন জানালা দিয়ে চোখে পড়লো তার। ফারুকের খিলখিল হাসিও শুনতে পেলো সে।

"এটা সরাসরি বেঈমানী" ফারুকের অট্টহাসির আওয়াজ ভেদ করে মেয়েলী কণ্টের এ শব্দগুলো তার কানে ভেসে এলো আবার।

এ কে? আশীর মনে স্বভাবতই জাগলো এ প্রশ্ন। সাথে সাথেই আবার উত্তরও একটা পেলো। হতে পারে ফারুকের কোন আত্মীয়।

একবার তার মন চাইলো এখান থেকেই সে ফিরে যাবে। রওনাও প্রায় হয়েছিলো সে। কিন্তু একটা নতুন ভাবনা তাকে থামিয়ে দিলো। সে ডাক্তার। ফারুকের ব্যান্ডেজ আজ খুলে দেবার কথা। কাজেই কি ক্ষতি আছে একবার যেতে? যুক্তিসঙ্গত এ উপলক্ষকে সম্বল করে সাহস ভরে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে লাল লজ্জের বাগানে এসে পৌছলো আশী।

একজন দারওয়ানের মত রজব–দীন ভিতরের দরজার দিকে বসা। তার সামনে ফারুকের সোয়েটার চামড়ার সুটকেস কয়েক জোড়া জুতা রোদে দেয়া। ব্রাশ পালিশ, ফ্লানেল ছোট ছোট টুকরা কাছে রাখা।

আশীকে দেখেই আদবের সাথে দাঁড়িয়ে সালাম দিলো রজবদীন। মাথা হেলিয়ে জবাব দিলো আশী সালামের। রজবদীন সামান্য পিছনের দিকে সরে গেলো। দরজায় পা রাখলোআশী।

"ডাক্তার সাহেব!" ওয়াচ কোটের পকেটে হাত রেখে ডাকল রজব–দীন।

"কি?" বলে তার দিকে ফিরলো আশী।

"আমি আগে সাহেবকে খবর দিয়ে আসি", রজব দীন বললো।

আশ্চার্য হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো আশী। নতুন ব্যবস্থার কি কারণ। বহুবার সে এখানে এসেছে। এসব নিয়ম কানুনের তো কোন প্রয়োজন হয়নি কোন দিন।

আশী তখনও চিন্তায় মগ্ন। বাবা বলে উঠলো, "সাহেব আমাকে বলেছেন ডাক্তার আসলে আমাকে খবর দেবে। এখানে কে যেন এসেছেন।"

এ অস্বাভাবিক বিধি নিষেধ খুব খারাপ লাগলো আশীর। তার অপরিমিত আনন্দের উপর কুয়াশা ছেয়ে গেলো। মন চাইছিলো তখনই ফিরে যেতে। কিন্তু এসেই যখন পড়েছে সে থেকেই গেলো।

বাবা ভিতরে চলে গেলো। একটু পরেই ফিরে এসে মুচকি হাসতে লাগলো।

"ডাক্তার সাহেবা" ডাকে বেশ খুশী মনে হলো... "সাহেব বলেছেন আপনাকে এই রুমে বসতে। তিনি আজ এখানেই ড্রেস করাবেন।" এই বলে সামনে এগিয়ে কামরার দরজাটি খুলে দিলো রজব–দীন।

www.pathagar.com

আশীর মনের উদ্বিগ্নতা বেড়েই চলেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে দরজার নিকট রাখা চেয়ারে বসে পড়লো। ক্ষণিক পরেই বাবা এসে ড্রেসিং এর জিনিস পত্রগুলো টেবিলে রেখে "এখনই সাহেব আসছেন" বলে কামরার বাইরে চলে গেলো।

আশী নীরব রইলো। টেবিল থেকে একখানা ম্যাগাজিন উঠিয়ে নিয়ে পাতা উল্টাতে লাগলো সে। পায়ের শব্দ শুনে মাথা উঠিয়ে তাকালো। কামরায় প্রবেশ করলো ফারুক।

আশী ফারুকের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। কিন্তু ফারুক ভীত সন্ত্রস্তের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

"তোমার এখানে কোন মেহমান এসেছে বোধ হয়।" ফারুকের উদ্বিগ্নতা কমানোর জন্য স্বাভাবিকভাবে বললো আশী।

"হাঁ–হাঁ...এ প্রশ্নে সে যেন আরো ঘাবড়িয়ে গিয়েছে এমন ভাব প্রকাশ করলো।

"কি ব্যাপার?" তার এ অবস্থা দেখে আশী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"না... কিছু না... কিছু না... আজ পট্টি খোলার তারিখ না?" বলে ফারুক সাদা জামার কাফ খুলে তাড়াতাড়ি আস্তিন গুটাতে লাগলো।

আশী ম্যাগাজিনটি টেবিলে রেখে দিলো। ফারুকের এত উদ্বিগ্নতার কারণ সে ঠিক করে বুঝে উঠতে পারছে না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যান্ডেজ খোলার জন্য হাত বাড়ালো।

ফারুক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকালো। সে যেন কারুর এসে পড়ার আশংকা করছে। পট্টির উপর আশী হাত রাখতেই সে বলে উঠলো, "আমার মনে হয় আমি নিজেই পট্টি খুলতে পারবো। ওষুধ তো আছেই, তাও আমিই লাগিয়ে নেবো। এখন আর ড্রেসিং এর প্রয়োজন নেই। ডাক্তার।" ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কথাগুলো বলে গেলো ফারুক।

সাথে সাথেই আশী হাত টেনে নিলো। সে বুঝালো এ সময়ে তার এখানে আসাতে ফারুক অস্বস্তি অনুভব করছে। তাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্যই এত ত্রস্ততা দেখাচ্ছে সে। ফারুকের চেহারায় উদ্বিগ্নতা ও ব্যস্ততার ছাপ বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছিলো। বারবার শঙ্কিত দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকাচ্ছে সে।

ফারুকের ব্যবহারে আশীর মন ব্যথায় ভরে গেলো। আনন্দে হিল্লোলিত টগবগ চেহারা মলিন হয়ে গেলো তার। এ অবস্থায় অপ্রত্যাশিতভাবে হর্ষ বিষাদে পরিণত হলো।

"তোমার এখানে কে এসেছে?" আশী জিজ্ঞেস করলো... "তোমাকে এত ভীতসন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে কেন?"

"আমার এক বন্ধুর বোন এসেছে", একটু ঘুরে গিয়ে তাড়াতাড়ি করে বললো সে।

"বন্ধুর বোনই তো, তার জন্য তোমাকে এত পেরেশান দেখা যাচ্ছে কেনো?"

আশীর কণ্ঠে অভিযোগের বিষাক্ত স্বর বেরিয়ে এলো। জানালার পাশ দিয়ে আসার সময় শোনা মেয়েলী কণ্ঠের কথাগুলো, ফারুকের অট্টহাসি, আবার তার সন্দিহান

www.pathagar.com

আচরণ, কথা বার্তার অমিল, আশীর মনে উথিত সন্দেহ-সংশয়কে বদ্ধমূল করে দিলো।

"বন্ধুর বোনই নয়-আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠতাও আছে। রাতে হঠাৎ কোত্থেকে এসে পড়েছে।" এখনও তার মধ্যে ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব বিরাজমান।

আশী দুঃখে ও রাগে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে ফারুকের দিকে তাকালো। ফারুক তার বিষ দৃষ্টি হতে চোখ সরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। ফারুকের হাবভাব ক্রিয়া কর্ম তাকে আরো বিষিয়ে তুলছে।

"আমি কি তার সাথে দেখা করতে পারি?" ক্ষুব্ধ স্বরে বললো আশী। আবেগের আতিশয্যে ভেঙ্গে গিয়েছে তার ধৈর্যের বাঁধ। কণ্ঠস্বর করে দিয়েছে রুক্ষ। রক্ত জবার মতো লাল হয়ে গিয়েছে আঁখিযুগল।

"অ্যাঁ"... দ্বিধাগ্রস্তের মত বললো ফারুক... "তার সাথে দেখা করে কি হবে? সে আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়াও... এ জন্যই..."

ফারুক থেমে গেলো। আশী তার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করে নিলো। এখনো সন্ত্রস্ততার সাথে দু'হাত কচলাচ্ছিলো ফারুক।

"বন্ধুর বোন থেকে ঘনিষ্ঠতা, ঘনিষ্ঠতা থেকে আত্মীয়তায় উপনীত হবার মতো মেহমানটিকে অবশ্যই একবার দেখতে হবে।" নাগিনীর মতো ক্রুদ্ধ আশী উচ্চারণ করলো কথা ক'টি।

"আশী..." দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে আশীর দিকে চেয়ে দু'হাত কচলাতে কচলাতে সে এমনভাবে নামটি উচ্চারণ করলো যেন একান্ত সতর্কতা সত্ত্বেও ঘটনাস্থলেই চোর হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে।

আশীর ভালোবাসার নির্মিত বিশাল প্রাসাদ আজ টলটলায়মান। প্রাচূর্যে ভরা এ ইমারত যে কোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়ে খানখান হয়ে যেতে পারে। আশীর পক্ষে তাল সামলানো যেন আর সম্ভব হয়ে উঠছেনা। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো সে। ফারুকও অন্যদিকে দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে।

"ফারুক!" অপরিসীম ব্যথা ও ভগ্ন হৃদয়ের উচ্ছাস ধ্বনিতে বললো আশী... "আমার যা বুঝার তাতো আমি বুঝে গেছি কিন্তু যার জন্য তুমি এত ভীতসন্ত্রস্ত যাবার পূর্বে সে মেয়েটিকে অবশ্য আমি একবার দেখবো।"

"বজব-দীন..." বারান্দায় মেয়েলী কণ্ঠ শোনা গেলো। ঘাবড়িয়ে গিয়ে ফারুক কামরা হতে বেরিয়ে গেলো। তার সাথে সাথে আশীও কামরা হতে বেরিয়ে আসলো। সম্মুখেই মেয়েটি দাঁড়ালো। আশী একবার তার দিকে তাকালো। গোলাপী রঙের রেশমী পোশাক পরিহিতা অনুমান আঠারো উনিশ বছরের একটি সুন্দরী তন্বি বারান্দার অপর দিকে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছো। আশীর পা ওখানেই জমে গেলো। ফারুক তখন তার কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। আশী ফারুকের মুখ দেখতে পাচ্ছিলো না। তবে সে মেয়েটির সুষমামন্ডিত সুশ্রী চেহারা দেখতে পেলো।

www.pathagar.com

তাকে কি জানি বললো ফারুক। ওসব উপেক্ষা করে সে আশীর দিকে এগিয়ে আসছে। ফারুকও তার পিছনে পিছনে আসলো।

"আমার নাম আঞ্জুম" বলে মেয়েটি হীরার আংটি পরিহিত হাতটি মনোরম ভঙ্গিতে বুকের উপর রাখলো।

"আর উনি হলেন ডাক্তার আশেফা।" আশীর দিকে ইঙ্গিত করে ফারুক মেয়েটিকে বললো... "তোমায় বলেছি না বাহুতে আঘাত পাবার পর ইনিই আমার ড্রেসিং করে আসছেন। থাকেন আমাদের উপরের ফ্লাটে।"

ফারুকের এ ভাবের পরিচয় প্রদানে আশীর হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। ওখানে এক মুহূর্তের জন্যও থাকা আশীর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। ফারুকও মেয়েটির উপর বিষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দ্রুত কামরা থেকে বেরিয়ে এলো সে। তাতে পরাজয়ের গ্লানিও ছিলো মাখা।

ফারুক আর মেয়েটির মিলিত অট্টহাসি তীব্রের তীক্ষ্ণ স্বরের মতো তার কানে প্রবেশ করলো। ব্যথাহত ভগ্ন হৃদয়ে কোন রকমে নিজের শয়ন কক্ষে এসে পৌছাল আশী।

www.pathagar.com

এগার

"আপনি কি নিঠুর ভাইজান।" আবদাবী সুরে অভিযুক্ত করে বললো আনজুম।

"কিভাবে?" ফারুক হাসছে।

"অযথা বেচারিকে কিনা অশান্তির মধ্যে ফেলে দিলেন।"

"এসব কিছু না।"

"জীহাঁ...কারুর পৌষ মাস আর কারো সর্বনাশ।"

এতে কিছু আসবে যাবে না। বেশ শক্ত মেয়ে সে।"

"কেঁদে কেঁদে নিজেকে হালকা করে নেবে।"

"করতে দাও। চোখের গোলক ধাঁ ধাঁ কেটে গিয়ে জ্যোতি ফিরে আসবে।"

ইয়া আল্লা...নিষ্ঠুরতার কি পাষাণ মূর্তি আপনি।"

"নাও এখন তাস বাটো। সকাল থেকে তো শুধু হেরেই চলছো।"

"আমি আর খেলবো না। প্রত্যেকবারেই আপনি বেঈমানী করছেন। তাছাড়া এখন খেলায় আমার মন বসছে না। বারবার ডাক্তারের কথাই মনে পড়ছে আমার।"

"তার জন্য এত দরদ জন্মে গেলো?"

"খুব বেশী আমার তো মন চায় এখই গিয়ে সব ভুল বুঝাবুঝি নিরসন করে দিয়ে আসি।"

"উঁহু" আনজুর দিকে তাকিয়ে বললো ফারুক।

"এর মানে কি?" ...তাস সামনে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো আনজু।

সকাল থেকেই দু'ভাই-বোন কার্পেটে বসে তাস খেলছে। গতরাতে আনজুম এখানে এসে পৌছেছে। গত বছর তার বিয়ে হয়ে গেছে। ভাই বোনের মধ্যকার সংকোচ এ জন্যই অনেকটা কমে গেছে। আনজুমনের স্বামী নাসির সরকারী কাজে তিনদিনের জন্য রাওয়ালপিণ্ডি এসেছে। আনজুও তার সাথে এসেছিলো। আজ বিকেলে নাসির মারীতে আসবে।

রাতেই ফারুক আনজুকে আশীর সম্বন্ধে সব বলে দিয়েছে। তখন থেকেই আশীকে দেখার জন্য তার বেশ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু সকালে হাসতে হাসতে ফারুক এমন খেলই খেলে দিলো যে আনজু তাকে ঠিক মতো দেখতেই পারলো না।

ফারুক দুষ্টমিপনায় বরাবরই সিদ্ধহস্ত। এসবই আনজুরে জানা। নিত্য নতুন ভাবে উত্যক্ত করা, অভিনব উপায়ে দুষ্টমি করা ফারুকের অতি প্রিয় কাজ। কিন্তু এতদসত্ত্বে ও আশীকে এমনভাবে বোকা বানানো তার কাছে ভালো ঠেকেনি।

'বাট, বাট" হাসি চেপে ফারুক বলে উঠলো!

"আমি খেলবো না" রূঢ়ভাবে বলে দিলো আনজু।

"পাগলী কোথাকার।" হেসে দিয়ে আনজুর মাথায় থাপড় মেরে বললো ফারুক।

www.pathagar.com

"ঠাট্টার সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেছেন আপনি ভাইজান। বেচারীর উপর আমার বড় করুণা হয়।"

"করুণা টরুনা ছেড়ে দাও। তাকে তোমার কেমন লেগেছে। তা বলো।"

"বেশ লাভলী।"

"তোমার কি ধারণা?' স্বাভাবিক হয়ে ফারুক প্রশ্ন করলো।

"যা আপনার।"

"তাহলে ঠিকই আছে। চুকে গেলো মামলা।"

"বিলকুল।"

"আম্মিকে রাজী করাতে পারবে?"

"কেন পারবো না?" পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বললো আনজু। "অমতের তো কোন কারণই দেখছিনা। এত লাভলী মেয়ো এর উপর ডাক্তারও। আপনার জন্য এমন মেয়েই তো তার কাম্য।"

"চাচাজান যদি আবার বিগড়ে যান?"

"মোটেই না" আনজু বললো..."নাবিলার তো বিয়ের কথাবার্তা চলছে।

"সত্যি?"

"হুঁ, আমি কাল চাচীজানদের ওখানে ছিলাম। তিনিই আমাকে ওকথা শোনালেন। নভেম্বরে বিয়ে হয়ে যাবে। বিয়ের পরই তারা দু'জনেই লন্ডন চলে যাবে।"

এক নিশ্বাসে আনজু সব কথা বলে গেলো। ফারুকও এসব শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। নাবিলার সাথে বিয়েতে রাজী নয় তা সে আগেই জানিয়ে দিয়েছে। তবুও এ নিয়ে তাদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হতে পারে বলে ফারুক ভয় করছে। চাচা এখনো তাকে খুব স্নেহ করেন। সেও তাকে সম্মানের চোখে দেখে। তার আশংকা ছিলো এই দুর্বলতার সুযোগ তার উপর কখন কোন জবরদস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ফেলেন।

নাবিলার বিয়ের কথা শুনে সে নিশ্চিন্ত হতে পারলো। এবার আশীকে পাবার পথে পারিবারিক কোন বাধা এসে দাঁড়াতে পারবে না। হৃষ্টচিত্তে গুনগুন করতে লাগলো ফারুক।

সন্ধ্যা পর্যন্ত আনজু কয়েকবার চেষ্টা করেছে আশীদের এখানে গিয়ে সব ভুল ভেঙ্গে দিয়ে আসতে। কিন্তু প্রতিবারই ফারুক তাকে ফিরিয়ে রেখেছে। ফারুক বেশ আনন্দিত। পুলকিত মনে সে আনজুর সাথে নানা কথা বলে চললো।

"খুব খারাপ কথা ভাইজান।" আনজু শেষ চেষ্টা চালালো...."সারাটা দিন চলে গেলো। ঠাট্টারজন্য এ-ই যথেষ্ট।"

"তুমি কেন তার জন্য জলে পুড়ে ছাই হচ্ছো।"

"একটি অবলা মেয়ে।"

www.pathagar.com

"আনজু, অনেক দিন হলো হাসি তামাসা করতে পারিনি। একঘেঁয়ে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক কাজে কর্মেই কিছুটা নতুনত্ব থাকা চাই...রকমারী নতুনত্ব...বুঝলে?" হাসতে হাসতে বললো ফারুক।

সন্ধ্যার দিকে নাসির সাহেব ফিরে আসলেন। ফারুকের নিষেধ সত্ত্বেও তার কাছে আনজু সব কথাই বলে দিয়েছে। সেও ফারুককে ভালো করেই জানতো। কাজেই নাসির সাহেবও তাকেই সমর্থন জানালেন।

পরদিন আনজু চলে যাচ্ছে। ফারুক আনজুকে শিখাতে লাগলোগলো।

"আপনি কিছু ভাববেন না ভাইজান। নাবিলাই তো শুধু ছিলো অন্তরায়। সেও তো আজ আর নেই। তবে, একটি কথা আম্মি যদি মেয়ে দেখতে চান তার ব্যবস্থা কি হবে?"

"তোমাকে তো আগেই বলে দিয়েছি। তারা পিন্ডিতে থাকে। আম্মি মেয়ে দেখতে চাইলে প্রোগ্রাম করে তাঁকে পিন্ডি নিয়ে যাবে। হাসপাতালে যেতে পারে....ক্লিনিকেও দেখতে পারে....প্রয়োজন বোধ করলে তাদের বাসায়ও চলে যেতে পারো।"

"আচ্ছা ঠিক আছে।"

"আমি কি নিশ্চিন্ত হতে পারি?"

"অবশ্যই।"

"সাবাস.....বোন আমার।"

"বড় পুরস্কার কিন্তু দিতে হবে"

"যা চাও তাই পাবে।"

আজ আনজু চলে যাবে। হালকা বাদামী রঙের সুন্দর শিফনের শাড়ীখানা পড়লো সে। হাতে বলো লাগালো। ছোট ঘড়িটি হাতে লাগিয়ে সুন্দর লকেটটি গলায় পরলো। শাড়ীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুন্দর করে মেকআপ করে নিলো। পরিপার্টি করা চুলগুলো বেশ মানাচ্ছিলো। দামী ভ্যানিটি ব্যাগটি নিয়ে ফারুকের কামরায় এলো।

"আমি এখন তার কাছে যাবো ভাইজান।" এমন আসহায়তার সাথে আনজু কথাগুলো বললো, ফারুক না হেসে পারলো না।

"এতই যখন তোমার সখ, যাও।" সোহাগের সাথে বললো ফারুক...."বলে দেবে আমি তার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছি।"

আনজু খুশী হয়ে শাড়ীর আঁচল ঠিক করতে করতে বললো, "আমি যাচ্ছি। ফিরে এসে অল্প সময়ের মধ্যেই তৈরী হয়ে নেবো। ভেনেটি ঝোলাতে ঝোলাতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো সে।

"আনজু"....তার পিছ এসে ফারুক ডাকলো।

"দেখ বোন..আমার সম্বন্ধে.." সে আঙ্গুলি দিয়ে নিজেকে ইশারা করে দেখালো।

www.pathagar.com

"আচ্ছা আচ্ছা" ...হাসতে হাসতে বললো আনজু।

"রহস্য অনুদঘাটিক রাখা তোমার যাওয়ার পূর্ব শর্ত।" গম্ভীর হয়ে বললো ফারুক।

"ঠিক আছে ভাইজান। আমার দ্বারা কোন রহস্যই ফাঁস হবে না।"...বলেই কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো।

বারান্দায় চেয়ার বসে থালায় চাল ঢেলে পরিষ্কার করছিলো। পাশেই পাথরের উপর বসে চাকরানী দুপুরের খাবারের জন্যে পাহাড়ী শালগম কাটছে।

আনজু সোজা তাদের দিকে আসলো। আশীর আম্মি চোখ তুলে তার দিকে তাকালেন। হঠাৎ অপরিচিত একটি মেয়েকে দেখে এক মুহূর্তের জন্য একটু অপ্রতিভ হয়ে পরক্ষণেই স্বভাবজাত দিলোখোলা হাসি দিয়ে বললো, "এসো মা, এসো।

আনজু বিনীতভাবে সালাম করে বললো, আমি "ডাক্তার আশেফার সাথে দেখা করতে এসেছি।

"কাল থেকে তার শরীর ভালো যাচ্ছে না। এখনো বিছানায় শুয়ে আছে...বললেন আশীর আম্মা। ফারুকের অতি বাড়াবাড়ি ঠাট্টার জন্য আনজুর বড় দুঃখ হলো। চাকরানী চেয়ার এনে আনজুকে বসতে বললো।

আনজু বসলো না। বললো .."আমি আজই পিণ্ডি ফিরে যাচ্ছি। আশেফার সাথে আমার দেখা করা দরকার।"

"ভিতরেই আছে।" আম্মা বললেন। পুনরায় চাকরানীকে বললেন, "যাও তাকে ডেকে নিয়ে আসো।"

"না আমি নিজেই ওখানে যাচ্ছি" তাড়াতাড়ি করে বলে উঠলো আনজু। "শরীর যখন খারাপ বিছানা থেকে তার না উঠাই ভালো।"

"আসুন আপনি, আমি নিয়ে যাই।" বারান্দার দিকে যেতে যেতে বললো চাকরানী। আশীর আম্মাকে সালাম দিয়ে আনজু ভিতরে চলে গেলো।

আশী তখনো বিছানায় ছিলো শুয়ে। কামরাটি বেশ এলামেলো। কালকের পরা নীল রঙের শাড়ীখানা তখনো পড়ে আছে টেবিল। পালং এর কাছে ছোট টেবিলে পড়ে আছে চায়ের খালি পেয়ালা।

চায়ের আ-ধোয়া পেয়ালাগুলো হাতে নিয়ে চাকরানী ডাকলো। "আশী আপা।"

"কি?" মুখ ঢেকে রেখেই জবাব দিলো আশী।

"এখনও শুয়ে আছেন ডাক্তার? "আনজু পালং-এ ঝুকে পড়ে বড় মমতার সাথে মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে দিলো। পেয়ালা হাতে চাকরানী বেরিয়ে গেলো।

আশী তার মুখের একান্ত কাছে নূইয়ে পড়া মুখটি দেখে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না। প্রথম দৃষ্টি মেলে তাকে চিনতে পারার পর অসন্তোষের কালো ছায়া তার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়লো। আনজু হাসি দিয়ে পালং-এর এক কিনারে বসে কম্বল টেনে বাহু পর্যন্ত সরিয়ে দিলো।

www.pathagar.com

"শরীর ভালো না বলে মনে হচ্ছে।" আনজু উৎসুক্যের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

আশীর চেহারা বিষাদে ভরা। চোখ দু'টি লাল। শরীর মলিন। তাকে দেখে আনজুর মনে দয়ার সঞ্চার হলো। সে আবার আশীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়লো। আশী মানসিক কষ্ট ও উৎপীড়ন নিয়ে অন্যদিকে একটু সরে উঠে বসলো। তারপর আলুলায়িত চুলগুলো আঙ্গুল দিয়ে ঠিক করে ক্লিপ লাগালো।

"আশী" আনজু আবেগের সাথে তার গলা জড়িয়ে ধরলো।

আশী তীযক কটাক্ষে তার দিকে তাকিয়ে নির্মম ভাবে তার হাত সরিয়ে দিলো- "কারোর অধিকারে হস্তক্ষেপ করা অসমীচীন কাজ নয় কি?"

আনজু এতে কিছুই মনে করলো না বরং খিলখিল করে হেসে ফেললো। আশীর রাগ আরো বেড়ে গেলো।

"আমার উপর রাগ করলেন?" ভেনিটি হতে রুমাল বের করে হাত মুখ মুছতে মুছতে বললো আনজু। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে গিয়েছিলো।

"আপনার উপর রাগ করার আমার কি আছো?" রূঢ় স্বরে বললো আশী।

"তাহলে ভাইজানের উপর রাগ করছেন না? ফারুক ভাই কিন্তু বড় দুষ্টু। রুমাল ভ্যানিটিতে রাখতে রাখতে বললো আনজু।

হতভম্ব হয়ে আশী আনজুর দিকে তাকালো।

"আশী আপা, আমি ফারুকের ছোট বোন। আপনাকে বোকা বানাবার জন্য তিনি কাল এ অভিনয় করেছেন।" আশী অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে সে দুলতে লাগলো আনজুর পোষাক পরিচ্ছদ আর মেকআপও তাকে সন্দেহে ফেলেছে।

"আমি তার একমাত্র বোন। গতবছর আমার বিয়ে হয়ে গেছে। পিন্ডি এসেছিলাম। একদিনের জন্য এখানে ভাইজানের সাথে দেখা করতে এসছি। ভাইজান বড় দুষ্টু।" ভাই এর দুষ্টুমির বর্ণনা দিতে গিয়ে আঞ্জুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো

আশীকে আঞ্জুর কথা বিশ্বাস করতেই হলো কিন্তু তার প্রতি নিজের ব্যবহারের জন্য সে মনে মনে লজ্জা অনুভব করলো। তার ইচ্ছে হলো এখন গিয়ে ফারুককে গলাটিপে মারতে। কি ডানপিটে বজ্জাত। কিনা চটালো..কিনা বোকা বানালো। আনজু বেচারীকে খামাখা এতো ধমক পোহাতে হলো।

লজ্জায় তার মাথা হেট হয়ে গেলো। আনজুর দিকে তাকাতেও তার সাহস হলো না। তার চিন্তা, আনজু কি জানি ভেবেছে।

অপরদিকে আনজু ভাবছে আশী বেচারীর কথা। আশীর জন্য তার বড় দুঃখ হয়। দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে বললো, আশী আপা! প্রশস্ত হৃদয় নিয়ে চলবেন। ভাইজানের

www.pathagar.com

সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দেখবেন তিনি এ রঙ্গমঞ্চে কতো রকম অভিনয় করেন। এ তার চিরাচরিত অভ্যাস। স্বাভাবিক অস্বাভাবিক বলতে তার কাছে কিছু নেই" অতীতের তার দু'একটা দুষ্টুমির কাহিনী ও সে তাকে শোনালো। আশী নিবিষ্ট মনে মুচকি হাসি দিয়ে আনজুর দিকে তাকিয়ে রইলো। দুষ্টু ভাইয়ের কি সরলা বোন।

"এখনতো আমার সাথে কথা বলবেন। ভাইজানের যেভাবে খুশী প্রতিশোধ নেবেন।" আনজু সোহাগ করে আশীর থুত্নী নেড়ে বললো,..."আমি এখনই পিন্ডি চলে যাচ্ছি।"

"এখনই!" তাড়াতাড়ি করে বলে উঠলো আশী।

"হাঁ, সরকারী কাজে সাহেব পিন্ডি এসেছিলেন। আজ সন্ধ্যায়ই আমার লাহোর পৌঁছতে হবে।"

"আপনারা কি লাহোরে থাকেন?"

"এখন লাহোরে আছি। আমরা লাহোরেরই বাসিন্দা। ফারুক তাই হয়ত বলেছেন।"

"না আমাকে কিছুই বলেনি।"

"আমরা গুলাবাগে থাকি। আব্বা ইন্তেকাল করেছেন। আম্মি আমার অন্য আরেক ভাইয়ে সাথে ওখানেই থাকেন। আমরা তিন ভাইবোন।"

আশী মনোনিবেশ সহকারে সব কথা শুনতে লাগলো। এ সময়ে আশীর আম্মা ভিতরে আসলেন। প্লেটে আম আর শুকনা ফল নিয়ে চাকরানী তাঁর পিছে পিছে ঢুকলো।

কথা বার্তার মধ্যে আশীর আম্মা আনজুকে বেশ আদর আপ্যায়ন করলেন। আশীর সাথে আনজু একান্ত আপনজনের মতো গল্প করতে লাগলো। আশীর আম্মাও খুশীর সাথে আলাপে শরীক হলেন।

আনজু কথা প্রসঙ্গে আশীদের বংশপরিচয়, হাল-জবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলো। আবার নিজেদের সব কথাও আশীকে বলে দিলো।

আনজু বেশ খুশী হয়েছে। আশী মধ্যবিত্ত খান্দানী পরিবারের শিক্ষিত। সুরুচিসম্পন্না মেয়ে। এ সম্বন্ধে আম্মাকে রাজী করাতে কোন অসুবিধা হবে না। আশীর আম্মাকেও আকারে-ইংগিতে সে জানিয়ে দিয়েছে, আশীর মতো মেয়েই তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

www.pathagar.com

বার

বিকাল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কিছু কিছু বৃষ্টির ফোটাও পড়া শুরু হয়েছে। বাতাসেরও বেশ চাপ। আশীর আম্মা লেপ গায়ে পালং-এ শুয়ে আছেন। চাকরাণী বসে বসে তাঁর পা টিপছে। দরজা-জানালা বন্ধ থাকা সত্ত্বে আজ যথেষ্ট ঠান্ডা লাগছে।

"এ সাতটা ফ্ল্যাটই তাদের।" আশীর আম্মা চাকরাণীকে বললেন।

"হ্যাঁ বিবি সাব..তারা খুব ধনী লোক বলেই মনে হয়।" বললো চাকরাণী।

"গুলবাগে ও তাদের আরো দুটো বাড়ী আছে। শাহআলীতেও প্রচুর সম্পত্তি তাদের।"

"বাপ মারা গেছেন।"

"তিন ভাই-বোনেরই সব বিষয় সম্পত্তি। দুই যমজ ভাই, আর এক বোন।"

সম্পত্তি লাখ লাখ টাকার...কত টাকা জানি ভাড়াতেই আসে।"

"আমরাই এই ফ্ল্যাটের ভাড়া বাবদ দিয়েছি পাঁচ হাজার টাকা। এখানেই তো ত্রিশ হাজার।"

লাল লজ ভাড়া দিলে তো আরো কতো টাকা আসবে।"

আনজু কাল বলেছিলো না লজে তারা নিজেরাই একে, ওটা বাড়া দেয়ার হয় না। তাদের যার খুশী থাকে এখানে এসে। অসুস্থতার জন্য তাদের আম্মা এবার আসতে পারেননি। শুধু এ ভাই-ই এসেছে।"

কি খুব সুরত যুবক, বিবিসাব। আপনি তাকে দেখেছেন?'

"দুর থেকে দেখেছি।"

"বড় সুন্দর ছেলে। তার উপর এত বড় ধনী। তার সাথে আশী আপার যেনো বিয়ে হয়, আমি এ দোয়া করি।"

"তুমি তো খালি দোয়াতেই ব্যস্ত থাকো।" বলে তিনি সোজা হয়ে শুয়ে গেলেন।

আনজু এখান থেকে চলে যাবার পর থেকেই তার মনেও একথার উদস্ত হয়েছে। তবে চাকরানীর মতো স্পষ্ট প্রকাশ করতে পারেননি।

"দেখবেন বিবি সাব" পা টেপা ক্ষান্ত করে যে বললো, "তারা সম্বন্ধের জন্য প্রস্তাব পাঠাবে।"

" কি ভাবে বুঝলে তুমি।"

"আমিতো আর ছোট মেয়ে নই".. হাসি দিয়ে বললো সে।

" আনজু আপা বলছিলো না, আমরা ভালো মেয়ে খোঁজ করছি।"

"সে তো আমি তাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম ভাইদের বিয়ে হয়েছে কিনা।"

www.pathagar.com

"না বিবি সাব, "দৃঢ়তার যাথে বললো চাকরাণী,"আশী আপাকে তাদের পছন্দ হয়েছে। এ জন্যই সে যখন বলছিলো "ভালো মেয়ে তালাশ করছে," তখনই আশী আপার দিকেও তাকিয়ে ছিলো এক নজর।

"আর এতেই তুমি বুঝে গেছো আশীকে তাদের পছন্দ হয়েছে।"

" আমার কথা বিশ্বাস করুন বিবিসাব বলে সে পুনরায় পা টিপতে শুরু করলো।

আশীর আম্মা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন....এ সম্বন্ধই যদি হয়ে যায় তাহলে আমার আর কি চাই মা। আমার মেয়ের ভাগ্যই ফিরে যাবে।" "ইনশায়াল্লাহ এ সম্বন্ধ নিশ্চয়ই হবে।" বললো চাকরাণী। রাত তখনও গভীর হয়নি। বেশ ঠান্ডা পড়ছিলো। এজন্যই আশীর আম্মা বিছানায় শুয়েছিলেন।

মনিব চাকরাণীতে অনেকক্ষণ ধরে এ নিয়ে আলাপ চলছে এ সব কিছুই আশী টের পায়নি। তার চিন্তায় মত্ত সে। সকালে আনজু ভূল বুঝাবুঝি নিরসন করে গেলো বটে তবুও সে ফারুকের কাছে আর যেতে পারেনি। রজব-দীণ বাবা দু'তিনবার এসে তাকে ডেকে গেছে। দু'দু'বার স্বয়ং ফারুক তাদের বাসার চারদিকে চক্কর কেটেছে। তার মনেরও উদ্বিগ্নতা টের পেয়েছে আশী। কিন্তু তবু সে গেলোনা। তাকে আচ্ছা করে জব্দ করায় পরিকল্পনা আটলো আশী।

আটটা বাজছে। আশী চেয়ারে বসে ডাক্তারীর মোটা বই এর উপর মাথা নুইয়ে বসে আছে। বাইরে বইছে জোর হাওয়া। টাপুর টুপুর করে পড়ছে বৃষ্টির ফোটাও। কখনো কখনো দুর পাহাড়ের মাথায় চমকাচ্ছে বিদুৎ। বইয়ের পাতা উল্টিয়ে চলছে আশী।

হঠাৎ করাঘাত পড়লো দরজায়। আশীর হৃদয় কেঁপে উঠলো। ফারুক এসেছে বলে সন্দেহ হলো। ভিতরের খোলা দরজা দিয়ে আম্মার কামরার দিকে তাকালো সে। আলো জ্বলছে রুমে। নিশ্চয়ই তিনি জাগ্রত।

পুনরায় দরজায় শব্দ হলো। ভয়ে ভয়ে কম্পিত শরীরে উঠে বারান্দার কাছে এলো সে। বাইরে ঘোর অন্ধকার। কাচ দিয়ে বাইরে দেখতে চেষ্টা করলো, কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না।

"কে?" আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো আশী।

"আমি রজব-দীন" ..উত্তর এলো।

দরজা খুলে দিলো আশী। তার হৃদয় স্পন্দন ফিরে এলো স্বাভাবিকতায়।

'কি ব্যাপার, বাবা?"

"সাহেবের বুকে ভীষণ ব্যথা, ডাক্তার সাহেবা।" মলিন মুখে বললো রজব-দীন,"তাকে গিয়ে একটু দেখে আসুন।"

"আমি জানি কি ধরণের ব্যথা,"..ঠোঁট চেপে বিড় বিড় করে বললো সে,"এসব আমার না জানার কথা নয়।"

www.pathagar.com

"জ্বী," গায়ে কম্বল ঠিক করে দিতে দিতে বললো বাবা।

"ব্যথা যদি হয়েই থাকে তাহলে কোন ডাক্তার ডেকে দেখাওনা।"

"এজন্যই তো আপনাকে ডাকতে এসেছি।"

"আমি সবই বুঝি রজব-দীণ। সাহেবের সাথে সব বাহানাবাজীতে তুমিও সমান অংশীদার। তুমি তার একজন মুশীরে খাস।"

"জ্বী?"

"কিছু না, তুমি চলে যাও।"

"আপনি যাবেন না?"

"না।"

"বিশ্বাস করুন সাহেব বুকের ব্যথায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন।"

"খোদাই ভালো করে দেবেন।"

আশী দরজা বন্ধ করে দিলে রজব-দীন চলে গেলো। আশী বন্ধ দরজার সাথে হেলান দিয়েই রইলো.. "বেঈমান ডানপিটে বাহানাবাজ।" তার চোখে খেলে গেলো রঙীন আলোর কিরণ আভা। তার কচি কোমল নরম ঠোটে ফুটে উঠলো মুচকি হাসি.. প্রতিশোধ- প্রতিশোধ।" কড়ায় গন্ডায় প্রতিশোধ নিয়ে তবে ছাড়বো আমি।"

গুণ গুণ করতে করতে কামরায় এসে ঢুকলো সে.. "অপরকে উত্যক্ত করার সব সখ মিটিয়ে দেবো। সমুচিত শিক্ষা দিয়েই ছাড়বো।"

অতঃপর চেয়ারে এসে বসলো সে। টেবিল থেকে বই নিয়ে পাতা উল্টাতে লাগলো। কিন্তু একি আর পড়ার সময়? মনের কোণে কতো সুন্দর সুন্দর ছায়াছবি ঘুরে ঘুরে ফিরছে। ফারুকের মনে উত্থিত অসস্তির কথা ভেবে ভেবে কি মজাই না লুটছে সে। অনেক্ষণ পর্যন্ত চেয়ারে বসে রইলো আশী। তার ধারণা এখন ফারুক নিজেই আসবে। কিন্তু যে এলোনা। চেয়ার ছেড়ে আশী জানালার পর্দা সরায়ে লাল লজের জানালার দিকে তাকালো। লজের পেছনের দু'রুমের বাতিই জ্বলছে। অনিশ্চিতভাবে তার আগমন প্রতীক্ষায় রইলো সে। চোখে আসছে না ঘুম। শান্তিও খুজে পাচ্ছেনা কোন ভাবেই।

জানালা থেকে ফিরে এসে সোয়েটার খুলে পালং -এর এক পাশে রেখে দিলো আশী। হাত ঘড়িটি পালং এর নিকটের টেবিলে রাখলো। মাঝের দরজার পর্দা সরায়ে দেখলো ডীমলাইট জ্বলছে। অচেতন হয়ে শুয়ে আছেন আম্মী। কাছেই কার্পেটের উপর শুয়ে ঘুমাচ্ছে চাকরাণী। আশী পর্দা ঠিক করে টেনে দিয়ে বিছানায় এসে শুইলো। ইচ্ছে করেই লাইট অফ করেনি। মনে হয় ফারুকের আগমনের আশা ত্যাগ করেননি সে।

জেগে আছে আশী। বাইরে জোর হাওয়া বইছে। থেকে থেকে টপ টপ বৃষ্টিও পড়ছে। বাতাসের ধাক্কায় দরজা ঠক্কর ঠক্কর নড়ে উঠতেই তার বুক দুরু দুরু করে উঠতো। হৃদয়ের স্পন্দন বেড়ে গেলো। এ অবস্থায় ঘড়ি দেখে নিলো। কাটা স্বগতিতে চলছে। আশীর স্বস্তি নেই। ফারুখের জন্য নির্ধারিত শস্তি তো সে এখন নিজেই ভুগছে।

www.pathagar.com

অনুমান সাড়ে দশটা বাজছে। আশীর চোখে ঘুম। হঠাৎ দরজায় করাঘাতের শব্দ হলো। লেপ সরিয়ে দিয়ে শাল পরে কালো স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে নিলো আশী। আবার করঘাত।

"কে? "বলে সে তাড়া তাড়ি বারান্দার দিকে গেলো। বাতি জ্বালিয়ে দিলো।

"রজবী-দীন" প্রতি উত্তর শোনা গেলো। আশীর আবেগ কমে গেলো। আস্তে করে সে দরজার ছিটকানী খুলে দিলো।

খাকী রঙের মোটা কম্বল পরে রজব-দীন দাঁড়ানো।

"কি হয়েছে রজব-দীন"

"সাহেবর অবস্থা খুব খারাপ"... উদ্বগ্নিতার সাথে বললো সে। সত্য-মিথ্যা যাচাই করার জন্য মনোযোগ দিয়ে বাবার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো। সত্যই তাকে বেশ চিন্তিতও বিমর্ষ দেখা যাচ্ছে।

"সত্য সত্যই বলছো?"শুষ্ক ঠোঁটে উদ্বেগের সাথে জিজ্ঞেস করে আশী।

" এখনো একটুও উপশম হয়নি। ব্যথা আরো বেড়ে গেছে। সাহেব বলছেন, আপনি যেতে না পারলে কোন ঔষধ থাকলে পাঠিয়ে দিতো। বুকে খুব ব্যথা। সাথে সাথে বাম বাহুতেও। এখান থেকে ব্যথা উঠে এখান পর্যন্ত যায়।' হাত দিয়ে বুক ও বাহু ধরে দেখিয়ে দিলো রজব-দীন।

আশীর মুখ মলিন হয়ে গেলো। ভীত হয়ে সে বললো, "আগে কখনও এ রকম হয়েছিলো!"

"তিনি তো বলেছিলেন আগেও নাকি একবার এরকম হয়েছিলো। "ইয়া আল্লাহ! "আশী চিন্তিত হয়ে দু'হাত গালে রাখলো। ঝট পট ফিরে এসে ওষুধের বাক্স উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দু' তিনটি শিশি বের করলো। প্রয়োজনীয় ঔষুধ পাওয়া গেলোনা। সব ঔষুধ বিছানায় ঢেলে দিয়ে টেবলেট ও হালকা নীল রঙের লেবেলওয়ালা একটি ছোট শিশি বের করে নিলো। হৃদরোগের জন্য আপাততঃ এ ছাড়া আর কোন ওষুধ পাওয়া গেলো না।

ষ্টেথিস্কোপ এবং ব্লাডপ্রেসার মাপার যন্ত্র উঠিয়ে শিশিটি হাতে নিয়ে কম্পিত পায়ে বেরিয়ে আসলো। রজব-দীন ওখানেই দাঁড়ানো ছিলো।

"তাড়া তাড়ি চলো "... বলে সে দ্রুত পায়ে হাটতে লাগলো।

রজব-দীন তাকে অনুরসরণ করে চললো। আগে আগে চলছে আশী। কিন্তু পা যেনো তার উঠতে চায় না। মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। মনে হচ্ছিলো ব্যথা ফারুখের নয়, বরং তার নিজেরই। ব্যথার যে বর্ণনা বাবা দিয়েছে তাতে হার্টের ব্যথাই বলে মনে হয়। যদি পূর্বে এরূপ অ্যাটাক হয়ে থাকে তাহলে.. আশী আর ভাবতে পারছেনা। কম্পিত পায়ে ফারুখের কামরায় গিয়ে পৌছিলো।

www.pathagar.com

ফারুখ পালং এর এক পাশে পা ঝুলিয়ে বসেছিলো। । মিলিশিয়া কাপড়ের ওভারঅল তার পরনে। দু'হাতে বুক চেপে ধরে হাটুর উপর ঝুকে ছিলো সে। তার চুল ছিলো এলোমেলো। অর্ধেক কম্বল পালং-এর বাইরে ঝুলছে। লেপ পায়ের দিকে এলোমেলো পড়ে আছে। পালং এর পাশেই নীচে পড়ে আছে একটা বালিশ। আরেকটা বালিশ দেয়ালের সাথে লেগে ছিলো।

ধৈর্য সহকারে থাকা সত্ত্বেও তার মুখ দিয়ে 'আয়' 'হায়' শব্দ বেরুচ্ছে। আশী পানির খরতর স্রোতের মতো সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলো। ফারুখ"...খুব নিকটে এসে বললো আশী।

"আশী" মাথা সামান্য উঁচু করে আশীর দিকে তাকালো ফারুক।

"শুয়ে যাও ফারুখ "ব্লাডপ্রেসারের যন্ত্র ও ষ্টেথিস্কোপ সোফায় রেখে দিয়ে শুতে যেন কষ্ট না হয় সেজন্য হাত দিয়ে তার কাঁধ ধরলো সে।

"থাক- আশী এভাবেই কিছু আরাম পাচ্ছি।" কঠিন ধৈর্য্য ধারণ করে থাকা সত্বেও দাত দিয়ে চাপা ঠোঁটের ফাক দিয়ে আবার বেরিয়ে এলো 'উহ' ধ্বনি।

আশীর তখনকার অবস্থা দেখার মতো ছিলো। চারদিক শুধু তমসাচ্ছন্ন মনে হলো। বড় কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে এনে ছোট করে বললো..."যদি শুতে না-ই চাও অন্ততঃ হাতটা দেখতে দাও। 'কণ্ঠ দিয়ে যেনো স্বর বেরুচ্ছিল্ল না তার। আগে কোন সময় এরকম অ্যাটাক হয়েছিলো?" সে তার কম্পিত ঠান্ডা হাত সামনে বাড়িয়ে দিলো।

"উহ! মাথা সামান্য উঠিয়ে আশীর দিকে তাকালো ফারুক। দাঁত দিয়ে ঠোট কামড়ে ধরেছিলো। ব্যথায় যেনো চোখ ফেটে যাচ্ছে।

"আমি মরে গেলোম আশী, আমি মরে গেলোম। আমাকে..... উহ.-."

"ফারুখ"... ব্যথিত ও ক্ষীণ শব্দে তাকে ডাকলো আশী। সে আরো ঝুকে গেলো। ব্যতিব্যস্ত হয়ে তার সামনা-সামনি বসে হাত দিয়ে মাথা ঠেকায়ে ধরলো আশী। তার পর বাহু দিয়ে কাঁধ ধরলো। আরেক হাত দিয়ে বুকের উপর চেপে রাখা হাত সরাবার চেষ্টা করলো।

"হাত তো দেখতে দেবে?" জোর করে হাতের কব্জি ধরে নিজের দিকে টেনে আনলো। শীতল কোমল কম্পিত হাতের মজবুত কব্জিতে নাড়ী তালাশ করছে। কিন্তু সন্ত্রস্ততার জন্য রগ খুজে পাচ্ছেনা।

নাড়ী যখন পেলো... আশীর চেহারার রঙ বদলাতে লাগলো। ফারুকের হৃদয় সপন্দন স্বাভবিক। তার নিজের হৃদয়ই তখন কাপছিলো। ফারুকের হাত ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে ফারুক হাসতে হাসতে আশীর হাত ধরে ফেললো এবং টেনে এনে নিজের কাছে বসিয়ে দিলো।

www.pathagar.com

"এসব হয়রানির কি কোন মানে আছে?" রাগে গোস্বায় তার নাকের বাঁশী ফুলে ফুলে উঠছে। "আর এ রজব-দীন ছন্ন ছাড়াটা..."

"বস বস".. হাসতে হাসতে ওর চিবুক ধরে বললো ফারুক। "ও বেচারার উপর রাগ করে কি লাভ? সে চাকর মানুষ.. যা বলেছি তাই করেছে। বান্দা হাজিরা যত চাও শাস্তি দাও। কিন্তু পরিশেষে অবশ্যই মীমাংসা হতে হবে।"

রাগে তখনো আশী গরগর করছিলো। ঝটকা দিয়ে তার হাত সরিয়ে দিলো। তার চোখ দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো আগুনের ফুলকি। "এ ধরণের ঠাট্টা আমি বরদাস্ত করতে পারিনে...।" অগ্নিজ্বালা দৃষ্টিতে ফারুকের দিকে তাকালো সে।

"তা না হলে আমি তোমাকে কেমনে পেতাম আশী?" নিষ্পাপ বাচ্চার মতো সরলভাবে বললো ফারুক।

"বড় সুন্দর কায়দা বের করেছো।" বলে পুনরায় তার প্রতি তাকলো আশী। কিন্তু ফারুখের আবেগময় দৃষ্টির প্রখরতায় গলে যেতে লাগলো সে।

"আশী"... বুকে হাত দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে বললো ফারুক।

"আর মাত্র কয়েকটা দিনই তো আছি এখনে। তাও যদি তুমি অসন্তুষ্টির মধ্যে কেটে দাও..সবই তো বরবাদ। আর কতো দিন পর তোমার সাথে আমার দেখা হবে, তা কে জানে?"

"তুমিই তো যত সব গন্ডগোলের মূল। আশীকে কিছুটা প্রশমিত বলে মনে হলো।

"যথা..?"

"যথা? দুধের শিশু-যেন কিছু জানেনা। কাল কি করলে?"

"সে তো মামুলি ঠাট্টা। তাতে তোমার মুড অফ্ হবার কি আছে? "আশী হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

"আশী" হাসতে হাসতে ঝুকলো ফারুক..."আনজু তো আমার বোন। সে যদি বোন না হতো তাতেও এত রাগ করারই বা কি ছিলো?"

বড় কাতর দৃষ্টিতে তারদিকে তাকালো আশী। তার এ কাতর দৃষ্টিকে এড়িয়ে গিয়ে মুচকি হেসে বললো ফারুখ...."তোবা তোবা... জুমা জুমা আট দিনের সাক্ষাতেই আমার সব অধিকার নিজের জন্য সংরক্ষিত করে ফেলেছো। তার চেয়ে বরং বলো এখন আর অন্য কোন মেয়ের দিকে তাকাতেও পারবে না।... কারুর সাথে মিশতেও পারবে না বলে আশীর নিকটেই পালং এ পা রেখে হাটুর উপর ঝুকে গেলো ফারুক।

"আমি তো বেশ ফেসে গেলোম। আশীকে হাসাবার জন্য সে উল্টা পাল্টা অনেক কথা বলে যেতে লাগলো। কিন্তু এতে আশীর কোন পরিবর্তন হলোনা। চিন্তিত ও বিমর্ষিত অবস্থায় নীচের দিকে মাথা ঝুকিয়ে হাত কচলাচ্ছিলো।

দুঃখ ও বিষাদের ছায়ায় ভরা মুখ। চোখ দু'টি জ্বল জ্বল। কম্পিত ঠোঁট। তার ভিতর ও বাইরে ঝড়ের আভাষ।

www.pathagar.com

"কি হয়েছে আশী?" বলে ফারুক তার নোয়ানো মাথায় নাড়া দিলো। "ফারুক"...বলে একেবারে সোজা হয়ে দাড়ালো সে।

"তুমি তোমার ছুটিকে উপভোগ্য করে তোলার জন্য এসব পরিকল্পনা এটেছো বোধ হয়। কিন্তু ভেব দেখছো কি? তোমার এ খেলা আর একটা জীবনকে....."মুখদিয়ে তার কথা সরলোনা। পলকে কম্পন খেয়ে তপ্ত অশ্রু কপোল বেয়ে পড়লো আশীর। মুখ ফিরিয়ে সে দু'হাতে মুখ ঢেকে রাখলো।

"আশী"... হাসি তামাশা ভুলে গেলো ফারুক। ঝট করে আশীর কাঁধ ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিলো তার মুখ। জোর করে তার মুখ হতে হাত সরাতে সরাতে বললো, "আমায় ক্ষমা কর আশী। ভবিষৎতে খুব সতর্ক থাকবো।"

আশী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শালের কোন দিয়ে লাল চোখ মুছে নিলো।

ফারুখ বন্দী মনের দৃষ্টি দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

"আশী" আমি সত্যি সংযমী এবং মর্জিত মানুষ। মনটাকে চাঙ্গা রাখার জন্যই মাঝে মাঝে এরূপ করি। এতে যদি তুমি দুঃখ পেয়ে থাকো, আমায় ক্ষমা করে দাও। কিন্তু কসম খোদার ছুটিকে উপভোগ্য করে তোলার জন্য আমি এসব করছি, এ সন্দেহ তুমি কখনো মনে স্থান দিওনা।

অশ্রু প্লাবিত চোখে ফারুকের দিকে তাকালো আশী। ফারুকের মনে হলো যেনো বদ্ধ পানিতে চাদের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছে। ক্রন্দনরতা আশীকে কি সুন্দরই না লাগছিলো তার।

'আশী' তার কোমল হাত নিজের হাতে নিয়ে বললো ফারুক "আমার মনের অবস্থা প্রকাশ করতে পারছিনে আমি। আমার চোখে চোখ রাখো। নিশ্চয়ই দেখতে পাবে আমার নিষ্কলুশ আবেগের ছটা"

আশী ঝোকানো মাথা উঠালো। স্থির ও মর্জিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ফারুক। তার সুন্দর চোখের পবিত্র প্রেমের ছটা আশীর শিরায় উপশিরায় ছড়িয়ে পড়েছে। আশি ঠোটের প্রস্ফুটিত মুচকি হাসি দাতে চেপে ধরে আবার দৃষ্টি নীচু করলো। আর ফারুকের মনে হতে লাগলো যেনো ঘন কালো মেঘের বুক ভেদ করে উজ্জ্বল রোদের কিরণ ভেসে আসছে।

www.pathagar.com

তের

কালের চাকা ঘুরছে আপন গতিতে। স্নিগ্ধ আলো বিলীন হয়ে চলছে ঘোর অন্ধকারে। আবার অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়ে আসছে উজ্জ্বল প্রভাত।

আশী আর ফারুক প্রেমময় জীবনের প্রশস্ত রাস্তা ধরে হাতে হাত রেখে পাশা পাশি চলচে। ফারুক পূর্বওয়াদা মতো এখন আর তাকে উত্যক্ত করে না। অবশ্য কখনো কখনো এক আধটু যা করে তাতে আর আপত্তি করে না আশী। ফারুকের প্রকৃতি সে বুঝে গেছে। কাজেই এসব থেকে সে নিজেই রস উপভোগ করে এখন।

ছুটির বাকি সময়টুকু যা হাতে আছে প্রেমে আত্মহারা আশী ও ফারুক সে সময়টুকুকে নষ্ট করে নি। একে অপরের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে সুন্দর ভাবেই কাটিয়ে দিলো সময়। কোন কোন সময় তারা জনমানবহীন অনাবাদী কোন নীরব নিঝুম জংগলে চলে যেতো। সেখানে প্রিয়তম প্রিয়তমার সান্নিধ্যের সাধ অনুভব করতো প্রাণ ভরে। পরিবেশের অপরূপ সৌন্দর্যলীলা, মনোমুগ্ধকর আবহাওয়ার সুন্দর রূপ তাদের ভালোবাসার বন্ধনকে করে তোলে দৃঢ় ও মজবুত।

কখনো ফারুক সেতার বাজায়। প্রাণহীন তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ব্যথার জীবন্ত বাণী। আশে পাশের সব কিছু থেকে বেখবর হয়ে সুর সৃষ্টিতেই ডুবে থাকে ভাবমত্ত ফারুক।

আর নির্বাক মুর্তির মতো মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে সেতার বাদকের দিকে অপলুক নেত্রে তাকিয়ে আছে আশী। দেবতার চরণে অর্চনা দিতে এসে দেবতার রূপে পাগল হয়ে সে পূজার কথাই ভূলে গেছে যেনো।

চোখের পলকেই দু'সপ্তাহ কেটে গেলো। ছুটি আর বাড়াতে পারলোনা আশী। আগামীকাল চলে যাবে সে। প্রেম গড়ার প্রথম সোপানেই বিচ্ছেদের কঠিন সময় উপস্থিত। আশীর মনে হচ্ছিলো সে পিন্ডিযাচ্ছে না। যাচ্ছে এমন এক স্থানে যেখানে তমাসাচ্ছন্ন অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। বিরহের তীব্র দাহন এখনই তার সমস্ত মনকে ফেলেছে ঘিরে। কোন ভারী পাথর যেনো তার বুকে চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে দিচ্ছে।

সংঘমী ও হুশিয়ার মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও শিশুর মতো চীৎকার করে তাঁর কাদঁতে ইচ্ছে হয়। ফারুক উদাসীন হয়ে পড়েছিলো। তার স্বাধীনচেতা ও সদা হাসি মাখা চেহারায় উদাসীনতার আভাস ভেসে উঠেছে। তার চেহারা দেখে তার মানসিক অবস্থা বোঝা যায় সহজেই।

কাল সকালে আশীদের চলে যেতে হবে। আজ বিকেলে ফারুকের সাথে সে কিন্ডানারের নিরিবিলি এলাকায় এসেছিলো। যেখানে প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য ছড়িয়ে

www.pathagar.com

আছে। স্বউপ্ত ঘাস, পাহাড়ী গাছগাছড়া, ছির গাছের ছড়িয়ে পড়া ডাল পালার ছায়ার নীচে ঝর্ণার রূপার মতো সাদা পানি কুল কুল রবে বয়ে যাচ্ছিলো। ওখানকার নীরব নিঝুমতায় যেনো রয়েছে এ যাদুর ক্রিয়া। মাঝে মাঝে পাখীর কুজন ধ্বনি এ নীরবতা ভঙ্গ করে দিচ্ছে।

মখমলের মতো ঘাসের বিছানায় একটা বড় পাথরের সাথে ঠেস দিয়ে তারা দু'জন বসলো। শুকনো খড়ের টুকরা কুড়িয়ে নিয়ে উদ্দেশ্য বিহীনভাবে খেলছে ফারুক। আর আনমনেই ঘাস টেনে টেনে তুলে কয়েক ফুট নীচে প্রবাহিত ঝর্ণায় নিক্ষেপ করে চলছে আশী।

"তোমার ছুটি হয়ে গেলে কতো ভালো হতো।" নীরবতা ভঙ্গ করে ফারুকের ব্যকুল কণ্ঠস্বর।

"কি আর হতো। এভাবেই চলে যেতো সে গুলোও। পরিশেষে তো যেতেই হবে।

"আমিও আর দু'একদিনই, আছি।..... চলেই যাবো আমিও।"

"পিন্ডি আসবে কি?

"সে তো অবশ্যই। "কনইর উপর ঝুকে আশীর দিকে ফিরলো ফারুক। "ক্লিনিকে দেখা করবো, না হাসপাতালে।"

"ক্লিনিকে।"

"কয়টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

"সাতটা"

"পাচঁটা থেকে সাতটা?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা ঠিক আছে।"

"পিন্ডি ক'দিন থাকবে।" চিন্তা করতে করতে আঙ্গুলী নাড়লো ফারুক। তার পর বললো, "যদি আগামী পরশু এখান থেকে রওনা দেই তাহলে সাতদিনের মধ্যে তোমার সাথে দেখা করবো।"

আশীর উদাস চোখে খুশীর বিদুৎ জ্বলে উঠলো।

"আমি তো এই চেষ্টাই করবো।"

"আমি তোমর অপেক্ষায় পথচেয়ে থাকবো।"

"সে তোমাকে থাকতেই হবে আশী।" তার দিকে তাকিয়ে বললো ফারুক। দিন,সপ্তাহ, মাস, বছরও কেটে যেতে পারে,,, আমার জন্য তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে, বুঝলে!

আশীকে মনে হচ্ছিলো খুব উদাস।

"আশী তোমার কাছে আসার জন্য সব সম্ভাব্য প্রচেষ্টা চালাবো। কিন্তু ধর, যদি আসতে দেরীই হয়, তুমি ওয়দা করো, তোমার অপেক্ষা যেনো শেষ হয়ে না যায়।

www.pathagar.com

নিরাশ যেনো না হয়ে যাও তুমি । সময় যতোই চলে যায়। অপেক্ষার দীপ জ্বালিয়ে তুমি আমার পথ পানে চেয়ে থাকবে। আশীর হাত নেড়ে সে তার কথার জবাব চাইলো। আশী তার নিষ্প্রান হাত হালকাভাবে নেড়ে সম্মতি সুচক জবাব দিয়ে দিলো। কিন্তু সে এমন কাতর দৃষ্টি দিয়ে ফারুকের দিকে তাকালো যেনো চোখে চোখেই সে বলছে, দেরী করোনা ফারুক, দেরী করোনা। আমাকে যেন আবার তোমার অপেক্ষায় আশার প্রদীপের শেষ দীপ্তি টুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্যে হৃদয়ের শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত খরচ করতে না হয়।

সময়ের চাকা কতো দ্রুত ঘুরে গেলো। এ উদাস পুরীর মাঝে কিভাবে এত সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো তারা কেউ টেরও পেলোনা। সূর্য প্রায় ডুবো ডুবো। দিনান্তে শ্রান্ত পাখীগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপন নীড়ে চলেছে। চলেছে দিনের আলো অন্ধকারে বিলীন হতে।সোয়াটারের আস্তিন গুটিয়ে ঘড়িতে সময় দেখলো ফারুক।

"কত সময় চলে গেলো টেরই পেলাম না।" উঠতে উঠতে বললো ফারুক।

আশীও উঠে দাড়াঁলো পেন্টে লাগা খড় কুটা ঝেড়ে নিতে নিতে ফারুক ছোট একটি আাই ধ্বনি দিয়ে আশীর দিকে তাকিয়ে দিলো একটি মুচকি হাসি। সে হাসি বড় করুণ বড় বেদনা কাতর।

আশীর কোমল প্রাণ বড় আহত। কখন থেকে চোখ জ্বালা শুরু হয়েছে। গলায় বিধছে কাঁটার খোঁচা। সংযমের সব বাঁধ স্রোতের টানে ভেসে গেছে।

আশীর নব কলির লম্বা পালকের উপর দুফোটা রূপালী অশ্রু দিয়ে গেলো ফারুকের বেদনার মুচকি হাসির জবাব।

"পাগলী কোথায়কার।"

অশ্রু দেখেই বলে উঠলো ফারুক। কিন্তু সান্ত্বনা তার কোন বাক্য খুজে পেলো না সে।

নীরবে তার হাত ধরে পাহাড় ঢালূ রাস্তা অতিক্রম করতে লাগলো ফারুক। রাস্তা ভালো ছিলোনা। উঁচু নীচু, পাথর, মাটির টিপিতে ভরে ছিলো পথ। একে অপরের উপর ভর দিয়ে সন্তর্পনে পা রেখে নীরবে নীচের দিকে যাচ্ছে তারা। এ নীরবতাই ছিলো তাদের পূতপবিত্র ভালোবাসার জামিন। সড়কে উঠে ফারুক আশীর হাত ছেড়ে দিয়ে পাশেই রাখা গাড়ীর দরজা খুলে দিলো। আশীও ভিতরে গিয়ে বসলো। নিজের সিটে এসে বসলো ফারুকও।

"আমি তোমায় অনেক উত্যক্ত করেছি আশী।" গাড়ী স্টার্ট দিতে দিতে বললো সে..... "আমাকে ক্ষমা করে দিও। তোমাকে প্রথমবার দেখেই জানিনা কেন অপরিচিতের মতো লাগেনি। বরং মনে হয়েছিলো যেনো তুমি আমার...শুধু আমারই। আর এ অধিকারের ভিত্তিতেই আমি উত্যক্ত করে চলেছিলাম তোমাকে।

www.pathagar.com

তপ্ত সিক্ত নয়নে আশী ফারুককের দিকে তাকালো।

"আশী, অবস্থা যা-ই হোকনা না কেন, আমার এ অনভুতির অপমৃত্যু যেনো না ঘটে। আমাকে তোমার কাছে পৌছতে কিছু সময় লাগবে। আমি জানি আমাদের মধ্যে অস্থায়ী বিচ্ছেদ ঘটবে। কিন্তু সব অবস্থায়ই তুমি আমার এবং সদা আমারই থাকবে। তোমার কোন আপত্তিই আমার কাছে গৃহীত হবে না। অপারগতার কথা তুমি শুনাতে পারবে না আমাকে। আশী নীরবে শুনে গেলো তার কথা।

"ওয়াদা করো আশী" ঘাড় বাঁকা করে ফারুক তার দিকে তাকালো।

আশীর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুলনা। অশ্রুসিক্ত নয়নে সে আবার তাকে দেখতে লাগলো। আবেগের সাথে পরাজয় বরণ করে সে তার মাথা ছেড়ে দিলো ফারুকের প্রশস্ত কাঁধে।

ফারুকের প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে প্রবাহিত হয়ে গেলো শান্তি ও সান্ত্বনার অমিয় ধারা। ষ্টিয়ারিংএ হাত রেখে সে মুখখানি একটু ঘুরালো এবং তার ঠোট আশীর ঘনকৃষ্ণ চুলের সাথে ছুঁয়ে গেলো।

www.pathagar.com

চৌদ্দ

বাড়ী পৌঁছে ঘরদোর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে লেগে গেলো আশী। এ দেড় মাসে আসেফ বাড়ীর বড় বিশ্রী অবস্থা করে রেখেছিলো। আম্মি ও তার কামরা অবশ্য বন্ধ ছিলো। আসেফের কামরাটি প্রদর্শনীর যোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ময়লা কাপড়েরর স্তূপ এককোণে। বিছানা পত্রেরও বড় দুর্দশা। বালিশ দু টোর গেলোাফগুলো ময়লা। ছোট বড় কাগজের ঠোংগা, ফলের খোসা, পোড়া আধাপোড়া সিগারেটের অংশ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত। বিছানার উপর ইঞ্চির বেশী ধুলার আস্তরণ। লাল রঙের কার্পেটের আসল রঙ দেখাই যায় না। জানালা দরজার পর্দাগুলোরও একই অবস্থা। ঘরের কোণে কোণে মাকড়সার জালে ভরতি। ব্যবসা সংক্রান্ত ফাইলগুলো টেবিলে বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়ে।

এ অবস্থা দেখে ভাইয়ের কামরাটা সর্বপ্রথম পরিস্কার শুরু করলো আশী।

"আশী. একটু বিশ্রাম তো করে নেবে, বেটী।" পিছে পিছে এসে বললেন আম্মি। ঠান্ডা আবহাওয়া থেকে গরমে এসেছো।" বিশ্রামের খুব প্রয়োজন। রেখে দাও, ওরাই সব করে নেবে।"

"দেখুন না আম্মি, কি দুরবস্থা করে রেখেছে রুমটির।" অভিযোগের সুরে বললো আশী।

"একা একা ছিলো তো। সারা দিন কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকতো। আর কতো করবে?"

"এ জন্যই তো বলি ভাইজানকে বিয়ে দিয়ে দাও। বউ সব সামলিয়ে নেবে।"

"আমার সাধ্যে কুলালে আমি মুহূর্তের মধ্যে তোদের দু'জনেরই বিয়ে দিয়ে দিতাম।" হেসে হেসে বললেন আম্মি। "এখন থেকে আমি দিনরাত ভাইয়ের জন্য মেয়ে খোঁজতে থাকবো।"

"আপনার সাথে তো কতো মেয়ে কাজ করে আপা" বলে উঠলো কাজের মেয়েটি। আপানার জন্য এ আর কি শক্ত কাজ।"

"আশী আপার ওই বান্ধবীটিকে তো আমার খুব ভালো লাগে।"

"কোনটি? জিজ্ঞেস করলো আম্মা।

"ওই যে কি নাম,-বেশ সুন্দর নাম। গোলগাল চেহারা। সুন্দর মেয়েটি আর কি?"

"সরওয়াত?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ।"

হেসে ফেললো আশী।"তার তো আকদ হয়ে গেছে। আমার আর কোন বান্ধবী কি তোমার পছন্দ হয়?"

"আপনি কেবল ঠাট্টা করেন আপা।" ময়লা কাপড় গুলো একত্রিত করতে করতে বললো চাকরাণী।

www.pathagar.com

"আম্মি, এত গরমে কেন আপনি এ ময়লার মধ্যে বসে আছেন। চারিদিকে ধুলাবালি।" আশী মার দিকে দরদমাখা দৃষ্টি দিয়ে বললো।

"মারী হতে এ সময়ে ফিরা ঠিক হয়নি।" খবরের কাগজ ভাঁজ করে রেখে পাখা করতে করতে বললেন আম্মি।

"সত্যি আম্মি, আমার ছুটি হয়ে গেলে কতো ভালো হতো।"

আশীর মুখে ভেঙ্গে যাওয়া স্বপ্নের বিস্বাদ বয়ে গেলো। আরো কয়েকটা দিন ফারুকের সাথে একত্রে কাটাতে পারলে আনন্দে ভরে উঠতো জীবন। আম্মি জানি কি বললেন, তার প্রতিউত্তরও করতে পারেনি আশী। নিজের ভাবনায় ডুবে গেলো সে। হঠাৎ করে তার মন বিষাদে ছেয়ে গেলো। ইচ্ছা করেই বিকেল পর্যন্ত সে নিজেকে কাজে কর্মে রেখেছে মশগুল।

কাজকর্ম বড় কথা নয়। কোন না কোন কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখে মানস প্রিয়ের বিরহ ব্যথাকে ভুলে থাকাই আশীর আসল উদ্দেশ্য। অবসরের ফাক পেলেই ফারুকের সৌম্যমূর্তি মনের কোণে কেবল ভেসে উঠে তার।

বিকেলে ঠানডা পানি দিয়ে অনেক্ষণ ধরে গোসল করলো আশী।সাদা সূতির কাপড় পরে গিয়ে উঠলো ছাদে।

হালকা হালকা হাওয়া বইছে তখন। শরীরের ক্লান্তি কম অনুভব হতে লাগলো।। কতক্ষণ পর নীচে নেমে এসে বৈদ্যুতিক পাখা ছেড়ে দিয়ে খাটের উপর গিয়ে শুইলো আশী। নানা চিন্তার সুত্র ধরে নানা কথা মনে উদিত হতে লাগলো। ফারুকের সান্নিধ্যে কাটিয়ে আসার মধুময় দিনগুলো বার বার মনে পড়তে লাগলো। নিবিষ্ট মনে ফারুকের কথা ভাবছে সে।

মাত্র দেড় মাসের ক্ষুদ্র জীবনে কতো পরিবর্তন সাধিত হলো তার মধ্যে। কতো দ্রুত একটি অপরিচিত-সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ অপরিচিতের সব স্তর অতিক্রম করে তার হৃদয় সিংহাসনে আসীন হয়েছে। ফারুক বিহীন জীবন আজ সে কল্পনাও করতে পারে না। ফারুককে ছেড়ে আসার আজ প্রথম দিন। বিরহ-ব্যথা, থেকে থেকে তার মনে টন টন করে উঠছে। এ সব ভাবনা তাকে বিশ্রাম নেবার সুযোগ দিচ্ছে না।

সকালে আশী হাসপাতালে গেলো। এখানকার জীবনের সে একই গতানুগতিকতা। নার্স, ডাক্তার, রুগী, ওষুধ ওষুধের গন্ধ। সে যেনো এ পরিবেশকে ভুলেই গিয়েছিলো। কতো পরিচিত জায়গা তার কাছে অভিনব মনে হচ্ছে। বিতৃষ্ণ হয়ে চেয়ারের পিঠে অ্যাপ্রন রেখে দিলো আশী।

"আশী!" কামরায় প্রবেশ করে আশীকে দেখই বললো সরওয়াত। দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেলো সে। আশীও উঠে তার দিকে এগিয়ে গেলো। দু'বান্ধবী আনন্দে একে অপরকে জড়িয়ে ধরলো।

"কত দিন তুমি লাগিয়ে দিলে আশী। কসম খোদার আমার দিন আর কাটছিল না।" অভিযোগ করে বললো সরওয়াত।

www.pathagar.com

আশী মুখ টিপে টিপে হাসছে।

"বেশ স্বাস্থ্য হয়েছে তোমার।" আশীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো সরওয়াত- "কি ব্যাপার আশী এত সুন্দর দেখাচ্ছে কেনো তোমাকে।"

"অনেক দিন পর দেখছো তাই।"

"না আশী সত্যই বলছি। মারীর আবহাওয়ায় তোমার স্বাস্থ্য বেশ ভালো হয়ে উঠেছে।"

"সত্যিই বলছো?"

"আমার কথা বিশ্বাস না হলে সিষ্টার মিনাকে জিজ্ঞেস করো।" দরজার কাছে দাড়াঁনো নার্সের দিকে ইঙ্গিত করে বললো-সরওয়াত।

"সত্যি আপা আপনার স্বাস্থ্য বেশ হয়েছে।"

"ছয়টি সপ্তাহ শুধু অবসরেই কাটালাম। কেনোন কাজ নেই, কর্ম নেই খাওয়া দাওয়া আর-" সে থেমে গেলো।

"আর কি?" সাথে সাথে জিজ্ঞেস করলো সরওয়াত।

"আর ভ্রমন?" তাড়াতাড়ী করে বলে দিলো আশী।

অনেকদিন পর দু সখি খুব হৃদ্যতা জমিয়ে খোশগল্পে মশগুল। এমনি সময়ে ডাক্তার জাকেরাও এসে উপস্থিত। সেও আশীকে দেখে খুশী হলো।

সরওয়াত হাসপাতালের এ দীর্ঘ দেড়মাসের সব খবরা খবর আশীকে শুনাতে লাগলো। ডাক্তার সারওয়াত বেশ মিষ্টি ভাষী। অমায়িক চরিত্র। জীবন্ত মনের প্রতীক ছিলো সে। ডাক্তার সামাদের একটি ছেলে হয়েছে। সিষ্টার আসিয়ার আকদ হয়েছে। ডাক্তার মতিন ছ' মাসের জন্যে ইউ, কে যাচ্ছেন। সে স্কলারশীপ পেয়েছে। এ এধরনের বহু কথা আশীকে শুনিয়ে গেলো সে।

"বস এই, না আরো আছে" সরওয়াত চুপ হতেই আশী বলে উঠলো।

"আমিই শুধু বলবো আর তুমি শুনবে। তুমিও কিছু শোনাও। এ দেড় মাসে কি কি করেছো কোথায় গিয়েছো কার কার সাথে মিশেছো কি কি বই দেখছো?"

"সব প্রশ্নেরই বিস্তারিত উত্তর দিতে হবে?" হাসি দিয়ে বললো আশী।

"তাহলে কোন অবসর সময়ের সুযোগে থাক।" বড় মনোরম ভঙ্গিতে মুচর্কি হেসে বললো আশী।

"কেন এখন নয়?"

"বড় রহস্যজনক কথা তো।"

"সত্যি?"

খিল খিল করে হসে ফেললো আশী।

"এ রকমই কিছু একটা হবে বলে মনে হয়।"

"কি রকম?"

"কোন যুদ্ধে জিতে এসেছো?"

www.pathagar.com

পুনরায় খিল খিল করে হেসে ফেললো আশী।

সরওয়াত তখনো পীড়াপীড়ী করে চলছে। কিন্তু কিছুই বলছে না সে। এ সময়ে ডাক্তার লতিফ ও মতিন এসে পড়াতে তারা কথার প্রসঙ্গে পরিবর্তন করে দিলো। তারা দু'জনই আশীর হাল অবস্থা জিঙ্গেস করলো। ডাক্তার মতিনকে ইউ, কে যাওয়ার জন্য স্বাগত জানাল আশী।

দেড় মাস পর বিকেলে নিজের ক্লিনিকে এলো আশী। বিদ্যুত পাখা পূর্ণ্য গতিতে চলছে। জানালার পর্দাগুলোকে সব উঠিয়ে রাখা। বাইরের তাজা বাতাস ভেতরে আসছে। রুগী নিয়ে ব্যস্ত আছে আশী। বার বার রুমাল দিয়ে রোগী দেখার ফাঁকে ফাঁকে মুখ মুছছে। তার শরীর ভালো নয়। ভালো না থাকার প্রকাশ্য কোন কারণ না থাকলেও তার মনের উপর বড় চাপ। এ জন্য মন লাগিয়ে কাজ করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠছে না।

মারী থেকে এসেছে আজ সাতদিন।তৃতীয় দিনই ফারুক আসবে ওয়াদা করেছিলো। কিন্তু আজও সে আসেনি। কতো রকমের ভাবনা মনে উদয় হয়েছে। কতো সন্দেহ উঠেছে মনে। সময় যাবার সাথে সাথে যা ধাবিত হচ্ছে ঘনিভূত সন্দেহের দিকে।

ফারুক কেনো আসছে না? এতো এক সোজা প্রশ্ন। কিন্তু এর এ জবাব কতো কঠিন। পেঁচানো সুতার গুচ্ছ ভাজে ভাজে খোলা কঠিন। সন্দিগ্ধ মনের জটিল প্রশ্নের জবাব মেলাও তেমনি ভার। ফারুকের কৃত ওয়দার উপর মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হলে তার চোখে মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে পবিত্র ভালোবাসার উজ্জল দীপ্তি।

এক একবার মন চায় ক্লিনিক বন্ধ করে বাড়ী চলে যেতে। এবং দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতে। তার মধ্যে কোন অনুভূতি যেনো না থাকে। কোন চিন্তাই যেনো তাকে সচেতন করে তুলতে না পারে। কিন্তু রুগীদের কষ্ট তার এ খেয়ালকে বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। কতো দূর দূরান্ত থেকে এসেছে এসব গরীব দুঃস্থ রুগীর দল।

বৃদ্ধ মেয়েলোকটির বিদায়ের পর একজন শ্রমজীবি মেয়েলোক এসে বসলো তার সামনে। মলমলের ময়লা একখানি উড়না দিয়ে মাথা ঢাকা। তার ছেড়া কামিজ তার যৌবন-দীপ্ত দেহ ঢেকে রাখতে পারছে না। পরনের সেলোওয়ারটিরও কয়েক জায়গায় তালি। খালি পা ধুলায় এমনভাবে ঢেকে আছে যে চামড়াই আর দেখা যাচ্ছিলো না।

মেয়েটির বয়স বেশী নয়। কিন্তু দারিদ্র ও অসহায়তার অন্তরালে তার চেহারার আসল রূপটি ঢাকা পড়ে আছে। চোখের পার্শ্বে কালো দাগ। গালের হাড়গুলো বেরিয়ে আছে। ওখানে কোন গোশত নেই। শুধু তামাটে রঙ্গের চামড়ার আবরণ।শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। জরের প্রকোপে তার মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম।

মনের সব সন্দেহ সব সংশয় সব খেয়াল বাদ দিয়ে আশী এ রুগীটির দিকে মনোযোগ দিলো। সহানুভতির সাথে তার সব কথা শুনে যেতে লাগলো। জ্বর আর

www.pathagar.com

কাশি তার কঠিন রোগের ইঙ্গিত। তার অবস্থা শুনে এ অনুমানই করলো ডাক্তার। তার হাত দেখলো, ষ্টেথিস্কোপ দিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করে আশী বুঝলো। টি-বি-লাংস এর রুগী।

"তোমার বুকের এক্সারে করাতে হবে।"-ব্যবস্থাপত্র লিখতে লিখতে বললো আশী। একথা শুনেই মেয়েলোকটির আশার সব আলো নিভে গেলো। সে নিরাশ দৃষ্টিতে আশীর দিকে তাকিয়ে রইলো। অনুতাপের সুরে বললো, "আমার এতো পয়সাই যদি থাকবে রোগ হবে কেনো ডাক্তার বিবি?"

"হাসপাতালে আসবে কাল।" তার অনুশোচনায় দুঃখ পেয়ে বললো আশী।

"ওখানে কেউ কিছু শুনে না বিবি। কয়েক বারই গিয়েছি। হতাশার সুরে বললো সে।

"আমি তোমাকে একটি চিঠি লিখে দিচ্ছি। এটা সাথে করে নিয়ে আসবে। হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে তোমার চিকিৎসা করাবো। কোন চিন্তা করো না। একদম ভালো হয়ে যাবে।" সান্তনা দিয়ে বললো আশী।

একটি চিঠি লিখে সে তার হাতে দিলো। ডাক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞতা দৃষ্টিতে মেয়েটি চলে গেলো।

আশীর চোখের সামনে চিন্তার এক নতুন অধ্যায় খুলে গেলো। এসব দুঃখী মানুষের অবস্থা তাকে পীড়া দিতে লাগলো। এরাও তো মানুষ। কিন্তু এমন মানুষ যারা জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষটুকুও পায়না। হাড় ভাঙ্গা খাটুনী তারা করে। কিন্তু বিনিময় মূল্য পায় তারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দুঃখ দৈন্য, রোগ শোক দিয়ে। তাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর ফল ভোগ করছে সমাজের ওই শ্রেনী যারা জীবনকে ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের ভিতর দিয়ে উপভোগ করার জন্য মারীর মতো জায়গায় বিলাসবহুল হোটেলে বাস করছে। যাদের আয়ের হিসাব রাখাও কঠিন। যারা ধন দৌলতের মোহে এমনভাবে ডুবে গেছে যে বিবেক বলতে তাদের আর কিছু বাকী নেই। আজকের সমাজে এই শ্রেনীর লোকের অভাব নেই।

দীনহীন দুঃস্থ এসব লোক দের সাথে ধনী বনিকদের তুলনা করতে লাগলো আশী। হায়! এ গরীবদের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে পারার মতো শক্তি সামর্থ্য যদি তার থাকতো। এ মেয়েলোকটি যাবার পর আশীর মন মেজাজ আরো খারাপ হয়ে উঠলো। ফারুক তখনো তার মনে জাগরুক। সে ভাবতে লাগলো ভালোবাসার দুঃখ ব্যথা ছাড়াও এজগতে আরো দুঃখ ব্যথা আছে। এসব থেকে সমাজ সেবার মনোভাব তার মনে সতেজ হয়ে উঠলো।

ক্লিনিক বন্ধ করার নির্দিষ্ট সময় পার হবার পরও সে বসে বসে এসব ভাবছে। নার্স রাশেদা চলে যেতে চায়। তিনটি সন্তান তার বাড়ীতে একাকী আছে। কিন্তু ডাক্তার উঠেছেনা বলে সে যেতে পারছেনা।

www.pathagar.com

"ক্লিনিক বন্ধ করবেন না আপা?" যাবার তাকিদে সে তাকে জিজ্ঞাসা করে বসলো।

"এখন সাতটা বিশ বাজে কোন রুগী এসে যেতে পারে।"

ঘড়ি দেখে বললো ডাক্তার। নার্সের চেহারা মলিন হয়ে গেলো। আশী তার ভাব বুঝতে পেরে বললো তুমি চলে যাও, রাশেদা।"

"আর আপনি?"

"আমি আরো কিছুক্ষণ থাকবো।"

"আচ্ছা তাহলে আমি চলি খোদা হাফেজ।"

রাশেদা চলে যাবার পর গরীব দুঃখীদের সুচিকিৎসার কথা ভাবতে লাগলো আশী।

"আফসুস যদি একখান হাসপাতাল খুলতে পারতাম।"

এ সব চিন্তায় মগ্ন এমনি সময়ে গাড়ী থামার শব্দ হলো। ফারুক এসেছে মনে করে সচকিতহয়ে উঠলো আশী। হাতে পেপার রেখে দিয়ে দ্রুত জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তার অনুমান মিথ্যে নয়। ফারুকই সাদা টয়োটা হতে নেমে গাড়ীর দরজা বন্ধ করছে। ক্রিম রঙ্গের প্যান্ট পরনে। চোখে কালো কাচের চশমা।

জান্নাতপুরীর রূপের ছটা এসে লাগলো আশীর চোখে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ফিরে এসে সে বসলো চেয়ারে।

ভালবাসার উজ্জ্বল নিদর্শণ নিয়ে তার কাছে এসে পৌছেছে তার জীবন ধন।

আয়ার নিকট থেকে খবর নিয়েই ভিতরে প্রবেশ করলো ফারুক। আবেগ মিশ্রিত চোখে তার দিতে তাকালো আশী। দু'পা একত্র করে নিখুঁত সামরিক কায়দায় তাকে স্যালুট জানালো সে। ঠোঁটের ফাকঁ দিয়ে হাসির আভা বেরিয়ে এলেও অভিমান সজাখ রাখার দরকার ছিলো আশীর। কেনো সে এতদিন তাকে আবীর আগ্রহে অপেক্ষা করার শাস্তি দিলো।

"কি ম্যাডাম" টেবিলের অপর দিকে চেয়ার টেনে মুচকি হেসে বসে পড়লো ফারুক। আশীর সামনে টেবিলের উপর কাঁচের চশমাটা রেখে দিলো। আশী অভিযোগ মিশ্রিত নেত্রে আবার তার দিকে তাকালো। আশী অভিমান করবে ফারুক তা জানতো।

ঔৎস্যকের সাথে সে তার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো।

"আরে ভাই! পাখাটা একটু বাড়িয়ে দাওনা। গরমে জ্বলে যাচ্ছি" একের পর এক শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে ফারুক পাখার দিকে তাকালো ।

আশী উঁঠে গিয়ে দেয়ালে লাগা পাখার রেগুলেটারটি এক নম্বরে এনে দিলো।

সাদা গেঞ্জির গলার বর্ডার পার হয়ে উপরের দিতে উঠে আসা তার বুকের ঘন কালো পশমগুলো তার পৌরুষজনোচিত সৌন্দর্য ও চাকচিক্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। প্যান্টের পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করে কপাল মুছতে মুছতে আশীর দিকে তাকালো সে।

www.pathagar.com

"কি ব্যাপার আশী।"

নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে রাগত স্বরে বলেই ফেললো আশী। পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে খিল খিল করে হেসে দিলো ফারুক। সিগারেট ধরিয়ে টান দিয়ে ধোয়া ছাড়লো আশীর দিকে।

"আরে ভাই এমননিতেই প্রচন্ড গরম। এর উপর তোমার গরম তো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে আমাকে।

"তোমার ক্লিনিক তো সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকে। এখনতো সাড়ে সাত ।দেরী করছিলে কেনো?" সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললো সে।

"তোমার অপেক্ষায়।"

সে আমার ভাগ্যি।"

আশীর অভিমান দেখে মুচকি হাসলো ফারুক "আমি জানতাম আশী তুমি রাগ করবে কিন্তু শপথ করে বলছি বড়ই ব্যস্ত ছিলোম।"

"কি কাজেস এত ব্যস্ত ছিলে?"

"করাচী গিয়েছিলাম।"

"করাচী?"

"হ্যাঁ।"

"কবে?"

ছায়সাত দিনআগে। কাল ফিরে এসে সোজা মারী গিয়েছি। আজ মারী থেকে সোজা তোমার খেদমতে হাজির। জানতাম তোমার ক্লিনিক ৫টা-৭টা খোলা থাকে। হাসপাতালে দেখা করতে তুমি নিষেধ করেছো। এখন তুমিই বলো আমার অপরাধ কি?

"করাচী যাবার আগে তো আসতে পারতে।"

"মারী থেকে আসতেই দেরী হয়ে গেছে। তাড়াহুড়া করে এয়ার পোর্ট পৌঁছেছি। ভাগ্যিস আগ থেকেই টিকেট সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। বিকেলের ফ্লাইটে করাচী চলে গিয়েছি।

"কেন গিয়েছিলে?" শান্ত নম্রভাবে জিজ্ঞেস করলো আশী।

"ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কিছু কাজ ছিলো।" ঔৎসুক্যের হাসি দমিয়ে বললো সে তার চোখ চমকাচ্ছিলো তখন।

এ চমকে কোন রহস্যের ইঙ্গিত ছিলো লুক্কায়িত। আশী কিন্তু এসব অনুমান করতে পারেনি।

অল্প সময়ের মধ্যেই আশীকে ভুলিয়ে নিলো ফারুক। দু'জনেই নানা খোশগল্পে মগ্ন হয়ে গেলো।

"ডাক্তার সাহেবা! দরজা ফাঁক করে একটু ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে ডাকলো আয়া।

"হুঁ।"

"একজন রুগী এসেছে।"

www.pathagar.com

"পাঠিয়ে দাও।"

বসার চেয়ারটি একটু পিছিয়ে নিলো ফারুক। মাটিতে সিগারেট ফেলে দিয়ে বুটের তলা দিয়ে মাড়িয়ে দিলো। জামার খোলা বোতামগুলো তাড়া তাড়ি লাগিয়ে নিলো সে। সাত আট বছরের একটি বাচ্চাকে হাতে ধরে একজন আধাবয়সী মেয়েলোক ভিতরে প্রবেশ করলো।

"কি অসুবিধে আপনার?"

মেয়েলোকটির দিকে লক্ষ্য করে বললো আশী। ছেড়া কাপড়চোপড় থেকেই তার আর্থিক অবস্থা অনুমান করা যায়।

মাথায় চুল নেই। ফোলা ফোলা পেট। হলুদ রঙের একটি ছেলে মেয়েলোটির শরীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। সে বাচ্চাটিকে টেনে আশীর সামনে দাঁড় করিয়ে দিলো।

আশী বাচ্চাটিকে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। আর ফারুক একজন পরীক্ষকের ন্যায় আশীর দিকে তাকিয়ে রইলো। আশী সহানুভূতি ও দরদ দিয়ে বাচ্চাটিকে যে ভাবে দেখলো তাতে ফারুকের মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। এ ছিন্নবসত্র পরিহিত অপরিস্কার অপরিছন্ন ছেলেটির গায়ে হাত দিয়ে এমনভাবে সে দেখছে যেনো এ তার কতো আপন।

ব্যবস্থাপত্র লিখে স্ত্রী লোকটির হাতে দিলো সে। ওষুধ সেবন বিধিও পথ্য সম্বন্ধে জরুরী কথাগুলোও বলে দিলো। আগামীকাল ছেলেটির অবস্থা জানাবার কথাও বলে দিলো তাকে। বাচ্চাসহ মেয়েটি চলে গেলো।

"তুমি বড় ভালো ডাক্তার তো।" ওরা যাবার পরই ফারুক আশীকে টিপ্পনী কেটে বললো।

"কি রকম?" হৃষ্ট চিত্তে বললো আশী। এত নিবিষ্ট মনে আপনজনের মতো দেখলে। একটু ঘৃণা বোধ করলে না। ডাক্তাররা-" "তারা তাদের সন্মানিত পেশার মর্যদা জানেনা।"

"সত্যি।"

"এ তো অনেক ভালো অবস্থার রোগীই।মাঝে মাঝে এখানে এমন লোকও আসে যাদের ময়লা কাপড় চোপড়ের দুগর্ন্ধে সারা কামরাটি দুর্গন্ধময় হয়ে উঠে। কিন্তু এতে কোন দিন আমার এতটুকও ঘৃণা লাগেনি। দু'বেলা দু'মুঠো ভাতই যেনোগাড় রতে পারেনা এরা। সুন্দর কাপড় কি দিয়ে বানাবে/কি দিয়ে করবে কাপড় পরিস্কার। তাদের এসব দূররবস্থার জন্য দুঃখ হয়। এমনও তো অনেক আছে, যারা ওষুধ পত্র কিনতেও সমর্থ হয় না।"

"তখন কি করো?"

"যতটকু সার্মর্থে কুলোয়।"

"আচ্ছা।" সে নতুন সিগারেট ধরালো।আশী দুর্দশা গ্রস্ত রোগীদের চিত্র তার সামনে তুলে ধরতে লাগলো।

www.pathagar.com

ফারুকও মনোযোগ দিয়ে সব শুনে যেতে লাগলো।

"ক্লিনিকের পরিবর্তে তোমাকে এখানে ছোট খাট একটি হাসপাতাল খোলা দরকার। মানুষের কিছু উপকার হোক। এতটুকুনই যথেষ্ট।"

"চিন্তা তো আমিও বহু করেছি। কিন্তু আর্থিক সামার্থ্য তো অত নেই।"

"গোলম এর জন্য তৈরী।"

বলে বুকে হাত রাখলো ফারুক।

"তুমি?" তুমি কি করবে?" কৌতুহলের সাথে জিজ্ঞেস করলো আশী।

"এখানে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করে দেবো।ছোটই সই। নিজের শক্তি সামর্থের মধ্যে যতটুকু সম্ভব হয়।" বাহু ডানদিকে সরায়ে নিয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললো ফারুক।- "কয়েকটা সিটই হউক তবু ভালো।" "এর চেয়ে ভালো কাজ আর কি?" আশী বললো।

"ছাড়ো! আমাদের মতো শুনাগার দিয়ে কি আর ভালো কাজ হতে পারবে।

শ্রদ্ধাবনত মস্তকে আশী তার দিকে তাকালো।

তামাসা করে ফারুক ওসব কথা বলেনি। আশীর আস্থা হয়েছে। হাসপাতালে সূত্র ধরেই তার সাথে অনেক্ষণ ধরে কথা চলতে থাকলো। কতগুলো পরিকল্পনাও পেশ করলো আশী। ফারুকও মনোনিবেশ সহকারে তার সব কথা শুনতে লাগলো।

"তাহলে এ শুভ কাজ কবে শুরু করবে।" জিজ্ঞেস করলো আশী।

"এখন নয়' '-বলে সে নতুন সিগারেট ধরালো।

"কবে?" সন্দিগদ্ধভাবে প্রশ্ন করলো আশী।

"বিয়ের পরে।" আশীর দিকে যাদুমন্ত্রের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ফারুখ সিগারেটে লম্বা টান মারলো। সামান্য সময়ের জন্য অপ্রতিত হয়ে গেল আশী। চেহারা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো তার। চোখের পালকের মনোরম কম্পন তার মুখের অপরূপ সৌন্দর্যকে বিকশিত করে দিয়েছে।অবনত মস্তকে নখ দিয়ে টেবিলের কাঠ খোঁচাতে লাগলো সে।

ফারুক আশীর চেহারায় প্রস্ফূটিত কলিকে প্রাণ ভরে দেখে সিগারেট টানতে লাগলো।

"অঙ্গীকার করলোাম আশী তোমার মনোবাঞ্ছনা পূরণ করবো। আশীর কম্পিত পালকের দিকে তাকিয়ে বললো ফারুক।

কিন্তু তখন অঙ্গিকার পালনের স্বীকৃতি আদায়ের অবস্থায় ছিলোনা আশী সে ছিলো তখন কল্পরাজ্যে ডুবে।

www.pathagar.com

পনর

ডিউটি রুমে এসেই আশী তার সাদা অ্যাপ্রনটি খুলে খুঁটিতে রেখে দিলো। একনাগাড়ে দেড় ঘন্টা অপারেশন রুমে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার পা ধরে গিয়েছে চেহারাও ক্লান্তিতে হয়ে গেছে মলিন। হাত পা চেড়ে দিয়ে চেয়ারে বসে দেয়ালে লটকানো বর্ষপঞ্জিটি দেখতে লাগলো আশী। অক্টোবর মাসের শেষের দিক। আঙ্গুল গুণে সে দেখলো ফারুক গিয়েছে পুরো একমাস একুশ দিন। আবার তার ফিরে আসার তো কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছেনা। এত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে একখানা চিঠিও লিখলো না।

প্রথম প্রথম তো আশী চিঠির অপেক্ষায় ছিলো। ফারুক বোধ হয় তার ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিচ্ছে। এ ভেবেই সে এতোদিন মনকে প্রবোধ দিয়েছে। সকাল বিকেল করে দিন কেটে যেতে লাগলো। আশার কিকরণরশ্মি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগলো। তবু এ ক্ষীণ কিরণ রশ্মির আবছা আলোতে আশী ফারুকের পথ পানে চেয়ে রইলো।

ফারুক তো আসলোই না, একখানা চিঠিও দিলোনা। পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে আশার আলো সে নিবিয়ে দেয়নি। সপ্তাহ মাস বরং বছরের পর বছরও আশী তার পথপানে চেয়ে থাকতে পারবে তবু মন প্রবোধ মানতে চায় না। সারা দেহে বিষাদের ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে।-কাজ-একটানা কাজের মধ্যেই সে লেগে থাকে। ডিউটির আট আট ঘন্টা সে দাঁড়িয়ে কাজ করে যায়। কিন্তু ক্লান্তি বোধ করেনি।

এ সময়ের মনের দিক দিয়ে আশী বড় পেরেশান। আশার আলো স্তিমিত হতে শুরু করেছে। ফারুকের ঠিকানাও সে জানে না যে চিঠি লিখবে। পথ নির্ণয় ছাড়াই নেমে পড়া পথিকের ন্যায় আশীর অবস্থা।

"বেশ আরামের কোলে ঢুলে পড়েছো।" কামারায় প্রবেশ করেই বললো সরওয়াত।

"আরাম না ছাই-" আশী বললো-"এই মাত্র অপারেশন থিয়েটার থেকে এলাম।"

"অপারেশন শেষ?"

"হ্যাঁ।"

"খুব সিরিয়াস কেস নাকি?"

"হ্যা! "

"ডাক্তার হামিদ সফল সার্জন।"

"সত্যিই।"

"বেশ আত্মবিশ্বাস আছে তার। একটুকুও ভীত হন না। আমি তার দিকেই চেয়ে থাকি।"

www.pathagar.com

"অভিজ্ঞতা তো অনেক দিনের। আমরা তো কালকার ডাক্তার মাত্র।

চেয়ার টেনে সরওয়াত তার কাছে সরে এলো। হাসিখুশী মেজাজের মেয়ে সে।

গায়ের অ্যাপ্রন খুলে টেবিলে ফেলে দিয়ে বললো, সরওয়াত "চা-টা কিছু হবে?"

"ডেকে পাঠাও।"

আনিয়ে রাখনি কেনো?"

"তুমি আসবে বলে আমার উপর কোন দৈববাণী হয়নি তাই।"

এ সময়ে নার্স মুনা থার্মোমিটারের ট্রে-হাতে করে ভিতরে আসলো

"মুনা।" আশী ডাকলো।

"জ্বী।" ট্রে-টেবিলে রেখে সে এদিকে ফিরে তাকালো।

"একটু চা।"

"আচ্ছা এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"মুনা রুম থেকে বেরিয়ে গেলো। সরওয়াত উঠে গিয়ে ডিউটি চার্ট দেখলো। রাত পর্যন্ত তার কোন ডিউটি নেই। নিশ্চিত হয়ে চেয়ারে এসে বসলো সে।

আশী পুনরায় চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলো।

"আশী" আশীর আনমনা ভাব দেখে সরওয়াত চিন্তিত হলো। মারী হতে আসার পর থেকে তার চলাচল হাবভাব কেমন কেমন লাগছে। সরওয়াতের মনে সন্দেহ হয়েছিলো। এর থেকে সে কিছু কিছু অনুমানও করতে পেরেছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এখনো তার কাছে রহস্যবৃত।

আশী ঘাড় উঠিয়ে তার দিকে দেখলো

"অপরাধীর মতো বসে আছো কেনো?" সরওয়াত তাকে টিপ্পনি কেটে বললো- "কাঁদছো কেনো?"

"কোথায় কাঁদি?"

নিশ্চই কিছু হয়েছে তুমি গোপন করছো,

আশী খামুশ।

"কিন্তু একটা কথা কি জানো? এ বন্ধুত্বের পরিচায়ক নয়" আবার বললো সবওয়াত।

আশী বড় দুর্বল। দুঃখে তার মন কানায় কানায় ভরা। সরওয়াতও এখন তার দুর্বল জায়গায় আঘাত হেনেছে। সে তো তার অনেক দিনের বান্ধবী। হৃদয়ের সব ব্যথা, তার কাছে খুলে বলতে দোষ কি? হৃদয়ের সব দুয়ার খুলে দিয়ে আশী আজ সরওয়াতকে শুনাতে শুরু করলো সব কথা।

মনোযোগ দিয়ে সরওয়াত শুনতে লাগলো আশীর রোমাঞ্চকর ইতিহাস। আশী প্রায় সব কয়টি ঘটনাই বলে গেলো। ফারুকের জন্যে তার অনন্ত ভালোবাসার কথাও বলে দিতে আজ বাকী রাখলোনা সে।

www.pathagar.com

মুচকি হাসছে সরওয়াত- "বড় দুষ্ট তো ছোকরাটি।" সব শুনে মন্তব্য করলো সরওয়াত।

"থাকে কোথায়?" কিছুক্ষণ বিরত থাকার পর জিজ্ঞেস করলো সরওয়াত।

"লাহোরে।" উত্তর দিলো আশী।

"কোন চিঠিপত্র লিখেনি?"

"না।"

"তুমি লিখেছো?"

"কোথায় লিখবো।"

"কেন?"

"তার কোন ঠিকানা তো জানি না আমি।"

"খুব হয়েছে তাহলে।"

সরওয়াত চুপ হয়ে গেলো। তার কাছে আশীর ভালোবাসার কাহিনী কোন নবাবজাদার প্রমোদ ভ্রমণের মতোই মনে হলো। কিন্তু এতে আশীকে দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন ও তৃপ্ত দেখে সে আর তাকে কিছুই বলেনি।

"সে করে কি?" জিজ্ঞেস করলো সরওয়াত।

"বোধ হয় ওকালতি।"

"আবার বোধ হয় কেন।"

"তোমায় কি বলবো সরওয়াত। সে যে কি এক আজব ধরনের মানুষ। ঠিক করে তো তার সম্বন্ধে কিছুই বলেনি।"

"ভ্রমণে এসেছিলো মারীতে। ভ্রমণ শেষে আবার ফিরে চলে গেলো।"

সরওয়াতের এ কথায় আশীর মনে তীর বিদ্ধ হলো। চিন্তা ও বিষাদের ছায়া ছেয়ে গেলো তার সারা দেহে।

চাপরাশী চা-র ট্রে নিতে এলো। তাদের কথার প্রসঙ্গ কিছুক্ষণের জন্যে কেটে গেলো।

সরওয়াত টেবিল টেনে নিয়ে তার উপর ট্রে রেখে চা বানাতে শুরু করলো। হাতে কাজ করলেও মনে তার সে চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে।

অনুভূতিহীনের মতো আশী চেয়ারে বসেই রইলো।

"সে কি উকিল?" চায়ের পেয়ালায় চিনি দিতে দিতে সে জিজ্ঞেস করলো।

"হাঁ' এবার আশী 'বোধ হয়' ব্যবহার করা ঠিক মনে করেনি।

উঁহু! মাথায় হাত রাখলো সরওয়াত।

"কেন?"

"বেওকুফ আগে তো ভেবে নিবে।"

www.pathagar.com

"কি?"

"তুমি ডাক্তার আর সে উকিল!

"তাতে কি?" বনবে কি ভাবে?

"আমি অনুতপ্ত সরওয়াত! ভালোবাসার নিমিত্ত কোন পরিকল্পনা আমি পূর্ব হতেই ঠিক করে রাখিনি।" মৃদু রাগের সাথে বললো আশী।

সরওয়াত হাসতে লাগলো। "এখন আমি কি করবো সরওয়াত? কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনে।"

'আমার ভাই সম্বন্ধে ভেবে দেখো।' ঠাট্টাচ্ছলে বললো সরওয়াত।

সরওয়াত, "ফারুকবিহীন জীবন আমি আজ কল্পনা করতে পারিনা।"

"আবেগের তাড়নায় নতুন নতুন অবস্থায় মানুষ এরূপ বলে থাকে। এ রকমই হয় এ রকমই লাগে। সে পাখী যদি আর ফিরে না আসে তখন দেখা যাবে আত্মহত্যা করো না আর কি?" সরওয়াত জ্বলে উঠে বলে দিলো।

এবার চুপ হয়ে আশী নখ কাটতে লাগলো। এর জবাব আশী কি দেবে? এতো অনাগত ভবিষ্যতের কথা। এ অবস্থার সম্মুখীন যদি সে হয়েই পড়ে তাহলে সে সময়ই বলে দেবে তাকে কি করতে হবে। এ সিদ্ধান্ত এখন নয়!

এখনো সময় আছে আশী। ওর চিন্তা ছেড়ে দাও! সে সুস্থ মস্তিষ্কের লোক নয়। মন ভুলানোর জন্যই শুধু এসব করেছে।

"না সরওয়াত হতে পারে না।" মাথা নেড়ে আশী বলে উঠলো। "চোখ তো মিথ্যে বলতে পারে না। ফারুকের চোখে সত্যের বিচ্ছুরিত ছটা দেখছি আমি অনেকবার। না বলা কতো কাহিনী কতো সুন্দর ভঙ্গিতে তার চোখ ফেটে বেরিয়েছে। চোখের ভাষাহীন কথার কি কোন সত্যতা নেই।"

চায়ের পেয়ালা আশীর দিকে বাড়িয়ে দিলো সরওয়াত। নিজেও এক পেয়ালা হাতে নিতে যাবে, এমন সময় ডাক্তার আরিফ প্রবেশ করলো।

"একা-একা?" চা দেখে সে নির্দ্বিধায় বলে উঠলো।

"আসুন আসুন, নিন, আপনিই নিন।" বলে সে তার নিজের পেয়ালা তার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

"আর আপনি! আপনি খাবেন না?"

"ঠিক আছে আপনি নিন। আপনার আত্মা দোয়া করবে।" হাসি দিয়ে বললো সরওয়াত।

"দোয়া করুক আর না-ই করুক চা আমি খেলাম।" নিন আরিফ সাহেব।" আশী বললো।

"না-না, তুমি খেয়ে নাও। ঠিক আছে আমি পরে খাব।" -"আপনারা খেয়ে নিন ডাক্তার।'

www.pathagar.com

ডাক্তার আরিফ চা পান শুরু করলো। সরওয়াত চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসলো। আশীর সাথে কথার প্রসঙ্গ কেটে গিয়ে থাকলেও সে বিষয়েই চিন্তা করছে সে।

চা-পর্ব এখনো শেষ হয়নি, হাতে ষ্টেথিস্কোপ নিয়ে ভেতরে প্রবেশ প্রবেশ ডাক্তার মালিক ও ডাক্তার আসলাম। রাউণ্ড শেষ করে বিরতিতে চা খাবার জন্যই এসেছে তারা। সকলেই চেয়ার টেনে বসলো। ডাক্তার মালিককে ক্লান্ত বলে অনুমিত হচ্ছে।

"চা আনাবো মালিক সাহেব?"

"এখনই এসে যাবে।"

"আপনার কি আজ অপারেশন ডে, মালিক সাহেব?" সরওয়াত জিজ্ঞেস করলো। "তিনটি তো হয়ে গেলো। এখন বিরতিতে এসেছি।

"শুনেছে?" ডাক্তার আরিফ খালি পেয়ালা ট্রেতে রেখে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে বললো-"ডাক্তার হামিদ ট্রান্সফার হয়ে গেছে।"

"না, না শুনিনিতো।" আশী ও সরওয়াত এক সাথে বলে উঠলো।

"আমি তো শুনেছি।" ডাক্তার আসলাম বললো।

অনেকদিন থেকে করাচীতে বদলী হবার চেষ্টা করছে। এখন মিউচ্যুয়াল ট্রান্সফারের সুযোগ হয়ে গেছে।" মালিক বললো।

"তাঁর জায়গায় আসছেন কে?" আশী জিজ্ঞেস করলো।

"ডাক্তার আহমদ নামে কে জানি একজন সার্জন।" উত্তর দিলো মালিক।

"ডাক্তার হামিদ একজন দক্ষ সার্জন ও অমায়িক লোক ছিলেন। তার জায়গায় আবার কে ও কেমন লোক আসলো কে জানে?" বলে চললো সরওয়াত।

www.pathagar.com

ষোল

আনজুর কথাবার্তা আর চাকরানীর শুভ ধারণায় আশীর আম্মাও মনে মনে আশীর জন্য তাজমহল রচনা করে বসেছিলেন। কল্পনায় নানা রঙ্গের ফানুস তৈরী করে আলোক সজ্জা দিয়ে এ তাজমহলের শ্রী বৃদ্ধি করে চলছেন তিনি।

কিন্তু দিন যতই যেতে লাগলো সোনালী রঙ্গে শেওলা পড়ে তাজমহলের সৌন্দর্য ততই মন্দা হতে শুরু করলো। মারী থেকে এসেছে আজ তিন মাস। এখন পর্যন্ত আনজুও আসেনি আর কোন পয়গামও পাঠায়নি। তিনি প্রায়ই চাকরানীকে বলতেন "তুমিতো বেটি বেশ বড় বড় কথা বলেছো; আশী বিবিকে তাদের পছন্দ হয়েছে। কোথায় আজও তাদের তরফ থেকে কোন কথা বা কেউ তো এলোনা।"

কিন্তু চাকরানীর কাছে তো এর কোন জবাব নেই।

আশীর আম্মা নিজেও ভাবতেন-"এত বড় লোক, তাদের কি আর আত্মীয়তার অভাব হবে? আমাদের মধ্যেও তো একটি ছেলে উপযুক্ত হলে কতো সম্বন্ধ আসে। আর তারাতো আমীর লোক। হয়ত এদ্দিনে কোথাও আত্মীয়তা করেও ফেলেছে। এ আশা ত্যাগ করাই ভালো।

মধ্যবিত্ত পরিবারের উচ্চশিক্ষিত মেয়েদের বিয়ে-শাদী নিয়ে বড্ড ফ্যাসাদ।

ধনী শ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপযুক্ত ছেলেদের জন্য ফাঁদ পেতে বসে থাকে। অনেক উপঢৌকন, মোটরকার, বাংলো, ব্যাংক ব্যালেন্সের অফার করে। ধনসম্পত্তির মোহ আজকাল এক জটিল পরিস্থিতির রূপ ধারণ করেছে। পরিশ্রম ছাড়াই রাতারাতি লক্ষপতি হওয়া বেশ সহজ। মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত ছেলেরা ধনীদের ফাঁদের ঝুলিতে এ ভাবে পাকা ফলের মতো ঝরে পড়ে।

আশীর ব্যাপারেও এই একই বাধা। আম্মী তাঁর বড় ভাবীর ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্যে ভেবে রেখেছিলেন। ছেলে ডাক্তার। এফ, আর, সি, এস, করে দেশে এসে পৌঁচেছে মাত্র। কতো কন্যাদায় গ্রস্তের দল চড়ামূল্যের প্রতিযোগিতা করে নানা গোপন পথ ধরে আসতে লাগলো। এ অবস্থায় আশীর আম্মী আত্মসম্মান বাঁচিয়ে চুপ করে ছিলেন। ছেলেটি লক্ষ লক্ষ টাকার উপঢৌকন নিয়ে ঘরে বউ আনলো।

এছাড়া আরো দু'একটা সম্বন্ধ এসেছে তাও সেই বংশ মর্যাদার প্রশ্ন। কেউ শিক্ষা-দীক্ষায় আশীর চেয়ে কম। কেউ আবার কম বংশ মর্যাদার।

এ করে আশী চব্বিশ পৌঁছলো। আম্মি যতো বেশী তাড়াতাড়ি করতে চান ব্যাপার ততই বিলম্বিত হতে চলছে।

সেদিন তাঁর খুশীর অন্ত ছিলো না। আসেফের এক বন্ধুর মা বেগম রফিক তাদের এখানে আসলেন। আসেফ বোধ হয় আশীর বিয়ের সম্বন্ধে তাদের কাছে বলেছে। এজন্যই অনেক চেষ্টা করে নিজেদের পরিচয়ের মধ্যে একটি সম্বন্ধ খুঁজে বের করেছে।

www.pathagar.com

ছেলে অবশ্য ডাক্তার না হলেও একটি ভালো কোম্পানীতে মোটা মাইনের চাকুরী করে। অনেক ধন সম্পত্তির মালিক। মাতা পিতার ২টি সন্তান। এক ভাই, এক বোন। ভালো ঘরের উপযুক্ত ছেলে। আশীর আম্মীর আর কি চাই।

"আপনার মেয়ে রাণীর মতো থাকবে।" গর্ব করে বললেন বেগম রফিক।

"আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।" জবাব দিলেন আশীর আম্মী।

"মেয়ের বড় ভাগ্য। তারা বড় স্বাধীনচেতা ও হাল ফ্যাশানের লোক। আজ কালকের শিক্ষিতা মেয়েরা যে পরিবেশ পছন্দ করে আশীও তাই পাবে।" বললেন বেগম রফিক। আর আশীর আম্মা খুশী হয়ে তাঁর সব কথা শুনতে লাগলেন।

"অন্য কোন সময়ে আমি তাদেরে সাথে নিয়ে আসবো। মেয়ে ও ঘরদোর দেখে নেবে তারা।"

"ঠিক আছে। তাদেরকে নিয়ে আসবেন একদিন। আমার আশীও ইনশাআল্লাহ নিখুঁত মেয়ে।"

"তবু বেগম সাহেব", বেগম রফিক বললেন, 'ছেলের মা ও বোন নিজেরা দেখে শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে নিক।"

"তাহলে তাদেরকে নিয়ে কবে আসবেন?"

"আজ তো মঙ্গলবার, আসছে শুক্রবার আসবো।"

"অবশ্যই আসবেন।"

"চারটার দিকে আসবো। আশী তখন বাসায় থাকবে তো?"

"সে তো থাকবেই। এখানে এসেই চা খাবেন।"

কথা ঠিক হয়ে গেলো। আশীর আম্মা তখন থেকেই মেহমানদের অভ্যর্থনা জানাবার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে আম্মীকে আনন্দিত দেখতে পেলো আশী। তার মনে অশান্তির আগুন জ্বলছে। ফারুক একটিও চিঠি লেখেনি। কয়েকদিন পূর্বে তার কাছ থেকে একটি খাম সে পেয়েছিলো। সাগ্রহে সে খামখানা খুলে পেলো নীল প্যাডের একখানি সাদা কাগজ। এক কোণে শুধু লেখা ছিলো ফারুক। তার এ দুষ্টমীপনা আচরণে আশীর রাগও হয় আবার হাসিও পায়। তার করার কিছুই নেই। সান্ত্বনা, তবুও তো স্মরণ করেছে। একখানা সাদা কাগজ পাঠাবার মতো কষ্টও তো স্বীকার করেছে। কিন্তু সে কোথায়? কি করে? কবে আসবে? এসব প্রশ্নই তাকে কষ্ট দেয়।

নিজের অশান্তির জন্য আম্মার আনন্দিত মনোভাবকে সে এড়িয়ে যায়। দ্বিতীয় দিন ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নের ধুম লেগে যায়। ঘরের সব জিনিসপত্র উলট-পালট করা হচ্ছে। আম্মা তো আছেনই তার সাথে আসেফও সাজানো গোছানোতে লেগে গেছে। আশী কিছুই জানতো না। তাই সরল মনে কারণ জিজ্ঞেস করলো। আসেফ অর্থপূর্ণ মুচকি হাসি দিলো। আর আম্মী সব কথা বলে দিলেন।

www.pathagar.com

আশীর মনে হলো যেনো কেউ তাকে পাহাড়ের উঁচু চুড়া থেকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে নীচের দিকে ফেলে দিয়েছে। বা কেউ তাকে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

আশীর বিমর্ষিত চেহারা কম্পিত ঠোঁট দেখে আম্মি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তার নিজের চোখও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো নিজের সন্তানকে পরের হাতে সোপর্দ করা কতো কঠিন কাজ।

আশী কাঁদলো না। চিৎকারও দিলো না। চুপচাপ নিজের রুমে গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে অদৃষ্টের পরিহাস সম্বন্ধে ভাবতে লাগলো। সে কচি খুকী নয়। কোন অবস্থার চাপে নতি স্বীকার করবে। এ আত্মীয়তা সম্বন্ধে পরিষ্কার জবাব দিয়ে দেয়া তার কাছে কঠিন কিছু নয়। কিন্তু জবাবের কারণ সে কি দর্শাবে। বহু চিন্তার পরও কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারলো না সে।

ফারুক সম্বন্ধেও সে আম্মীকে বলতে পারতো। কিন্তু সে তো এমনভাবে অদৃশ্য হলো যে ফিরে আসার নাম গন্ধও নেই। এ অবস্থায় আশী কি করতে পারে।

আম্মী অভ্যর্থনার কাজে ব্যস্ত। আশীর বিমর্ষ চেহারা দেখে তিনিও অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। তাঁর ধারণা ছিলো অন্যান্য মেয়েদের মতো আশীও বাপের বাড়ী ত্যাগ করে যাবার ব্যথায় ব্যথিত। তিনি কি করে জানবেন পর্দার অন্তরালে কোন আগুন তার মনে ধুকে ধুকে জ্বলছে।

সরওয়াতকে সব কথা বলে আশী তার কাছে পরামর্শ চেয়েছে। সে আগ থেকেই ফারুক সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে আসছে। সে এ নতুন সুযোগকে হাতছাড়া না করারই পরামর্শ দিলো। কিন্তু আশীর পক্ষে এ পরামর্শ গ্রহণ করা কি করে সম্ভব?

চিন্তার এ বেড়াজালে আশী আটকা। আগে যাবে। না পিছু হটবে। কিছুই সে ঠিক করে উঠতে পারছে না। মেহমানদের আগমন বন্ধ করতে সে পারবে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে কেউ তাকে রাজীও করতে পারবে না।

আজ শুক্রবার। আশী হাসপাতালে গেলো না। সারাদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদলো সে। মা শুনে দৌড়িয়ে এসে বাৎসল্যের সাথে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

"এখনতো তারা শুধু দেখতে আসছে। মুর্খ ও বোকা মেয়েদের মতো অনর্থক কেঁদে কেঁদে কেনো তুমি স্বাস্থ্য ক্ষয় করছো। এ সবই আল্লাহর উপর নির্ভর। আমাদের সাথে বনি বনা হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। আমরা তো আর তোমাকে এখনই পাল্কিতে চড়িয়ে দিচ্ছিনে।"

এভাবে আম্মী আশীকে প্রবোধ দিয়ে চলছেন আর আশী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

অবস্থাকে তার স্ব-গতিতে ছেড়ে দে'য়াই উচিৎ। এ ভেবে আশী নিজকে সামলিয়ে নিয়ে চুপ হয়ে গেলো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো যদি এ সম্বন্ধ ঠিকই হতে যায় তাহলে

www.pathagar.com

সে তার সর্বশক্তি দিয়ে একে রুখবে। সে একথাও ভেবে রেখেছে যে; তাদের সাথে এমন বিরূপ ব্যবহার দেখাবে যাতে তারা আর দ্বিতীয় বার এ বাড়ীতে মুখ না করে।বিকালে তারা আসলো। কালো একটি বড় গাড়ী তাদের বাসার কাছে এসে থামলো। গাড়ীটিই তাদের ঐশ্বর্যের প্রথম প্রকাশ।

আশী উঠে গিয়ে তাদেরকে একবার দেখার মতো কৌতুহলও প্রকাশ করেনি। বিছানায়ই যেমনি ছিলো তেমনি রইলো। আম্মীর বার বার বলা সত্ত্বেও সে তার হালকা গোলাপী রঙের শাড়ীখানা পরেনি। এ শাড়ীখানা আম্মী খুব পছন্দ করতেন।

বেগম রফিকের সাথে ছেলের মা ও বোন এসেছে। আশীর আম্মীও কার দেখেই আকর্ষিত হয়ে পড়েছেন। ছেলের মা'র কনুই পর্যন্ত হাতের বালা আর আঙ্গুলে হীরার রিং তাদের ঐশ্বর্যের আর এক প্রকাশ। মা মনে মনে আশীর সৌভাগ্যের কথা ভেবে আনন্দিত।

মা ও বেটীর চেহারা মানান সই ছিলো। মেয়েটি ছিলো অত্যাধুনিকা। কথাবর্তায় বেশভূষায় অভিনয়ের ভাব । এখনো বিয়ে হয়নি। তার মেইকআপ ও চুলের ষ্টাইলে অন্ততঃ আশীর আম্মী একথা বুঝতে পারেন নি।

মাও বেশ সাজসজ্জা করে এসেছে। আশীর আম্মী বরাবরই সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি আরো বেশী সাদাসিধে চলতে শুরু করেন। ভদ্র মহিলার অতি সাজসজ্জা ও চলনভঙ্গি তাঁর কাছে ভালো না লাগলেও আজকালকের শিক্ষিতা মেয়েরা এসবকে সৌভাগ্য মনে করে বলেই তিনি একে বেশী অপছন্দ করেননি।

মেহমানদের সাদর সম্ভাষণে আশীর আম্মী কোন ত্রুটি করেননি। ছেলের বোন আশীকে দেখার জন্য কয়েকবারই আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আশীর আম্মীও তাকে মেহমানদের কাছে আসার জন্য কয়েকবারই ডেকেছেন। কিন্তু সে আপন কক্ষ হতে একবারও বেরিয়ে আসেনি। মার কাছে তার এ ব্যবহার ভালো না লাগলেও অগত্যা তিনি চুপ করে গেছেন।

"কোথায় তিনি। আমি নিজে গিয়েই তাকে নিয়ে আসি।" বলে সে মেয়েটি নগ্ন কাঁধে আচল ফেলে উঠে দাঁড়ালো।

আশীর আম্মী হাসি দিয়ে তাকে আশীর কামরায় পাঠিয়ে দিলো।

খাটের উপর বসা ছিলো আশী। অসহায়ের মতো দু'হাত কচলাতে থাকলেও তার চেহারায় ছিলো আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ।

মুচকি হেসে মেয়েটি দরজার পর্দা সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো। আশী মাথা উঠিয়ে তার দিকে তাকালো। আর তাকিয়েই রইলো আশী তার দিকে। আশীকে দেখেই মেয়েটির মুখের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। শরীরে উঠেছে কম্পন। পায়ের তলার

www.pathagar.com

মাটি যেনো তার সরে যেতে লাগলো। পাশের দেয়াল ধরে কম্পিত শরীরকে সামলিয়ে নিলো।

অজ্ঞাতসারেই আশী বসা [redacted] উঠে দাঁড়ালো। মেয়েটির আপাদমস্তক সে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখে নিলো। মুখে ঘৃণার হাসি ফুটিয়ে বড় বড় চোখে সামনের দিকে এগুলো আশী।

"তুমি?"

মুহূর্তের মধ্যে মেয়েটির মুখের রং বদলিয়ে গেলো। স্তম্ভিত হয়ে সে আশীকে দেখছে। আশীর ক্লিনিকে নিজের কুকর্মের কালো দাগ মিটাতে এসেছিলো এই মেয়েটি একদিন।

আশী ভাবতেও পারেনি আল্লাহ তার উপর এত দয়া করবেন। এ ভাবে এ নতুন বিপদ থেকে মুক্তির পথ বের করে দেবেন। এখন আর আম্মীর কাছে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে, তাকে ফারুকের অপেক্ষার কথা মুখ ফুটে বলতে হবে না। প্রত্যাখ্যান করার জন্য আর কোন কারন পেশ করতে হবে না। নিজের ঘৃণ্য ও পৈশাচিক কর্মকে ঢেকে রাখার প্রয়োজনেই সে আর এ বাড়ীতে পা বাড়াবে না। বাস্তবেও হয়েছে তাই। প্রকৃত ব্যাপার শুনে তিনিও চুপ করে গেলেন। "আশীর আনন্দের সীমা নেই।"

www.pathagar.com

সতর

"ডাক্তার আহমদের সাথে তোমার দেখা হয়েছে?" আশীকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো সরওয়াত।

"আগে আমার খোঁজ খবর তো জিজ্ঞেস করবে। তিনটি দিন পর এলাম।" শান্তভাবে বললো আশী।

"ডাক্তার আহমদ এখানেই তো থাকবেন। কোথা'ও তো ভেগে যাচ্ছেন না। এক সময় গিয়ে তার সাথে পরিচয় করিয়ে নেবো।"

"হায়! কি বলবো তোমায় আশী। এখানো যদি তাকে না দেখে থাকো, মনে করবে তুমি কিছুই দেখনি।" তামাশা করে বুকে হাত রেখে বললো সরওয়াত।

"ভালো-।" আশী মুচকি হাসলো। 'দেখিস আবার-'।

"আরে যদি আকদখানি না-ই হতো তবে-" আবার বুকে হাত মারলো সে। হেসে উঠে আশী তার গালে ছোট একটি চড় মেরে দিলো।

"আরে ভাই তোমায় কি ভাবে দেবো তার রূপের বর্ণনা।" ডাক্তার বানুতো তার পিছে লাগার সংকল্পই করে বসেছে।" খুব স্মার্ট বেশ হ্যাণ্ডসাম।

সরওয়াতের বর্ণনা এত কৌতুকপূর্ণ ছিলো যে তা দেখে আশী একেবারে হেসেই ফেললো। অপারেশন থিয়েটারে যেতে হবে এজন্য ঘড়িতে সময় দেখে নিলো সে।

"আজ তোমার ডিউটি ডাক্তার রহমানের সাথে না?" জিজ্ঞেস করলো সরওয়াত।

"হাঁ" উত্তর দিলো আশী।

"আমার সাথে চলো। ডাক্তার আহমদের সাথে পরিচয় করিয়ে দি" সরওয়াত আশীর হাত ধরে বললো।

"ছিঃ! ছিঃ! সরওয়াত তুমি একেবারে বাচ্চাদের মতো শুরু করেছো। উনি তো এখানেই থাকবেন?' সুযোগ মতো একসময় পরিচয় করিয়ে নেবো। তাছাড়া কাল আমার ডিউটি তাঁরই থিয়েটারে।"

"হায়রে অবুঝ মেয়ে। পাছে পাস্তাতে হবে।" সরওয়াত তার হাত ধরে টানলো- "চলো ক্ষণিকের জন্যে আমার সাথে চলো।"

"আমার দেরী হয়ে যাবে সরওয়াত।"

সরওয়াতের হাত থেকে নিজের হাত ছুটিয়ে নিয়ে আশী ডিউটিতে রওনা হলো। নিজের থিয়েটারের বাইরেই ডাক্তার আরেফার সাথে তার দেখা।

"হ্যালো, হ্যালো" বলে একজন আর একজনের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসাবাদ করলো। আশী তিন দিনের ছুটিতে ছিলো। আরেফা জিজ্ঞাসা করলো- "কেমন সব ভালো তো।"

www.pathagar.com

"আত্মীর একজন চাচাত ভাই মারা গেছেন। তাই তিনি লায়ালপুরে গেছেন। আর সব খবর ভালো।"

তুমি ছুটিতে যাবার পরই ডাক্তার আহমদ এসেছেন না? আরেফা জিজ্ঞাসা করলো।

"হ্যাঁ"

"তাঁর সাথে তোমার পরিচয় হয়েছে?"

"না, এখনো পরিচয় করিয়ে নেবার সৌভাগ্য ঘটেনি।" -মনে মনে আশী ক্ষেপে উঠলো- "ডাক্তার আহমদ হোক বা কোন মহারাজাই হোক তাকে দেখার বা তার সাথে মিশবার জন্যে তোমাদের এতো আগ্রহ কেনো?"

অপারেশন থিয়েটারে ডাক্তার রাবেয়া আর সিষ্টার রাফআতও ডাক্তার আহমদের আলাপে রত। দু'জনকেই তার উপর আকৃষ্ট মনে হলো। এসব দেখে শুনে আশীর মনেও কৌতুহলের সৃষ্টি হলো। সে কেমন মানুষ যে হাসপাতালের সব যুবতী ডাক্তার ও নার্সদের জপ তপের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তার মন চাইলো এখন গিয়েই তাকে এক নজর দেখে আসবে। কিন্তু অপারেশন বেশী থাকায় আর সম্ভব হয়নি। ডাক্তার রহমান ই, এন, টি স্পেশালিষ্ট। আজ গলার তিনটি নাকের চারটি অপারেশন আছে।

আশী সাদা কাপড়ের জুতা, ষ্টেরিলাইজড মাস্ক কেপ পরে অপারেশনে ছিলো ব্যস্ত।

অবসর হয়ে কতক্ষণের জন্য সে ডিউটিরুমে এসে বসলো। সরওয়াত ও আরেফা সে সময় চা পান করছে। গায়ের অ্যাপ্রন খুলে একটি চেয়ারে ছুড়ে ফেলে আর একটি চেয়ার টেনে কাছে আনলো সে।

"আমার জন্যে চা-টা কিছু হবে?" বসতে বসতে বসলো আশী।

"এসে যাবে ম্যাডাম- আপনি আদেশ দিন।" সরওয়াত বললো। সাথে সাথে চৌকিদারকেও ডাকলো সে।

হন্তদন্ত হয়ে চৌকিদার এলো ভেতরে।

"আর একটি চা আনো।" অর্ডার দিলো সরওয়াত- "সাথে বিস্কুটও আনবে।"

"আচ্ছা ঠিক আছে ডাক্তার সাহেবা।" বেরিয়ে গেলো চৌকিদার।

"আশী বেশ পরিশ্রান্ত ছিলো। সে চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে গা এলিয়ে বসলো। সরওয়াত আর আরেফা কথা বলে চলছে। তাদের কোন কথায়ই আশী অংশ নিচ্ছে না। কথার বিষয়বস্তু একটা থেকে আর একটা তাড়তাড়ি করে বদলিয়ে যাচ্ছে। শীঘ্রই তারা ডাক্তার আহমদ প্রসঙ্গে এসে পড়লো। আশীও মনে মনে তাই চাইছিলো।

তুমি লক্ষ্য করেছো সরওয়াত ডাক্তার আহমদ সামান্য তোতলায়। কথা বলতে মাঝে মাঝে একটু আটকিয়ে যায়। লজ্জিত হয়ে পরে চুপ করে থাকে।

আরেফা, সে যদি না হতো কছম খোদার, আমি আল্লাহর সাথে লড়াই বাঁধায়ে দিতাম। চায়ের শেষ ঢোক গিলতে গিলতে বললো সরওয়াত।

www.pathagar.com

"সে আবার কি?" খালি পেয়ালা ট্রেতে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করলো আরেফা।

"আরে ভাই! আল্লাহ তায়ালা কি সব কিছু একজনকেই দিয়ে দেবেন। চেহারা, অবয়ব গঠন, চরিত্র, জ্ঞান-গুণ, ধন-দৌলত সব যদি একজনেই পায় তাহলে আমরা পাবো কি? তার কাছে নালিশ করে বসতাম।"

এত ব্যক্তিত্ব, এত গাম্ভীর্য কিন্তু মুখের কথা একটু আটকে যায়। এইটুকু খুঁত।

আমি'ত টের পাইনি। কিন্তু গতকাল আর আজ সকালে কথা বলতে বলতে যখন অ্যা-অ্যা করে থেমে গেলেন তখন আমি বুঝলাম। যদিও আটকায় কমই।

"এরপরও" আরেফা তাড়াতাড়ি করে বললো, "এটা তাঁর গুণাবলীকে ম্লান করে।"

"বিলকুল ঠিক," সরওয়াত বললো-"এজন্যেই আমি আমার নাম তাঁর ভক্ত অনুরক্তদের লিষ্ট থেকে উঠিয়ে নিয়েছি।

সরওয়াতের কথায় আশীও হেসে ফেললো। সরওয়াত বেপরোয়া ভাবে বলেই চললো।

চৌকিদার চা-নিয়ে ভিতরে আসলো সে নিজের সামনে ট্রে রেখে চা বানিয়ে আশীর দিকে বাড়িয়ে দিলো।

"তুমি আরো খাবে?" সরওয়াত জিজ্ঞেস করলো।

"না, শুকরিয়া",-বললো সে।

এমনি সময়ে ডাক্তার আসলাম ভিতরে এলো। তৈরী চা দেখে তার কাছে এসে বসলো সে।

"আমার ভাগ্যে কি কিছু পড়বে, ডাক্তার?" সরওয়াতকে জিজ্ঞেস করলো সে।

"যখন চাইছেন না করার কি জো আছে?" অন্য একটা পেয়ালা বাথরুমে গিয়ে ধুয়ে নিয়ে এলো সে। চা বানাতে বানাতে আবার ডাক্তার আহমদের তোতলামির কথা তুললো সরওয়াত।

"হাঁ, আমিও টের পেয়েছি" বললো- আসলাম।

"কি ওয়ান্ডারফুল লোক" সরওয়াত বললো, "কিন্তু বেচারা-"

"যাক খুব বেশী নাতো। মামুলী ধরণের, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলে বোঝা যায় - সামান্য আটকায়।"

তারা তিন জনই ডাক্তার আহমদের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও তোতলামীর বিষয় বলে চলেছে। এসব কথায় আশী কোন অংশ নেয়নি। কিন্তু ডাক্তার আহমদকে তার দেখার বড় শখ হলো।

ডিউটি শেষ হবার আগ পর্যন্ত ডাক্তার আহম্মদকে দেখার সুযোগ হলোনা। একবার অপারেশন থিয়েটারে গিয়েছিলো কিন্তু ডাক্তার আহম্মদ তখন ছিলেননা ওখানে। তাঁকে দেখার সখ ছিলো। উৎকণ্ঠিত ছিলোনা। আজ না হয় কাল দেখবে। তার কালকের

www.pathagar.com

ডিউটি তো তারই সাথে। ছুটির পরে আশী নিজের অ্যাপ্রন উঠিয়ে নিলো। টেক্সি সময় মতোই এসে যায়। আজ সরওয়াতও তার গাড়ীতে করে যাবে। সরওয়াত এজন্য সব নিয়ে তার সাথে রওনা হলো।

নিজেদের সব জিনিসপত্র নিয়ে তারা দু'জনই হাসপাতালের প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে নামছে। সিস্টার মুনা উপরে উঠছে। সে তাদের দু'জনকেই সালাম দিলো।

"আজ আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ী যাওয়া দরকার আশী। আগে আমাকে নামিয়ে দেবে।" সরওয়াত মুনার সালামের জবাব দেবার পর আশীকে বললো।

"কেন? আজ এত তাড়া কিসের?" আশী মাথা হেলিয়ে মুনার সালামের জবাব দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলো।

"কাজ আছে?"

"শ্বশুড় বাড়ীর মেহমান তো আসছে না।"

"আমার তো নয়। নুসরতের বোধ হয় আসবে।"

"নুসরত? তারও আকদ হয়ে গেছে নাকি?"

"না এখনও হয়নি। আজ তাকে দেখতে আসবে। আল্লাহ করুন যেনো এ সম্বন্ধটা ঠিক হয়ে যায়। মার দুর্শ্চিন্তার অন্ত নেই। বিশেষ করে ব্লাড প্রেশারের পর থেকে তিনি বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

সরওয়াত আশীর কাছে নুসরতের কথা বলতে শুরু করলো। নুসরত তার ছোট বোন। এবার বি, এ, পাশ করেছে। তারা দু'টোই বোন। এক ডাক্তারের সাথে তার তো আকদ হয়ে গেছে। নুসরতের বিয়ে এখনও হয়নি।

নিবিষ্টমনে সরওয়াত কথা বলে চলছে। আশীও শান্তভাবে সব শুনছে। কিন্তু এসব কথা হতে এক নতুন চিন্তার সূত্রপাত হলো আশীর মনে। তার ভাই আশেফের জন্য সে নুসরতের বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে। মেয়েটি সুন্দর, শান্ত সমাহিত। আচার আচরণও ভালো। দুই পরিবারেরই পারিবারিক অবস্থা ব্যবস্থার মিল আছে। এতদিন কেনো এ কথাটা তার মনে উঠলো না তাই সে ভাবছে।

"ছেলে কি করে?" দীর্ঘ কথার পর জিজ্ঞেস করলো আশী।

"সিভিল সার্ভিসের ক্লাস টু অফিসার।" --সরওয়াত বললো। "সাধারণ চাকুরী। আমার মনতো সাড়া দেয় না। এত আদরের বোন। কিন্তু আম্মিও ঠিকই বলেন-ভাল, সম্বন্ধ আর পাব কোথায়?"

"কেন পাওয়া যাবে না।" তাড়াতাড়ি করে বললো, আশী।

"কোন ভালো সম্বন্ধ জানা থাকলে বলবে।" লজ্জিত স্বরে আসতে আসতে বললো সরওয়াত। আমাদের তো এত তাড়াহুড়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আম্মি প্রয়োজনের বেশী চিন্তিত। আব্বা রিটায়ার করেছেন। তাদের ইচ্ছা তাড়াতাড়ি এ কাজ সেরে ফেলা।

www.pathagar.com

"ঠিকই বলেন।" নুসরত বি, এ পাশ করে বসে আছে। তার বিয়ে হয়ে যাওয়াই দরকার।

কথা বলতে বলতে তারা বড় বারান্দার সামনের রাস্তায় এসে পড়লো। ডান দিকের বাগান পার হয়ে যেতে সরওয়াত গন্ধ ভেসে আসা প্রস্ফুটিত একটি গোলাপ ফুল ছিড়ে নিয়ে আশীর বেনীতে লাগিয়ে দিলো।

"ধন্যবাদ।" মুচকী হাসলো আশী।

"দেখো দেখো আশী।" সরওয়াত উদ্বিগ্ন হয়ে আশীকে খোঁচা দিয়ে সম্মুখের দিকে আঙ্গুল ইশারা করে দেখালো।

"কি?"

"ওই যে ডাক্তার আহম্মদ, ডাক্তার লতিফের সাথে যাচ্ছে।"

আশী ওই দিকে তাকালো। ডাক্তার আহমদ? স্তম্ভিত হয়ে ডাক্তার লতিফের সাথে গমণকারী ডাক্তার আহম্মদের দিকে তাকিয়ে রইলো আশী।

এক পলকেই তার মানস প্রিয়কে চিনে ফেলা তার জন্য কঠিন মোটেই ছিলোনা। ফারুক ছাড়া নিশ্চয়ই এ আর কেউ নয়। লক্ষ লোকের মাঝেও সে তাকে চিনতে পারবে। এখানে তো মাত্র কয়েক গজের ব্যবধান চিনা কতো সহজ।

হতভম্ব ও উদ্বিগ্ন হয়ে সেদিকেই তাকিয়ে রইলো আশী।

"কি হলো চলোনা" আশীকে টোকা মেরে বললো সরওয়াত। চেতনাহীন আশীর সাথে ডাক্তার আহাম্মদ সম্পর্কে তখনো কথা বলে চলছে সরওয়াত। আশীর অবস্থা সে কিছুই বুঝতে পারেনি। আশী চোখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ডাক্তার আহমদকে দেখছে। সে হালকা ফিরোজা রঙ্গের ভক্সওয়াগন গাড়ীর দরজা খুলছে।

"দেখেছো কেমন মায়াবী চেহারার মানুষ।" সরওয়াত বলে চললো।

"হাঁ, হাঁ সরওয়াত।" স্তম্ভিত মনোভাব কাটিয়ে উঠে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে বলে উঠলো আশী।

সরওয়াত সহ আশী বাদিকে মোড় নিলো। গাড়ী ছিলো ওদিকে।

সরওয়াত এখনো আশীর সাথে নানা কথা বলেই চলছে।

কিন্তু সে টের পায়নি মুহূর্তে মুহূর্তে আশীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে।

www.pathagar.com

আঠার

অনেক দিনের অনাবৃষ্টির পর উত্তপ্ত মাটিতে বৃষ্টির ফোটা পড়লে প্রথম দিকে উত্তাপও বের হয়। আশীরও ছিলো এ অবস্থা। ফারুক আর ডাক্তার আহমদ ডাক্তার আহমদ আর ফারুক একই ব্যক্তির দু'নাম। একই সময়ে উত্তাপ ও ঠাণ্ডা।

ফারুক উকিল নয় ডাক্তার! মারীর দীর্ঘ সময়টা সে তাকে কি ধাঁধাঁয় ফেলে রেখেছিলো। কি বোকা সে বানিয়েছে তাকে?

অতীত জীবনের পরতে পরতে পাতা উল্টিয়ে দেখতে লাগলো। ফারুকের আহত বাহুর কথা। পট্টি করার সময় কথায় কথায় সে তার সাথে তর্ক করেছে। ঔষধের নাম ধাম জিজ্ঞেস করেছে। ব্যবস্থাপত্রের টেবলেটগুলো দেখে ওখানেও কথা কাটাকাটি করেছে। কেমন অবুঝ রুগীর মতো কথাবার্তা বলেছে সে। আর আশী বিজ্ঞ ডাক্তারের মতো তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত করেছে। সে সময়তো সে কিছুই আঁচ করতে পারেনি। আর এখন।

আশীর অবস্থা বড় শুচনীয় হয়ে দাঁড়ালো। কখনো রাগে লাল হয়ে উঠে চেহারা। কখনো লজ্জায় শরীর উঠে ঘেমে। কখনো রসিক প্রিয়ের রহস্যময় দুষ্টুমির আনন্দে মন উঠে নেচে।

"বাহানাবাজ! বহুরূপী!" কয়েকবার বললো আশী। সন্ধ্যা পর্যন্ত সে নিজ রুমে বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিন্তার রাজ্যে মন্থন করে চলছে। ফারুক! তার মানসপ্রিয়। তার প্রথম ভালোবাসা।

ডাক্তার আহমদের ছায়া ধরে নতুনরূপে এখানে এসেছে। সে উকিল নয়। ডাক্তার! তার নিজের পেশা। কতো আনন্দের কথা।

ভাবনার তার অন্ত নেই। মনে পড়লো সেদিনের কথা যে দিন সে ফারুককে তার পেশা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলো। ইনিয়ে বিনিয়ে কতো চক্কর কাটলো ফারুক। সরলচিত্তে সে তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তার অভিনয়কে সে সত্য বলে ধরে নিয়েছে। কথায় কথায় তার জেরা করার অভ্যেস থেকে সে তাকে অনুমান করেছে একজন উকিল বলে।

এ কথার উত্তরে সে শুধু মুচকি হেসেছে। এ মুচকি হাসিতে তখনো তার সন্দেহ হয়েছিলো কিন্তু সঠিকভাবে সে কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি।

সেদিনের সে তৃতীয় প্রহরের কথাও মনে উঠলো আশীর। ফারুক মারীর অঙ্গীকারের নির্দিষ্ট দিনের অনেক পরে ক্লিনিকে তার সাথে দেখা করতে আসলে সে অভিমান করেছিলো। ফারুক তাড়াতাড়ি আসতে না পারার জন্যে ব্যবসায়ী কোন কাজ

www.pathagar.com

উপলক্ষে করাচী যাওয়াকে কারণ হিসেবে পেশ করে রহস্যজনক হাসি দিয়েছিলো। তার সে রহস্যপূর্ণ হাসি, চোখের চমকে কোন ইঙ্গিত ছিলো তখনো এ কথা আশী অনুভব করেছে। কিন্তু ধারণা করতে পারেনি কোন দিকে ছিলো সে ইঙ্গিত।

এখন তো এটা স্পষ্ট। বদলীর চেষ্টায়ই করাচী গিয়েছিলো সে। উহ! কতো অ্যাক্টিং করতে জানে এ মানুষটি। প্রীতি ভরে মনে মনে বললো আশী। এই অভিনব প্রকৃতির মানুষটির মধ্যে ডুবে গিয়ে তার স্বভাব সম্বন্ধে ভাবতে লাগলো সে।

চিন্তাও ভাবনার সাথে সাথে আশীর মনের উত্তাপ দুঃখ ব্যথা কমে যেতে লাগলো। হৃদয় হতে লাগলো শান্ত ও শীতল। আনন্দের নিশায় সে লাগলো ঝিমাতে। খুশীর আকুল সাগরে লাগলো ভাসতে। তার মনে হলো ঘরে বসে বসে হাতে পেলো সাত রাজার ধন। যেনো গোপন কোন বিরাণ ভূমিতে ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব ঘটেছে। কোন নির্জীব ডাল হঠাৎ যেনো ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠেছে।

কোন অন্ধকার পথে যেনো হাজার রং-এর রঙ্গিন বাতি এক সাথে জ্বলে উঠেছে।

সন্ধ্যা পার হয়ে রাত এলো। আশীর কোন খবর নেই। আম্মার ডাকে তার ধ্যান ভাঙ্গলো। নতুবা আত্মভোলার এ ধ্যান কখন ভাঙ্গতো তা বলা কঠিন।

রাতে খাবার টেবিলে তাকে বেশ হাসিখুশী দেখাচ্ছিলো। কথায় কথায় হাসছে। ফুলে ভরা ডালের মতো নিজ ভারে যেনো হেলছে দুলছে। কোন ষোড়শীর কাখে ভরা কলসীর পানি যেনো ঝলক ঝলক করে লাফিয়ে পড়ছে।

অনেকদিন পর আসেফ আশীকে এত আনন্দিত দেখতে পেলো। কোন কথায় আশী অট্টহাসি দিলে আসেফ তার মাথায় মৃদু আঘাত দিয়ে বললো "আজ তোমাকে খুব খুশী মনে হচ্ছে। কিছু পেয়েছ নাকি আজ?"

"অনেক কিছু।"

আনন্দের লহরী তার চোখ দিয়ে উপচিয়ে পড়ছে। চোখের উপরও রাগ ধরে তার। এ দুষ্ট চোখগুলো না অবশেষে তার গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়।

"আজ আমার মাকে সত্যই খুব খুশী বলে মনে হচ্ছে।"

"এজন্যই তো জিজ্ঞেস করছি আম্মি কি পেয়েছে সে আজ।" খেতে খেতে বললো আসেফ।

"বলে দেবো ভাইজান?" কৌতুক স্বরে চিৎকার দিয়ে বললো আশী। বলে দেবো কি পেয়েছি?

"বলো না।"

"একজন ভাবীর সন্ধ্যান পেয়েছি।"

"যা বোকা কোথাকার!"

"শপথ করে বলছি মিথ্যে নয়। সত্যি! সত্যি!! কতো ভালো এক ভাবীর সন্ধ্যান পেয়েছি আজ। ভাই-বোনের এ মিঠে ঝগড়া অকেনক্ষণ ধরে চলতে লাগলো। তাদের

www.pathagar.com

দু'জনেরই কথায় মুচকি মুচকি হাসছে আম্মি। আশী বার বার তার কথায় জোর দেয়ায় তিনি কৌতুহলী হয়ে বলে ফেললেন- "কে সে মেয়ে, মা" আমাকে বলোনা,

"বলছি আম্মি!

"এ সব সে বেহুদা বকছে আম্মি।" আসেফ বললো।

নুসরতের কথা মনে পড়লো আশীর। তার চিন্তারাজ্যের তখন নূসরতের নাম গন্ধ না থাকলেও নিজকে লুকাবার জন্য ওই দিকেই কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলো সে। আম্মার মতোমতের সাথে এ সুযোগে ভাইজানেরও মতামত জানা যাবে।

"আপনি নূসরতকে চিনেন না আম্মি।"

"কোন নুসরত?"

"সরওয়াতের ছোট বোন।"

"তোমার বান্ধবী সরওয়াত?"

"হাঁ আম্মি।"

"আমাদের বাসায় ও দু'তিনবার এসেছে।"

"আপনি দেখেছেন। নুসরত বি,এ পাশ করেছে। বড় মায়াবী চেহারার মেয়ে আম্মি। বংশ মর্যাদাও ভালো আমাদের মতো লোক।

"ছিঃ! ছিঃ! আম্মিও জানি কি?" তার কথা বিশ্বাস করে ফেলেছেন। আসেফ প্রতিবাদের সুরে বললো।

"বিশ্বাস অবিশ্বাসের কি আছে? একটা বউ ঘরে আনতে হবে না?" মা বললেন।

আমি কি অস্বিকার করেছি? "তা হলে এত কথা কেনো? খুশী হয়ে বললো আশী।

"একটি শর্ত আছে যে।" দুষ্টমীর ভঙ্গিতে আশীর দিকে তাকালো আসেফ।

"কি শর্ত।" সে সরলভাবে জিজ্ঞেস করলো।

"আগে তোমার।"

কথার শেষে আশী হেলে দুলে টেবিল থেকে উঠলো। গুণগুণ করতে করতে রুমে প্রবেশ করলো।

যেখানেই সে থাকতো নীরব নিরবচ্ছিন্ন একাকী, ডাক্তার আহমাদের রূপে ফারুক তার দৃষ্টিতে ভেসে উঠতো।

তোমার ধোকায় আমি আর পড়বো না ফারুক। তুমি ডাক্তারের বেশ নাও, চাই কথায় তোতলামীর বাহানা করো, তোমার কৌতুককে আর আমি অগ্রসর হতে দেবোনা। সফল হতে দেবোনা এবার তোমার অভিনয়। -অনেক খেলেছো এত সোজাও আমি নই যে তোমাকে চিনবো না। বহুরূপির বেশ ধরে নতুন পদ্ধতিতে আমাকে জ্বালাতে এসেছো। কিন্তু কিন্তু আমাকে বোকা বানাতে বানাতে তুমি আবার বোকা বনে না যাও!

নিজের মনের সাথে কথা বলতে বলতে ঘুমের কোলে ঢুলে পড়লো আশী।

www.pathagar.com

উনিশ

আজ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই হাসপাতালে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো আশী। হাসপাতালে সে রোজই যায়। কিন্তু আজকের যাওয়ায় কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিহিত ছিলো। খুব আড়ম্বরের সাথে তৈরী হচ্ছে। ফারুকের সাথে পরিচয়ের প্রথম দিনে পরা নীল রঙ্গের ওই শাড়ীখানা পরলো সে। মাথার বেনী ছেড়ে দিলো কোমরের দিকে। এমনিতেই চোখে নেশার আমেজ মাখা। তার উপর আবার কাজল পেন্সিলের মিহিন দাগ চোখের নিশার মাত্রাকে দিয়েছে আরো বাড়িয়ে। হালকা লিপষ্টিক মাখা ঠোঁটগুলো ফুলের কলির মতো ফুটে রয়েছে। সুগন্ধ ভেসে আসছে কাপড় হতে।

ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে আপাদমস্তক দেখে নিলো আশী। চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ ছটা লেগেছিলো তার। দ্ব্যর্থবোধক মুচকি হাসি ঠোঁটে চেপে অ্যাপ্রন উঠিয়ে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো সে।

বারান্দায়ই ছিলেন আম্মি। বেরিয়ে যাবার আগে তাঁকে সালাম জানালো আশী।

"টেক্সি এসেছে?"

জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"এখনই এসে যাবে।" ঘড়ি দেখে বললো আশী।

এরি মধ্যে টেক্সির হর্ণ শোনা গেলো। চলে যাবার জন্য ঘুরলো আশী।

"আশী।" গোপন কোন কথা বলার ভঙ্গিতে ডাকলেন আম্মি।

"জি আম্মি।" দরজায় ঘুরে দাঁড়ালো সে।

"সরওয়াতের সাথে অবশ্যই কথা বলবে।"

"ঠিক আছে আম্মি।" হাসি দিয়ে বেরিয়ে গেলো সে। আশীর চোখ দিয়ে টপকিয়ে পড়ছে উজ্জ্বল ছটা। মারীর মনোমুগ্ধকর দিনরাতগুলো মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগলো তার। ফারুকের চেহারাই কেবল ভেসে উঠছে মনের রূপালী পর্দায়।

আজ সে ফারুককে ডাক্তার আহমদের নতুন রূপে দেখবে। সে জানতো ফারুক তাকে বোকা বানিয়ে রস উপভোগ করার জন্যেই এ নতুন রূপ ধারণ করেছে। তার এই কারসাজীর মোকাবেলা করার জন্য মনে মনে কয়েকটা পরিকল্পনা এঁটে নিলো আজ আশীও।

তাকে গেটে নামিয়ে দিয়ে গাড়ী চলে গেলো। আশী উদাসিনীর মতো হাঁটতে হাঁটতে বাগান পেরিয়ে বারান্দায় এসে পৌছলো। আনন্দচিত্তে সে চলছে। প্রথম মোড়েই ডাক্তার লতিফ আর ডাক্তার আহম্মদকে কথা বলতে বলতে আসতে দেখা গেলো। তাদেরকে দেখেই আশীর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। হাঁটার গতি কমে গেলো তার।

www.pathagar.com

ডাক্তার আহমদ নিসন্দেহেই ফারুক। তাকে চিন্‌তে আশীর একটুও কষ্ট হলো না! কালতো সে তাকে দূর থেকে দেখেছে। আজ তো প্রায় মুখোমুখি।

"হ্যালো মিস আশেফা" কয়েক পা সামনে থাকতেই হাত হেলিয়ে ডাকলো ডাক্তার লতিফ।

অভ্যর্থনা জানাবার ভঙ্গিতে মুচকি হাসলো আশী।

ডাক্তার আহমদও আশীকে দেখলো বটে, কিন্তু এ দৃষ্টিতে আপনজন বা পূর্ব পরিচয়ের লেশ মাত্রও ছিলো না। এরপরও এই অভিনেতার সব অভিনয়ই বুঝে ফেলেছে আশী।

"আপনার সাথে ওর পরিচয় হয়েছে।" ডাক্তার লতিফ আহমদকে জিজ্ঞেস করলো।

"না হয়নি তো।" আহমদ উত্তর দিলো।

দুজনই আশীর কাছে এসে থেমে গেলেন। আশী একপাশে সরে দাঁড়ালো। আহমদের কথায় তার হাসি পাচ্ছিলো। এক একবার তার মন চাইছিলো খিল খিল করে হেসে দিয়ে সব রহস্য ডাক্তার লতিফের কাছে প্রকাশ করে দেয়। কিন্তু সে তা করলো না। সে নিজেও বোধ হয় এ খেলার শেষ রহস্য দেখতে চায়। এ জন্যই ঠোঁটের কোণের প্রস্ফুটিত হাসি স্যালুটে রূপান্তরিত করে ফেললো আশী।

"ইনি হলেন ডাক্তার আশেফা।" ডাক্তার লতীফ ডাক্তার আহমদকে আশীর পরিচয় দিয়ে বললোঃ

"আর ইনি হলেন ডাক্তার আহমদ...আমাদের নতুন সার্জন।" মাথা সামান্য নীচু করে সালাম জানালো আশী। ডাক্তার আহমদ মুচকি হেসে সালামের জবাব দিলো। কিন্তু এ ছিলো পূর্ণ অপরিচয়ের অভিব্যক্তিজাত হাসি।

পর-পর তার এ ভাব ও অপরিচিতের ভানে আশী আপনজন ও হৃদ্যতার ভাব নিয়ে তার চোখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে মুচকি হাসলো। যেনো আর বুঝি কোন দুষ্টুমি নেই! কিন্তু সে পরিচয়ের রীতিনীতি হীন সংকুচিত হাসি দিয়েই দিলো আশীর হাসির পাল্টা জবাব। যেনো আশীর এ ভাব সৌজন্যের বরখেলাপ। লজ্জিত হয়ে আশী বারান্দা থেকে বাগানের দিকে তাকিয়ে নার্সদের যাওয়া আসা দেখতে লাগলো।

"বড় পরিশ্রমী ও কর্তব্যনিষ্ঠা ডাক্তার।" ডাক্তার লতিফ আশী সম্পর্কে ডাক্তার আহমদকে বললো।

"প্রত্যেক ডাক্তারের এরূপ হওয়া উচিত।" আহমদ তার দিকে স্বচ্ছ দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলো।

"নিশ্চয় নিশ্চয়।" তার কথার সমর্থন জানিয়ে বললো ডাক্তার লতিফ; কিন্তু অনেক লোকই দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয়, না 'মিস' আসেফা?"

www.pathagar.com

লতিফের কথার জবাবে আশী এমনভাবে মুচকী হাসলো যেনো প্রভাতকালীন নির্মল বায়ু ফুটান্মোখ কলিকে একটা নাড়া দিয়ে গেলো।

"বড় অনুতাপের বিষয় ডাক্তার লতিফ। আমাদের এরূপ হওয়া উচিৎ নয়। এভাবেই আমরা আমাদের এ সম্মানিত পেশার অমর্যাদা, করি।" ডাক্তার আহমদ ডাক্তার লতিফের উদ্দেশ্য কথাগুলো বলে চলছে। আশী ফারুকের কণ্ঠস্বর ভালো করেই চিনলো। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে আটকে যায় তাও সে লক্ষ্য করে হেসে ফেলেছে। এক একবার তার মন চায় সব কথা প্রকাশ করে দেয়। সাহেব অত বানাউটি করবেন না। আপনার প্রতি শিরা-উপশিরা আমার জানা। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারলোনা।

ডাঃ লতিফ আর আহমদ বিদায়ের ফরমাল দু'একটি কথা বলে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন। আশী ওখানে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। কি জানি ভেবে ফিরে গেলো সে। তাঁরা দু'ডাক্তারই ওয়ার্ডে প্রবেশ করলো।

চিন্তিত মনে নিজ রুমে চলে গেলো আশী। সে ভাবছে, ফারুকের এ খেলাকে সে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে যাবে। না রহস্যের এ হাড়ি মাঠে ভেঙ্গে দেবে। কিন্তু পরিশেষে কোন সিদ্ধান্তেই পৌছতে পারলো না সে।

ডাক্তার আহমদের সাথে আজ আশীর ডিউটি। অপারেশন থিয়েটারে তার পৌছার পূর্বেই ডাক্তার আহমদ গিয়ে পৌচেছে। নার্সগুলো তৈরী। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস রুগীকে টেবিলে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। আশীকে এনেসথেসিয়া ইনজেকসন করতে হবে। সে ইনজেকসন নিয়ে টেবিলের দিকে গেলো।

সাদা অ্যাপ্রন, মখমলের সাদা টুপি, চোখের নীচে নাকে ও মুখে পরিহিত চারকোণ বিশিষ্ট রুমালের মতো পট্টী পড়ে থাকায় ডাক্তার আহমদের চেহারা অনেকাংশে বদলে গিয়েছে। কিন্তু তার এ পরিবর্তিত রূপ দেখেও আশীর এতটুকু ভুল হয়নি।

ডাক্তার আহমদ অপারেশন সম্বন্ধে তাকে জরুরী কিছু কথাবার্তা বললেন। এ সময়ে আশীর হাসি সব গোপন রহস্য উদঘাটন করে দেবার উপক্রম করেছিলো!

রোগীকে অজ্ঞান করে ফেলা হয়েছে। ডাক্তার ফারুক পূর্ণ সংযম ও নির্ভরশীলতার সাথে তার উপর ঝুঁকলেন। অপারেশনের কাজ অতি সতর্কতার সাথে চললো। আশী কিছুক্ষণ পর পর নাড়ী দেখছে। কিন্তু তার সমস্ত মনোযোগ ডাক্তার আহমদের কার্যরতঃ ব্যস্ত অথচ নিপূণ হাতের উপরই ছিলো বেশী।

আশীকে মনে মনে স্বীকার করতেই হলো, ডাক্তার হামিদের চেয়েও যোগ্যতাসম্পন্ন ও উপযুক্ত ডাক্তার হলেন ইনি।

"ফারুকও ডাক্তার-"

www.pathagar.com

আশীর চিন্তার মোড় ঘুরে গেলো। সে কোন দিন ধারণাও করতে পারেনি যে, ফারুক ডাক্তার। এতবড় অভিজ্ঞ ডাক্তারের আহত বাহুতে পট্টি করার সময় সে কতোনা আত্মনির্ভরতার ভাব দেখিয়েছে। ওসব মনে হলে এখনও তার শরীর শিউরে উঠে।

"ডাক্তার-আপনি কি অপারেশন থিয়েটারে আছেন"। ডাক্তার আহমদের আওয়াজে আশী সচকিত হয়ে উঠলো। ছোট একটি হাসি দিয়ে রোগীর হাত ধরে নাড়ী দেখতে লাগলো সে। চিন্তায় সে এত মগ্ন ছিলো যে, সত্য সত্যই রোগীর দিকে তার কোন খেয়ালই ছিলোনা।

অপরেশন ছোট হোক আর বড় হোক, রোগীর জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন। জখম সেলাই করতে করতে বললেন ডাক্তার আহমদ। তাঁর কথায় ছিলো সাবধানতার আভাস। তবু তাঁর তোতলামীতে আশীর হাসি স্বম্বরণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। চেহারা ঢাকা ছিলো। পর্দা রয়ে গেছে। হাসি সম্বরণ করতে গিয়ে চোখে পানি এসে গেছে তার।

অপারেশন শেষ করে ডাক্তার আহমদ থিয়েটার হতে পাশের রুমে চলে গেলেন। আশীর মন চাইছিলো নির্দ্বিধায় তার সাথে সাথে ওই রুমে ঢুকে পড়তে। কিন্তু সে তা পারলো না। ডাক্তার আহমদ অপরিচয়ের এমন ভান করলো যে, আশী প্রকৃত ব্যাপার জানা সত্বেও দ্বিধাগ্রস্তের মতো হয়ে গেলো।

এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অপারেশনও ডাক্তার আহমদ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সমাধা করলেন। আশী তার অভিজ্ঞতা ও পারদর্শীতার প্রশংসা না করে পারলো না।

একটানা তিন ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকার ফলে আশী বেশ ক্লান্তি অনুভব করলো। অপারেশন শুরু হতে এখনো কিছু সময় বাকী। আশী থিয়েটার হতে বেরিয়ে গেলো ডাক্তার আহমদ এ সময়ে সিগারেট পান করার জন্যে নিজ কক্ষে যাচ্ছিলেন।

"কোথায় যাওয়া হচ্ছে?" আশীর কাছ দিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন ডাঃ আহমদ। আশী মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালো।

ডাঃ আহমদ নাক মুখ ঢেকে রাখা কাপড় খুলে কানের কাছ থেকে ফিতা নামিয়ে গলায় লটকিয়ে দিয়েছে। আশী আপাদমস্তক তাকে নিরীক্ষণ করে মুচকি হাসলো।

"সম্ভবতঃ চা-চা-চাএর জন্যে যাওয়া হচ্ছে।" মনে হলো কথা আটকিয়ে যাবার জন্য ডাক্তার আহমদ লজ্জিত হলেন।

"জি" যথেষ্ট চেষ্টা করেও হাসি সম্বরণ করতে পারলোনা আশী। খিল্ খিল্ করে হেসে দিলো সে।

ডাক্তার আহমদের মুখের রং বদলিয়ে গেলো। কপালের চামড়া কুঁচকিয়ে ঘুরে আশীর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে দেখলো। আশীর মুখের হাসি মুখেই মিশে গেলো।

www.pathagar.com

"কারো প্রাকৃতিক অসম্পূর্ণতার জন্য ঠাট্টা"! থেমে গেলেন তিনি। পুনরনায় আস্তে করে বললেন- "উচিত নয়"। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আশী সত্যি একটু ঘাবড়িয়ে গেলো।

ডাক্তার আহমদ তাঁর কামরায় চলে গেলেন।

মুহূর্তের জন্য আশী চিন্তায় পড়ে গেলো।

কি রহস্যজনক ব্যাপার! ডাক্তার আহমদ কি তাহলে ফারুক নয়? আকুল চিন্তায় ভাসতে লাগলো আশী। একটু পরই সে আবার মাথা ঝাড়া দিয়ে বলে উঠলো-

"ফারুক-সে ফারুকই।"

আশী চোখ বন্ধ করেও তাকে চিনতে পারে। তাকে বুঝতে পারে। তাহলে.....।

তাহলে সে এত ব্যথিত মনে কেনো এ কথা বললো? আশীর দ্বিধাগ্রস্ত মন এর কোন সদুত্তর দিতে পারলো না।

চতুর্থ অপারেশনের সময়ও ডাক্তার আহমদের মানসিক অবস্থা ভালো ছিলোনা। এবার তিনি আশীর সাথে খুব অল্প কথা বললেন।

আশীর মনের সন্দেহ সংশয় এতে আরো বেড়ে গেলো।

www.pathagar.com

বিশ

ডিউটি রুমের পেছনের বারান্দার পিলারের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আশী। উজ্জ্বল রোদ। ঠাণ্ডার তীব্রতা আস্তে আস্তে কমছে। সামনের ছোট বাগানে ডাক্তার লতিফের এলসেশিয়ান রুবি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে রোদের তাপ নিচ্ছে। খাকী ও হালকা লাল রঙ্গের এই কুকুরটি লতিফ পোষতো! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আশী কুকুরটির তাপ নেবার খেলা দেখছে কিন্তু মানসিক দুশ্চিন্তার কারণে সে যথেষ্ট বিমর্ষ।

বিমর্ষতার কারণও বটে। ডাক্তার আহমদ তো ফারুক হচ্ছে না। আর সে, বরাবরই তাকে ফারুক বলে ধারণা করছে।

এই মাত্র সে নয় নম্বর ওয়ার্ডের একজন রুগিণীকে দেখে বেরিয়ে ডানদিকের রুমে প্রবেশ করতে যাবার সময় ডাক্তার আহমদকে বারান্দা দিয়ে আসতে দেখলো। আশী থেমে গেলো! ডাক্তার আহমদ প্যান্টের পকেটে হাত রেখে দ্রুত পায়ে এদিকে আসছেন।

আশীর মন চাইছিলো তার পথ আগলে কলার ধরে নেড়ে নেড়ে বলতে-"যত চেষ্টাই করো না কেনো আমি আর তোমার ধোকায় পড়বো না। আমায় আর বোকা বানাতে পারবে না।"

ডাক্তার আহমদ তার কাছ দিয়ে ঘাড় কাত করে ঠোঁটে স্বভাবসুলভ হাসি ফুটিয়ে তাকে সালাম জানালো এবং দ্রুত পায়েই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে গেলো।

তার দৃষ্টিতে পূর্ব জানাশুনার কোন ইঙ্গিতই ছিলো না। -সম্পূর্ণ অপরিচিত, একেবারেই যেনো অজানা। আশী ঘুরে তার দিকে তাকিয়ে রইলো; কিন্তু একটিবারের জন্যও তিনি এদিকে ফিরে তাকাননি। আশী মনে আর কোন আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে না। তার মনোবেদনা আরো বেড়ে গেলো। ডাক্তার আহমদ এখানে এসেছে আজ ছয়দিন। এছয়দিন দু'বারই অপারেশন থিয়েটারে তার সাথে ডিউটি করেছে সে। তাছাড়া দু'একটা টক্করও হয়েছে তার সাথে। কিন্তু প্রতিবারই অপরিচয়ের ভানই তিনি করে চলেছেন।

নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করে চলেছে আশী।-কোন কোন সময় তার মনেও সন্দেহের উদ্রেক হয়। "সত্যি কি সে ফারুক নয়?"

কিন্তু তার সুস্থমস্তিষ্ক এ সন্দেহকে মনে স্থান দিতে চায়না। তার সচেতন ও জীবন্ত মন এ সংশয়কে মিটিয়ে দেয়। সে জেনে শুনে কিভাবে মেনে নিবে ডাক্তার আহমদ ফারুক নয়।

চিন্তার রাজ্যে আশী মগ্ন। এমনি সময়ে ডিউটি রুম হতে সরওয়াত ও ডাঃ আসলামের কণ্ঠস্বর ভেসে আসলো। সে ভাবলো- "সরওয়াতের কাছে কি সব খুলে বলবে?"

www.pathagar.com

"না আরো কিছুদিন দেখবে।" তার মন বলে দিলো। দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়।

মনে মনে এ সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করলো আশী। এখন সে সরয়াতকে কিছু বলবেনা। এ সময়েই সরওয়াতকে বলার জন্য আম্মির কথা মনে পড়ে গেলো। তার নিজের বেড়াজালের জন্যে সে এখনো নুসরত-আসেফের সম্বন্ধের কথা সরওয়াতকে বলতে পারেনি। এ অবসরে ওই কথা বলার জন্য সে সরওয়াতের কাছে যাচ্ছিলো। দু'এক পা যেতেই ডান দিকের কামরার দরজা খুলে গেলো। ষ্টেথিসকোপ হাতে, অ্যাপ্রণ পরে এদিকে আসছেন ডাক্তার আহমদ।

'হ্যালো ডাক্তার।" পুলকিত স্বরে তিনি ডাকলেন।

আশী মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকালো।

"একা একাই রোদের সব স্বাদ লুটছেন।"

"খোদার কসম! আর নয়।" হাত লম্বা করে দিয়ে আশী বললো।

"কি বললেন?" আশ্চার্য হয়ে তিনি আশীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"এত বাহানা করার কি প্রয়োজন? আমি সবই বুঝি।" একটু রাগত স্বরে বললো আশী।

"আপনি কি বলছেন এসব ডাক্তার! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।" আশ্চার্যান্বিত ভাবেই বললেন তিনি।

"আমি...সে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো। এমনি সময় ডিউটি রুম থেকে ডাক্তার বানু বেরিয়ে আসলো। ডাক্তার আহমদকে দেখেই খুশী খুশী মনে হেসে বললো- "কি হচ্ছে এসব।"

ডাক্তার আহমদ এ কথার কোন উত্তর দিলোনা। আশীকে আপাদমস্তক একবার দেখে বারান্দা দিয়ে চলে গেলো।

আশী ঘুরে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। আর ডাক্তার বানু একবার ডাক্তার আহমদ আর একবার আশীর দিকে তাকিয়ে দেখছে।

ডাক্তার আহমদের এ ধরনের ব্যবহারে পুনরায় আশী সংশয়ের দোলায় দোলতে লাগলো।

"কি ব্যাপার আশী।" সন্দেহের সুরে বললো বানু।

আশী কোন কথা ছাড়াই ডিউটি রুমে চলে গেলো।

সরওয়াত ওখানেই ছিলো। কিন্তু মনের দোদুল্যমান অবস্থায় আশী আম্মির পয়গাম সরওয়াতকে শুনাতে পারলো না। সন্দেহ সংশয়ে সে বেশী করে জড়াতে লাগলো। মনের দিক দিয়ে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়লো আশী। মনের সাথে সাথে শরীর খারাপ হয়ে উঠলো তার।

www.pathagar.com

এভাবে আরো তিন চার দিন কাটলো। আশীর মানসিক দুশ্চিন্তা বেড়েই চলছে। একবার শুধু নয় কয়েকবারই ডাক্তার আহমদের সাথে টক্কর হয়ে গেছে। প্রতিবারই তার অপরিচয়ের ভান আশীর মনোবেদনার কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডাক্তার আহমদ যতবারই বলেছেন "আপনি কি বলতে চাচ্ছেন ডাক্তার, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা।" ততবারই আশীর মন চেয়েছে তার মাথা ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে।

ছুটি হয়ে গেছে। আশী অ্যাপ্রন কাঁধে ঝুলিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। আম্মির পয়গামও সে আজ সরওয়াতকে জানিয়েছে। এতে অপরিসীম খুশী হয়েছে সরওয়াত। নুসরতের জন্য আশীর ভাইয়ের খেয়াল আগেও তার হয়েছিলো।

কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব দেয়া তারা সমীচীন মনে করেনি। আজ আশীর প্রস্তাবে সে খুশী হয়ে শীঘ্রই তার মা বাবার মতামত আশীকে জানাবে, বলে দিলো।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে আশী ফারুক আর ডাক্তার আহমদের কথা ভাবছে। যদি ডাক্তার আহমদ ফারুক না হয় তাহলে ফারুক এখন কোথায়? আর তো সে একখানা চিঠিও লিখলোনা। প্রথম চিঠিখানা যদিও একটি সাদা কাগজ ছাড়া কিছুই ছিলো না। তবুতো তাতে তার হাতের পরশ ছিলো।

"আশী" সরওয়াত পেছন দিক থেকে ডাকলো।

"হু" মুখ ঘুরিয়ে আশী সরওয়াতের দিকে তাকালো।

"আজ আমার সাথে চলো।" দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বললো সরওয়াত।

"কোথায়?" অন্যমনস্ক ভাবে বললো আশী।

"আমাদের বাসায়।" আহলাদিত হয়ে সরওয়াত জবাব দিলো।

আশী মাথা হেলে অসম্মতি জানালো।

"কেন?"

"আজ তুমি তোমার আব্বা আম্মার সাথে আলাপ করো। যদি তারা রাজী হন তা হলে আম্মি সহ একদিন আসবো। আশী নিয়ম মাফিকই কথা বলেছে। সরওয়াত তার কথা মেনে নিলো।

"তাহলে আজ চলি" সরওয়াত বললো।

"ছুটি তো হয়ে গেছে, তুমি যাবেনা"?

"আমার এখনো কিছু কাজ বাকী-ডাক্তার সাকেরের সাথে।

সিঁড়ি বেয়ে দু'জনই বারান্দায় নেমে আসলো।

"খোদা হাফেজ" বলে সরওয়াত ওয়ার্ডের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলো। আর আশী আপন ভাবনায় ডুবে গিয়ে বাইরে গেটের দিকে চললো।

গেটের ভেতরে ডানদিকে গাড়ী পার্কিংএর জায়গা। কাছ দিয়ে যেতেই ওদিকে তাকিয়ে আশী দেখলো সারি থেকে ডাক্তার আহমদ তার ফিরেজা রঙ্গের ভয়াগন বের করে আনছে।

www.pathagar.com

ফারুকের তো ক্রীম রঙ্গের টয়োটা ছিলো।

মুহূর্তের মধ্যে আশীর মনে বিদ্যুৎ চমকিয়ে গেলো। গাড়ী বদলানো তো আর কঠিন কাজ নয়। হতে পারে নিখুঁত করবার জন্যে সে গাড়ী বদল করে নিয়েছে। তাছাড়া তারা নবাবজাদা। দু'দুটো গাড়ী থাকাও তাদের জন্যে বিচিত্র নয়।

এ আনমনা অবস্থায় আশী প্রায় গেটের কাছে এসে পৌছেছে। তার নিজের ট্যাক্সি তখনো আসেনি। এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেটে অপেক্ষা করা তার কাছে ভালো লাগলো না। কয়েকবার ড্রাইভারকে শাষিয়েছেও সে।

এখানে আজ দাঁড়িয়ে থাকা তার কাছে আরো খারাপ ঠেকলো। এখনই ডাক্তার আহমদের গাড়ী গেট দিয়ে বের হবে। এখানে আবার কোন ঘটনা ঘটে অযথা তার মনকে আরো সংশয়ের দোলায় ফেলে দেয় কে জানে।

হাসপাতালের দিকে ফিরে যাবার চিন্তা করছে আশী অমনি হর্ণের শব্দ হলো। দারোয়ান তাড়াতাড়ি গেট খুলে দিলো। গেটের কাছে এসে গাড়ী থেমে গেলো। দারোয়ান হাত উঠিয়ে ডাক্তার আহমদকে সালাম জানালো। হাতের ইশারায় তিনি সালামের জবাব দিয়ে বাদিকে ঝুঁকে আশীকে দেখতে লাগলো।

"ডাক্তার" জানালা দিয়ে মাথা বের করে আশীকে ডাকলো।

আশী ডাক্তার আহমদের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো যেনো ধূলাবালির উত্থিত পর্দা ভেদ করে উজ্জ্বল সূর্য দেখার প্রত্যাশী সে।

"কি ব্যা-ব্যা-ব্যাপার ডাক্তার আশেফা।" বামদিকের জানালা দিয়ে আশীকে দেখতে লাগলেন তিনি।

"ছিঃ! ছিঃ! সকল সীমা লংঘন করে ফেলেছেন আপনি"। বিমর্ষ চেহারায়ও আশীর মুখে ফুটে গেলো হাসি।

স-স-সত্যই সীমা লংঘন হয়েছে। ডাক্তার আহমদ গাড়ীর দরজা খুলে বেরুলো। সামনের দিক দিয়ে ঘুরে আশীর কাছে এলেন তিনি।

আশী আপাদমস্তক তাঁকে একবার দেখে নিলো।

"ঠাট্টারও একটা সীমা থাকা উচিৎ"। আপনার নিঃসংকোচ কৌতূক আমার মানসিক দূর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।" ভূমিকা ছাড়াই কথা কয়টি বলে দিলো আশী।

"ঠাট্টা কোথায় ডাক্তার।" অবাক হয়ে ডাক্তার তার দিকে তাকালেন। "আপনার কথাবার্তা আমি বু-বু-বুঝতে পারছি না। আর বিশ্বাস করুন আমি একজন মার্জিত মানুষ। হাসি তামাসা আমার অভ্যেস নয়। আ-আ-আপনার কোন কথাই আমার বুঝে আসছে না। দুঃখের সাথেই আ-আ-আমাকে বলতে হয়, আপনি ভারী বদ মেজাজি।

www.pathagar.com

এ সময়েই ওখানে ডাক্তার লতিফ এসে যাওয়ায় তাদের কথা থেমে গেলো। আশী চুপচাপ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো।

"আমাকে সদর যেতে হবে ডাক্তার আহমদ।" ডাক্তার লতিফ গাড়ীর কাছে আসতে আসতে বললো।

"আসুন আসুন" সাদরে ডাক্তার আহমদ বললেন এবং গাড়ীর দরজা খুলে দিলেন।

"আপনি তো বোধ হয় সদরেই যাচ্ছেন।"

"যাবার প্রয়োজন না থাকলেও আপনাকে নিয়ে নিশ্চয়ই যাবো।"

লতিফ গাড়ীতে বসতে বসতে বললো, "আমার গাড়ীর ব্রেক নষ্ট হয়ে গেছে।"

ডাক্তার লতিফ হাসপাতালের ছোট একটি বাংলোতে থাকতো। কোন কাজে তাকে সদরে যেতে হবে। ডাক্তার আহমদের সাথে জমে উঠেছে তার বেশ বন্ধুত্ব। তাই নিসংকোচে তার সাথে গাড়ীতে বসলো সে।

www.pathagar.com

একুশ

এখন বেদনা বিধুর আশীর একই ভাবনা, আহমদ ও ফারুক, ফারুক ও আহমদ।

এক এক করে এমন কতগুলো ঘটনাই ঘটে গেলো যা তার মনের সন্দেহকে স্থির বিশ্বাসে পরিণত করতে চলছে। ডাক্তার আহমদ ও ফারুক তাহলে নিশ্চয়ই দু'জন পৃথক পৃথক মানুষ। ফারুকের নিসংকোচ ও চঞ্চল এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল স্বভাব আর ডাক্তার আহমদের ধীরস্থির স্বভাব ও কাজ কথাবার্তা থেকে তারা দু'জন পৃথক মানুষ বলেই অনুমিত হয়। কিন্তু যখনই আবার তার দৃষ্টি ডাক্তার আহমদের উপর পড়ে আপাদমস্তক তাকে ফারুক বলেই মনে হয়। আনজুর কথাও এর সন্দেহকে অনেকটা দূর করে দেয়। সে বলেছিলো দু'যমজ ভাইয়ের একমাত্র বোন। হতে পারে দু'ভাইয়ের মধ্যে আইডেন্টিকেল পার্থক্য। যমজ সন্তানদের চেহারা ও অবয়ব অনেক সময়েই হুবহু এক হয়ে থাকে।

চিন্তায় এখনো সে বিভোর। ডাক্তার আহমদকে সে এখনো ফারুক বলেই বিশ্বাস করে চলছে। আর এ জন্য সে ছটফট করছে। ফারুক তাকে বোকা বানাবার জন্যে এ নতুন রূপ ধার করে এনেছে। কিন্তু এখন তার এসব ধারণা সন্দেহে রুপান্তরিত হতে চলেছে। আহমদ ও ফারুক সহোদর ভাই। একই মায়ের যমজ দু'সন্তান।

চিন্তার এ বেড়াজালে সে আটকা। সরওয়াত দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলো। উহঃ! কি তীব্র শীত। আজ যেনো পারদ হিমাংক রেখার নিচে চলে গেছে। সে সোজা আগুনের চুল্লির দিকে গেলো। চেয়ার টেনে আগুণের কাছাকাছি গিয়ে তাতে হাত ছাকতে লাগলো সে।

এতদূরে বসে কেনো আশী। কাছে এসো। গরম হাতের তালু কচলাতে কচলাতে বললো সরওয়াত।

আশীর ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেলো কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথাই সরলোনা। চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে একটু পিছু হয়ে বসলো সে।

"কি ব্যাপার আশী?" পুনরায় জিজ্ঞেস করলো সরওয়াত।

"না কিছুনা।" কোটের পকেটে হাত রেখে উত্তর দিলো আশী।

নিশ্চয় কিছু ঘটেছে।"

এবারও আশী নিরুত্তর রইলো। চেয়ারের পিঠে মাথা ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললো সে।

"আশী।" অধীর হয়ে ডাকলো সরওয়াত।

"হুঁ" ঐ অবস্থায়ই সাড়া দিলো আশী।

"কি ব্যাপার, বলো না।"

www.pathagar.com

"বললাম তো, কিছুই না।"

"তাঁ হলে এত বিমর্ষ ভাবের কারণ কি?

আশী আবার চুপ হয়ে গেলো। সরওয়াত তাড়াতাড়ি আশীর কাছে এসে তার মাথায় হাত রেখে বললো "শরীর তো খারাপ করেনি?"

"না শরীর সম্পূর্ণই ভালো" ব্যথার হাসি ফুটিয়ে বললো আশী।

"তা'হলে চিন্তিত ও বিমর্ষ চেহারায় বসে কেনো? আবার কি কোন খালি খাম এসেছে নাকি?" আশীর সম্মুখের টেবিলে বসে হাসি দিয়ে বললো সরওয়াত।

"খালি খাম নয়। খামের প্রেরক স্বয়ংই এসে গেছে।" বললো আশী।

"সত্যি।" আকাশ থেকে যেনো মটিতে পড়লো সরওয়াত। "সত্য সত্যই ফারুক এসেছে।" "হ্যাঁ" সরওয়াতের হাবভাবে আশী হেসে ফেললো।

"আসতে আসতেই লড়াই বেধে গেলো। তাই মুখ মলিন করে বসে আছো।" তাড়াতাড়ি করে বললো সরওয়াত।

"না কোন যুদ্ধটুদ্ধ বাধেনি" সাদাসিধে ভাবে বলে গেলো আশী।

"তাহলে!" একাগ্রতার সাথে বললো সরওয়াত। চেয়ারে ঠিক ঠাক হয়ে বসতে বসতে হেসে ফেললো, আশী।

"কোথায় সে।" আবার প্রশ্ন করলো সরওয়াত।

"এখানেই।" ছোট করে বলে দিলো আশী।

সরওয়াত টেবিলে বসে বসেই চারিদিকে চোখ ফিরাতে লাগলো। রুমে সে ও আশী ছাড়াতো আর কেউ নেই। ব্যতিব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে আশীর দিকে এগিয়ে গেলো সরওয়াত।

"এখানেই এর অর্থ তো আর এ রুম নয়।" বলে হাসলো আশী।

"এ ছাড়া আর কি হতে পারে?" মাথার চুল ঠিক করতে করতে বললো সরওয়াত। আমি মনেকরেছিলোম এখানেই কোথাও তাকে লুকিয়ে রেখেছো।

আমি কি লুকিয়ে রাখবো সরওয়াত। সে নিজেই লুকিয়ে থাকবার চেষ্টায় ব্যস্ত।

তোমার কথার অর্থ আমি ছাই কিছু বুঝতে পারছি না। খুলে বলো ব্যাপারখানা কি?

"ডাক্তার আহমদই ফারুক, সরওয়াত" বিনামেঘে বজ্রপাত। হতভম্ব হয়ে উঠে দাঁড়ালো সরওয়াত। এ যেনো এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

"একি সত্যি আশী। সত্যি বলছো তুমি।" হঠাৎ করে সরওয়াতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো বাক্যটি। পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারছি না। কিন্তু আমার ধারণা আহমদই ফারুক।

"এটা কেমন কথা?"

www.pathagar.com

আশীর খুব নিকটে ঘেষে বসলো সরওয়াত।

সরওয়াতের বার বারের প্রশ্নে বাধ্য হয়ে আশী পুরা ঘটনা তাকে বললো খুলে। আর এসব মনোযোগ দিযে শুনে গেলো সরওয়াত। কিন্তু এ সমস্যা সমাধানের কোন পথ বের করতে পারলো না সে।

"ডাক্তার আহমদ ফারুকও হতে পারে আবার নাও হতে পারে। এখন তুমিই বলো সরওয়াত বিমলিন চেহারায় বসে ভাববো না তো করব কি? বলে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে লাগলো আশী।

"হু" চিন্তায় ডুবে গিয়ে বললো সরওয়াত। রুমাল নেড়ে চেড়ে আনমনে খেলতে লাগলো আশী।

"আশী" কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বললো সরওয়াত।

"হু" রুমাল একবার তা করে আবার খুলতে খুলতে বললো সে।

"ডাক্তার আহমদ আর ফারুকের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পাওনা?"

"প্রকাশ্যে তো কোন পার্থক্য নেই।"

"প্রকাশ্যে মানে?

"মানে কোন পার্থক্য নেই। আশী বললো। একই নাক-নকসা ওই একই আকার আকৃতি একই অবয়ব গঠন। একই রকম লম্বা চওড়া।

"কণ্ঠস্বর?"

"তাও একই।"

"আচার-আচরণ স্বভাব?"

কি বলবো সরওয়াত। সে বহুরূপী। সবই করতে জানে। কথা বলতে বলতে আটকিয়ে যাওয়া আমার মনে হয় সেও তার ইচ্ছাকৃত কৌশল। তবে আমার অনুমান হচ্ছে আহমদ অনেকটা শান্ত, মার্জিত প্রকৃতির ও স্বল্পভাষী। আর ফারুক এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

"তবে তো বোঝাই যায় দু' ভাইয়ের মধ্যে আইডেন্টিকেল টোন।"

"এসব পরিবর্তন তো নিজকে গোপন রাখার কৌশলও হতে পারে।"

আশীর কথাকেও উড়িয়ে দেয়া যায় না। সরওয়াত ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগলো। আশীও রুমাল নাড়া চাড়া করে করে চিন্তা করছে।

"তুমিও একটা বড্ড বোকা মেয়ে" হঠাৎ সরওয়াত বলে উঠলো।

"কিভাবে"? গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলো আশী।

"আজ দশ এগারো দিনের মতো হলো ডাক্তার আহমদ এখানে এসেছেন। তুমি এখনো হদিস করতে পারলে না তিনি ফারুক না তার ভাই।"

"কি ভাবে করবো?"

www.pathagar.com

"ঘাড় ধরে জিজ্ঞেস করতে বলো, কে তুমি?"

আশী মুচকি হাসলো। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বললো। চেয়েছিলাম তো আমিও তাই। কিন্তু পারলাম কোথায়।

"কি অসুবিধে?"

"আমি খুলে কিছু জানার চেষ্টা করেছিলাম। সে অপারিচিতের এমন কড়া ভাব প্রকাশ করেছে যে আমার কিছু বলার সাহসই হলো না।

"কথা তো ঠিক।" সরওয়াত আবার চিন্তায় ডুবে গেলো। অনেক ভাবনা চিন্তার পরও সে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারিনি। কিছুক্ষণ পর আশ্চার্যান্বিত ভাব প্রকাশ করে বললো অভিনব অভিনেতাকেই মন দিয়েছো। তোমার জন্য আর কোন নাগর ছিলোনা?

এ কথায় আমার বড় দুঃখ হয় সরওয়াত। পূর্ব পরিকল্পিত কোন প্রোগ্রাম নিয়ে আমি মঞ্চে নামিনি। যদি তাই-ই হতো তাহলে হয়ত এ ভুল হতো না।

"হুঁ" বলে সরওয়াত ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আবার চিন্তায় মশগুল হয়ে গেলো। অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর কোন সুরাহা যেনো বের করে আশীকে মুচকী হাসতে দেখে বললো-

"নাও আমিই, তোমাকে খোঁজ নিয়ে দিচ্ছি।"

"কি ভাবে?"

"সোজা গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবো বলো কে তুমি?"

তোমার কি বিশ্বাস হয়, সে যদি ফারুকই হয় তাহলে তোমার এ সোজা কথার উত্তর সে সোজা করেই দেবে? স্বীকার করবে সে ফারুক?

"স্বীকার তাকে করতেই হবে"

"অসম্ভব।"

"তাহলে এরূপ করি। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গ্রহণযোগ্য কোন প্রস্তাব যেনো মনে এসে গেছে এ ভাবে বললো। একটু সামনে ঝুঁকে আশীর কানে কানে কিছু বললো।'

"যুদ্ধে জিতে গেলে।" আনন্দিত চিত্তে সে বললো।

আশী তার এ পরামর্শকে সমর্থন দিয়ে মুচকি হাসলো।

www.pathagar.com

বাইশ

"ফারুক সাহেব" চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ডাকলো সরওয়াত। ডাক্তার আহমদ হতচকিত হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো।

খিলখিল করে হেসে ফেললো সরওয়াত। পালানো কোন অপরাধীকে হঠাৎ ধরে ফেলার খুশীতে আশী যেনো চাংগা হয়ে উঠলো।

"ওহ! হো! আপনারা?" বলে তাদের দুজনেরই সামণে দাঁড়ালো ডাঃ আহমদ।

হয়েছে হয়েছে। আর আমাদের বোকা বানাতে হবে না। নিজেও বনবেন না। আমরা এবার রহস্য ধরে ফেরেছি। ডাক্তার আহমদের চোখে চোখ রেখে বললো সরওয়াত।

দেখলে আশী কিভাবে কার্যকরী হলো আমার ফরমুলা। হঠাৎ করে স্বনামে ডাকার ফলে হত চকিত হয়ে উঠলো ফারুক সাহেব। অভিনেতার অভিনয়ে এবার খুঁত বেরিয়ে এলোই।

আ-আপনারা কি-কি বলছেন ডাক্তার। ডাক্তার আহমদ হতভম্ব হয়ে তাদের দুজনের দিকেই তাকালো।

ডাক্তার আহমদ হবার যত চেষ্টাই আপনি করুন না কেনো আমরা ফারুক সাহেবেরই-" বললো সরওয়াত।

আপনারা ফারুককে জানেন কি? তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলো ডাঃ আহমদ।

"জি হ্যাঁ, বেশ ভালো করে জানি। আর এও জানি আজকাল ডাক্তার আহমদের রূপ ধারণ করে ফারুক সাহেব আমাদের ধোকা দেবার আপ্রাণ চেষ্টায় আছেন।" মুচকি হেসে তার দিকে তাকিয়ে বললো আশী।

এ শুনে ডাক্তার আহমদ কোন জবাবের পরিবর্তে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। এ এত স্বাভাবিক ও স্বভাব সুলভ হাসি যে আশী ও সরওয়াত পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলো।

তা হলে আ-আপনারাও এ ধোকায় পড়েছেন?" হাসি থামিয়ে বললেন ডাক্তার আহমেদ।

"ক্ষমা করবেন-আমি ফারুক নই। বরং ফারুকের ভাই।"

মাথা নেড়ে তার কথায় অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশ করলো আশী। একবার ডাক্তার আহমদের দিকে আবার আশীর প্রতি দেখতে লাগলো সরওয়াত।

সরওয়াতই আশীকে পরামর্শ দিয়েছিলো ডাক্তার আহমদকে পেছন থেকে হঠাৎ করে ডাকতে। সত্য সত্যই সে যদি ফারুক হয় তাহলে হক চকিয়ে উঠবে। এই প্রোগ্রামকেই তারা আজ বাস্তবে রূপ দিয়েছিলো।

www.pathagar.com

বেশ কয়েকদিন পর আজ উজ্জ্বল রোদ। বাতাস ছিলো বন্ধ। রোদের তাপ ছিলো বড় আরামদায়ক। ডিউটি রুমের পিছনের বাগানে সকালেই চৌকিদার কয়েকখানা চেয়ার রেখে দিয়েছিলো। টেবিলে রাখা ছিলো তাজা খবরের কাগজ। ডিউটি রুম থেকে বেরিয়ে অবসর হয়ে ডাক্তার বিশ্রামের জন্য রোদে এসে বসেছেন।

ডাক্তার আহমদ এই মাত্র এসে চেয়ারে বসে পাকিস্তান টাইমস হাতে নিয়ে পড়ছেন। খবরের কাগজেই ছিলো তাঁর মন নিবিষ্ট। এ সময় পা টিপে টিপে কাছে এসে হঠাৎ সরওয়াত ডাকলো "ফারুক সাহেব।"

এ অবস্থায় যে কোন শব্দেই হত চকিত হয়ে উঠা যে কোন লোকের পক্ষেই স্বাভাবিক। সরওয়াত ও আশী কিন্তু মনে করেছিলো এ কৌশলে তারা অপরাধীর আসল রূপ ধরে ফেলেছে। কিন্তু ডাক্তার আহমদ যখন পূর্ণ গাম্ভীর্য বজায় রেখে তাদেরকে বলে দিলেন ফারুক তার ছোট ভাই। তারা দু জনই আশ্চার্য হলো। আশী বার বার তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে লাগলো। কোথাও তাদের চেহারায় আকৃতিতে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

"আপনার ব্যবহার থেকে পূর্বেই আমার এরূপ সন্দেহ হয়েছিলো। কোন ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আপনি এরূপ করছেন।" আশীকে উদ্দেশ্য করে কথা কয়টি বললেন, ডাক্তার আহমদ।

আশী আবার আপাদমস্তক দেখে নিলো তাঁকে।

"আজই আমি ডাক্তার লতিফের সাথে এ নিয়ে আলাপ করেছি। আপনার আচার আচরণ আমার কাছে দুর্বোধ্য ও পেছালো ঠেকছে। কিন্তু আ-আজ সব আমার কাছে পরিষ্কার। নিশ্চয়ই ফারুকের সাথে আপনার দেখা হয়েছে কোথাও।"

এর জবাব আশী কিছু দিতে পারেনি।

"মারীতে তার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে।" আশীর পরিবর্তে বললো সরওয়াত।

"আচ্ছা" ডাক্তার আহমদ বললেন "ফারুক গরমের মৌসুমে মারী গিয়েছিলো! আপনার ভুল করা খুবই স্বাভাবিক মিস আশেফা। আমরা দু'ভাই দেখতে একই রকম। একেবারেই এক চেহারা।, এক আকৃতি। আপনি আর কি। আমাদের আম্মিও এখন পর্যন্ত আমাদের দু'জনের মধ্যে ভুল করে বসেন।"

"সত্যি।" বলে আশ্চার্য হয়ে সরওয়াত ডাক্তার আহমদকে দেখতে লাগলো।

হঠাৎ দেখার তো কোন প্রশ্নই নেই ডাক্তার। আপনি কখনো কি আইডিন্টিকেল টুইন দেখেছেন?

"না, দেখিনি। এ জন্যই তো আশ্চর্য হচ্ছি।"

আপনাকেও আশ্চর্যান্বিত বলে মনে হচেছ মিস আশেফা! আপনিও কি এখনো এরূপ যমজ ভাই দেখেননি?

www.pathagar.com

আশী অজ্ঞাতসারেই মাথা নেড়ে না বাচক উত্তর দিলো।

এদের সম্বন্ধে নিশ্চয় বই পুস্তকেও পড়েছেন বা গল্প শুনেছেন। ডাক্তার আহমদ মৃচকি হেসে বললেন। আজ দেখেও নিলেন।

আশী এখনও দ্বিধা দ্বন্দ্বে নিপতিত। ডাক্তার আহমদ চেয়ারের মুখ তার দিকে ঘুরিয়ে নিলো। এবং হাত বাড়িয়ে আর একখানা চেয়ার টেনে সরওয়াতের সামনে এনে দিলেন। দুজনেই চেয়ারে বসলো। একটু দুরের একখানা চেয়ার নিজের জন্য টেনে আনলেন ডাক্তার আহমদ। "কি আশ্চর্য কথা আশী। আইডেন্টিকেল টুইন-নিশ্চয়ই শুনেছো দেখ নাই কোনদিন। ফারুক বাস্তবিক ডাক্তার আহমদের মতো?"

"একেবারেই হুবহু।" আশীর কিছু বলার পূর্বে ডাক্তার আহমদ চেয়ারকে দু'জনের কাছে টেনে এনে বসতে বসতে বললেন।

"যদি অনুমতি দেন তবে একটা সিগারেট ধরাতে পারি। পকেটে হাত দিতে দিতে দুজনের দিকেই তাকালেন ডাক্তার আহমদ।

"অবশ্যই" সরওয়াত বললো আর আশীও চোখের ভাষাহীন কথায় সরওয়াতের সমর্থন জানালো।

"হুঁ" দু'আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেট ধরে শিষ্টাচারের সাথে একদিকে ধূঁয়া ছেড়ে দিয়ে মুচকি হাসি দিয়ে আশীর দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

"আমি নি-নিজেও চিন্তিত ছিলাম। মিস আসেফার কি হলো?' অযথা আমার সাথে পেঁচিয়ে ঘুচিয়ে কথাবার্তা বলছেন উনি। যখনই কোন কথা বলি জবাব দেন বাঁকা করে। অনেক ভা-ভাবনা-চিন্তার পর আমার মনে হলো যে নিশ্চয় আমাকে ফারুক মনে করে উনি ধোকা খাচ্ছেন। এই ব্যাপারে আমি নিজেই আপনার সাথে কথা বলবো ভাবছিলাম।

ডাক্তার সাহেব সত্যই কি আপনার দুভাই একই আকৃতির সরওয়াতের সন্দেহ যেনো এখনো দূর হচ্ছিলো না।

"এ কথার জবাব প্রত্যক্ষদর্শী মিস আশেফাই দিতে পারেন ভালো। সিগারেটে টান মেরে বললেন, ডাক্তার আহম্মদ। কি মিস আশেফা। আমার আর ফারুকের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?"

'মাথা নেড়ে' না বাচক জবাব দিলো আশী। কিন্তু তবু সন্দেহের দৃষ্টি তার প্রতি নিক্ষেপ করে বললো, "আমার কাছে এখনো মনে হয় আপনিই ফারুক।"

আড় চোখে ডাক্তার আহমদ তার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো। বলছিনা আমাদের আম্মি এখনো ধোকায় পড়ে যান। আহমদকে ফারুক আর ফারুককে আহমদ বলা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্যই যে, নেই একই ছবি

www.pathagar.com

একই চেহারায় একই রকম মোটা ও লম্বা এমন কি আমাদের দু'জনের ওজনও প্রায় একসমান।

আপনাদের দু'জনের স্বভাব প্রকৃতিও কি এক? জিজ্ঞেস করলো সরওয়াত।

সিগারেট টান দিয়ে মাথা নেড়ে না সূচক জবাব দিলেন ডাঃ আহমদ। স্বভাব প্রকৃতিতে আমাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য মিস সারওয়াত। আমাদের ভাই বড় রসিকমনা ও দুষ্ট প্রকৃতির। মুখে কথার খই ফুটে। অল্প সময়ের মধ্যে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যায়। নিসংকোচিত স্বভাব।

"আর আপনি?" ঔৎসুক্যের সুরে বললো সরওয়াত।

"আমি-আমি একটু শান্ত ও ধীরস্থির স্বভাবের। আর এর কারণও আছে। আমাদের দু'ভাইয়ের লালন পালন দু'টো সম্পূর্ণ পৃথক পরিবেশে হয়েছে। আমাদের জন্মের পর আম্মি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। দু'জনকে লালন পালন তার পক্ষে বড় কষ্টকর ছিলো। আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যে নানা তখনো বেঁচে ছিলেন তি-তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন। আ-আমার লালন পালন নানার বাড়ীতে হলো।

মুরুব্বিদের সাহচর্যে থেকে আপনার স্বভাব প্রকৃতিতেও বুঝি মুরব্বিপনা ঢুকেছে? বলে হাসি দিলো সরওয়াত। আশী আর ডাক্তার আহমদও হাসতে লাগলো।

"আমাদের স্বভাবে বৈপরিত্যের কারণ এই বলে আমার মনে হয়।" বললেন ডাক্তার আহমদ।

"আপনার ভাই কি কখনো আসবেন"? আগ্রহ প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলো সরওয়াত। "আসবে।" সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন ডাক্তার আহমদ।

"কবে?" অলক্ষ্যেই হঠাৎ করে আশীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। সরওয়াত তার দিকে চেয়ে মুচকি হাসি দিলো।

"এই কয়েক দিনের মধ্যেই এসে যাবে। কালই তার টেলিফোন পেয়েছি।' ডাক্তার আহমদ বললেন।

"আমি অবশ্যই তাকে একবার দেখবো। দেখা ছাড়া এ আগ্রহের নিবারণ ঘটবে না।" সরওয়াত বললো।

"অবশ্যই-অবশ্যই।' শান্তভাবে সিগারেট টান দিয়ে বললেন ডাক্তার আহমদ।

"উনি এখন আছেন কোথায়?" প্রথমবারের মতো কথায় অংশগ্রহণ করে জিজ্ঞেস করলো আশী।

"লাহোরেই আছে।" ডাক্তার আহমদ বললেন।

"ফারুক সাহেব তো উকিল না?" সরওয়াত জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ" আশীর দিকে তাকিয়ে বললেন ডাক্তার আহমদ।-"বড় আজব ধরনের মনগড়া উকিল। মন চায় তো মকদ্দমার পর মকদ্দমা নেবে। আবার ইচ্ছা হলে মাসের পর মাসও বেকার কাটিয়ে দেবে। বড় বাদ্যপ্রিয় মানুষ অনুপম সেতার বাদক।"

www.pathagar.com

"সত্যিই তাড়াতাড়ি বললো আশী। বড় সেতার প্রিয়। মনোরম তার সেতার বাজনা।"

"বহু দিনের সাধনা।" ডাক্তার আহমদ বললেন।" খোদা প্রদত্ত কণ্ঠস্বর।"

"আপনি কি গাইতে, জানেন?" উৎসাহের সাথে জিজ্ঞেস করলো সরওয়াত।

"গানের বর্ণ সারেগামাও আমি জানিনা।" বিনীতভাবে বললেন ডাক্তার আহমদ।

"কণ্ঠস্বর তো আপনাদের দু'জনের একই "বললেন আশী।

"সুর এক হলে কি হবে, গান বাদ্যে আমার কোন অনুরাগ নেই। থাকলে না হয় শিখে নিতাম।"

"ফারুক সাহেব আসলে অবশ্যই আমাদের জানাবেন ডাক্তার সাহেব।" সরওয়াত বললো।

'ইনশাআল্লাহ'। বললেন ডাক্তার আহমদ। মনে হয় দু একদিনের ভেতরে এসে পড়বে সে।

আশীর চেহারায় খোশবু ছড়িয়ে পড়া প্রস্ফুটিত ফুলের শোভা ভেসে উঠলো। ডান চোখ বন্ধ করে ঠোটে দুষ্টু হাসির আমেজ মেখে আশীকে টিপ্পনী কাটলো সরওয়াত।

এ সময়ে নতুন সিগারেট জ্বালাচ্ছিলো ডাক্তার আহমদ। সরওয়াতের অঙ্গভঙ্গি তার দৃষ্টিতে পড়েনি। নতুবা আশীকে লজ্জিত হতে হতো এখানে।

"ফারুকের সাথে আপনার পরিচয় হলো কিভাবে?" সিগারেট ধরিয়ে ডাক্তার আহমদ আশীর দিকে তাকালেন।

'মারীতে পরিচয় হয়েছে। গরমের মৌসুমে আমি দেড়মাসের ছুটিতে ওখানে গিয়েছলাম। উনি আমাদের পাশেই থাকতেন। সে তো বোধ হয় লাল লজে থাকতো। জ্বি হা, ঠিকতারই সংলগ্ন কুটিতেই আমরা থাকতাম।" "বেশ তাহলে আপনারা তার প্রতিবেশীই ছিলেন।

"জ্বি, জ্বি।"

সরওয়াত কিছু বলতে যাচ্ছিলো অমনি চিমটি কেটে থামিয়ে দিলো আশী।

www.pathagar.com

"তাহলে তো ও আপনাদের ওখানে যাতায়াত করতো"

..জি, মাঝে মধ্যে যেতো বৈকি।"

"সে তো বেশ মিশুক লোক। অল্প সময়ের মধ্যে নিঃসংকোচে মানুষের সাথে মিশতে পারে। যেন কোন নিকটাত্মীয়।"

"এতো খুব ভালো অভ্যেস ডাক্তার সাহেব।" বললো সরওয়াত।

"ভালো খারাপ দু'দিকই আছে।" একটু চিন্তা করে বললেন ডাক্তার আহমদ। যাক যার যা অভ্যেস।"

ডাক্তার আহমদ সরওয়াত ও আশীকে ফারুকের দু'একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনালেন। আশীর তপ্ত ও পীড়িত মন ডাক্তার আহমদের প্রতিটি কথার সমর্থন দিয়ে যেতে লাগলো। সত্যই ফারুক নেহায়েত রসিক, দুষ্ট-বুদ্ধি ও নিত্য-নতুন পন্থা আবিষ্কার করতে সিদ্ধ হস্ত। এসব গল্পে সরওয়াত আশীর চেয়েও বেশী রস পাচ্ছিলো।

আলাপ কতক্ষণ ধরে চলেছে সেদিকে কারো লক্ষ্য নেই। এমনি সময় নার্স মুনা সরওয়াতকে ডাকার জন্যে আসলো। ডাক্তার শাকেরা তাকে ডেকে পঠিয়েছে।

"ডাক্তার সাহেব আপনারা ভাইকে আমাদের দেখাতে যেন ভুল না হয়।" সরওয়াত উঠে যেতে যেতে ডাক্তার আহমদকে স্মরণ করিয়ে দিলো। "তাকে দেখার আগ পর্যন্ত আমার সময় বড় কষ্টে কাটবে।"

জানি না এখানে এসে পৌছতে তার কতো দিন লাগবে। আসলে আমাদের মা'র শরীর সব সময়ই খারাপ থাকে। আব্বুর দুর্ঘটনার পর থেকে তিনি একাকী থাকতে পারেন না। ভাই-বোনের মধ্যে আমাদর যে কোন একজনকে তার কাছে থাকতেই হয়। সে তো এখানে আসার জন্য উদগ্রীব। কিন্তু শুধু আম্মির জন্য আসতে পারছে না। ছোট বোন আনজু কয়েক দিনের জন্য লাহোরে আসছে। সে আম্মির কাছে থাকলে ফারুক পিন্ডির চক্করে আসবে। আনজু আমাদের একমাত্র বোন।"

"তার সাথে আমার দেখা হয়েছে।" আশী বললো।

"কখন?" কৌতুহল মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন ডাক্তার আহমদ।

"মারীতেই" মুচকি হেসে বললো আশী।

"সে" সেও কি মারী গিয়েছিলো।

"ওর স্বামীর সাথে দু' দিনের জন্য গিয়েছিলো।"

"আচ্ছা। আঞ্জু আমাদের বড় আদুরে বোন।"

"সত্যি।"

www.pathagar.com

এখান থেকে উঠে যেতে সরওয়াতের মন চাইছিলো না। কিন্তু কোন কাজের জন্য তাকে যেতেই হলো। আশীকে এখন ডাঃ আহমদের সামনে বসে থাকতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। সরওয়াত চলে যাবার পরও নিসংকোচে তার সাথে কথা বলে চলছে সে।

আলাপ-আলোচনায় তারা এতই মশগুল ছিলো যে, চা-টারও কারো খেয়াল ছিলো না। "আপনি নিশ্চয় চা খাবেন ডাক্তার।" চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বললেন ডাক্তার আহমদ।

"তেমন কোন প্রয়োজন নেই।" সৌজন্য বজায় রেখে জবাব দিলো আশী। কিন্তু ডিউটি রুমের চাপরাশীকে ডেকে চা-এর জন্যে বলে পাঠালেন ডাক্তার আহমদ।

"আমিও চা খাবো সাহেব।" ডান দিকের কামরা হতে ষ্টেথিসকোপ হাতে করে আগমণ করলো ডাক্তার লতিফ।

"আসুন, আসুন।" ডাক্তার আহমদ সাদর সম্ভাষণ জানালেন।

লতিফের চোখে অর্থবহ হাসি ফুটে উঠেছে। সে এক চোখে আশী ও আর এক চোখে আহমদকে দেখছে।

"লতিফ সাহেব সে-সে কথাই হয়েছে যা আমি বলেছিলাম।"

"মিস আসেফা আমাকে ফারুক ভেবেই এতদিন ধোকা খেয়েছে।"

ডাক্তার লতিফ হাসিতে ফেটে পড়ে চেয়ারে বসে গেলো। "বেচারী মিস্ আশী" সে বললো।

আশী সংকোচিত হয়ে গেলো। সে কিন্তু নিশ্চুপ বসে। আর ডাক্তার আহমদ তার ভুলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উপভোগ্য করে লতিফকে শুনিয়ে চলছে।

চোখে মুখে গোপন অর্থবহ মুচকী হাসির দুষ্টমীতে অট্টহাসির পর অট্টহাসি দিয়ে চললো ডাঃ লতিফ।

www.pathagar.com

তেইশ

গাড়ী থামার শব্দ হলো। দরজা খুললো, পুনরায় ঠক করে বন্ধ করার শব্দও হলো। এই ঠক করা শব্দে ক্লিনিকে বসা আশীর হৃদস্পন্দন বেড়ে গেলো। রুগিনীর হাতের নাড়ীতে ধরা হাত আপনা আপনিই ছুটে গেলো। বাচ্চাদের মতো আবেগ প্রবণ হয়ে ঝট করে চেয়ার থেকে উঠে বিজলীর মতো জানালার পর্দা উঠিয়ে বাইরের দিকে তাকালো সে। দৃষ্টির সামনে তার রং বেরঙ্গের তারকার ঝলক খেলে গেলো। ঠোঁটের কোণে মিষ্টি মিষ্টি মুচকি হাসি। যে ভাবাবেগে জানালার পর্দা সরিয়েছিলো, সে ভাবাবেগের সাথেই আবার জানালার সামনে টেনে এনে একটি চেয়ারে বসে পড়লো সে।

ক্লিনিকের দরজার সামনে ক্রীম রঙ্গের টয়োটা দাঁড়িয়ে। ঝুঁকে গাড়ী লক করছে ফারুক। ধুলাবালিতে ভরা ছিলো গাড়ীটি। আলুথালু হয়েছিলো তার মাথার চুলগুলো। লাহোর থেকে সোজাই বোধ হয় এখানে এসেছে সে। মনের প্রস্রবনের কল কল বাদ্য শব্দের খুশীতে আশী নিজেকে ফেলেছে হারিয়ে। তার মন চাইছিলো সব রোগী ছেড়ে দিয়ে তীরের গতিতে ফারুকের বুকে গিয়ে মিশে যেতে।

কিন্তু সে পারেনি। হয়ত লজ্জা তা করতে দেয়নি। অথবা ফারুকের সাথে অভিমানের জন্য তা হয়নি। ফারুক তাকে কতো ব্যথা দিয়েছে। কতো মাস হয়ে গেলো একটু খবরও নেয়নি। এমন কি কাজ ছিলো তার? অন্ততঃ একখানা চিঠিও তো লিখতে পারতো। লাহোর আর কতো লক্ষ মাইল দুরে যে একটিবার আসতেও পারেনি সে। একের পর এক করে এসব কথা আশীর মনের কোণে উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগলো।

সামনের টুলে বসা রোগীনির হাতের নাড়ীর উপর আবার হাত রেখে আশী ফারুকের উপর রাগ করলো।

"আসছে বুধবার হাসপাতালে তুমি আমার সাথে দেখা করো। তোমাকে সম্ভবতঃ হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে।" রুগীনিকে ভাবলো করে দেখে বললো আশী।

"আর এই ওষুধগুলো" রুগিনী ওষুধের শিশিগুলো তাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"এই ওষুধগুলো এভাবে ব্যবহার করে যাও। এতেই ব্যথা কমে যাবে।" মিষ্টি সুরে আশী বললো। "বুধবারে দশটার পূর্বে মহিলা বিভাগের দিকে চলে এসো। বারান্দার শেষ রুমে আমাকে পাবে।"

"আচ্ছা ঠিক আছে।"

"স্মরণ রাখবে, মহিলা বিভাগের বারান্দার শেষ রুম। ভুল করে যেন এদিকে ওদিক আবার না ঘুরো।" রোগীনি চলে যাবার সময় আশী তাকে তাগিদ করে বলে দিলো।

www.pathagar.com

"আচ্ছা, ডাক্তারজী।" বিনয়ের সাথে বললো রোগীনি।

"আর আমি স্মরণ রাখবো কোন রুম।" পেছনের দিক থেকে ভেসে এলো পৌরুষ কণ্ঠস্বর। আশী ঘুরে ওদিকে তাকালো। ফারুক তার সৌম্য মূর্তিতে পৌরুষ সৌন্দর্যের যাদু মিশিয়ে মনোরম ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছে। গাঢ় নীল রঙ্গের স্যুটের উপর ওভার কোট পরে আছে। হাতে চামড়ার কালো হাত মোজা। মুচকি হেসে সে ওগুলো হাত থেকে খুলছে।

মানসপ্রিয়ের অপরূপ সৌন্দর্যের ছটায় আশীর চোখ ঝলসে উঠলো। একবার চোখ উঠিয়ে দেখলো, আবর নামালো আবার উঠালো আবার নামালো। ডাক্তার ও নার্স প্রবেশ করার বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো ফারুক। এ পথে সাধারণতঃ রোগীরা ঢোকে না।

"আসার অনুমতি আছে আশী।" প্রান হরনকারী মুচকি হাসি দিয়ে আক্রমণ চালালো ফারুক। অসন্তুষ্টির বাহ্যিক প্রকাশ তো আশী মুখ কুচকিয়ে দেখালো। মাথায় স্যালুটও প্রকাশ পেলো। কিন্তু উথলিয়ে উঠা খুশীর হিল্লোল প্রবাহিত আনন্দোজ্জল চেহারাকে অভিমানের কৃত্রিম পর্দা ঢেকে রাখতে পারেনি।

"আমি জানতাম তুমি রুষ্ট হবে।" মনোহারিনী মুচকি হাসি দিয়ে সে আশীর চেয়ারের কাছে এগিয়ে গেলো।

অপর দরজা দিয়ে নার্স রাশেদা একজন রোগী নিয়ে ভিতরে ঢুকছিলো।

"সিষ্টার।" তড়িতে ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো ফারুক। "মাত্র দু'মিনিটের জন্য আপনি রোগীদেরকে ওখানে আটকিয়ে রাখুন। ডাক্তারের সাথে আমার একটি জরুরী পরামর্শ আছে।"

"জি ঠিক আছে"। খোলা দরজা বন্ধ করতে করতে বললো রাশেদা। অপর একটি রুমে চলে গেলো সে।"

ফারুকের কথায় আশীর হাসি পেলো। কিন্তু মাথা নুইয়ে হাসিতে প্রস্ফুটিত দু'ঠোঁটকে চেপে সে হাসিটি লুকিয়ে ফেললো আশী।

হাত মোজা গুলোকে বেপরোয়াভাবে টেবিলের উপর রেখে দিলো ফারুক। টেবিলে ঠেস দিয়ে আশীর দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে বললো, "সত্যই কি তুমি রুষ্ট হয়েছো আশী।" কোন প্রতি উত্তর না দিয়ে মাথা আর একটু নীচু করলো সে।

মাথা উঁচু করার জন্যে হাত দিয়ে তার চিবুক স্পর্শ করলো ফারুক। কিন্তু নিসংশয়োর সাথে আশী হাত সরিয়ে দিলো তার।

"হায়! হায়"-এত রাগ "দেখো আশী মন জয় করার অনেক ফন্দি আমার জানা। যদি এর কোন একটা আমি প্রয়োগ করি শেষে না তুমি আবার আপত্তি করে বসো"

www.pathagar.com

বলেই সে এগিয়ে আশীর কোমল হাত তার মজবুত হাতের মধ্যে পুরে মৃদু চাপ দিলো। ঘাবড়িয়ে আশী চেয়ারসহ একটু পিছু সরে গেলো। নিসংকোচে ফারুক যে কোন পদক্ষেপ নিতে পারে ভেবে মুহূর্তেই সে ফারুকের কাছে আত্মসমর্পণ করলো।

"আহ্ বড় মন জয় করার মানুষ। এতদিন মনেও ছিলোনা। এখন এসেছে মন জয় করতে।" বাচ্চার মতো সরলভাবে বললো আশী। ফারুক হেসে ফেললো।

আমার ব্যস্ততা ও উদ্বিগ্নতার কথা তোমায় কিভাবে বুঝাবো আশী।"

একটি চিঠিও লিখা যায়নি।

"লিখেছিলাম তো।" হেসে ফেললো ফারুক।" আমার সময়ের অভাবের কথা এই সাদা চিঠি হতেই অনুমান করতে পারতে।"

"উহ বড় ব্যস্ততার কথা বলতে এলে । দু'টি শব্দও বুঝি লিখা যায়নি।"

"লিখতে তো পারতাম। কিন্তু তোমার ধৈর্য পরীক্ষারও যে প্রয়োজন।" আশীর কোমল নাজুক হাত নিজের মজবুত হাতের মধ্যে মৃদু চাপ দিয়ে সোহাগের সাথে বললো ফারুক।

ফারুকের দিকে তাকালো আশী। আর হঠাৎ করে হেসে ফেললো সে!

"আচ্ছা আশী তাড়াতাড়ি করে রোগীদেরকে দেখে নাও তুমি। তারপর মন জমিয়ে কথা বলা যাবে।

"তুমি বসবে কোথায়?"

ফারুক এদিক-ওদিক তাকিয়ে বসার কোন স্থান না দেখে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, "তোমার কতো সময় লাগবে।"

"অনুমান আরো আধা ঘন্টা।"

"তাহলে সদর পর্যন্ত আমি একটা চক্কর দিয়ে আসি।"

দুষ্টমি করে আশীর চিবুক ধরে নাড়া দিয়ে কামরা হতে বেরিয়ে গেলো ফারুক। আনন্দের আকুল সাগরে ডুবে গেলো আশী। টেবিল থেকে ফারুকের রাখা হাত মোজাগুলো উঠিয়ে এক মুহূর্ত এগুলো দেখলো। তারপর দু'গালে লাগিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললো। তার মনে হলো ফারুকের হাতে তৈরী পেয়ালায় মুখ লুকিয়ে রেখে স্বর্গীয় আনন্দে অবগাহন করছে সে।

"ডাক্তার সাহেবা।" দরজা সামান্য খুলে রাশেদা ডাকলো। "হুঁ' চোখ খুলে মোজাগুলো কোলে রেখে দিয়ে রাশেদার দিকে তাকালো সে।

"আপনি অবসর থাকলে রোগী নিয়ে আসি।" জিজ্ঞেস করলো রাশেদা।

"হাঁ হাঁ, নিয়ে এসো।" কোল থেকে চামড়ার মোজা উঠায়ে টেবিলের এক কোণে রেখে দিলো আশী।

www.pathagar.com

আধা বুড়ো একজন মেয়ে লোককে নিয়ে ভেতরে এলো রাশেদা। মেয়েলোকটি বেশ দুর্বল। চোখের পাশে পড়ে রয়েছে কালো দাগ। মুখের রংও ফ্যাকাশে। পোষাক-পরিচ্ছদ, বেশভূষায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই বুঝায় তাকে। কামরায় প্রবেশ করেই আদবের সাথে সালাম জানালো। টুলে বসেই ডাক্তারকে নিজের সব অসুবিধার কথা খুলে বললো। এতদিন পর্যন্ত ব্যবহৃত ওষুধের ব্যবস্থা পত্রগুলোও ডাক্তারের সামনে রেখে দিলো। আভ্যন্তরীণ কোন অসুবিধে ছিলো তার।

"রাশেদা! এ'কে টেবিলে শুইয়ে দিয়ে আর একজন রুগী এখানে পাঠিয়ে দাও।"

"আচ্ছা।" বলে দুহাতে পেট চেপে ধরা একজন যুবতী মেয়েকে আসতে ইশারা করলো রাশেদা। নিজে পর্দার পেছনে রাখা টেবিলে শুইয়ে দেবার জন্য প্রথম রুগীটিকে নিয়ে গেলো।

ডাক্তারের জন্য রবারের হাত মোজা বেসিনে ঠিক করে রেখে তার অপেক্ষায় রইলো রাশেদা।

একের পর এক করে রুগী দেখতে দেখতে আধা ঘন্টা সময় কেটে গেলো। এখন ক্লিনিক খালি। ওষুধের আলমারী বন্ধ করছে নার্স রাশেদা। হিটারও বন্ধ করে দিলো সে। এদিকে মাঝে মাঝে সিরিঞ্জ ও পানি গরম করা হতো। সব কাজ শেষ করে নিজের পুরান নেশওয়ারী কোট হাতে নিয়ে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছে সে। আশী চেয়ারে গা এলিয়ে বসে কি যেনো ভাবছে।

"তুমি যাও রাশেদা।"

"আপনি যাবেন না?"

"আমার একটু দেরী হবে।"

"তুমিও বাসায় চলে যাও।" আয়ার দিকে তাকিয়ে বললো আশী। আমার আজ ফিরতে দেরী হবে। আম্মাকে বলবে যেন কোন চিন্তা না করেন।"

আয়া হুকুমের গোলাম। হুকুম পেয়ে সে বাসায় রওয়ানা হলো।

বিবেক তাকে দংশণ করছে সত্য। কিন্তু প্রেম আর যুদ্ধে সবই বৈধ। এ প্রবাদ তার দ্বিধাকে দূর করে দিয়েছে।

ফারুকের সাথে সাক্ষাতের সময় ও সুযোগ তো তাকে বের করতেই হবে। এ ছাড়া তার আর উপায় কি?

www.pathagar.com

চব্বিশ

"না ভাই আশী, এ কথা ঠিক নয়। লড়াইয়ে লড়াইয়ে তো সব সময় নষ্ট হয়ে গেলো। পৌণে দুশ' মাইল রাস্তা মাত্র আড়াই ঘন্টায় অতিক্রম করে তোমার দরবারে এসে পৌঁচেছি। আমাকে আগামী কালই ফিরতে হবে। মুল্যবান সময় তুমি বরবাদ করে চলছো।"

আড় নয়নে আশীর দিকে তাকিয়ে সিগারেটে টান দিলো ফারুক। সে আশীর সামনের ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে টুলে পা রেখে প্রায় বিশ মিনিট কাল ধরে তার মান ভাঙ্গাবার চেষ্টা করছে।

আশীর মান ভাঙ্গছেনা। সে কৌশল পরিবর্তন করলো। "আর কতো, এখন যেতে দিননা প্রভু! গোলাম হাত জোড় করে ক্ষমা ভিক্ষা করছে।" সে সিগারেটের শেষ টুকরা ফেলে দিয়ে দু'হাত জোড় করে দিলো। "ভবিষ্যতে আর এ ভুল হবেনা। হবেনা। আর কখনও হবে না।"

এবার হেসে ফেললো আশী।

"আচ্ছা! আচ্ছা! আর প্রয়োজন নেই। সন্ধি হয়ে গেলো।" ফারুক বাচ্চাদের মতো হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলো। পকেট থেকে নতুন সিগারেট বের করে আগুন ধরালো। আগের মতো আবার ইজি চেয়ারে বসে ডান পা বাম পায়ের উপর রেখে দোলাচ্ছে। এ যেন তার বিজয়ী মনের বহিঃপ্রকাশ।

সত্যই তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়ে গেলো। দু'জনেই এখন মন খুলে আলাপে ব্যস্ত। ফারুক দীর্ঘ চার মাস অনুপুস্থিতির বিবরণ শুনিয়ে চললো।

"এতদিন পর আসলে আবার কালই চলে যাবে?' আশী ব্যথিত নয়নে তার দিকে তাকালো। একটু আগেই ফারুক বলেছে তাকে আগামী কাল দু'টোর দিকে লাহোর পৌছতে হবে।

"একটি কেইসের ব্যাপারে কালকে তিনটার দিকে একজনের সাথে দেখা করতেই হবে, আশী। তাছাড়া আম্মিকেও একা রাখতে পারিনে। আব্বার ইনতেকালের পর হতেই আম্মির কতোগুলো রোগ দেখা দিয়েছে। একা তিনি থাকতেই পারেন না। আঞ্জু হঠাৎ এসে না পড়লে আমার এ এক দিনের জন্যও আসা সম্ভব হতো না।"

"আবার কবে আসবে?"

"যখন আঞ্জু আসবে অথবা ছুটি নিয়ে আহমদ লাহোর যাবে।"

www.pathagar.com

"আরে শোন, আহমদ তোমাদের হাসপাতালে এসেছে না?' সোজা হয়ে বললো সে। যেন কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা হঠাৎ করে মনে পড়লো।

"ডাক্তার আহমদ আমার ভাই।" সে খিল্ খিল্ করে হেসে দিলো। "তুমি বেশ ধোকা খেয়েছো না?"

"তুমি কিভাবে জানলে"? আশী চোখ খাড়া করে তার দিকে তাকালো।

"আহমদ কালই টেলিফোনে আমাকে বলেছে। খুব রস হয়েছে, না?" সে এখনো অনর্গল হেসে চলছে।

"আমি তোমাকে ইচ্ছে করেই বলিনি। আমরা একই চেহারার যমজ দু'ভাই।" সিগারেটে লম্বা টান দিতে দিতে বললো ফারুক, "আমি মনে করেছিলাম যখন আমরা দু'জন একত্র হবো, তোমাকে বেশ সংশয়ের ভিতর ফেলে দেবো।"

"তুমি ভালো নও" সোহাগের সাথে তার দিকে তাকিয়ে বললো আশী, "মারীতেই যদি আমাকে বলে দিতে তাহলে ঘটনা এতদূর গড়াতোনা। আমি তো বেচারা আহমদের সাথে এক একদিন ফ্যাসাদ লাগিয়ে বসতাম। দু'তিন দিন তো এমনই হয়েছে যে তাকে এক চোট নিয়েছি। আর এ হতভাগা বারবার শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো। তুমি বিশ্বাস করো যখন সে বলতো "আমি কিছুই বুঝিনে, আপনি কি বলেছেন, ডাক্তার?" তখন আমার মন চাইতো তার মুখ ভেঙ্গে দেই। আমি মনে করেছিলাম, তুমিই ডাক্তার আহমদ রূপে আমাকে ধোকা দিচ্ছো।"

আশী তাকে বলে চললো কিভাবে সে ডাক্তার আহমদকে ফারুক মনে করে বিরক্ত করেছে। এসব শুনে ফারুক হাসিতে লুটোপুটি খাচ্ছে।

"খুব হয়েছে' কোটের পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখের পানি মুছলো ফারুক, "আহা বেচারা আহমদ।"

"এখন তো আমি বেশ লজ্জা অনুভব করছি" বললো আশি।

"তোমার কি দোষ?" সে আবার আগের মতো টুলে পায়ের উপর পা রেখে গা এলিয়ে বসলো।" কিন্তু একটা কথা আশী, আহমদ কথা বলতে মাঝে মাঝে আটকে যায়। এটা কি তোমার কাছে ধরা পড়েছে।?"

"আমি মনে করেছিলাম আমাকে উত্যক্ত করার জন্য তোমার এ নতুন ফন্দি"।

"সর্বনাশ! আমি কি এত বড় অভিনয় করতে পারি?"

ফারুক আশীকে আহমদ সম্বন্ধে বলতে লাগলো।

"আহমদ ছোট বেলায় আম্মর আদর থেকে বঞ্চিত ছিলো, এ জন্যেই কথা বলতে তার আটকে যায়। এ আটকে যাওয়ার জন্য সে কিছুটা ইনফেরিয়েরেটি কমপ্লেক্সে ভুগছে। তাই সে খুব স্বল্পভাষী এবং মার্জিত রুচিসম্পন্ন।"

www.pathagar.com

আহমদের সাথে আশীর এ ব্যবহারের জন্য ফারুক সহানুভূতি প্রকাশ করলো। আশীও এখন এ জন্য দুঃখ করছে।

"নানু বেঁচে থাকলে হয়ত এমন হতো না। আহমদ যখন এক বছরের, নানু তখন মারা যান। তারপর তার লালন পালনের ভার মামানীর উপর পড়ে। এটা সুস্পষ্ট যে, মামানী তাকে অত স্নেহ মমতা দিতে পারেননি যা প্রকৃতিগত ভাবে তার দরকার ছিলো।"

"তোমার আম্মি তখন তাকে ফিরিয়ে নেননি কেনো?"

"তিনি খুব অসুস্থ ছিলেন। আহমদ পাঁচ বছরের সময় আমাদের কাছে ফিরে আসে। তখন তার কথা বলতে খুব আটকে যেতো। আম্মির আদর-যত্নে, আব্বুর স্নেহ-মমতার পরে অনেকটা কমে যায়। তবুও সম্পূর্ণ সেরে ওঠেনি।"

"ঠিকই, খুব কমই আটকায়।"

"তবুও আটকে তো যায়। এতে সে খুব লজ্জা পায়।"

আশীর মনে পড়লো যেদিন সে আহমদের কথায় আটকিয়ে যাওয়াকে অভিনয় মনে করে হেসেছিলো। এখন লজ্জায় তার মাথা হেট হয়ে আসে। দুঃখে চেহারা লাল হয়ে ওঠে।

ফারুক কতোক্ষণ চুপচাপ সিগেরেট ফুকলো। আড় নয়নে আশীর দিকে তাকিয়ে তার অনুতপ্ত মুখমণ্ডল দেখে হাসি পাচ্ছিলো তার। সংযত থাকার চেষ্টা করেও সে অবশেষে হেসেই ফেললো। এ হাসির রহস্য আশী বুঝলোনা

হ্যাঁ বলছিলাম আগামী কাল সাড়ে এগারোটায় এখান থেকে রওনা দেবো।

"থেকে যেতে পারোনা।"

ফারুক চিন্তিত হলো। বিমর্ষভাবে হাত কচলাতে কচলাতে সে গভীর দৃষ্টিতে আশীর দিকে তাকালো। আবার কিছুক্ষণ পরেই তার অভ্যেস মতো স্বাভাবিক হয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। চেয়ার থেকে সে উঠে দাড়ালো। কামরার মধ্যে এদিক ওদিক পায়চারী করতে করতে বললো।

"পথের কাটা সরে গেছে আশী। দুস্তর পথ দুগর্ম গিরি আমরা অতিক্রম করে এসেছি। এখন আমরা আমাদের মঞ্জিলের খুব কাছাকাছি। আর মাত্র সামান্য সময় অপেক্ষা করতে হবে। আর যখনই এটুকুও অতিক্রম করবো তখনই ..." আশীর খুব কাছে এসে সে থেমে গিয়ে বললো "বলো আশী ধৈর্য ও সহ্যের সাথে তুমি আমার অপেক্ষা করবে।"

"শুধু একটি শর্ত।"

www.pathagar.com

"কি সে শর্ত?"

'তুমি অবশ্যই চিঠি লিখবে। আমি যোগাযোগ হীন ভাবে তোমার পথ পানে চেয়ে থাকতে পারবো না। তুমি আমার মনের দাবানল অনুমান করতে পারবে না।" দু'হাত দিয়ে আশী মুখ লুকালো।

মুচকি হেসে ফারুক তার হাত টেনে নিলো। এতো কোমল মন তোমার। ডক্তার তুমি কিভাবে হতে পারলে? ঠিক আছে, ওয়াদা আমি করলাম চিঠি লিখবো। আর তোমার কাছে তাড়াতাড়ি পৌছে যাবারও আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

অশ্রুসিক্ত নয়নে আশী ফারুকের দিকে তাকালো। সে সময় ফারুকের মুখে অট্টহাসির ভাব বিরাজিত।

"তুমি যদি তোমার অঙ্গীকার পূরণ না করো তাহলে জীবনেও আর তোমার সাথে কথা বলবো না।"

"না-না-আশী এমন কুলক্ষণে কথা বলো না। আমি তাহলে জীবিতই মরে যাবো।"

সে এখনো কৌতুহলে চোখ নাচাচেছ। আর আশীও অপলকনেত্রে তাকে দেখছে।

পুনরায় চেয়ারে এসে বসলো ফারুক। নুতন সিগেরেট ধরিয়ে ধোয়া ছুড়লো আশীর দিকে। এটা তার অভ্যেস। এ রসিকতা আশীরও প্রিয়। ঠোটের কোনে ফুলের কলির মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে সে ফারুককে দেখতে লাগলো।

"আচ্ছা কাল কোথায় দেখা হবে?"

"কাল?"

"হাঁ, কাল এগারোটায়ই আমাকে রওনা হতে হবে। তুমি এখানেই এসে যাবে।"

"হাসপাতাল!"

"ছুটি"

"তা কি ভাবে?"

"আমি জানিনা।" আটটার দিকে আমি এখানে থাকবো।"

মনোরম ভঙ্গিতে চোখের পলক নাড়ালো আশী। অস্বীকার করার তার উপায় ছিলো না। আবার কবে দেখা হবে কে জানে। ফারুকের জন্য শুধু ছুটি কেন, সবই সে করতে পারে। মনোহারিনী বিমুগ্ধ গানের কলি গুন গুন করে আওড়াতে লাগলো ফারুক।

"কতো ভালো হতো যদি সেতারা নিয়ে আসতে।"

"গান শুনতে মন চায়?"

"হাঁ চায়।"

www.pathagar.com

"যদি বলি এনেছি।"

"সত্যি।" খুশিতে চোখ দু'টি আশীর জ্বল জ্বল করে উঠলো।

"কাল শহর থেকে দূরে বহু দূরে কোন জনশূন্য বিরান ভুমিতে তোমাকে নিয়ে চলে যাবো। সেতার বাজাবো আমি। নিরব নিথর ভুমি উঠবে জেগে। দীর্ঘ অনুপস্থিতির সব ব্যথা তোমার যাবে কেটে।" যাদুর ভঙ্গীতে কথা গুলো বললো ফারুক।

"এ বারের মারীর ভ্রমণ আমার সারা জীবনের সঞ্চয়। মারীর দিনরাত গুলোএখন আমারএকাকী জীবনের সাথী। সেতার আমি এখনো বাজাই। কিন্তু মনের সরসতা ও সজীবতা পাইনা খুঁজে। সমঝদার শ্রোতাও আমার আর নেই।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো পলক নেড়ে নেড়ে ফারুকের দিকে তাকিয়ে রইলো আশী।

www.pathagar.com

পঁচিশ

বারোটা বাজছে। চোখে বিরহ-ব্যথার অশ্রু, মনে মিলনের অফুরন্ত আস্বাদের নেশা নিয়ে আশী বাড়ী এসে পৌছলো। প্রায় তিনটি ঘন্টা ফারুকের সাহচর্যে থাকার পর সে তাকে ছেড়ে এসেছে। ফারুকের ফিরে যেতে হবে। তাকে আর রাখা সম্ভব নয়। কাল আর আজ মুহূর্তের মধ্যে যেন উড়ে গেলো সময়। মিলনের আনন্দ বিচ্ছেদের ব্যথা এমন গুলিয়ে মিলিয়ে গেলো যে এখন নিরূপণ করতে পারছে না আশী, সে আনন্দিত না দুঃখিত। হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়েছিলো, তাই ফারুকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ীই ফিরে এসেছে সে।

আম্মি বাবুর্চিখানায় খাবার পাকানোতে মশগুল। চাকরানী মেয়েটি ছিলো ওখানে। থালা বাটির ঝন্‌ঝনানীর সাথে আম্মি ও চাকরানীর কথা বার্তাও শোনা যাচ্ছিলো। আশী সোজা তার কামরায় চলে গেলো। কারো সামনে যেতে, কারো সাথে কথা বলতে তার মন মোটেই চাইছিলো না। সে সময় তার মনের যা অবস্থা তাতে সে নিজ থেকে নিজেই যেন লুকিয়ে যেতে চাইছিলো।

কাপড় চোপড় না ছেড়েই বিছানায় শুয়ে গেলো সে। বেড কভারও বিছানা থেকে উঠাবার সময় পায়নি। ঠাণ্ডা ছিলো বেশ। বন্ধ কামরায়ও যেন বরফ জমে উঠেছে। লেপ যেন কেউ বরফ দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছে। ঠাণ্ডা বিছানায় তার শরীরে কম্পন হতে লাগলো। মাথা পর্যন্ত লেপ টেনে দিলো আশী।

এবার শরীরের কম্পন তাড়াতাড়িই দূর হতে লাগলো। এতো মানব শরীরের স্বাভাবিক তাপ, তার উপর আবার মানসলোকের প্রেমানন্দের কল্পনার গরম, অল্পক্ষণের মধ্যেই বিছানা গরম হয়ে উঠলো। শুয়ে শুয়ে চিন্তার রাজ্যে রঙ্গ-বেরঙ্গের চমকদার ফুলের মালা গেঁথে চলেছে আশী। তার চোখের সামনে কখনো মারীর সুখের দিনগুলোর কথা ভেসে উঠে। আবার কখনো ভেসে উঠে কাল আর আজকের মধুময় মিলন-মুহূর্তগুলো। সেতারের সুর-ঝংকার এখনো তার কানে বাজছে। সে যেন এখনো আনমনা হয়ে ফারুকের কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করে সে সুরের মধ্যে ডুবে আছে। সে পিণ্ডি শহরের বাইরে অনতিদূরের এলাকায় গিয়েছিলো। ধারে কাছে কোথাও কোন বসতি ছিলোনা। জায়গায় জায়গায় প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য সম্পদ ছড়িয়ে ছিলো। নরম কোমল সুবজ তৃণরাজিতে ভূমি আচ্ছাদিত সবুজ বৃক্ষের সারি দূর সীমা পর্যন্ত চলে গেছে। ডান দিকে পাহাড় শুরু হয়ে ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠেছে। যে দিকেই তাকায় দৃষ্টির দুর সীমা পর্যন্ত দেখা যায়, শুধু শ্যামল রং-ই।

www.pathagar.com

সামনে বিস্তীর্ণ সবুজ অরণ্য ময়দান। নীরব নিঝুম জনহীন ময়দানটি সুষমামণ্ডিত। নীল আকাশের স্বচ্ছ গয়ে রূপার থালার মতো সূর্য জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। সূর্যের আলোকে মনোমুগ্ধকর পরিবেশ ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠেছে। আবার ঠাণ্ডা বাতাসেরও কিছু রেশ ছিলো। কিন্তু কিছু রোদের তাপের গরম আর মনের আবেগের উত্তাপে খুব ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল না।

হৃদয় ভরে তারা কথাবার্তা বলেছে। অনাগত জীবনের জন্যে নানা পরিকল্পনার রঙ্গীন স্বপ্ন এঁকেছে তারা। চির মিলনের পথে প্রকাশ্য কোন বিপত্তি ছিলো না। বিলম্ব হয়। তো হতে পারে। কিন্তু মিলনের পথ রুদ্ধ নয়। তাদের জীবনের চিরস্থায়ী বন্ধন আগামী কয়েক মাসের মধ্যে হবার সম্ভাবনা আছে। অপেক্ষা তো করতেই হবে। মঞ্জিলে মকসুদের সবুজ নিশান যখন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, অপেক্ষা করা কষ্টদায়ক নয়। বরং মিলনের অত্যাসন্ন সম্ভাবনায় পুলকিত হয়ে উঠে মন। এই ওয়াদাই তারা আজ করেছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই ওয়াদাই সে পুনরায় মনে মনে ভাবছে। ফারুকই তার জীবনের প্রথম ও শেষ স্বপ্ন। তাকে পাবার জন্যে কয়েক মাস কেনো সারাটি জীবন ও সে অপেক্ষায় কাটিয়ে দিতে পারবে। ফারুকের জন্য তার প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও দুর্বার আকর্ষণ ভাষায় সে প্রকাশ করতে পারছে না। তার ভালবাসার কোন সীমারেখা নেই অনাদি অনন্তকালও তার ভালবাসার গতিকে রুখে রাখতে সমর্থন হবে না।

ফারুক তার কতো প্রিয়। কতো প্রিয় এ নাম তার কাছে। চোখ বন্ধ করে আশী আবার কল্পলোকে ডুবে গেলো। এভাবে জীবন্ত ও সরস সময়ের অনেকগুলো মুহূর্ত কেটে গেলো। দূরের ঘড়ি থেকে একটা বাজার সময় সঙ্কেত শুনা গেলো। মাথা থেকে লেপ সরিয়ে দিলো আশী। খাওয়া দাওয়া, বোধ হয় হয়ে গেছে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে খাবারের প্রলুব্ধ খুশবু।

গা থেকে এবার লেপ সরিয়ে দিলো আশী। পরিহিত কাপড় চোপড় কুঁচকিয়ে গিয়েছে। কালো সোয়েটারও ভেঙ্গে রয়েছে। মাথার চুলগুলোও বেশ এলোমেলো। বিছানা হতে উঠে পালঙ্কের কিনারে পা ছেড়ে দিয়ে বসলো আশী। হাত দিয়ে চুলগুলো ঠিক করে দিয়ে নতুন করে ক্লিপ লাগালো। ওড়না কাঁধে ঝুলিয়ে হাত দিয়ে ভাঁজগুলো মিটিয়ে দিলো সে।

একটু পরেই সে আঙ্গিনায় নামলো।

"আজ এতো সকালে এসে গেলে?" এক কিনারে রোদে চেয়ারে বসে গাঁজর কাটছিলেন আম্মি। আশীকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"আমি তো অনেক আগেই এসেছি।" বলে আম্মির গা ঘেষে বসে কাটা গাঁজর উঠিয়ে খেতে লাগলো সে।

www.pathagar.com

"আজ কি সকালেই ছুটি হয়ে গেছে? প্রতি উত্তরের পূর্বেই আবার বলে উঠলেন তিনি।

"ভালই হয়েছে তুমি সকালে এসে গেছো?"

"কোন কাজ আছে নাকি আম্মি?" জিজ্ঞেস করলো আশী।

"হাঁ, একটি কাজ তো আছেই।" তাঁকে উদ্বিগ্ন দেখছিলো তখন। নুসরতের কাপড় সেলাইর জন্য দিতে হবে। ওড়নায়ও কিছু কাজ করাতে হবে। দিন তো বেশী বাকী নেই।

এর মধ্যে সব কাজ সেরে ফেলতে হবে তো।

নুসরতের জন্যে আসেফের প্রস্তাব তারা গ্রহণ করেছে। বিয়ের কথাবার্তা চূড়ান্ত করার দিনটিও অনাড়ম্বর ভাবে করারই সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু একমাত্র পুত্র সন্তানের বিয়ের কথাবার্তার দিনকে এত সাধারণ ভাবে করার পক্ষে ছিলেননা আম্মি। দুটিই তো সন্তান। তাদের হাসি খুশি, আনন্দ-আহলাদের প্রতি তো লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের বাপ বেচারা ব্যথাহত হৃদয়ে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তার মনোবাঞ্ছা তিনি পূরণ করে যেতে পারেননি।

প্রয়োজনীয় কাপড় আগেই খরিদ করে রাখা হয়েছিলো। মেয়ের মাপও নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু সেলাই করতে দেয়া হয়নি এখনো। রোজই আশীর অপেক্ষায় সন্ধ্যা হয়ে যায়। হাসপাতাল থেকে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে আসার পর মার্কেটিং-এ যেতে তার মন আর চাইতো না।

আজ আশী সময় মতো বাড়ী ফিরে এসেছে। তাই আম্মি আজই সব কাজ সেরে নেবার ইচ্ছে করেছেন। আশীও আজ আনন্দের দোলায় দোল খাচ্ছে। মনের খুশীতেই সে বাজারে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো।

খাওয়া দাওয়া করে আশীর আম্মি টিসুর থান উঠিয়ে খাটের উপর বসলেন। আশী থান খুলে সতর্কতার সাথে লাল রঙ্গের কাপড় হতে দোপাট্টা বের করে নিলো।

"ঝকমক করা কাপড়ে কামদানী কাজ করাবার কি প্রয়োজন আম্মি? 'করণ' আর 'গোটা' আমরাই লাগিয়ে নেবো।" দোপাট্টার ভাঁজ খুল্‌তে খুল্‌তে বললো আশী।

"হায় হায় বেটী এ করছো কি?" ঝট করে এসে আম্মি ওড়নার কাপড়টি হাতে তুলে নিলো। চারদিকে ছড়িয়ে আছে গাজর, কোন দাগ লেগে গেলে কেমন হতো।

মুখ টিপে টিপে মুচকি হাসছে আশী। হাসি তো আজ তার প্রতি অঙ্গ দিয়ে উপচিয়ে পড়ছে।

www.pathagar.com

"সোনালী জাল করাবো এর উপর।" দোপাট্টা ভাঁজ করতে করতে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন আম্মি।

"এতো আর বিয়ে নয়। বিয়ের কথার্বাতা পাকাপাকি করার দিন মাত্র।" বললো আশী।

"আমার আসেফের বিয়ে ধার্য করার দিন রোজ রোজই আসবে না আশী"। আম্মির দরদভরা হৃদয় খুশিতে কানায় কানায় ভরা। যে স্নেহ ও অকৃত্রিম মমতা ভরা দৃষ্টিতে তিনি কাপড়গুলোর দিকে তাকালেন তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারলো আশী।

"খোদা করুন, নুসরত আম্মির এই স্নেহ-মমতার যাথাযথ মূল্য দিতে পারে।" মনে মনে বললো সে।

"চলো। তৈরী হয়ে নাও। শীতের দিন। আর দেরী করা ঠিক নয়। সব কাজ সমাধা করতে সন্ধ্যা লেগে যাবে। দু'তিন জায়গায় যেতে হবে।"

"না আম্মি। সব কাজই একদিনে সারবার এমন কি প্রয়োজন?"

"অবশ্যই, অবশ্যই।"

"রোববারের জন্যে কিছু কাজ রেখে দিন না।"

"না, মা আশী। আমার জানা আছে। সপ্তাহের সব ক্লান্তি রোববারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দূর করবে তুমি।"

আম্মির কথা শুনে হেসে ফেললো আশী।

"যাও ঝট্‌পট্ করে তৈরী হয়ে এসো।"

"শুনো! থালা বাসন ধুবার পর গাজর গুলোকে খুব রগড়িয়ে নেবে। এখন এগুলোকে বাবুর্চিখানায় রেখে দাও। সব কাজ সেরে এটা করবে। আমি আশী সহ বাজারে যাচ্ছি। রাতের খাবারের জন্য গোশ্‌ত পাকাতে হবে। আলমারীতেই রাখা আছে গোশ্‌ত। চনাবুট দিয়ে পাকাবে। ফিরতে আমাদের দেরী হতে পারে।" রাতের খাবার সহ আবশ্যকীয় সব কথা মা বলে দিলেন কাজের মেয়েকে।

"আপনারা বাজারে যাচ্ছেন?" সব কথা শুনার পর জিজ্ঞেস করলো চাকরানী।

"আসেফের দুলহানের কাপড় সেলাতে দিতে হবে।"

"শুভ হোক, শুভ হোক।" খোশামদীর ভানে বললো, চাকরাণী। কাদামাখা হাতেই সে তার দোপাট্টা উঠিয়ে আসেফের সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য খোদার দরবারে দোয়া করতে লাগলো। সাথে সাথে তার ভাবী বংশধরদের জন্যেও একটানে দোয়া করে চললো। এ সময়ে আশীর আম্মী এক টাকার দু'খানা নোট চাকরাণীর হাতে পুরে দিলে তার দোয়ার হাত নীচে নেমে এলো।

www.pathagar.com

ছাব্বিশ

ওহ্! মিস সরওয়াত, আপনি বড্ড মিস করেছেন। ডিউটি রুমে আসতেই বলে উঠলো ডাক্তার লতিফ। "ঠিক না মিষ্টার আহমদ।"

"জ্বি" জ্বি কথাটি লম্বা করে উদ্বিগ্নতার সাথে বলায় সরওয়াত তার দিকে তাকালো। ডাক্তার সে সময় উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে চার্ট দেখছিলো। সেও এদিকে মনোযোগ দিলো। আর কোণের সিটের একজন রুগিনীর কেস হিষ্ট্রি পড়তে পড়তে আশীও এদিকে ফিরে ডাক্তার লতিফের দিকে তাকালো।

আশী কাল হাসপাতালে আসেনি। ফারুকের সাথে সাক্ষাতের জন্যে ছুটি নিয়েছিলো সে। ঘটনাক্রমে সরওয়াতও কাল হাসপাতালে ছিলো অনুপস্থিত। ডাক্তার লতিফের কথার অর্থ কিছুই বুঝতে না পেরে দু'জনই তার দিকে তাকিয়ে রইলো। লতিফের সাথে সাথে ডাক্তার আহমদও ভিতরে প্রবেশ করেছে। অভ্যাস অনুযায়ী তিনি আশী ও সরওয়াতের দিকে দৃষ্টি দিয়ে প্রতিবেশীসুলভ হাসি ফুটিয়ে চেয়ার টেনে আগুনের চুল্লির নিকট বসলেন।

"কাল ছুটিতে থেকে আপনি এক ওয়াণ্ডারফুল জিনিস দেখা থেকে বঞ্চিত হলেন মিস সরওয়াত। এ জিনিস দেখার আপনার বড় সখ ছিলো।"

"কিসের সখ?" সরওয়াত এখনো কিছু বুঝতে পারছে না।

"এঁর ভাই ফারুককে দেখার।" আড়চোখে বড় অর্থপূর্ণ চাহনীতে ডাক্তার আহমদের দিকে ইঙ্গিত করে বললো লতিফ।

"সে এসেছিলো নাকি?" সরওয়াতের উদ্বিগ্নতা দেখার মতো।

"হাঁ সে কথাই তো বলছি।"

অশীর ঠোঁটের কোণে তখন ফুটে উঠেছিলো বড় মনমাতানো হাসি। ওদিকে ঘুরে পুনরায় সে কেস হিষ্ট্রি পড়তে শুরু করলো।

"কি আশী?" আশীর কাছে গিয়ে তার কাঁধে ঝাকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করলো সরওয়াত-"ফারুক কি কাল এসেছিলো?"

আচমকা সরওয়াতের এ ব্যবহারে অপ্রতিভ হয়ে গেলো আশী। এ রহস্য কি সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করার? কিন্তু লতিফ তাকে সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার করলো। সে বললো, ওতো নিজেও কাল ছিলো না। সেও দেখতে পায়নি তাকে।"

সরওয়াত ওদিকে ঘুরলো। আশী চোখে চোখেই তাকে হুঁশিয়ার করে দিলো, "সাবধান ফারুক আর আমার সম্পর্কের কোন কথা যেন তোমার মুখে এদের সামনে প্রকাশ না পায়।"

www.pathagar.com

চোখের ভাষা বুঝে গেছে সরওয়াত। সে এবার মুখ ফিরিয়ে লতিফের দিকে তাকালো।

"তার সাথে আপনার দেখা হয়েছে?" সরওয়াত জিজ্ঞেস করলো। জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার ডাক্তার আহমদের দিকে ঘুরে গেলো সে। তিনি সে সময় পুড়ে ছাই হওয়া অঙ্গারের দিকে তাকিয়ে হাসি সম্বরণ করতে চেষ্টা করছিলেন।

"আপনি তো বেশ লোক ডাক্তার সাহেব। আমি কতো তাকিদ দিয়ে বলেছিলাম আপনার ভাই আসলে আমাকে দেখাতে। বড়ই পরিতাপের বিষয় সে আসলো অথচ তাকে দেখতে পারলাম না।"

আমি দুঃখিত মিস সরওয়াত। অপরাধ আমারও নয়। এসেই ছিলো সে বড় অসময়ে। গত পরশু রাত অনুমান দশটার সময় এখানে এসেছে। আর এটা তো কা-কারো সাথে দেখা সাক্ষাতের সময় নয়, বুঝতেই পারছেন।"

ডাক্তার আহমদ ঠিকই বলেছেন। কাগজের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি জমিয়ে মুচকি হাসছিলো আশী। ফারুক লাহোর থেকে সোজাই তার কাছে গিয়েছে। রাত অনুমান নয়টা পর্যন্ত ক্লিনিকে তার কাছেই ছিলো সে।

"পরশু পারা যায়নি বুঝলাম। কিন্তু কাল তো কাউকে দিয়ে আমাকে একটু ডেকে পাঠাতে পারতেন।" অভিযোগ করলো সরওয়াত।

"কালতো সাড়ে আটটার আগেই সে চলে গেলো। তা তাকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়েছে। কোন কেসের ব্যাপারেই সে এখানে এসেছিলো।" মুচকি হাসি থামিয়ে লতিফের দিকে তাকালো ডাক্তার আহমদ। 'আপনি কাল আসেননি। তার সময় ছিলো না ত-তবু তাকে আমি হাসপাতালে নিয়ে এসে ছিলাম। লতিফ তখন এসে গিয়েছিলো। তার সাথে দেখা হয়েছে। আপনি দেখতে পাননি। অন্য কোন সময়ে দেখা যাবে। তাকে আরো কিছু সময় রাখার চেষ্টা আমি করেছি। কিন্তু সে সাড়ে আটটার পূর্বেই লাহোর রওনা হয়ে গেলো।"

আশীর হৃদয়ে তখন ধুক ধুক শুরু হয়েছে। লাহোর যাবার বাহানা করে আহমদকে ফাঁকি দিয়েছে ফারুক। অথচ সাড়ে আটটায় সে তার কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। আর প্রায় পৌণে বারটা পর্যন্ত তার কাছেই ছিলো সে।

সত্যই সরওয়াতের দুঃখ হচ্ছিলো।

"কয়েক দিনের মধ্যেই সে আবার আসবে। কেসের ব্যাপারে তাকে কয়েকবারই বোধ হয় এখানে আসতে হবে। বললেন ডাক্তার আহমদ।

আশী আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

"দেখার বস্তুই বটে। বড়ই আশ্চর্য।" সরওয়াতের সামনে চেয়ারে বসতে বসতে বললেন ডাক্তার লতিফ। "তার আমার সাক্ষাত মাত্র পনের মিনিটকাল স্থায়ী হয়েছে। কিন্তু কি বলবো কিনা রগড় হয়েছে। ডাক্তার আহমদ আর ফারুক যেন একই দেহ। কিন্তু পৃথক দু'টি আত্মা মাত্র। তবে মেজাজ-মা'শায়াল্লাহ অনেক পার্থক্য।'

আপনি মুখের উপর আমার প্র-প্রশংসা করছেন লতিফ সাহেব। হাসতে হাসতে বললেন ডাক্তার আহমদ।

"মাফ করবেন প্রশংসা-অপ্রশংসা আমার উদ্দেশ্য নয়।" খিল খিল করে হেসে ফেললো লতিফ।-"যা উপলব্ধি করেছি শুধু তা-ই বললাম।"

তারা দু'জনই হেসে ফেললো এবার। সরওয়াতের কাছে এ হাসি ভাল লাগলো না। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, অমনি ডাঃ লতিফ বলে উঠলেন, "আল্লাহর কি অসীম মহিমা দু'ভাইয়ের মধ্যে এতটুকু পার্থক্যও নেই।-একই আকৃতি। উঁচুও এক সমান। কণ্ঠস্বরও এক। ডাঃ আহমদ হেসে না দিলে চিনতেই পারতাম না ফারুক কে আর আহমদ কে?"

"কি আশ্চর্য লেগেছে না?" বললো সরওয়াত।

"এসব খোদার লীলা খেলা।"

"গায়ের রংও কি এক?" জিজ্ঞেস করলো সরওয়াত।

"হুবহু-এক।" বললো লতিফ।

মুচকি হেসে হেসে এসব শুনছিলো ডাক্তার আহমদ। সরওয়াতের এসব প্রশ্নকে অবান্তর মনে করে মিট মিট হাসলিলো আশী।

ডাক্তার বানু চার্ট দেখাতেই মশগুল ছিলো। এসব তাদের ব্যক্তিগত কথাবার্তা মনে করে এতে কোন অংশ নেওয়া সমীচীন মনে করেনি সে। কিছুক্ষণ পরেই ডাক্তার আহমদ ও লতিফ উঠে চলে গেলো। দরকারী চার্ট বের করে চলে গেলো বানু।

সরওয়াত উঠে দাঁড়ালো। ঝট করে গিয়ে আশীর কাঁধে ঝাকনী দিয়ে বললো "বলনা আশী সত্যই কি ফারুক এসেছিলো?"

"আমি কিভাবে বলবো।"

সরওয়াতের চোখে চোখ রেখে দুষ্টামির দৃষ্টি মেলে আশী বললো।

"সত্য করে বলনা আশী-নতুবা-" জোর করে ধরে ডাক্তার লতিফের চেয়ারে আশীকে বসিয়ে দিলো সরওয়াত।

"নতুবা কি?" বলে সে শব্দ করে হেসে ফেলে।

"আচ্ছা! তা হলে সে এসেছিলো। এজন্যই ছুটি নিয়েছিলে, না?"

www.pathagar.com

"না বোকা কোথাকার! এইমাত্র শুনলেনা ডাক্তার আহমদ বললো সে সাড়ে আটটায় এখান থেকে চলে গেছে।"

"তাতে কি হয়েছে? আহমদের কাছে থেকে সে সাড়ে আটটায় বিদায় নিয়ে গিয়েছে হয়তো।" সরওয়াতের নিক্ষেপিত শর ঠিক মতোই বিদ্ধ হলো। কিন্তু আশী ছিলো হাসির মুডে। কলকল করে প্রবাহিত ঝর্ণার মতো তার মুখে হাসি খেলে যাচ্ছিলো। সে বললো-"আমি তো নুসরতের কাপড় সেলাই করতে এসেছিলোাম কাল। প্রতিদিনই আম্মি বলতেন। ভাবলাম একদিন ছুটি নিয়ে সব কাজই সেরে নেই। বিশ্বাস না করলে আম্মিকেও জিজ্ঞেস করতে পারো তুমি।"

"আমি মানিনে-মানতে পারিনে।" অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে আশীর দিকে তাকালো সরওয়াত।

এবারও আশী খিলখিলিয়ে হেসে ফেললো।

কিছুটা জোর-জবরদস্তি ও কিছুটা কলা-কৌশলে সরওয়াত অবশেষে সব রহস্য খুলে বের করেই ছাড়লো। আনমনা হয়ে আশী ফারুকের আগমন আর তার সাথে কাটানো মধুময় সময়ের চিত্তাকর্ষক কাহিনী এক এক করে সব সরওয়াতকে বলে চললো।

উৎসুক্য ও কৌতুহল মিশ্রিত দৃষ্টিতে আশীর দিকে তাকিয়ে সব শুনে চলছে সরওয়াত। আশীর প্রেম-প্রীতির কাহিনী হাজার রঙ্গের আলোকসজজা হওয়া সত্ত্বেও তাকে এ কৌতুহলই পাগল করে তুলেছে। কি করে হুবহু আহমদের মতো আর একজন লোকও এ জগতে বিদ্যমান। এ দুজনকে একত্রে দেখার বড় সখ ছিলো তার।

"তুমিও বড্ড খারাপ আশী" মুখ মলিন করে বললো সুরওয়াত।

"কেনো?" তার চোখে তারার চমক বিরাজিত।

তুমিও তো তার সাথে আমার সাক্ষাত ঘটাতে পারতে। তাকে একটু দেখতে পারতাম আমি।

" আবার আসবে। ওয়াদা করলাম অবশ্যই তখন তোমাকে দেখাবো।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সরওয়াত বললো-"যদি তখনো মনে না থাকে? মনে রাখবো। আবারও যদি এ ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটে তা'হলে জীবনেও তোমার সাথে আর কথা বলবো না। দু'ভাইয়ের মধ্যে সত্য কি কোন পার্থক্য নেই আশী?"

দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে হাসি দিয়ে মাথা নাড়ালো আশী। এ মাথা নাড়া সরওয়াতকে বিস্মিত করে ফেললো। বার বার একই কথার বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করে চলছে সরওয়াত। তার এ অবস্থা দেখে হাসি পাচ্ছিলো আশীর। সরওয়াতকে শান্ত করার জন্য তাকে একটি গল্প শুনালো আশী। এ গল্পটি ফারুক তাকে শুনিয়েছিল কাল।

www.pathagar.com

ফারুক বলেছিলো গত সপ্তাহে আম্মি আহমদকে দেখার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। তাকে ডেকে আনার জন্য তিনি ভীষণ পীড়া পীড়ি শুরু করলেন। ফারুক আহমদকে ফোন করেছে। কিন্তু আহমদ ছুটি নিতে পারছেনা। এদিকে আম্মির পীড়া-পীড়িও কমছেনা। ফারুক ঠিক করে উঠতে পারছিলোনা কি করবে? হঠাৎ করে তার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি গজালো।

সকালে সকালেই আম্মির কাছে একটি বাহানা করলো ফারুক। আজ দুপুরে খাবার জন্যে বাসায় ফিরবে না সে। কোন কেসের ব্যাপারে সরে জমিনে তদন্তে যেতে হবে তাকে। এরপর নিজেই দু'টার দিকে আহমদ সেজে আম্মির কাছে উপস্থিত। আম্মিকে বললো, তাঁরই জন্যে তাকে বহু কষ্ট করে দেড়টার ফ্লাইটে আসতে হয়েছে। সন্ধ্যার ফ্লাইটেই আবার তাকে ওয়াপেছ চলে যেতে হবে। আম্মি একটুও বুঝতে পারেননি এযে ফারুকই। আহমদের জন্যে তিনি পেরেশান ছিলেন। তাকে দেখতে পেয়ে বেশ শান্ত হয়েছেন তিনি।

" ছি ছি,"-হাসতে হাসতে বললো সরওয়াত। বড় দুষ্ট তো সে।"

"দু'ভাইয়ের সাদৃশ্য তো লক্ষ্য করো। উদরে পুরা। জননীও তাদের পার্থক্য নিরূপণ করতে সমর্থ হচ্ছেন না।"

"সত্যি বড় অদ্ভুত কথা। এজন্যই তো তাকে দেখার আমার বড় সখ।"

"আচ্ছা ঠিক আছে। শীঘ্রই সে আসবে।"

দু'জনই হেসে হেসে কথা বলে চলছে। বিকেলে ডাক্তার লতিফ আর আহমদের উপস্থিতিতে পুনরায় এই ঘটনা উথাপিত হলো। আহমদের মুখেও সরওয়াত ফারুকের ঘটনা শুনার পর তাকে দেখার কৌতুহল তার আরো বেড়ে গেলো।

ডাক্তার আহমদকে বেশ আনন্দিত দেখাচ্ছে। আশী লক্ষ্য করলো যে, কথাবার্তার সময় আহমদ তার দিকে এমনভাবে তাকায় যা সে ভাবতেই পারে। শব্দের রূপ দিয়ে তা বর্ণনা করতে পারছে না।

তার এ ভাব নতুনভাবে আশীর এক মানসিক দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

www.pathagar.com

সাতাইশ

ছিন্ন খাকী পোষাক পরিহিত ডাকপিয়ন পুরানা সাইকেল বারান্দার গোল খাম্বায় ঠেস দিয়ে রাখলো। খাকী রঙের ঝুলি হেণ্ডেলের সাথে লটকানো। হাতে কয়েকখানা খাম ও কার্ড। সাদা একখানা খাম পৃথক করে রেখে বাকীগুলো থলেতে রেখে দিলো সে। ঝুলি হতে পেন্সিল ও অন্যান্য কাগজপত্র বের করে নিয়ে বারান্দায় এলো।

একজন নার্স সামনের ওয়ার্ড থেকে বের হয়ে এদিকেই আসছিলো। পোষ্টমেন ঝট করে তার সামনে এসে জিজ্ঞেস করলোঃ

"ডাক্তার আসেফাকে কোথায় পেতে পারি?"

জিজ্ঞাসু নেত্রে তার প্রতি তাকালো নার্স।

"তার নামে একটি টেলিগ্রাম আছে।" তাড়াতাড়ি করে বললো পিয়ন।

"টেলিগ্রাম!" ভীত হয়ে নার্সটি এমনভাবে শব্দটি উচ্চরণ করলো যেন এটা আসেফার নয় বরং তার নিজেরই।

"জি" অভ্যস্ত লোকের স্বাভাবিক শব্দ দিয়ে উত্তর দিলো পিয়ন।

উনি অপরাশেন থিয়েটারে আছেন বোধ হয়। ওই সামনের দরজাটাই, তার ভিতরে চলে যান। পথ দেখিয়ে নিজের পথে চলে গেলো নার্স।

মাথা নেড়ে ডাক পিয়ন বারান্দা দিয়ে সামনে এগুলো। দরজা খোলার পূর্বেই ডাক্তার আহমদ অপরাশেন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসলেন।

ডাক্তার আশেফা ভিতরে আছেন? বিনয়ের সাথে আহমদকে জিজ্ঞেস করলো ডাকপিয়ন।

"হাঁ" মখমলের চার কোন বিশিষ্ট পট্টি মুখ হতে সরাতে সরাতে বললেন ডাক্তার আহমদ। পিয়ন ভিতরে প্রবেশ করতে যাবে অমনি দরজা আবার খুলে গেলো মাথায় মখমলের টুপি, পরনে সাদা অ্যাপ্রণ আর অর্ধেক মুখে মখমলের পট্টি বেঁধে দরজা দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলো আশী।

"ইনিই ডাক্তার আশেফা" টুপি খুলতে খুলতে বললেন ডাক্তার আহমদ।

"কি ব্যাপার" উদ্বিগ্ন হয়ে ডাকপিয়নের দিকে তাকালো আশী। এর আগে হাসপাতালের ঠিকানায় কখনো তার কোন চিঠিপত্র আসেনি।

"আপনার নামে একখানা টেলিগ্রাম আছে।" খামাখানা বাড়িয়ে বললো পিয়ন।

"আমার নামে টেলিগ্রাম!" আশী স্তম্ভিত হয়ে গেলো। একসাথে তার মনে কয়েকটি চিন্তার সূত্রপাত ঘটলো। তাড়াতাড়ি মুখের পট্টি সরিয়ে খাম খানা হাতে নিলো সে।

www.pathagar.com

"এখানে একটি দস্তখত করুন" ডাকপিয়ন অন্য একটি কাগজ ও পেন্সিল তার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

আশী দস্তখত করে দিলে ডাকপিয়ন মাথা ঝুকিয়ে সালাম দিয়ে চলে গেলো।

কম্পিত হাতে খাম খুললো আশী। তাড়াতাড়ি করে গোলাপী কাগজের লিখিত লাইনের উপর দৃষ্টি ফেললো আশী।

"রোববারে সাড়ে এগারোটার ফ্লাইটে পিণ্ডি পৌচছি। ক্লিনিকে অপেক্ষা করবে।

'ফারুক'

তাড়াতাড়ি করে টেলিগ্রাম খানা ভাজ করে মুচকি হেসে আশী ডাক্তার আহমদের দিকে তাকালো তিনি ঔৎসুক্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আগে থেকেই তার দিকে তাকিয়েছিলেন।

"খবর ভালো তো?" আহমদ জিজ্ঞেস করলেন। "জি, ভালো।" আশীর চোখে তারার ঝলক চমকাচ্ছিলো; সে অনুভব করলো ডাক্তার আহমদের দৃষ্টিতে আজ কিছু অদ্ভুত ধরনের চমক ছিলো।

"টেলিগ্রাম পেলে বুঝি মানুষের এরূপ অবস্থা প্রকাশ পায়, না? হাসতে হাসতে বললেন ডাক্তার আহমদ। -"মন কেঁপে উঠে।"

"জি-জি।" আশী মনে হয় স্বপ্ন-রাঙা রোববারের কল্পনায় নিজকে হারিয়ে ফেলেছে। ডাক্তার আহমদের কথা শুনে না শুনেই সে জবাব দিলো। ডাক্তারের চোখে মুখে উদ্বেগের ছাপ। আশী তা অনুভব করলেও সে জন্য আজ তার কোন পরওয়া ছিলোনা।

নিজ রুমের দিকে চললো ডাক্তার আহমদ। টেলিগ্রামটিকে হাতের মুঠিতে পুরে মনে আনন্দের ফোয়ারা অনুভব করতে করতে বারান্দা হয়ে বাগানে এসে পৌছঁলো আশী।

রোদে রাখা চেয়ারে বসে বর্তমান পরিস্থিতি গরম গরম আলাপ করছে তিন-চার জন ডাক্তার। দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক অবস্থাই ছিলো আলোচ্য বিষয়। ডাক্তার শাকের দেশের বর্তমান শাসন পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। দেশের জনসাধারণের মতো একটা বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সে ও অনুভব করেছে। শাসন ক্ষমতা পরিবর্তনের প্রয়োজন ডাক্তার মালিকও স্বীকার করে। কিন্তু এর জন্যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালানো উচিত। সরকার পরিবর্তনের জন্যে বিপ্লবের নামে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা, অজ্ঞ ও সরল জনসাধারণকে চরম অশান্তি ও বিশৃংখলায় নিক্ষেপ করে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি করা সে কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না। কিন্তু এতসব যুক্তিতেও ডাক্তার সাকেরকে এক মতো করানো সম্ভব হয়নি।

www.pathagar.com

এ ধরনের আলাপ আলোচনায় আশী খুব কৌতুহলী। ডাক্তার শাকেরের পক্ষ সে সব সময় সমর্থন করতো। মাঝে মধ্যে যুক্তি তর্ক দিয়েও তাকে সাহায্য করতো। কিন্তু আজ তার মন এদিকে ছিলোনা। আর এজন্য বোধ হয় আলাপে অংশ নেয়া দুরে থাকুক ওখানে বসে তাদের আলাপ শুনতেও আজ তার মন সাড়া দিচ্ছিলনা। ডাক্তার বানু খালি চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে তাকে বসার আহবান জানালো। কিন্তু না বসে আরো কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে মুচকি হেসে ডিউটি রুমের দিকে চলে গেল সে।

আগুনের চুল্লিতে কেউ আজ আগুন জ্বালেনি। রুম ভীষন ঠাণ্ডা। আলমারী থেকে হিটার বের করে আশী আগুন জ্বালালো। একটি ছোট টেবিলে পা মেলে ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে অর্ধশায়িত হলো। মুঠি থেকে গোলাপী রঙ্গের টেলিগ্রামখানা বড় সর্তকতার সাথে খুলে আর একবার পড়লো। এ যেন তার মনে খুশীর দীপ-শিখা জ্বালিয়ে দিয়েছে। পুনরায় কাগজখানা ভাজ করে অ্যাপ্রণের পকেটে রেখে দিলো। চেয়ারের পিঠে মাথা ফেলে ছাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে গুণগুণ করতে লাগলো আশী।

আজ শনিবার। আগামীকাল রোববার। ঠিক চব্বিশ ঘন্টা পর ফারুক পিণ্ডির মাটিতে পদার্পণ করবে। স্বপণচারিনীর কি সুখের কল্পনা। কিন্তু আগামী কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করাও তো কঠিন। প্রতিটি মূহূর্ত গুণে গুণে তাকে কাটাতে হবে সময়।

এভাবে বসে বসে সে আগামীকাল পর্যন্ত সময় কাটাবার প্রোগ্রাম তৈরী করে নিলো।

আজ বিকালে আম্মির সাথে সে আসেফের কনের জন্যে যে জিনিসগুলো তৈরী হয়েছে সেগুলো আনার জন্যে বাজারে যাবে। আর দিনও তো বেশী বাকী নেই। তার খেয়াল ছিলো রোববারেই সব কাজ সেরে নেবে। কিন্তু এখন রোববার.....রোববার তো ফারুকের জন্যে উৎসর্গকৃত।

ডিউটি শেষ হবার সাথে সাথেই সে বাসায় যাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠলো। সরওয়াত তাকে অপেক্ষা করার কথা বলেছিলো। কিন্তু সে অপেক্ষা করেনি। প্রথম চেয়েছিলো ফারুক সম্বন্ধে সরওয়াতকে জানাবে। কিন্তু কি ভেবে পরে তা আর তাকে শুনায়নি।

বাসায় পৌছেই সে আম্মিকে বাজারে যাবার কথা জানিয়ে দিলো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আম্মির সংগে বাজারে ঘুরতে গেলো আশী। টিসুর দোপাট্টায় কাজ হয়ে গেছে। লহর দিয়ে কামদানী কাজ করাতে দোপাট্টায় সৌদর্য সত্যই বেড়ে গিয়েছিলো। কোন ষোড়শী যুবতীর কামনা বাসনার মতো নিষ্পাপ চমক ছিলো ওতে। ঝিলমিল করা দোপাট্টা আকর্ষন সৃষ্টি করেছে আশীর মনে।

অন্যান্য ছোটখাটো জিনিসও আজই কিনে ফেলেছে তারা। ফিরোজী পাথরের দামী রিংও তৈরী। সব জিনিসপত্র কিনার পর বাসায় পৌছতে তাদের বেশ দেরী হয়েছে।

www.pathagar.com

মার্কেটিং এর জিনিসপত্র কার্পেটের উপর রেখে মা-মেয়ে হিসাবে কষছে। এমন সময় আসেফ এসে পৌছলো। ঝকমক করা কাপড় আর সাজসজ্জার অন্যান্য জিনিসগুলো দেখে হাসি চেপে রাখতে পারলো না সে। এই হাসি তার উনত্রিশ বছরের জীবনের মূল্যবান সঞ্চয়।

খুলে খুলে আশী ভাইকে সব জিনিসপত্র দেখাতে লাগলো। আসেফ যেন কিছুই জানে না এভাবে সব দেখে যেতে লাগলো। -"এগুলোর কি দরকার ছিলো-এটা কি জন্যে এনেছো।" এ ধরনের দু' এক কথা আশীকে বললো সে।

"এই যে ফিরোজী আংটি আসেফ ভাই" নিপুণভাবে তৈরী একটি আংটি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো আশী। নভেম্বরে নুসরতের জন্ম। ফিরোজী পাথর তার জন্যে শুভ লক্ষণ বহনকারী। এ জন্যেই ফিরোজী পাথরের রিং তৈরী করেছি।

তোমার জন্যে শুভ লক্ষণ বহন করবে কোন পাথর?" আসেফ টিপ্পনী কাটলো আশীকে।

"আমার জন্ম তো আগষ্ট মাসে ভাইজান! আগষ্টে যাদের জন্ম 'হিরা' তাদের জন্য শুভলক্ষণ বহণকারী।" হেসে হেসে বললো আশী।

"উহু" মুখ বাকা করে বললো, আসেফ।

"কেন?" মুচকি হেসে তার দিকে তাকালো আশী।

"তা হলে তোমার জন্য এমন একজন আসামী খুঁজতে হবে যে হিরার আংটি আনতে পারবে যোগাড় করে।" দুষ্টুমির দৃষ্টিতে আশীর দিকে তাকালো আসেফ।

"আর কি?" চোখের ভাষায় বললো আশী। পুনরায় ফিরে গিয়ে ঝলমল দোপাট্টা ও জামা দেখাতে লাগলো আসেফকে। দু'ভাই বোনের কথা কাটাকাটি থেকে আম্মি রস উপভোগ করছিলেন। আসেফের কোন কথার উত্তর আশীতো মুখে দিতে পারে না।

তাই আম্মি বললেন, শুরুতো আশীই করলো।

"কোন কাজে আম্মি।" আসেফ মা'র দিকে মুখ ফিরালো।

"সম্বন্ধ তালাশে।" স্নেহভাজন দৃষ্টিতে আম্মির দিকে তাকালেন। তারপর আসেফের উদ্দেশ্যে বললেন, আশী তো চাঁদবদন বউ তোমার জন্যে খোঁজ করে বের করেছে। এখন তুমি একজন হিরা ওয়ালা জামাই তার জন্যে খুঁজে বের কর।

আসেফকে এখন কিছুটা সংযমী বলে মনে হলো। সে ভাবছে। আশীর জন্যে সত্যিই একটা সম্বন্ধ ঠিক করা দরকার। "বাগদান তো আশী শুরু করে দিয়েছে আম্মি"- কি ভেবে একটু চিন্তা করে আসেফ হাসলো। "কিন্তু বিয়ের কাজ শুরু করবো আমি। আশীকে বিয়ে দেব প্রথম। তারপর আমার নিজের।"

www.pathagar.com

"এই ভালো ভাইজান।" গর্জে উঠলো আশী-"আমার বিয়ে দশ বছরেও নাও হতে পারে।"

"হায় হায় এমন কথা বলো না। খোদা এমন না করুন।" তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ কেটে দিয়ে তার দিকে তাকালেন আম্মি। আম্মির এ অবস্থা দেখে খিল খিল করে হেসে ফেল্‌লো আশী।

হাসি হাসি তো আজ তার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বয়ে বয়ে ঝরছে। অনেক রাত পর্যন্ত এভাবে কথা বলে চললো তারা। আম্মি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বিছানায় শোয়ার সাথে সাথেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়লেন তিনি।

ঘুম থেকে যখন আশী জাগলো তখন রোববারের স্নিগ্ধ সুন্দর সোনালী প্রভাত।

www.pathagar.com

আটাইশ

চেহারায় দৃষ্টির উত্তাপ অনুভব করে আশী নিচু মাথা উঁচু করে ডাক্তার আহমদের প্রতি তাকালো। বড় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি। আশীর চোখে চোখ পড়তেই ডানদিকে ফিরে টেবিলে রাখা জিনিস পত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন ডাঃ আহমদ। অপারেশন টেবিলের অপর দিকে দাঁড়িয়ে তার পিঠের দিকে তাকিয়ে রইলো আশী।

এই ধরনের ঘটনা এই প্রথম নয়। কয়েকদিন থেকেই সে লক্ষ্য করে এসেছে, ডাঃ আহমদ তার ব্যাপারে যেন একটু কৌতুহলী। প্রথম দিকে ভাষাহীন অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেতো তাঁর এ কৌতুহল। কিন্তু এখন তাঁর দৃষ্টিতে এতো উষ্ণতা যে ওদিকে তাকানোই সম্ভব হচ্ছে না। কোন কোন সময় এমন কোন কথা বলে ফেলেন যা আশীর জন্যে ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আশী বুঝেই উঠতে পারছে না কি করবে?

ডাক্তার আহমদের নীরব অভিব্যক্তি আর দৃষ্টির উদগ্র বাসনা সে অনুভব করতে পারে। কিন্তু তাকে তো দেবার মতো তার কিছু নেই। এমন অপ্রত্যাশিত ও আপত্তিকর কোন ঘটনাও ঘটেনি, যা আশ্রয় করে বিরত থাকার জন্যে আহমদকে কিছু বলে দিতে পারে সে।

সরওয়াতকেও এ ব্যাপারে সে কিছু জানায়নি। অন্যকিছুও হতে পারে। এতো একটা সন্দেহ মাত্র। কিন্তু ঘটনা যা-ই হোক আশীর মানসিক দুর্ভাবনার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট। আমহদ যদি ফারুকের ভাই না হতো, এতটা উদ্বিগ্নতার কারণ হয়ে দাঁড়াতো না।

রবারের গ্লোভস খুলে নলের কাছের বেসিনে রেখে দিয়ে হাত ধুয়ে ধুমপানের জন্যে অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলো ডাক্তার আহমদ। এখন আর একজন রুগীর আপারেশন পূর্ব বিরতি। আশীরও ছিলো এখন বিরতি। চা পানের নেশায় বাধ্য হয়ে সেও তাঁর পিছু পিছু বেরিয়ে এলো। দ্বিতীয় রুগীকে ষ্ট্রেচারে করে থিয়েটারে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন নার্সিং আর্দালী। আশী তাকে এ সংক্রান্ত আবশ্যকীয় কথাগুলো বলে দিয়ে তাড়াতাড়ি বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলো।

রাতে বৃষ্টি হবার দরুন বারান্দার সামনে কিছু অংশে যথেষ্ট কাদা হয়ে গিয়েছিলো। যাতায়াত কারীদের জুতার কাদায় বারান্দাও কাদাময় হয়ে গেছে। মেথর এসে পরিষ্কার করে গেলেও কাদায় ভরা জুতা বারান্দা খারাপ করে দিয়েছে।

ক্যানভাস স্যু ছিলো আশীর পায়ে। দ্রুত পায়ে সে চলছে। ডাক্তার আহমদও তার পাশাপাশি এগুচ্ছে।

www.pathagar.com

"তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন মিস আসেফা। বারান্দার গোল চক্করে মোড় নেবার সময় বললেন ডাক্তার আহমদ।"

"এখনি আসছি।" তার দিকে না তাকিয়ে চলতে চলতেই বলছিলো আশী। এমনি সময় মেঝের কর্দমাক্ত জায়গায় পা পিছলিয়ে কিছু ধরার চেষ্টা করেও সে পড়ে গেলো। কিন্তু মেঝেতে নয়, ডাক্তার আহমদের দু'বাহুর বন্ধনে। বিদ্যুৎ গতিতে টপকিয়ে গিয়ে পড়ে যাওয়া আশীকে আপন মজবুত বাহু দিয়ে ধরে ফেললেন ডাক্তার আহমদ।

ভীত সন্ত্রাস্ত হয়ে আশী তাকে জোরে আকড়ে ধরলো। আর এ বাহুগুলোও নিসংকোচে আশীর সমস্ত শরীরকে বুকের সাথে মিশিয়ে নিলো।

বাহুর চাপ অনুভূত হতেই তার শক্ত হাতের বন্ধন থেকে মাছের মতো ছুটে আশী সরে দাঁড়ালো। এখনো হতচকিত ভাব তার কাটেনি।

কিন্তু ডাক্তার আহমদ ঠোঁটের এক কোণে দাঁতে দাঁত চেপে তার এ ভাবের জন্যে মুচকি হাসছে। বাক্য ব্যয় ছাড়াই লম্বা বারান্দার গোল চক্কর ঘুরে সামনে চললো ডাক্তার আহমদ।

"সন্তর্পণে, আবার যেন দুর্ঘটনা না ঘটে" ডাক্তার আহমদের উচ্চারিত কথাগুলো স্পষ্টই শুনতে পেলো আশী। কথাটিতে আবেগের প্রকাশটুকু অনুভব করলেও এর অন্তর্নিহিত অর্থ কিছুই বুঝতে পারেনি সে। ডিউটি রুম ছিলো খালি। একটি চেয়ার টেনে তাতে অর্ধশায়িত হল আশী। হোঁচট খাওয়া ঘটনা এখানো তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। পা পিছলিয়ে মেঝেতে পড়ার পরিবর্তে ডাক্তার আহমদের দু'বাহুর বেষ্টনিতে পড়েছে সে। আমহদ তাকে সামলিয়ে নিয়েছে। একি একটা দুর্ঘটনা মাত্র। তবু মাঝে মাঝে এ ঘটনা তাকে আৎকিয়ে তোলে। ডাক্তার আহমদের দু'বাহুর বেষ্টনি, বুকের সাথে তাকে মিশিয়ে নেয়া এও কি ঘটনা ক্রম? অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করেও কিছুই ঠিক করে উঠতে পারেনি আশী। এটা কি আহমদের ইচ্ছাকৃত ছিলো না অনিচ্ছাকৃত। যেভাবেই ঘটে থাকুক, ভাল হয় নি। তার চেয়ে বরং ভাল ছিলো মেঝেতে পড়ে যাওয়া। অনুতপ্তের শিহরণ তার সারা দেহকে কম্পিত করে তুললো।

"ডাক্তার সাহেবা।" নার্স মুনা কামরায় প্রবেশ করে ডাকলো।

"কি হয়েছে? ফিরে তাকালো আশী।"

"ডাক্তার আহমদ আপনাকে ডাকছেন।"

"কেন?"

"অপরাশেন থিয়েটারে রুগী শুইয়ে দেয়া হয়েছে- আপনার ডিউটি ওখানে না?"

"হাঁ আচ্ছা যাও, আমি আসছি।"

www.pathagar.com

নার্স চলে যাবার পরও আশী আরো কতক্ষণ বিমূঢ় হয়ে চেয়ারে বসে রইলো। ভাবনার জগতে ডুবে গিয়ে সে ভুলেই গিয়েছিলো, নতুন রুগীকে এনেসথিসিয়া ইনজেকসন করার কথা। ওখানে যেতে তার মন মোটেই চাইছিলনা। কিন্তু কর্তব্য অবহেলা করাও সম্ভব ছিলোনা। চেয়ার হতে উঠে দাঁড়ালো আশী। ডাক্তার আহমদের কাছে যেতেও তার মনে বাধছে। তিনি যদি আবার কিছু বলে ফেলেন, তো কি হবে? এমনিতেই তো তিনি অনেক কিছু বলে থাকেন। তার বলার নতুন সুযোগ হয়েছে। তার সাথে স্পর্শ হবার কথা চোখ দিয়ে যদি তিনি স্মরণ করিয়ে দেন কেমন লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে!

আহমদের চোখকে তার বড় ভয়। তার দৃষ্টিকে স্মরণ করেই সে মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছে। কিন্তু এখন মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠলো আশী।

বেখেয়ালী হয়ে চেয়ারে বসে থাকাতে মাথায় চুল আলু-থালু হয়ে গিয়েছিলো আশীর। তাই ডিউটি রুম সংলগ্ন গোসল খানায় প্রবেশ করলো সে। ব্যাগ থেকে চিরুণী বের করে ওয়ালে লাগানো গ্লাসে চেহারা দেখে চুল ঠিক করতে লাগলো আশী।

ডাগর ডাগর সুন্দর চোখের দিকে মনোনিবেশ সহকারে তাকালো আশী। কতো দুশ্চিন্তা, বিমর্ষতা ও মলিনতা তার চোখে মুখে মাখা। চিরুণী ব্যাগে রেখে শেষবারের মতো চেহারা দেখে নিয়ে রুমালে হাত মুখ মুছে বেরিয়ে এলো সে।

নার্সিং আর্দালী তাকে ডাকার জন্যে এদিকে আসছে।

"আহমদ সাহেব আপনাকে ডাকছেন ডাক্তার।" বিনম্র স্বরে বললো সে।

"আসছি তো" বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে বললো আশী। তার মনে হচ্ছিলো যেন আহমদ এনেসথেসিয়া দেবার জন্যে নয় বরং নিজের কোন গোপন কামনা বাসনা প্রকাশ করার জন্যে তাকে ডাকছে। চেহারায় গাম্ভীর্যভাব প্রকাশ করে ধীর পদক্ষেপে অপরাশেন থিয়েটারে পৌছলো আশী।

ডাক্তার আহমদ তার সাহায্যকারী ডাক্তার কাদির ও দু'তিনজন নার্স সহ টিপটপ তৈরী হয়ে তার অপেক্ষা করছে।

"এনেসথেসিয়া দেবার কথা ভুলে গেছেন ডাক্তার?" জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার আহমদ। আশী রাগত ভাবে তার দিকে তাকালো। তার চোখে মুখে গাম্ভীর্য ভাব ছাড়া তো আর কিছুই নেই। আর কিছুই তো ছিলো না, যার আশংকা ছিলো আশীর।

"রুগীকে কখন থেকে শুইয়ে রাখা হয়েছে-"

মাথায় হাত রেখে বললেন আহমদ। ওদিকে না তাকিয়েই আশী সিরিঞ্জের জন্যে উঁচু টেবিলের দিকে এগুলো।

www.pathagar.com

"কর্তব্যের প্রতি সতর্ক থাকা প্রয়োজন। টেবিলের অপর পাশ থেকে উচ্চারণ করলেন ডাক্তার আহমদ। সরি "ডাক্তার।" আশীর কণ্ঠে ছিলো খুশীর আমেজ। ডাক্তার আহমদের চোখে পূর্বঘটিত ঘটনার আভাস ছিলো না। স্মরণ করিয়ে দেবার মতো কোন বাক্য ব্যয়ও করেননি তিনি। নিশ্চয়ই ডাক্তার আহমদ তাকে ধরে রাখার জন্যে অজ্ঞাতেই বুকের সাথে মিশিয়ে ফেলেছিলেন। উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এ কাজ তিনি করেননি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে রুগীর দিকে এগিয়ে গেলো সে। এরপর দু চারদিন শান্তিতেই কেটে গেলো। আর সূত্রপাত হয়নি অপ্রীতিকর বা আপত্তিকর কোন ঘটনার। আশী অনেক ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিলো যদি ডাক্তার আহমদ আর বাড়াবাড়ি করে, ফারুক এলে তাকে সব বলে দেবে সে। ফারুকের নির্দেশানুসারে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে। এ সিদ্ধান্ত করে সে নিশ্চিন্ত হলো। তার মনের বোঝা অনেকাংশে হালকা হয়ে গেলো এতে।

কিন্তু এ সিদ্ধান্ত কতটুকু ঠিক হয়েছে তা সে তলিয়ে দেখেনি। দেখার প্রয়োজনও বোধ হয় করেনি।

নিশ্চিন্ত মনে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে আসেফের বাগদান অনুষ্ঠান সমাপণ্ন করলো আশী। তার ও সরওয়াতের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেশ আড়ম্বরের সাথেই পালন করা হয়েছে এ অনুষ্ঠান।

www.pathagar.com

উনত্রিশ

শপথ করে বলুন, সত্যি"

"সম্পূর্ণ সত্য"।

"না, না, আমি মানিনে। আমি বিশ্বাস করিনে। শপথ করে বলছি আমার কথা মানুন। আমার কথা বিশ্বাস করুন।" কি আশ্চর্যজনক কথা!"

"মোটেইনা। চিন্তার মারপ্যাচে ছাড়া আর কিছু নয়।"

"আমার বিশ্বাসই হচ্ছেনা।"

"আমার কথায়ও নয়?"

"ছিঃ! ছিঃ! আহমদ সাহেব, লতিফ সাহেব, আপনাদের-আপনাদের কি বলবো?"

"কিছুইনা-

সরওয়াতের এ অস্থিরতা দেখে তারা উভয়ই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। হতভম্ব হয়ে সে এবার আহমদের দিকে আবার লতিফের দিকে তাকাচ্ছে।

অনেক দিনের অনবরত মেঘলা আবহাওয়ার পর আজ স্বচ্ছ আকাশে উজ্জ্বল রৌদ্রতাপ নিয়ে সূর্য উদিত হয়েছে। বাদলের বুক চিরে আসা উজ্জ্বল সূর্যকিরন বড় চমৎকার লাগছে। মাঠে ঘাটের সবুজ দৃশ্যও মন মাতানো।

হাসপাতালের ছোট লনে চেয়ার পাতা। টেবিলে সেদিনের খবরের কাগজ। এগুলো পড়া হয়ে গেছে। এখনো মাল্টা ও অন্যান্য ফলের খোসা পড়ে আছে।

সরওয়াত, লতিফ আর ডাক্তার আহমদ খবরের কাগজ ও মাল্টার খোসা সরিয়ে মধ্যের টেবিলে বসলো। এইমাত্র লতিফ সরওয়াতের কানে কানে গোপন কথার মতো কি জানি বললো। বিস্ময়ে সরওয়াত যেন বাক হারা হয়ে গেলো। আহমদ আর লতিফ তার এ অবস্থা দেখে হাসছে।

দুজনই সরওয়াতকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দু'জনকেই দেখছে। বিশ্বাস করাবার সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিশ্বাস করতেই পারছেনা সরওয়াত।

"মিস সরওয়াত! অবশ্য আশ্চর্য হবার কথাই। তবে অতটুকু নয়, যতটকু আপনি প্রকাশ করছেন।" হেসে হেসে বললো ডাক্তার লতিফ।

"এ তেমন আর কি ব্যাপার ডাক্তার।" ঠোঁটে বড় সুন্দর হাসি ফুটিয়ে বললেন ডাক্তার আহমদ।

"সত্যি আপনি বড় সাংঘাতিক"-মুচকি হেসে সরওয়াত আহমদকে প্রখর দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। কিন্তু আহমদ তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, -বস্, বস্ হয়েছে

www.pathagar.com

মিস সরওয়াত। আপনার কথার অর্থ আমি বুঝেছি। এ শুনে খিলখিলিয়ে হেসে দিলো লতিফ।

"ঘটনা বিস্ময়কর না! মিস সরওয়াত। বলুনতো কতো রহস্যজনক ব্যাপার? এর জন্যে আপনাকে প্রতিশোধ নিতে হবে। "লতিফ সরওয়াতকে বলে চললো।

"প্রতিশোধ নেবো না তার বুদ্ধির জন্যে কাঁদবো?" হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বললো সরওয়াত।

ডাক্তার আহমদ ও লতিফ আবার একত্রে অট্টহাসি দিয়ে উঠলো।

"আপনারা দু'জনই বড্ড দুষ্ট ডাক্তার।"

"এখন তো আপনাকেও দুষ্ট হতে হবে।" ডাক্তার আহমদ সরওয়াতকে খোঁচা দিয়ে বললেন।

"এখন তো এ খারাপ কাজে আমাদের পুরোপুরি সহযোগীতা করবে?" হাসতে হাসতে আহমদকে বললো ডাক্তার লতিফ। আপনি নিশ্চিত থাকুন। আশ্চার্যভাব কেটে গেলেই হবে। তারপর দেখবেন আমাদের চেয়েও আগে আগে থাকবে, না মিস সরওয়াত?"

সরওয়াত হেসে ফেললো।

তাদের তিনজনেরই সে সময় ছিলো অবসর। আহমদ আর লতিফ কয়েকদিন থেকেই বুদ্ধি-সুদ্ধি এঁটে সরওয়াতকে সব কথা বলে দিয়েছে আজ। অনেকদিন পর্যন্ত তারা গোপন রেখেছে এ কথা। প্রথম দিকে সরওয়াত তো বিশ্বাসই করতে পারেনি। অবশেষে তাদের কথায় তাকে বিশ্বাস করতেই হলো। এবং তাদের সাথে অভিনয়ের জন্যে সে রাজীও হলো। এভাবে গল্প গুজবের মধ্যে তিনজনই কখনো হেসে ফেলতো, আবার কখনো ভাব-গম্ভীর হয়ে উঠতো। কোন কঠিন সমস্যা সমাধানের মতো তারা অনেক্ষণ ধরে এ ব্যাপারে শলা পরামর্শ করতে লাগলো।

"আমাকে রাউণ্ডে যেতে হবে।"

কোটের হাতা গুটিয়ে ঘড়ি দেখলো লতিফ। সময় দেখেই সে উঠে দাঁড়ালো।

"বস আজ আর নয়। তার দিকে তাকালো লতিফ।

"বাকীটা আগামীতে। "মুচকি হেসে তিনি জবাব দিলেন।-"আমার রুগী দেখতে হবে। কিছু দেরী হয়ে গেলো।"

"আর আমি তো এমন ভাবে বসে আছি যেন কোন কাজ নেই আমার।" বললো সরওয়াত।

"তাহলে চলুন আমরাও চলি।" লতিফ বললো।

তিনজনই বারান্দায় আসলো। ডাক্তার আহমদ নিজ ওয়ার্ডে যাবার জন্যে ডান দিকে ঘুরলো। লতিফ ও সরওয়াত কথা বলতে বলতে সামনে এগুলো। এখনও ঐ

www.pathagar.com

কথারই জের চলছে।

লতিফকে বেশ আনন্দিত মনে হচ্ছে। "আমরা আজ কয়েক দিন থেকেই ভাবছি মিস সরওয়াত। অবশেষে আজ আপনাকে পার্টনার করে নিতে পারলাম। এখন সবই আপনার উপর নির্ভর করে।"

"ঠিক আছে ডাক্তার। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আপনাদের আগে আগেই থাকবো।" উৎফুল্ল হয়ে বললো সরওয়াত-"বড় রহস্য হবে।"

"ঠিক" লতিফ বললো। সরওয়াত হতে বিদায় নিয়ে ডান দিকের ছয় নম্বর রুমে প্রবেশ করলো সে। বারান্দার শেষ মাথায় ডান হাতে মেটারনিটির দিকে এগুলো সরওয়াত। তার পরিচিতা বেগম আরশাদ হোসাইনকে দেখতে যাবে। কালই অপারেশন করে ডেলিভারী করা হয়েছে তার। তিনি মেটারনিটির সামনের রুমে ছিলেন।

কিন্তু কামরায় প্রবেশ করার পূর্বেই বাম থেকে আশীকে আসতে দেখে আনন্দের আতিশয্যে তার দিকে দৌড়িয়ে গেলো সরওয়াত। উদাস চেহারায় এদিকে আসছিলো সে। ডাক্তার আহমদের অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ও উষ্ণতা আজ আবার তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। তার মুখের মুচকি হাসিও বড় মন মাতানো। তার প্রতি তার কৌতুহল মনের বহিঃ প্রকাশ সুস্পষ্ট।

"আশী" তার নিকট তাড়াতাড়ি এসে বললো সরওয়াত।

"কি?" অপলক দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকালো আশী।

"আমি তোমার ফারুককে দেখে ফেলেছি।" হর্ষোৎফুল্য হয়ে বললো সরওয়াত।

"কবে?" আনন্দের মুচকি হাসি ঠোঁটে ভেসে উঠলো আশীর।

"কাল।" আশীর চোখে চোখ রেখে বললো সরওয়াত।

"কাল? "উদ্বিগ্নতার সাথে প্রশ্ন করলো আশী। "সে এসোছিলো?"

"কাল এসেছিলো। চলে গেছে আজ সকালে।"

ব্যাগে কি খোঁজার জন্য মাথা ঝুঁকালো সরওয়াত।

"কাল এসেছিলো আজ সকালে চলে গেছে?" কাতর দৃষ্টিতে আশী তার দিকে তাকালো।

"কেন আশী। তোমার সাথে কি সে দেখা করেনি। জিজ্ঞেস করলো সরওয়াত।

"না তো।"

"যাও মিথ্যে বলছো। সে পিন্ডি এসেছে আর তোমার সাথে দেখা করেনি-এ হতে পারেনা। শুধু শুধু তুমি ন্যাকামী করছো।"

www.pathagar.com

"দোহাই খোদার সত্য বলছি। সে আমার সাথে দেখা করেনি।"

"আমি বিশ্বাস করিনে।"

"আর কিভাবে বিশ্বাস করাবো তোমাকে সরওয়াত।" তার মুখে এত অসহায়তা ছিলো যে সরওয়াতকে বিশ্বাস করতেই হলো।

"আশ্চর্য কথা, সে আসলো আর তোমার সাথে দেখা না করেই চলে গেলো।" অনুতাপের সাথে বললো সরওয়াত।

"তোমার সাথে কবে সাক্ষাত হয়েছে।"

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর জিজ্ঞেস করলো আশী।

"কাল"।

"কোন সময়?"

"বিকালে। হাসপাতালেই ছিলাম আমি। ডাক্তার আহমদ ও এখানেই ছিলেন। সে তাঁর সাথে দেখা করার জন্যেই এখানে এসেছিলো। কয়েক মিনিট থেকে তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে গেছে। আমি মনে করেছিলাম তোমার সাথে দেখা করার জন্যে তার এতো এস্তুতা। বড় হ্যাণ্ডসাম। দেখতে তো আহমদের দ্বিতীয় সংস্করণ বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁর চেয়েও চিত্তাকর্ষক চেহারা। অনুপম সুন্দর, আশী। তার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে হাসি উপচিয়ে পড়ছে। তার সাথে আহমদেরও তুলনা হয়না।"

"সে চলে গেছে কবে? সরওয়াতের আগের কথাগুলো যেন শুনেইনি সে।

"আজ সকালে।"

"কিভাবে তুমি জানলে?"

ডাক্তার আহমদ বলেছেন।-আশী, বড় তাড়াহুড়ার মধ্যে তার সাথে দেখা হয়েছে। মন চাইছিলো অনেক সময় বসে বসে তার সাথে গল্প করি। এ জন্যে সকালে এসেই ডাক্তার আহমদের কাছে ফারুকের কথা জিজ্ঞেস করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সে আজ সকালে চলে গেছে বলে তিনি আমাকে জানালেন। এমন একজন নিখুঁত মানুষকে বন্ধু হিসেবে পেয়েছো। তুমি কতো ভাগ্যবতী আশী।

আশীর চেহারায় বিষাদের কালোছায়া পড়ে গেলো। সে প্রতিটি মুহূর্ত গুণে গুণে কতো কষ্টে তার জন্যে অপেক্ষা করেছে। আর সে আসলো আবার চলেও গেলো। তার সাথে দেখা করতে গেলোনা। এমন কোন দরকারী কাজ ছিলো যার জন্যে এসেছে। আর এমন কি বাধা ছিলো যার জন্যে তার সাথে দেখা করতে পারেনি। তার মন কি তাকে দেখার জন্যে উদগ্রীব ছিলোনা? আশীর মনে একের পর এক এসব কল্পনা ভেসে আসতে লাগলো। প্রতিটি কল্পনাই তীক্ষ্ম শরের ন্যায় তার মনে বিদ্ধ হতে লাগলো।

www.pathagar.com

"আশী আমি বুঝতেই পারিনি তোমার সাথে ফারুকের দেখা হয়নি। তাহলে তোমার কাছে আমি এ কথা বলতামই না। তাকে বিমর্ষ দেখে বললো সরওয়াত।

"না সরওয়াত, জানতে পেরে আমার জন্য ভালোই হলো। জানিনা কি কারণে আমার সাথে দেখা না করেই চলে গেলো। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্লিনিকে ছিলাম। ওখানেই আসতে পারতো।" ব্যাথিত স্বরে বললো আশী।

আগে থেকেই তার মনে অশান্তির দাবানল জ্বলছিলো। তার উপর আবার এ অশুভ সংবাদ। আশীর মন চায় কোন নির্জনে লুকিয়ে প্রাণ ভরে কাঁদতে।

সরওয়াত বেগম আরশাদ হোসাইনের কাছে যাচ্ছিলো। আশীর দিকে মুচকি দৃষ্টি দিয়ে সে তার রুমের দিকে চলে গেলো। আর অকুল সাগরের প্রচন্ড ঢেউয়ের সাথে ধাক্কা খাওয়া নৌকার মতো বারান্দার অপর দিকে চলে গেলো আশী।

www.pathagar.com

ত্রিশ

অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এসেই আশী মখমলের টুপী, চেহারার চার কোন বিশিষ্ট পট্টি খুলে অ্যাপ্রনের পকেটে রাখলো। বারান্দায় আজ বেশ ভিড়। অপারেশন করা রোগীদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব উপস্থিত ছিলো। কেউ কাঠের তৈরী বেঞ্চে বসে, কেউ রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তিত চেহারায় আপন আপন রোগীর মঙ্গল কামনা করে চলছে। আজ বড় ব্যস্ততার দিন। পর পর ছয়টি অপারেশন করতে হয়েছিলো ডাক্তার আহমদকে।

তৃতীয় অপারেশনের পর ডাক্তার আহমদ বিশ্রামের জন্য নিজ কক্ষে চলে গেছেন। আশীও বিশ্রামের জন্য রোদে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম রোগীর দু'তিন জন আত্মীয় স্বজন তার চারিদিকে এসে জমা হয়েছে। তারা খুব বিষন্ন বদনে দাঁড়িয়েছে। আশী ডাক্তার সুলভ ভঙ্গিতে তাদেরকে নানা কথা বলে সান্ত্বনা দিচ্ছে। তার প্রবোধে তারা অনেকটা শান্ত হয়েছে। ওখান থেকে একটু পৃথক হয়ে রোদে গিয়ে দাঁড়ালো আশী। সামনের বারান্দায়ই টিপ-টপ পোশাক পরিহিতা নার্সরা সব রুগী নিয়ে এদিক ওদিক যাচ্ছে। হুইল চেয়ারে বসিয়ে একজন বৃদ্ধাকে ওয়ার্ডে নিয়ে যাবার সময় বেশ তেজ দেখাচ্ছিলো নার্স আবেদা। তার এ আচরণ দেখে দুঃখিত হলো আশী। এ ওয়ার্ডের সাথে তার কোন সম্পর্ক না থাকলেও মানবীয় কারণে বৃদ্ধার প্রতি আশীর সমবেদনা ছিলো। দূর থেকেই সে নার্সকে ডেকে শাসিয়ে দিলো। লজ্জিত হলো আবেদা এবং নমনীয়তার সাথে বৃদ্ধাকে ওয়ার্ডের খোলা দরজায় নিয়ে গেলো।

পিলারের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আশী। চা পানের জন্যেও সে আজ যায়নি। কিছুক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে অপারেশন থিয়েটারেই ফিরে যাচ্ছিলো সে। এ সময়ে আশীর দৃষ্টি পড়লো সামনের বাগানের দিকে। পাথরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে একটি এক বছরের মিশকালো ছেলেকে খোলা মাটিতে বসিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে হাসপাতালের মেথরানী জীবনী। জর্দা রঙ্গের দোপাট্টা আর ফিরোজা রঙ্গের কামিজে তার কালো রং আরো উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে কখনো সে বাচ্চাটির পায়ে চুমো খাচ্ছে। কখনো লাগাচ্ছে তার কচি হাতকে নিজের গালে। স্নেহের আতিশয্যে কখনো আবার বাচ্চাটিকে বুকের সাথে চেপে ধরে সোহাগ করছে।

কাছেই নয় দশ বছর বয়স্কা তার একটি মেয়ে মাথায় ধুলাবালি, আটা আটা চুল, ময়লা কাপড় পরে গোলগোল পাথর দিয়ে খেলছে। পাশেই তার কাঠের পিড়ি ও শলার ঝাড়ু পড়ে আছে।

www.pathagar.com

রোদের তাপ গ্রহণ করেই কাপড়ের অভাব পূরণ করে চাংগা হয়ে উঠেছে জীবনী। শান্তি ও তৃপ্তি তার চেহারা হতে টপকিয়ে টপকিয়ে পড়ছে। বাচ্চাটিকে আদর করার সময় তার স্নেহাশিক্ত নয়নে সুন্দর চমক ছিলো।

কৌতুহল নিয়ে এ দৃশ্য দেখে চলছে আশী।

"আশেফা" পেছন থেকে শব্দ হলো। ধ্যান ভেঙ্গে গেলো আশীর। দু'তিনটি খাম হাতে এ দিকে আসছে ডাক্তার বানু। "তোমার চিঠি" খামটি আশীর দিকে বাড়িয়ে দিলো সে। লেখা দেখেই আনন্দের মুচকি হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে।

"লেটার বোর্ড থেকে আমার চিঠি আনতে তোমার চিঠিও নজরে পড়লো। নিয়ে এলাম। অনেক সময়ই এখানে চিঠি মিস্ হয়।" নিজের চিঠি খুলতে খুলতে বললো বানু।

"ধন্যবাদ" কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মুচ্কি হেসে তার দিকে তাকালো আশী। কম্পিত হাতে সে খুললো ফারুকের চিঠি।

বড় সংক্ষিপ্ত লেখা। আসছে রোববার কয়েক দিনের জন্য সে পিণ্ডি আসছে। সংক্ষিপ্ত খবরেও বিস্তারিতের ইঙ্গিত ছিলো। চোখ দু'টি আশীর খুশীতে ঝলসিয়ে উঠলো। চিঠি লেখার তারিখ দেখে সে বুঝলো চারদিন আগের লিখা এ চিঠি।

নিশ্চয়ই চিঠি লিখার পর তাকে কোন জরুরী কাজে পিণ্ডিতে আসতে হয়েছে। কালই সরওয়াতের কাছে আশী তার পিণ্ডি আসার সংবাদ শুনেছিলো। এ জন্যে সে দুঃখও পেয়েছিলো। ফারুকের উপর অভিযোগও হয়েছিল তার। কিন্তু চিঠি পেয়ে সব দুঃখ দূর হয়ে গেছে। মিটে গেছে সব অভিযোগ। আর মাত্র দু'দিনই তো বাকী। ফারুকের সাথে সম্মুখ সমরে নেমেই সব বুঝা-পড়া করা যাবে। তাকে জব্দ করে তবে ছাড়বে। সে ই তো অপরাধী। সশরীরে পিণ্ডি আসলো অথচ দেখা করলো না তার সাথে। কতো দুঃস্বপ্নের ভেতর সে কাটিয়েছে সারাটি রাত। চোখে ঘুম ছিলো না। ভালতো সে আজ চিঠি পেয়েছে, নতুবা তার দুর্ভাবনা বেড়ে যেতো কতো।

ছুটির পর বড় খুশী খুশী ব্যাগ হাতে, অ্যাপ্রণ বাহুতে ঝুলিয়ে ডিউটি রুম থেকে বেরিয়ে এলো আশী। সামনের দিক থেকে এ দিকে হেসে হেসে আসছে সরওয়াত। আজো ব্যস্ততার জন্য আশী-সরওয়াতের একবারও দেখা হয়নি। দু'জনই কাছাকাছি হলে অভ্যর্থনার হাসি দিয়ে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

"আজ সারাদিন কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলে?" সরওয়াত জিজ্ঞেস করলো।

"অপারেশন থিয়েটারে"।

"সারাদিনই।"

"প্রায় সারাদিনই।"

www.pathagar.com

"তোমারও তো আজ অপারেশন ডে?"

'হাঁ'

"কোথায় যাচ্ছো এখন?"

"আমার এখন ডিউটি আছে। তুমি?"

"বাসায় যাচ্ছি।"

"একটু অপেক্ষা কর না, একত্রেই যাই।"

"না বোন, বড় পরিশ্রান্ত হয়েছি। বিকেলের দিকে আবার ক্লিনিকে যেতে হয়।" কিছুক্ষণ এ ভাবেই দু'জন নানা কথা বলে চলছে। আশীর যাবার তাগিদ থাকলেও সরওয়াতের মতো সুচতুরের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া তার জন্যে সহজ ছিলোনা। অল্প সময়ের মধ্যেই সে ফারুকের কথা পেড়ে বসলো।

"আশী তোমার সৌভাগ্যের জন্যে আমার ঈর্ষা হয়।" গম্ভীর হয়ে বললো সরওয়াত। তার বলার ভঙ্গিমা দেখে না হেসে পারলো না আশী।

"সে আসছে সরওয়াত।" বলেই হেসে ফেললো আশী।

"কবে?"

"রোববারে।"

"সত্যি।"

"হাঁ।"

"কিভাবে জানলে?"

"চিঠি পেয়েছি।"

"কবে পেয়েছো?"

"আজ"।

"আগামী পরশু আসার কথা। আর তোমার সাথে ওই দিন দেখা না করতে পারার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে বোধ হয়।"

"না, এখানে আসার চারদিন আগে চিঠি লিখেছে। লাহোর থেকে চিঠি আসতে চারদিন লেগেছে? এমনই লেগে থাকে। ডাক বিভাগের অবহেলা অথবা এখানেই এসে পড়েছিলো। আমি তো কখনো ডাক দেখিই না। বানুই আমাকে এনে দিলো চিঠি।"

আশীকে অত্যন্ত আনন্দিত দেখা যাচ্ছে। সরওয়াত কয়েক বারই তার চোখের দিকে তাকিয়েছে। চোখে ছিলো তার তারার চমক। বান্ধবীর খুশী দেখে সরওয়াত নিজেও আনন্দ অনুভব করছে, ভরা আনন্দের ভাবই প্রকাশ করলো সরওয়াত।

www.pathagar.com

তারা এখনো আলাপে রত। এমন সময় বারান্দার সিঁড়িতে ডাক্তার আহমদ ও লতিফকে আসতে দেখা গেলো। তাদের আসার আগেই আশী কেটে পড়তে চেয়েছিলো। কিন্তু হাত চেপে ধরে তাকে রেখে দিলো সরওয়াত। "তাড়াতাড়ি যাবার এত কি দরকার। অপেক্ষা করো না।"

আহমদ আর লতিফ কাছে এসে গেছে। তারা দু'জনও ফারুক সম্পর্কেই আলাপ করে আসছে।

"ফারুক সাহেব সম্পর্কে আলাপ হচ্ছে না?" তারা কাছে এসে যেতেই বললো সরওয়াত।

"হ্যাঁ, ডাক্তার" মুচকি হেসে জবাব দিলো লতিফ। "রোববারে তো ফারুক সাহেব পুনরায় আসছেন, আপনি জেনে নিশ্চয়ই খুশী হবেন যে, ফারুক সাহেব কিছুদিন থাকবেন। এবার মন জমিয়ে আলাপ করার সুযোগ পাবেন।

সরওয়াত আশী হতে আগেই জেনে নিয়ে ছিলো। এ খবর এখন কিছু না জানার ভান করে বললো-সত্যিই কি আহমদ সাহেব?"

"জি" সংক্ষেপে উত্তর দিলো আহমদ।

"খোদাই জানেন আপনার ভাই এত চক্কর লাগাচ্ছে কেনো। চোখ নীচু করে রসিকতার সাথে বললো সরওয়াত।" রহস্য ভেদের আশংকায় ভড়কিয়ে গেলো আশী। আড়চোখে সে সরওয়াতকে চোখ মটকিয়ে দেখলো।

"আমি নি-নিজেও তো ভাবছি। কোন কারণ আছে বোধ হয়।" বললো আহমদ। আশীর মনে হলো।, সমস্ত রহস্য যেন তার জানা হয়ে গেছে। দৃষ্টি ফিরিয়ে সে তাড়াতাড়ি করে আহমদের দিকে একবার তাকালো। কিন্তু তার চোখে পাওয়া গেল না তেমন কোন আভাস। পাওয়া গেলো শুধু তার প্রতি কৌতুহলী মনোভাবের ইঙ্গিত যা অধিকাংশ সময়ই আশীর মানসিক দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতো।

"ঐ দিন ফারুক সাহেব চোখের পলকে চলে গেছেন?" লতিফকে বললো সরওয়াত। "এবার আসলে ঘন্টার পর ঘন্টা তার পিছে লেগে থাকবো।

লতিফ হাসতে লাগলো। কিন্তু আহমদ গম্ভীর স্বরে বললো, "তাকে হাতের মুঠোয় আনতে মুস্কিলই হবে মিস সরওয়াত।"

"কেন? জিজ্ঞেস করলো লতিফ।

আরে ভাই তার নিজস্ব ব্যস্ততাই থা-থাকে আজব ধরনের। আহমদ ঠাট্টার স্বরে বললেন, তার বলার ভঙ্গি আশীর কাছে আজব মনে হলো। আহমদের এভাব আশীর ভাল লাগলো না।

www.pathagar.com

"আজব ধরণের?" আহমদের কথার পুনঃরোক্তি করে জিজ্ঞাসু নেত্রে তার দিকে তাকালো সরওয়াত।

আহমদ হেসে ফেললেন। সরওয়াত ও আশী তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ডাক্তার লতিফ তাকালো তার কুকুর রুবির প্রতি। রুবি লেজ নেড়ে নেড়ে তার পায়ের সাথে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

"ফারুক সম্পর্কে কি বলবো মিস সরওয়াত।" কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন ডাঃ আহমদ! -"এমন কোন শহর আছে যে, যেখানে তার দু'একজন মেয়ে বন্ধু নেই। আমার স-সন্দেহ হচ্ছে গত পরশুও সে এ ধরনের কোন কাজেই এসেছিলো এখানে। আর রোববারেও এ কাজেই আসছে।

হাসতে হাসতেই বলছিলেন আহমদ কথাগুলো। এ শুনে সরওয়াতও হেসে ফেললো। আড়নয়নে সে আশীর দিকে দেখলো। আশীকে উত্যক্ত করার জন্যে তার চোখে ছিলো দুষ্টুমীর ইঙ্গিত।

আহমদের কথা শুনে কিন্তু আশীর নিঃশ্বাস বড় হয়ে গেলো। কোন মেয়ে বন্ধুর সাথে দেখা করতে সে পিণ্ডি আসছে সংবাদে তার খুশীর সীমা থাকতো না। কিন্তু এমন কোন শহর আছে যেখানে তার মেয়ে বন্ধু নেই, সংবাদে তার মাথায় হাতুড়ীর আঘাত হানলো। এতো কোন সহজ কথা নয় যে আশী সহজ ভাবেই এড়িয়ে যেতে পারে একথা।

ফারুকের চিঠি প্রাপ্তির আনন্দ-উচ্ছ্বাস মুহূর্তের মধ্যেই মিশে গেলো। সারারাত ঘুরে ফিরে ফারুকের কথাই ভাবতে থাকলো সে।
আশী চিন্তায় অধীর।

www.pathagar.com

একত্রিশ

আনন্দের উজ্জ্বল আভা মুখে মেখে, মিলন সুখের রঙ্গিন হাসি সুন্দর ঠোঁটে প্রস্ফুটিত করে, চিত্তাকর্ষক নয়নে গভীর নেশা মিশিয়ে ক্লিনিকে প্রবেশ করলো ফারুক। আশীর চোখে চোখ পড়তেই ঠক করে দু'পা একত্র করে হাত উঠিয়ে পুরা সামরিক কায়দায় স্যালুট মারলো সে।

টেবিলে ঠেস দিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল আশী। জর্দা রঙ্গের শাড়ী আর হালকা নীল রঙ্গের কোট পরিহিতা আশীর চেহারা অনেকটা শুস্ক ও উদাস উদাস মনে হচ্ছিলো। চোখ মুখের রং বদলিয়ে গিয়েছে। বিগত দু'তিন দিন থেকে কতো বেদনাদায়ক মানসিক শাস্তি ভূগে আসছে সে। কি মর্মান্তিক দুশ্চিন্তা তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কতো করুণ আর্তনাদ তার মুখ ফুটে বেরিয়ে বুকের মাঝে মিশে গেছে। কতো অসহায় অশ্রু মালা শুকিয়ে গেছে তার চোখের মাঝেই। ডাক্তার আহমদের ছোট্ট বাক্যটি তার অফুরন্ত খুশীর দিনে বুকে খঞ্জরের আঘাত হেনেছে।

প্রত্যেক শহরেই ফারুকের মেয়ে বন্ধু থাকা, কাউকে তার মন না দেবারই প্রমাণ। প্রত্যেকের কাছেই সে। আসলে কারুর কাছেই নয়। ফারুক-প্রতেক্যের কাছেই -কারুর কাছেই নয়।

এই নিষ্ঠুর চিন্তাই তার হৃদয়ে অনবরত প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার নিক্ষেপ করে চলছে।

আজ ক্লিনিকে তারই অপেক্ষা করছে আশী। আগেই চিঠি লিখে তার আসার খবর জানিয়ে দিয়েছে ফারুক। আশীর হিল্লোলিত চেহারা এমনি মলিন হয়ে গিয়েছে যে, তার আগমণে আপ্রাণ চেষ্টা করেও সে তার শুকনা ঠোঁটে হাসির কোন কিরণ ফুটাতে পারেনি। চিন্তা ও দুঃখের কালোদাগ চেহারাকে আরো মলিন করে দিয়েছে।

ধীর পদক্ষেপে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলো ফারুক। নিঃসংকোচে চামড়ার হাতমোজা টেবিলে নিক্ষেপ করে মুচকি হেসে আশীর কাছে এগিয়ে এলো সে। -এত কাছে, যে আশী নিরূপায়ের মতো কাঁপতে লাগলো। আনন্দহীন মলিন চেহারায় ভীতি সঞ্চারিত হলো। একদিকে সরে যেতে চাইলো আশী। কিন্তু পারলো না। ঝট করে তার মজবুত দু'হাত আশীর দু'কাধে রেখে দিলো ফারুক।

"আশী" হাসি সম্বরণ করার চেষ্টা করে বললো ফারুক। আশী নীচু মাথা উচু করতে গিয়ে আবার আপনা আপনি নীচু হয়ে গেলো।

খিলখিলিয়ে হেসে দিলো ফারুক-"বোকা মেয়ে কোথাকার।"

www.pathagar.com

অশ্রুসিক্ত ভারী পলক উঠালো আশী। দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনার কাতর দৃষ্টি উঠিয়ে সে তাকালো ফারুকের দিকে।

গম্ভীর হয়ে গেলো ফারুক। আশীর কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিলো সে। পকেট হতে বের করলো সিগারেট ও লাইটার। নীরবে সিগারেটে আগুন ধরাতে ধরাতে আড় নয়নে আশীর দিকে তাকালো।

"আশী।" লাইটার পকেটে রেখে সিগারেটে টান দিলো ফারুক।

"অসন্তুষ্ট হয়েছ না?" আশী নিরুত্তর।

"আমি জানতাম তুমি রাগ করবে।" মুচকি হাসলো সে-"আমি এখানে এসেছি এবং তোমার সাথে দেখা না করেই চলে গেছি। নিশ্চয়ই তোমার বান্ধবী তোমাকে বলে দিয়েছে। আমি জানতাম, অবশ্যই সে তোমাকে বলবে, কিন্তু-" সে থেমে গেলো। পূর্ব অভ্যাস মোতাবেক সিগারেটের ধোঁয়া আশীর উদাস চেহারায় ছেড়ে দিলো।

ফারুকের এ রসিকতাপূর্ণ ব্যবহারে আশীর শুষ্ক ও কুচকানো ঠোঁটে মুচকি হাসির কিঞ্চিত কিরণ খেলছিলো কিন্তু অনিচ্ছাকৃত এ নিরস হাসি উদাস চেহারার গভীর মলিনতায় এমনিভাবে হারিয়ে গেলো যেমন আকাশের বিদ্যুৎ চমক ঘোর অন্ধকারে জন্ম নিয়ে আবার অন্ধকারেই মিশে যায়।

"আশী।" নিজের মুচকি হাসি দমন করে হৃষ্টচিত্তে বললো ফারুক।-"তুমি রাগ করবে- আমি অবশ্যই জানতাম। কিন্তু এতক্ষণ থাকবে এ রাগ এ আমার জানা ছিল না-"হুঁ"

মুখ কুচকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল আশী।

আপন আঙ্গুল দিয়ে আশীর চিবুক স্পর্শ করলো ফারুক। "সেদিন হঠাৎ করে আসতে হয়েছে আমাকে। এত ত্রস্ততা ও ব্যস্ততা ছিলো যে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তোমার সাথে দেখা করতে পারিনি। তুমি কি মনে করো আমি ইচ্ছা করেই আসিনি।"

"আর কি?" আশী ফেটে পড়লো।

"পাগলী।" সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে মুচকি হেসে সে আশীকে দেখতে লাগলো। আশীও তাকে দেখতে লাগলো।

"ওরে আমার খোদা !" আস্তে করে বললো ফারুক। "তুমিতো এখনও রাগ করেই আছো।"

আশী আবারও ঘুরে তার দিকে তাকালো। আর ফারুক লজ্জিত হবার পরিবর্তে খিলখিলিয়ে হেসে দিলো। বললো "বোকা মেয়ে-এত ছোট কথা আর এত বড় রাগ।"

"এত ছোট কথা।" ধৈর্য্যের বাঁধ টুটে গেলো আশীর।

"তবে আর কি?" কোন কথা আমলে না এনেই মুচকি হাসলো সে।

"তোমার কাছে এটা একটা ছোট কথা না?" রুদ্ধকণ্ঠে বললো আশী।

পাগলী।' হেসেই চলছে ফারুক। "তুমি কি মনে করেছো তোমার সাথে দেখা না করে চলে যাওয়াতে আমি কোন মনঃপীড়া পাইনি। শপথ করে বলছি, যে মনঃকষ্ট আমি পেয়েছি

www.pathagar.com

তা তুমি অনুমান করতে পারবে না।"

"নিশ্চয় করেছি।" উপহাসচ্ছলে বললো আশী।

আবার ফারুক খিল খিল করে হেসে দিলো। "যাও এ সব অভিমান অভিযোগ যেতে দাও। সোজা সোজা কথা বলো। কতদূর থেকে এসেছি। একটু বসতেও বললে না।"

"ঐ দিন তুমি কি জন্য এসেছিলে?" তার কথার প্রতি কর্ণপাত না করেই জিজ্ঞেস করলো আশী।

"কোন দিন?" পুনরায় দুষ্টুমীর হাসি দিলো ফারুক।

"আগের দিন যখন তুমি আমার সাথে দেখা করার সুযোগ করতে পারোনি।"

"ওগো আমার মালিক! কিছু নিজস্ব কাজ ছিলো। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ বলতে পার।" বড় অসহায়তার সাথে বুকে হাত রেখে মাথা নীচু করলো সে।

আশীর চোখ মুখের রং আরো বদলিয়ে গেলো।

"ঐ দিন গোলাম অবশ্য খেদমতে হাজির হতো।" আগের মতই সে বলে চললো "যদি তোমার সে অভিমানী বান্ধবীটি–কিনাম না তার–ডাক্তার–ডাক্তার–" মাথায় হাত রেখে নাম স্মরণ করতে লাগলো সে।

"মনে আসছে না"–রহস্যের দৃষ্টি মেলে সে আশীকে দেখতে লাগলো। "যাক তোমার যে বান্ধবী–ওহ্ মনে পড়েছে ডাক্তার সরওয়াত---মিস সরওয়াত যদি আমায় বাধা না দিতো, তাহলে বান্দা অবশ্যই খেদমতে হুজুর হাজির হয়ে যেতো।"

ফারুক দৃষ্টিতে রহস্যের খুব চমক মেখে কথা বলছিলো। আর আশী সন্দেহের দোলায় দুলছে।

"কার সাথে দেখা করতে এসেছিলে?" দাউ করে জ্বলে উঠলো আশী।

"মানে?" সংযতভাবে বললো ফারুক।

"মানে তোমারই ভাল জানা থাকার কথা।" নিঃসংকোচে বললো আশী। তোমার অবগতির জন্য বলছি, আমি আমার কেস সংক্রান্ত ব্যাপারে এক ব্যক্তির সাথে দেখা করতে এসেছি।" গম্ভীর কণ্ঠে বললো ফারুক।

"ব্যক্তির সাথে না কোন মেয়ের সাথে।" রাগের মাথায় বলেই ফেললো আশী।

"তুমি এসব কি বলছে আশী।" তাকে খুব বিষন্ন মনে হলো।

আবার আশীর ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটলো, কিন্তু এ হাসিতেও তিক্ততার আমেজ ছিলো। এবং তা ফারুকের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি।

"কোন মেয়ে বন্ধুর সাথে দেখা করতে এসেছো নিশ্চয়।" বললো আশী। শুনেছি প্রত্যেক শহরেই তোমার মেয়ে বন্ধুর অভাব নেই। এখানেও কোন বান্ধবীর–"

"আশী !" ক্ষীণ হয়ে কথা কেটে দিলো ফারুক।

ফারুকের কথার তীব্রতায় আশীর কণ্ঠস্বর নরম হলেও মন ছিলো এখনও ভারাক্রান্ত। এজন্যই তীব্রতার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তার দিকে কঠোর দৃষ্টি হেনে বললো।–

"শুনেছি মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব করতে তুমি বড় ওস্তাদ। যেখানেই যাও মেয়েদের সাথে

www.pathagar.com

বক্তৃত্ব পাতিয়ে নাও।"

আমি ! আমি ! মনের অজান্তে দু'হাত কচলাতে কচলাতে তার দিকে দেখতে লাগলো ফারুক।

"জি হ্যাঁ।" আশীর স্বরে ছিলো এখনো বিষাক্ত ছোবল।

"তোমাকে এমন কথা কে বলেছে আশী?" সাথে সাথেই জিজ্ঞেস করলো সে।

"তা দিয়ে তোমার কি দরকার? যে বলেছে মিথ্যে বলেনি।"

"কে বলেছে-কেন বলেছে-কি বলেছে?" অসহ্য হয়ে বললো ফারুক। আশী একটু ভীত হলো।

ফারুক আশীকে দু'কাঁধ ধরে ঝাড়া দিয়ে বললো, "বলো কে সে নরাধম যে আমার সম্বন্ধে তোমাকে এ ভুল তথ্য দিয়েছে।

ভীত হয়ে এবার আশী তার মুখ দেখতে লাগলো।

"আমার নিখুঁত ভালবাসায় সন্দেহ প্রকাশ করে তুমি আমায় কত বড় আঘাত হেনেছো আশী।" আশীর কাঁধ থেকে হাত সবিয়ে নিলো ফারুক।

এবং দাঁতে ঠোঁট কেটে উদ্বিগ্ন হয়ে কামরায় পায়চারি করতে লাগলো সে।

এক মুহূর্তের মধ্যেই মনের সব সন্দেহ সংশয় দূর হয়ে গেলো আশীর। টপকিয়ে গিয়ে ফারুকের বুকে মিশে যেতে চাইছিলো মন। কিন্তু দুর্ভেদ্য লজ্জা জিঞ্জির হয়ে পা আটকিয়ে রাখলো। পা উঠাতে গিয়ে উঠাতে পারলোনা আশী।

মনে মনে সে ডাক্তার আহমদকে ভৎসনা করতে লাগলো। ফারুক সম্পর্কে এসব মন্তব্য করে তাকে বিষিয়ে দিয়েছিলো আহমদই।

ঘুরে গিয়ে ফারুক তার কাছে এলো তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে দু'হাত পিঠের দিকে বেঁধে জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে আশীকে দেখে তিক্তকণ্ঠে বললোঃ "জানিনে কে আমার এমন দুশমন, যে আমার চরিত্রের উপর কালিমা লেপনের হীন চেষ্টা করেছে। কিন্তু আশী, আমার এতদিনের পরিচয়ের পরও তোমার এ ব্যবহার আমার হৃদয়ে বড় আঘাত দিয়েছে। আমার ভালবাসা চোরা বালির বাঁধ নয়। এ হলো শক্ত পাথর নির্মিত সুউচ্চ দেয়াল; আশী ! যে কোন আঘাত, যে কোন বাধা বিপত্তির মোকাবেলায় মজবুত ও সুরক্ষিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা। আমার এ নিষ্কলুষ ভালবাসায় সন্দেহ প্রকাশ করে তুমি আমার প্রতি অবিচার করেছো।

সে আবার পায়ে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছু সময় চুপ রইলো। তখন আশীকে লজ্জিত মনে হচ্ছিলো।

পুনরায় ফারুক তার দিকে ফিরে বড় ব্যথিত চিত্তে বললোঃ "আমার ধারণা ছিলো তোমার সাথে দেখা না করে যাবার জন্যে তুমি রুষ্ট হয়েছো। তোমার রুষ্টতাকে, তোমার এ রূঢ়তাকে, ভালবাসার উজ্জ্বল নিদর্শন মনে করে কত প্রফুল্ল হয়েছিলাম। কিন্তু-কিন্তু তুমি আমার হৃষ্টচিত্ততার, আমার অনাবিল আনন্দের অপমৃত্যু ঘটিয়েছো। আমার সরল প্রাণের প্রগাঢ় ভালবাসার গভীরতা এখনো তুমি পরিমাপ করতে পারেনি। আমার প্রেমের উত্তাপ এখনো মাপতে পারোনি তুমি। তুমি আমার জীবনে কত মূল্যবান নক্ষত্র সে শুধু আমারই

www.pathagar.com

জানা। সে আবার এক মুহূর্ত চুপ থাকার পর বললো– "আর আমি তোমার জন্যে কি তা আজই জানা হয়ে গেলো।"

"আমি–"

"ফারুক"! ফারুকের ব্যথিত কণ্ঠস্বর আশীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিলো। নির্দ্বিধায় ও অসংকোচে পা উঠালো সে। দূরত্বও তো এক কদমেরই–ফারুকের পিঠে হাত রেখে তার কাঁধে মাথা ফেলে দিলো আশী। আপন ভোলার মতো দু'চোখ বন্ধ হয়ে গেলো তার।

কতক্ষণ অনুভূতিহীনের মতো দাঁড়িয়ে রইলো ফারুক। কিন্তু আগুনের লেলিহান শিখার উত্তাপে সে মোমের মত গলে যেতে লাগলো। চেতনাহীন হয়ে বেশীক্ষণ থাকা তার জন্যে সম্ভব হয়নি।

ঘাড় একটু কাত করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের এক কোণ দিয়ে আশীর দিকে তাকালো ফারুক। আশীর সুগন্ধি চুলের সারি তার কাঁধে এলোমোলা হয়ে উড়ছে।

তার নীচু ঘাড় আরো নীচু হয়ে গেলো। প্রস্ফুটিত ঠোঁটের জীবন্ত রেখাগুলো চুলের সুগন্ধি তখন চুষে নিচ্ছিলো।

"আশী !" পূর্ণ আবেগের সাথে কানে কানে কথা বলার মত সে এদিকে মোড় নিলো। আর তার মজবুত হাতে আশীর কোমল হাত ধরে নিলো।

"সত্যি তুমি বোকার ন্যায় সরল, নিষ্পাপ।" রসিকতার সব ভাব ফুটিয়ে কি সুন্দর মুচকি হাসি খেলছিলো তার চেহারায়। যদি আশী তা দেখতে পেতো তাহলে অনেক কিছু বুঝে যেতো।

কিন্তু সে সময় আশী নিজেই ভাবে মত্ত। খানিক পরেই দু'জনেই চেয়ার টেনে এনে মুখোমুখি হয়ে সারা দুনিয়ার গল্প গুজবে ডুবে গেলো। মনের সব কালিমা দূর করে মন খুলে হাসাহাসি করতে লাগলো তারা।

ফারুক এবার কয়েকদিনের জন্যে এসেছে। চার পাঁচ দিন তার জন্যে কম ছিলো না। এ দিনগুলো উপভোগ্য করে তোলার জন্যে তারা নানা পরিকল্পনা আঁকছে। মঙ্গলবার হাসপাতাল থেকে আশী ছুটি নিয়েছে। মারীর বরফ গলা দেখার জন্যে এ দিনটিকে তারা নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। বরফ তারা আর কি দেখবে? মারীর মনোরম পরিবেশে তাদের ভালবাসার প্রথম রঙ্গীন দিনগুলোর রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলোকে পুনরাবৃত্তি করতে চায় তারা।

সন্ধ্যা পর্যন্তই তারা দু'জন ক্লিনিকের ছোট্ট রুমটিতে বসে বসে স্বপনচারীর রঙ্গীন স্বপ্ন কল্পনা করে চলছে। আবার আগামী কালের মিলনের খোশ খেয়াল পোষণ করে দু'জনেই উঠলো। ফারুক ইসলামাবাদ যাবে। এক ব্যক্তিকে সময়ও দিয়ে দেয়া হয়েছে। আশীকে মারী রোডে নামিয়ে দিয়ে সোজা ইসলামাবাদ চলে যাবে সে।

মারী রোডে আশীকে নামিয়ে দেবার আগে অত্যন্ত সংযমের সাথে জিজ্ঞেস করলো ফারুক, "আমার সম্বন্ধে এসব কে বলেছে আশী।"

www.pathagar.com

বড় দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলো আশী। সে কিভাবে বলবে, এ কারসাজী তারই ভাই আহমদের।

"আমাকে শুধু তার নামটি বলে দাও।" আশী গাড়ী হতে বেরুবার আগে বড় অনুরোধ করে বললো ফারুক।

"না ফারুক! না" বড় ঘাবড়িয়ে গিয়ে বললো আশী। তার এ অবস্থা দেখে মুখ টিপে টিপে হাসলো ফারুক।

"এত গোপনীয়তা !" আশ্চর্য হয়ে বললো ফারুক।

"আরে আল্লাহ্ !" ভীত হয়ে মাথা নত করলো আশী। তুমি আর এ কথা উঠাবেনা। আমি এখন সকল সন্দেহ মুক্ত। অনাগত দিনে এ ভুলের পুনরা বৃত্তি আর ঘটবেনা।

"সত্য?" আনন্দের আতিশয্যে ফারুক মাথা কাত করে আশীর মুখের দিকে তাকালো।

আর আশীর মুচকি হাসির মধুর দৃষ্টি ফারুকের কথার সমর্থন জানিয়ে দিল।

www.pathagar.com

বত্রিশ

গোধূলী লগ্ন। রাতের অন্ধকার বিশ্বকে এখনো ছেয়ে ফেলেনি। আবছা আলো এখনো শেষ হয়নি। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা আপন আপন নীড়ে ফিরছে। রাস্তার দু'পাশের গাছপালা হতে পাখীর কূজন ধ্বনি সন্ধ্যার নীরবতাকে মাঝে মাঝে ভঙ্গ করে চলছে। ঠাণ্ডা বাতাসের শির শির গতি কিছু বেড়ে চলেছে। এ জন্য বরফ জমাও বেড়ে গেছে।

ইসলামাবাদ যাবার মনোরম প্রসস্ত রাস্তায় তখন ভিড় ছিলো খুব কম। মাঝে মধ্যে দু'একটি গাড়ী এদিক ওদিক যাচ্ছে। কখনো কখনো এক আধটি ট্যাক্সি দ্রুতগতিতে চলে যাচ্ছে। এই মাত্র ফারুক আশীকে রাজপথের মোড়ে ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়ে ইসলামাবাদের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এক বন্ধুর সাথে জরুরী কোন কাজে দেখা করার জন্যে কথা দিয়েছে। তা'না হলে এখনো সে ক্লিনিকেই বসে থাকতো।

গাড়ীতে তখন ফারুক একা। শির শির ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। তাই জানালার গ্লাস উঠিয়ে দিয়ে বেশ প্রশান্তির সঙ্গে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে ফারুক। তার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে বিমুগ্ধ হাসির রেখা। তার সুন্দর আঁখি যুগলে স্বপ্ন রঙ্গীন কাল্পনার প্রতিবিম্ব উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। কল্পলোকে এখনো আশির ছায়া আনাগোনা করছে তার।

আশী সাদাসিধে সহজ সরল মেয়ে। ফারুক তাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে।

তার অনুপম সৌন্দর্য ও বালসুলভ সরলতার সামনে ফারুকের মাথা নুয়ে আসে।

তার সরলতা ও অকপটতার জন্যে ফারুকের হাসি পায়। তখনো তার সুন্দর ঠোঁটে হাসি খেলে যাচ্ছিলো।

কল্পনার জগতে নিজকে হারিয়ে ফেলে সে রাস্তা ধরে চলছে গন্তব্যের পথে। রাস্তার একপাশে থামানো একটি বড় গাড়ী ফারুক দেখলো। কিন্তু ভাব-জগতে সে এত মত্ত ছিলো যে গাড়ীর পাশে দাঁড়ানো একটি যুবতীর গাড়ী থামাবার ইশারার প্রতি সে লক্ষ্যই করতে পারেনি।

একটু দূরে চলে যাবার পর তার চেতনা ফিরে এলো। গাড়ী থামালো ফারুক। ভাবজগত থেকে বেরিয়ে এসে ঘাড় বাকা করে পিছনের দিকে তাকালো। সত্যই খানিক দূরে সে মেয়েটি দাঁড়িয়ে তার দিকে দেখছে। গাড়ী ফিরিয়ে সে এ দিক এলো। মেয়েটিও দ্রুত পায়ে তার দিকে এগুলো।

ফারুক গাড়ীর গ্লাস নামিয়ে তার দিকে তাকালো। সুন্দরী মেয়েটিকে বেশ উদ্বিগ্ন বলে মনে হলো।

"মিষ্টার-আমার গাড়ীটা খারাপ হয়ে গেছে।" সুবিন্যস্ত ফ্যাসনের একটি মেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ফারুককে বললো।

"আহ্ !" দরজা খুলে ফারুক বেরিয়ে এলো।

"কি খারাপ হয়েছে?" মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো সে।

"কিছুতো বুঝতে পারছিনা। হঠাৎ থেমে গেলো। আর ষ্টার্টই নিচ্ছে না। ও দিকে সন্ধ্যাও

www.pathagar.com

হয়ে গেলো। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।" ফারুকের মার্জিত চেহারায় সে এ ঘোর বিপদে খানিকটা সাহায্যের আভাস খুঁজে পেলো। তাই তার উদ্বিগ্নতা ও কিছুটা কমে গেছে।

"ঘাবড়াবেন না। দেখি কি হয়েছে।" মার্জিতভাবে বললো ফারুক। খোলা দরজা দিয়ে সামনের সিটে বসে ষ্টিয়ারিং-এ হাত রাখলো সে। গাড়ী ষ্টার্ট দেবার জন্যে কয়েকবারই অ্যাক্সিলেরেটারে পা রাখলো। কিন্তু কোন অবস্থাতেই গাড়ী ষ্টার্ট নিলো না।

মেয়েটি বাইরে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ফারুকের দিকে তাকিয়ে ছিলো। চেষ্টা বিফল। ফারুক বেরিয়ে এসে ইঞ্জিন দেখার জন্যে গাড়ীর সম্মুখে এলো।

"সত্যি বড্ড বিপদ" মেয়েটি বললো।

ঠাণ্ডা বড় বেশী। "আপনি ভিতরে গিয়ে বসুন। অপরিচিত মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বললো ফারুক।

গাড়ীর ভিতরে বসার পরিবর্তে ফারুকের পাশেই এসে দাঁড়ালো সে। ফারুক সে সময় মনোযোগ সহকারে গাড়ীর ইঞ্জিন পরীক্ষা করার কাজে ব্যস্ত।

"অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। কিছু ধরতে পারছেন না।" ফারুকের সাথে ইঞ্জিনের কাছে ঝুঁকে পড়ে বললো মেয়েটি।

"আপনি গিয়ে গাড়ীতে বসুন। বাইরে বেশী ঠাণ্ডা।" মেয়েটির মাথার চুল ও শরীর হতে ভেসে আসা মন মাতানো গন্ধে উতলা হয়ে বললো ফারুক। তখন মেয়েটি তার খুব কাছে এসে গেছে। ফারুকের দ্বিতীয়বার বসতে বলার পরও সে গাড়ীতে গিয়ে বসেনি।

কিছুক্ষণ ধরে ফারুক ইঞ্জিন পরীক্ষা করে চলছে। প্রথম দিকে তো কোন দোষই ধরা পড়েনি। ক্ষণিক পরেই ছেঁড়া একটি তার ধরা পড়লো। এ তারটির জন্যই গাড়ী ষ্টার্ট হতে পারছিলোনা

" এ তারটি ছিঁড়ে গেছে।

"এখন কি হবে?" উদ্বিগ্ন হয়ে বললো মেয়েটি।

"দেখি জুড়ে নিতে পারি কিনা।" আবার ঝুঁকলো ফারুক।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে তারটি জুড়ে নিলো। পুনরায় এসে সিটে বসে বাড়ী ষ্টার্ট দিলো। একবার একটু গড়গড় করে আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। পুনরায় বেরিয়ে এলো ফারুক। খোলা ইঞ্জিনে তার লাগাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালালো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

"মোটর মেকানিক ছাড়া এটা আর কিছু করা যাবে না।" ইঞ্জিন বন্ধ করতে করতে বললো ফারুক-"তার ছিঁড়ে গেছে।"

"এখন কি হবে?" মেয়েটির সুন্দর চেহারায় চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো। সে ফারুকের দিকে অসহায়ের মত তাকালো।

"আপনি ইসলামাবাদ যাচ্ছিলেন?"

"জী।"

www.pathagar.com

গাড়ীটি লক করে দিন। রুমাল দিয়ে আঙ্গুল মুছতে মুছতে বললো ফারুক।

মেয়েটি গাড়ী লক করে দিলো। ফারুক তখন নিজের গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলো।

"আপনি ইসলামাবাদ যাবেন না?" নিজের গাড়ীর দরজা খুলতে গিয়ে প্রশ্ন করলো ফারুক।

"যাবার তো ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু এখন–" আমতা আমতা করে বললো মেয়েটি।

"আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।" কোর্টের আস্তিন কিঞ্চিত তুলে ঘড়িতে সময় দেখলো ফারুক আমাকেও ইসলামাবাদ যেতে হবে।"

"কিন্তু এখনতো আমার ওখানে যাওয়া হচ্ছে না।" মেয়েটি তার কাছাকাছি এসে বললো।" "আমাকে এখন ফিরে যেতে হবে।"

"পিণ্ডি?"

"জ্বি হাঁ।"

"যাচ্ছিলেন তো ইসলামাবাদ–"

"এক বন্ধুর সাথে দেখা করার কথা ছিলো। গাড়ী খারাপ যখন, আপনার গাড়ীতে গেলে ফেরার ব্যবস্থা কি হবে? আর গাড়ীটারও তো কোন বিহিত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।"

"তাহলে আপনার পিণ্ডি যাওয়াই দরকার।" ফারুক ঘড়িতে আবার সময় দেখলো। যে বন্ধুর সাথে দেখা করার কথা, তাকে সময় দিয়ে থাকলেও একজন বিপন্ন যুবতী মেয়েকে রাতের অন্ধকারে এ অবস্থায় ফেলে যাওয়া তার কাছে ভালো মনে হলো না। মানবতা বলতে তো একটা জিনিস আছে। ফারুকের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখে মেয়েটি বললো, আপনার বোধ হয় সময় মতো কোথাও পৌঁছা দরকার।"

"জ্বি হাঁ।"

"একটা ট্যাক্সি পেলেই আমি চলে যেতে পারতাম।"

মেয়েটি এখন বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। ফারুকের শিষ্টাচার ও নৈতিক অনুভূতি তার নিজস্ব সব কাজ ফেলে রেখে বিপন্ন মেয়েটিকে সাহায্য করারই পক্ষপাতি।

"আসুন।" নিজের সিটে বসে অপর সিটের দরজা খুলে দিয়ে বললো ফারুক––"বসুন আমি আপনাকে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি।"

"আপনার অসুবিধে হবে না?"

"ঠিক আছে আসুন। কাজ তো আছেই। আপনাকে এখানে একা ফেলে যাওয়া তো ঠিক হবে না। এটাও একটা বড় কাজ।"

নিঃশব্দে অপর সিটে এসে বসলো মেয়েটি।

"হুঁ" জানালার কাঁচ তুলতে তুলতে নিঃশ্বাস ফেললো ফারুক।

"আমাকে কোন ট্যাক্সি ট্যাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন। তারপর চলে যাবো।"

"খামাখা আর সংকোচ করে লাভ কি? ফিরেই যখন যেতে হচ্ছে, বাড়ীতেই পৌঁছিয়ে দেবো।"

এক যাদুর দৃষ্টি মেলে মেয়েটি ফারুকের দিকে তাকালো এবং তাকে বাড়ীর ঠিকানা বলে

www.pathagar.com

দিলো। ফারুক গাড়ী ছেড়ে দিলো। পীচঢালা পরিচ্ছন্ন রাস্তা দিয়ে চলছে গাড়ী পূর্ণগতিতে।

কিছু সময় নীরবতার ভিতর দিয়েই চললো পথ। নিশ্চিন্তে বসে আছে মেয়েটি। কখনো উড়ন্ত জুলফীকে কানের কোণে ঠেলে দিচ্ছে আবার কখনো তাকাচ্ছে পালিশ করা বিলম্বিত নখাগ্রের দিকে।

"আপনার নামটা জানতে পারি?" হঠাৎ প্রশ্ন করলো মেয়েটি।

"স্কি--" উদাস কণ্ঠে বললো ফারুক। তারপর মেয়েটির দিকে দৃষ্টি ফেরালো।

"আপনার নাম কি?" রাঙ্গা ঠোঁটে খুশীর ঝলক ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে। "নামের কি খুব প্রয়োজন?" অর্থপূর্ণ মুচকি হেসে তার দিকে তাকালো ফারুক।

"আপনি যে আমার বিপদ উদ্ধারকারী।" বিনয়ের সাথে বললো মেয়েটি।

"না এ আর কি তেমন? একজন ভদ্রলোকের এটা একটা বড় কর্তব্য।" বেশ মার্জিত ভাবেই বললো ফারুক।

"আমার জন্য এর চেয়ে বড় উপকার আর কি আছে?"

"একা একা বের হওয়া আপনার উচিত হয়নি।"

"কতই তো আসি। কোন দিন তো এমন বিপদে পড়িনি।"

"বিপদ তো আর বলে কয়ে আসে না।" আর বিপদ বার বারও আসে না।" বেশ গাম্ভীর্যের সাথে বললো ফারুক।---আপনার মতো মেয়েদের সব সময়ই সতর্ক হয়ে চলাফেরা করা উচিত। একাকী কোথাও আসা যাওয়া বিজ্ঞের কাজ নয়। হাজারো অঘটন ঘটে থাকে পথে ঘাটে। আজকের কথাই ধরুন না।"

"আল্লাহর শোকর যে, একজন ভদ্রলোকের সাথে দেখা হয়েছে। সরলভাবে বললো মেয়েটি।

"যদি কোন ডানপিটে বেয়াড়া ছেলের সাথে দেখা হয়ে যেতো তা হলে?"-স্বভাবসুলভ রসিকতার ভঙ্গিতে বললো ফারুক।

মেয়েটি আগের মত বিমুগ্ধকারী ভঙ্গিতে গ্রীবাকে একটু নীচু করে তার দিকে তাকালো-"এ জন্যই তো শুকরিয়া আদায় করছি যে, আপনার মতো--"

"আমিই যদি কোন দস্যু হতাম তাহলে--"

"তাহলে--" অসহায়তার সাথে মেয়েটি তার প্রতি তাকালো এবং মুচকি হেসে বললো, আপনার মত দস্যুর হাতে লুট হয়ে যাওয়া ও--"

সে খিল খিল করে হেসে উঠলো। তার এ হাসিতে অপ্রকাশিত কথা প্রকাশ হয়ে পড়লো। ঘাড় কাত করে ফারুক তার দিকে তাকালো। মেয়েটি বেশ সুন্দর, চোখের চাহনীও মারাত্মক।

নব্য যুগের অত্যাধুনিকা নিঃসংকোচিত মনোভাও তার আধুনিকতার পরিচায়ক।

নীরবে ফারুক গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের মেয়েদের সাথেই সে বেশীরভাগ মিশেছে। এ জন্যেই মেয়েটির নিঃসংকোচ মনোভাব তাকে মোটেই বিস্মিত করেনি। এভাবে আলাপ করতে করতে মেয়েটির বাড়ী এসে গেলো। একটি সুন্দর দালানের গেটে গাড়ী

www.pathagar.com

থামালো ফারুক।

"আপনিও নামুন।" গাড়ী থেকে নামতে নামতে বললো মেয়েটি--"আমি আপনাকে দেখলে খুশী হবেন।"

"আমাকে ইসলামাবাদেই ফিরে যেতে হবে।" ফারুক বললো।

"তা হলে কথা দিন, অন্য কোন সময় আসবেন।" বড় মিষ্টি সুরে আবেদন জানালো মেয়েটি।

"চেষ্টা করবো।" ফারুক বললো।

বড় আবেগময় কণ্ঠে তাকে ধন্যবাদ জানালো 'মেয়েটি।' খোদা হাফেজ বলে গাড়ী ফিরালো ফারুক।

"নাম তো বলে যাবেন?" দু'পা এগিয়ে প্রশ্ন করলো মেয়েটি। ফারুক ইতস্তত: করছিলো।

আমাকে নাসেরা বলে ডাকতে পারেন। "আপনাকে কি নামে ডাকবো?" তড়িঘড়ি করে বলে উঠল মেয়েটি।

"ফারুক।" একটু ভেবে নিয়ে বলেই দিলো সে।

"খোদা হাফেজ।" সুন্দর নিটোল হাতটি নাড়লো মেয়েটি।

প্রতিউত্তরে ফারুক নাড়লো তার পৌরুষদীপ্ত হাত।

www.pathagar.com

তেত্রিশ

"আচ্ছা মোহ্তারেমা ! জানতে পরি কি আজ কাল থাকা হচ্ছে কোথায়?"

"এখানেই তো।"

"কোথায়? দেখা তো যাচ্ছেনা। পরশু শুধু এক নজরই দেখলাম।"

"গত কাল তো ছুটিই গেলো।"

"গতকাল তোমাদের ওখানে গেলাম। শুনলাম মোহ্তারেমা নাকি দুঃস্থ, অনাথদের দুঃখে ব্যথিত হয়ে সমাজ সেবার জন্যে ক্লিনিক খুলে বসে আছেন। দৌড়িয়ে ক্লিনিকে গেলাম। তো জনাবার কোন পাত্তাই পাওয়া গেলোনা। এ সব কি ও কেন? জানতে পারি কি?"

সরওয়াতের কথা শুনে আশী শুধু মুচকি হাসলো।

"বলোনা ব্যাপারখানা কি?" স্বর একটু বাড়িয়ে দিয়ে বললো সরওয়াত।

"জান তো সবই শুধু শুধু ন্যাকামী করছো কেন?" চেয়ারের পিঠে অ্যাপ্রন রাখতে রাখতে মনোরম ভঙ্গিতে উত্তর দিলো আশী।

"উঁ হু।" মাথা নাড়লো সরওয়াত। "আমি কিছুই জানিনে খুলে বলো কি ব্যাপার?

চেয়ার টেনে সরওয়াতের সামনে বসে পড়লো আশী। সরওয়াত এই মাত্র অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলো।

"আমি যদি না বলি।" সরওয়াতের দিকে তাকালো আশী।

"তাহলে আমি রাগ করবো।" বললো সরওয়াত। আগ থেকেই আমার মুড্ খারাপ।"

"সে আবার কেন?" আশী তার চোখের দিকে তাকালো। সরওয়াত সে সময় চোখ বড় বড় করে মুড্ খারাপের ভান করছে।

"ডাক্তার আহমদের সাথে এক চোট হয়ে গেছে।" বললো সরওয়াত।

"কেন সরওয়াত? তার সাথে তো তোমার বেশ ভাব।" সরওয়াতের দিকে তাকালো আশী।

"ভাব তো আছেই। কিন্তু জানিনা পরশু থেকে তার কি হয়েছে কথায় কথায় রেগে যায়। আজ অযথাই তেড়ে উঠেছে। আমিও নাছোড়। মুখের উপরে কড়া জবাব দিয়ে দিয়েছি। এখনো আমার রাগ কমেনি। আমাকে উত্তক্ত করোনা। সোজা কথা সরল ভাবে বলে দাও– নতুবা তেড়ে উঠ্বো।"

"রাগ আহমদের সাথে। ঝাল মিটাবে আমার উপর। ভারী বিচার তো।" মনোরম ভঙ্গিতে বললো আশী।

"তবে কি তার মাথা ফাটিয়ে দেবো নাকি। তুমি বিশ্বাস করো, পরশু থেকেই রেগে আছেন তিনি। কি কারণ জানিনা। ডাক্তার লতিফের সাথেও ওই একই অবস্থা। পরশু অপারেশন থিয়েটারে নার্সদের ভাগ্যেও মিলেছে তার ওই একই গজনা। সকালে তো বেশ ভালো ছিলো মেজাজ। দশটায় আমাদের সাথেই চা খেয়েছেন। কিন্তু তারপরই মুড্ এমন বিগড়ে গেলো যে এখনো ঠিক হচ্ছেনা। সরওয়াতের কথা শুনে চিন্তায় পড়ে গেলো আশী।

www.pathagar.com

পরশু দশটার পরেই ডাক্তার আহমদ তাকে সিনেমায় যাবার আহবান জানিয়েছিলেন। কিন্তু আশী এ আহবানে কোন সাড়া দেয়নি। তার এ ব্যবহারে ডাক্তার আহমদের মধ্যে হতাশার ভাব দেখা গেলেও তিনি অনুনয়ের সঙ্গে আবার তাকে বাধ্য করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আশী মুখের উপরেই কড়া জবাব দিয়ে দিয়েছে। ডাক্তার আহমদের ব্যবহার তার কাছে খুব খারাপ ঠেকেছে। ফারুকের ধ্যানেই তো সে মগ্ন। অন্যের জন্যে তার হৃদয়ে স্থান কোথায়? আহমদের আবেদনের প্রতি তাই সে কোন গুরুত্ব দিতে পারেনি। তার দিন রাত তো ফারুকের জন্যেই উৎসর্গকৃত। অন্য কারো কথা চিন্তা করার অবসর তার কোথায়।

"কাল তুমি কোথায় ছিলে?" পুনরায় প্রশ্ন করলো সরওয়াত।"

"মারী।" ছোট্ট করে জবাব দিল আশী। "বরফ দেখতে গিয়েছিলাম।"

"কার সাথে?"

"তুমি বুঝি জানোনা ফারুক এখন এখানেই আছে। সে তো তুমি জানই।" মুচকি হেসে বললো আশী।

"সে এখনো এখানে?" বিস্মিত হলো সরওয়াত।

"হাঁ।" আশী হাসলো।

"এখনো এখানে?" আগের মতই বিস্ময় প্রকাশ করলো সরওয়াত।

"এত বিস্মিত হচ্ছো কেনো? বড় সুন্দর করে আশী চোখ ঘুরালো। মারীর সব মনোরম দৃশ্য তখন তার চোখে ভেসে উঠেছে। কাল সারা দিন সে ফারুকের সাথে কাটিয়েছে। ঘন্টার পর ঘন্টা বরফের উপর দিয়ে হেটেছে। বরফ দিয়ে খেলেছে। বাচ্চাদের মত আবেগ প্রবন হয়ে কত আলাপ করেছে। একজন আর একজনের সান্নিধ্যে আত্মহারা হয়ে উঠেছে। আজীবনের সাথী হবার শপথ নিয়েছে। পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দুজনই দুজনার মনের সব গোপন কথা প্রকাশ করেছে।

সরওয়াতের জিদের কাছে নতি স্বীকার করে কালকের সব কাহিনী শুনিয়ে দিয়েছে আশী। সব শুনে মুচকি মুচকি হাসছে সরওয়াত। আশীর বর্ণনায় আবেগ টপকিয়ে পড়ছে। প্রেমের কোন্ কোন্ স্তর ভেদ করে অগ্রসর হচ্ছে সে তা তার কথা বার্তা থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে।

"সে কতো দিন এখানে থাকবে।" আশীর স্বপ্ন-রঙ্গীন কাহিনী শুনার পর জিজ্ঞেস করলো সরওয়াত।

"তিন দিন"

"অর্থাৎ আরো তিন দিন তুমি অদৃশ্য হয়ে থাকবে।" সরওয়াত হাসলো। তার চোখ দু'টিতে ছিলো বড় অর্থপূর্ণ আলোক প্রভা। সরলমনা আশী তা বুঝতে পারেনি।

"তাই মনে করো।" গর্বের সাথে বললো আশী।

"বিকেলেও ক্লিনিকে আসবে?" ঠোঁটের হাসি লুকিয়ে বললো সরওয়াত "হাঁ।" বিকেলের মিলনানন্দের কল্পনায় ডুবে গেলো আশী।

"কয়টায় আসবে?"

"কেন?"

"আমিও আসবো তার সাথে গল্প সল্প করবো।"

www.pathagar.com

ফারুকের আসার সময় বলে দিলো আশী।

"তুমি ভেবোনা–বেশী দেরী করবোনা আমি।" তাঁর সাথে মাত্র একটি জরুরী কথা বলবো।

"আমি কি জানতে পারি–এ জরুরী কথাটি কি?"

"বিকেলেই শুনতে পাবে।"

"তবুও বলোনা একটু–"

সরওয়াত হাসতে লাগলো। আশীও জেদ ধরলো। বার বার তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো। সরওয়াতকে আবার অপারেশন থিয়েটারে যেতে হবে। সে অ্যাপ্রন হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

"বলোনা কি জরুরী কথা?" সরওয়াতের আঁচল ধরে ফেললো আশী। দুষ্টুমীপনার হাসি দিয়ে বললো সরওয়াত।

"তাকে জিজ্ঞেস করবো লুকোচুরির এ রসালো খেলা আর কতোদিন চলবে। সোজাসুজি বিয়ে কেন করে ফেলেনা?" আশী সংকুচিত হয়ে গেলো। কিন্তু আনন্দের এক উজ্জ্বল লহরী বয়ে গেলো তার চেহারায়। বোধহয় তার মনেও ছিলো এ একই কথা। কিন্তু মুখ ফুটে ফারুককে বলতে পারতোনা। ফারুকের কাছে এখন এ কথা পাড়াই উচিৎ।

সরওয়াত চলে গেলো। ডিউটি রুমে এলো সিস্টার মুনা। ট্রে থেকে থার্মোমিটার উঠিয়ে নিয়ে সেও চলে গেলো ডিউটিতে। আশীর তখন অবসর। বসে বসে দৈনিক খবরের কাগজ পড়তে লাগলো সে। কাগজে মন বসছেনা আজ। একের পর এক সরওয়াতের সব কথা মনে হতে লাগলো তার। ডাক্তার আহমদের কথা মনে উঠতেই শিউরে উঠলো সে। তাকে ঘনিষ্ঠ করে তোলার জন্যে বরাবরই চেষ্টা করে আসছেন তিনি। তাঁর নীরব আঁখি সরব হয়ে উঠেছে এখন। খোলাখুলিই এখন পয়গাম দেওয়া শুরু করেছেন তিনি। আশী তাঁকে এড়িয়ে চললেও সপ্তাহে তো দু'বার তাকে অপারেশন থিয়েটারে কাজ করতে হবে ডাক্তার আহমদের সাথে।

আগামী কাল ও পরশু পুনরায় আহমদের সাথে তার ডিউটি। এই কল্পনাই তাকে মানসিক কষ্ট দিতে শুরু করেছে। কিন্তু এ কষ্ট বেশীক্ষণ স্থায়ী ছিলোনা। ফারুকের সুন্দর মনোমুগ্ধকর ছবির কল্পনায় আবার পুলকিত হয়ে উঠলো তার মন।

ডাক্তার বানুর আগমনে তার চিন্তার রাজ্যের ধ্যান টুটে গেলো। সে এসেই জটিল জটিল রুগীদের অবস্থার কথা বলতে লাগলো, যাদেরকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য আপ্রান চেষ্টা চলছে।

রুগীদের কষ্টে বা মৃত্যুতে ডাক্তারদের মনে তেমন কেন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়না। তাদের দৈনন্দিন জীবনে এ ধরনের ঘটনা সচরাচরই ঘটে থাকে। আশীও এ সব খবর শুনে মামুলী সমবেদনা প্রকাশ করে চুপ হয়ে গেলো।

বানু চলে যাবার পরও আশী আরো কিছুক্ষণ ওখানেই বসে রইলো। আজ তার ডিউটি ই, এন,টি, থিয়েটারে ছিলো। ঘড়ি দেখলো আশী। সময় হয়ে গেছে। সে উঠে ডিউটিতে চলে গেলো।

ছুটির সময় সরওয়াত আবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিলো, "আমি অবশ্যই আসবো। আমার আসা পর্যন্ত তাকে আটকিয়ে রাখবে।

www.pathagar.com

মুচকি হেসে আশী মাথা নেড়ে তার কথায় সম্মতি জানিয়ে নিজের পথে চললো। পথেই নীচের বারান্দায় ডাক্তার আহমদের সামনে পড়ে গেলো আশী। স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে মুচকি হাসি দিয়ে আশী তার দিকে তাকালো। কিন্তু আহমদের চোখে মুখে রাগ ও অভিমানের ঘোর ছাপ দেখে তাকে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো মনে করলো সে।

আশী বুঝলো প্রত্যেকের সাথে কথায় কথায় আহমদের রাগতো তো শুধু তারই জন্যে। অপরাধ, শুধু তার সিনেমায় যাবার আহবানকে প্রত্যাখ্যান করা।

তাতে কি? আহমদ কি ভালবাসার এমন সিড়ি পার হয়ে এসেছে, যেখানে প্রিয়তমের সামান্যতম অবহেলাও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পারে।এ কত খারাপ কথা ! কত খারাপ ! ফারুক আর আহমদ দুই সহোদর ভাই। আর এ ঘটনা কি জটিল আকার ধারণ করতে পারে ভেবে আশীর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো।

ফারুকের অপেক্ষায় বিকেলে ক্লিনিক বসে আছে আশী। ফারুক-আহমদের জটিল সমস্যা সমাধানের কোন সূত্র বের করার চিন্তা করছে সে। তার শেষ সিদ্ধান্ত, ডাক্তার আহমদকে স্পষ্ট বলে দিয়ে তার সম্মুখে অগ্রসর হবার পথ বন্ধ করে দেবে আশী। ফারুককে এ সব কথা বলা ঠিক হবেনা। সে নিজেই দূর করে নেবে এ সব জটিলতা।

নিশ্চিন্ত হয়ে ফারুকের কল্পনায় ডুবে গেলো আশী। ফারুক আজ আসেনি সময় মত। এতক্ষণ তার পৌঁছে যাবার কথা। সরওয়াতও এখনো আসেনি। কি হলো কে জানে? সরওয়াতের জন্যে অবশ্য অপেক্ষা করা হচ্ছেনা। অপেক্ষা প্রকৃত পক্ষে তো ছিল তার জীবন-ধন ফারুকের জন্যে। যার ক্লিনিকে প্রবেশ করার সাথে সাথে পরিবেশ এক অভিনব রূপ ধারণ করে।

সময় যতই কাটতে লাগলো আশীর উদ্বেগ ততই বাড়তে শুরু করলো। কখনো উঠে পায়চারী করছে সে। কখনো আবার চেয়ারে বসে ভাবছে। অনেক আগে চলে গেছে নার্স রাশেদা। আশীর ব্যক্তিগত চাকরাণী পুনরায় কম্বল মুড়ে পুটলি বনে বসে রয়েছে বেঞ্চে।

ঘন্টা খানিকের বড় কষ্টদায়ক অপেক্ষার পর ক্লিনিকে এসে প্রবেশ করলো ফারুক। আশীর মনে হলো যেন গ্রীষ্মের প্রভাতকালীন মনোমুগ্ধকর ঠাণ্ডা হাওয়ার এক ঝাপটা ক্লিনিকে এসে প্রবেশ করলো।

"আজ এত দেরী করে ফেলেছো তুমি? কখন থেকে আমি তোমার অপেক্ষায় প্রহর গুনছি।" ফারুক আসতেই অভিযোগ করে বসলো আশী।

মুচকি হেসে ফারুক এগিয়ে গেলো আশীর দিকে। সোহাগ করে আশীর চিবুক টেনে দিলো সে।

"অতি সামান্যতেই ভেঙ্গে পড়ো তুমি আশী। পথে এক বন্ধু ধরে বসলো। ছেড়ে আসার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাড়াতাড়ি ছুটতে পারিনি। অনেক সময় নষ্ট করে দিলো সে।"

আসলে কোন বন্ধু নয়- তাকে পথে পেয়ে বসেছিলো নাসেরা। আশীর কাছে যখন আসছিলো ফারুক হঠাৎ রাস্তায় তার সাথে দেখা। প্রাথমিক আলাপের পর তার হাত থেকে বাঁচার জন্যে প্রানপন চেষ্টা করেছিলো সে। কিন্তু হাতে পাওয়া শিকার ছেড়ে দেবার পাত্রী ছিলোনা নাসেরা। কাছেই ছিলো সিজান হোটেল। জবরদস্তি করেই চা।

www.pathagar.com

চৌত্রিশ

কলেজ রোডে ফারুকের গাড়ী আর সামনের দিক হতে আসা একটা ভক্সওয়াগন টক্কর খেতে খেতে বেঁচে গেলো। ভুল যে পক্ষই করে থাকুক ব্রেক কষাতে দুর্ঘটনার কবল থেকে বেঁচে গেছে তারা। দুর্ঘটনা না ঘটলেও ফারুকের খুব রাগ হলো। সামনের গ্লাস দিয়ে চোখ রাঙ্গিয়ে ভক্সওয়াগন গাড়ীর দিকে তাকালো সে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই রাঙ্গানো চোখ ভরে গেলো খুশীতে। ভক্সওয়াগনে তারই বন্ধু মোবাশ্বের। দরজা খুলে তাড়াতাড়ি বেরুলো ফারুক। তাকে দেখে দরজা খুলে মোবাশ্বেরও দ্রুত এগুলো এদিকে। বড় ভাব। গদগদ কণ্ঠে একজন আর একজনের দিকে এলো লাফিয়ে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে পরস্পর পরস্পরকে ধরলো জড়িয়ে। কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদে ব্যস্ত তারা।

"তুমি আজকাল কোথায় আছো?" আলিঙ্গন ছেড়ে দিয়ে সামনা সামনি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো উভয়ই।

"আমি তো এখানেই। তুমি কোথায়?" মুচকি হেসে ফারুকের দিকে দেখে বললো মোবাশ্বের।

"আমিও তো আজকাল আছি এখানেই।" মোবাশ্বেরের দিকে ঔৎসুক্যের দৃষ্টি মেলে বললো ফারুক।

"সত্যি।"

"বড় আশ্চর্য ! এ্যাক্সিডেন্টাল দেখা, নইলে দেখাই হতোনা আমাদের।"

সোনালী রঙ্গের সিগারেট কেস পকেট থেকে বের করে ফারুকের দিকে বাড়িয়ে দিলো মোবাশ্বের।

ধন্যবাদ বলে একটি সিগারেট বের করে নিয়ে ফারুক আর একটি সিগারেট মোবাশ্বেরের নিজের জন্যে বের করে ঠোঁটে পুরলো। আবার পকেট থেকে লাইটার বের করে ফারুকের সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটাও ধরালো সে। সিগারেট টানতে টানতে একে অপরকে নিজের হাল অবস্থা বলতে থাকলো।

"আজকাল পিন্ডিতেই আছো?" সিগারেটে টান মেরে জিজ্ঞেস করলো ফারুক।

"ইসলামাবাদে–"

"বেশ ভালো---থাকো কোথায়?"

থাকি নিজের বাড়ীতেই।

"দু'জনই"–একটু মৃদু হাসলো।

"বাড়ীটা কোন জায়গায়? ঠিকানা তো বলবে--যদি কখনো যাই তাহলে--"

"কখনো কেন এখনই চলো না।"

"না ভাই এখন নয়।"

"কেন?"

"এখন দরকারী কাজে যাচ্ছি।"

www.pathagar.com

জরুরী কাজ আর কি ! আশীর সাথে দেখা করার জন্য আগের মত তারই ক্লিনিকে যাচ্ছিলো সে। গতকাল পথিমধ্যে নাসেরার সাথে দেখা হবার কারণে দেরী হয়ে গিয়েছিলো আজ আবার মোবাশ্বেরের সাথে তার দেখা। মোবাশ্বের না হলে আর একদিনের কথা বলে আজ বিদায় নিতে পারতো ফারুক। কিন্তু এ বন্ধুর সাথে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে অপরিমিত খুশী হয়েছে সে। দু'বন্ধু একসাথে তিন বছর কাটিয়েছে ইউ, কে, তে। মোবাশ্বের বড় আমোদী ছেলে। ফারুকও ওই এই ধাতের। স্বভাবের মিলই ছিলো দুজনের বন্ধুত্বের মূল কারণ।

"হাঁ আর কি আছে শুনাও।" আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললো ফারুক।

"শুনাবার তো আছে অনেক কথাই কিন্তু এখন নয়।" হাসি দিয়ে বললো মোবাশ্বের। "আমাদের গাড়ী দু'টো তো ব্লক করে রয়েছে সারাটি রাস্তাই।"

"সত্যিই তো।" ওদিকে তাকিয়ে বললো ফারুক।

"তাহলে আমাদের পরবর্তী সাক্ষাৎ হবে কবে?"

"যখনই বলবে।"

"আজ রাতের খাবার আমাদের সাথে একত্রে খেতে পার না?"

"অবশ্যই---কিন্তু। আজ নয় কাল।"

"ঠিক আছে তাহলে কালই আমাদের অবশিষ্ট কথাবার্তা হবে" বলে নিজের গাড়ীর দিকে যেতে লাগলো সে।

"বিয়ে কি করে ফেলেছো? হেসে হেসে জিজ্ঞেস করলো ফারুক।

"এখনো কোথায়?"

"কেন? বিয়ের প্রোগ্রাম তো ওখানেই তুমি তৈরী করে ফেলেছিলে। দেশে ফিরে এসেছো তাও তো হলো অনেকদিন? এত দেরী কেনো?"

"আরো তাই জীবন সঙ্গিনীর কল্পিত রূপতো মনের মাঝে আছে অংকিত, কিন্তু বাস্তব জগতে তো খুঁজে পাচ্ছি না তাকে।" অঙ্গভঙ্গি করে কথাগুলো বললো মোবাশ্বের। এ শুনে খিলখিল করে হেসে দিলো ফারুক।

"আমার বড় দুর্ভাগ্য। কত জায়গায়ই কতাবার্তা হলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত তালগোল পাকিয়ে গেলো সবই।"

"কারণ কি?"

"কি বলবো বলো।"

"কারণতো কিছু আছে নিশ্চয়ই।"

"ভাগ্য খারাপ ছাড়া আর বলবো কি?"

"তাহলে খুব হতাশ হয়ে পড়েছো।"

"তা বৈ আর কি? গত কয়েক দিনে একটা সম্বন্ধ হতে হতে হলোনা ! ব্যাহ্যতঃ মেয়েটি ছিলো খুবই ভালো। কিন্তু তার সব গোপন কথা শুনে কানে হাত দিতে হলো। ওসব ঘটনা আমার ছোট বোনের জানা না থাকলে হয়ে গিয়েছিলো আর কি?--জীবন্তই মরে যেতাম।

তার কথা শুনে মুচকি হাসছে ফারুক।

www.pathagar.com

অনেক জায়গায়ই কথাবার্তা চলছিলো ! কিন্তু বিশ্বাস করো শেষের প্রস্তাবটার জন্যে আমার বড় দুঃখ।

"কেন? মেয়েটি তোমার মন কেড়ে নিয়েছিলো নাকি?"

দেখতে মনে হয় ফেরেশতার মতো।---আরে ভাই তাকে তো চিনবে তুমি। ডাক্তার আশেফা। ওই হাসপাতালেরই ডাক্তার।

"কে?" মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো ফারুকের।

আরে ভাই-মিস আশেফা---এখানকার হাসপাতালেই চাকুরী করে। দেখতে বেশ সাদা সিধেই মনে হয়। চেহারা সুরতও বড় লাভলী। কিন্তু--চরিত্র ছিঃ--ছিঃ--এই সাদা মাঠে মেয়েটি কিভাবে ধ্বংস করে দিলো অংকুরেই তার চরিত্র।

"এসব কি বলছো মোবাশ্বের? গাড়ীর চাকার মত ঘুরতে লাগলো ফারুকের মাথা।

ফারুক--আশী সম্পর্কের ব্যাপারে তো কিছুই জানতোনা মোবাশ্বের। আশী সম্বন্ধে যে ঘটনা তার বোনের কাছে শুনেছে সবই ফারুককে বলে দিলো সে। কিন্তু ফারুকের জীবনের ভিত্তিমূলকেই ধ্বংস কার দিলো মোবাশ্বরের এ কথা কয়টি। হতবাক হয়ে মোবাশ্বেরের দিকে তাকিয়ে রইলো ফারুক। তার মুখের রং হয়ে গেছে ফ্যাকাশে। চোখগুলো যেন ফেটে যাচ্ছে তার।

"কেন--কি হয়েছে কি ব্যাপার ফারুক।" তার এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলো মোবাশ্বের।

"তুমি কি ডাক্তার আশেফার সম্বন্ধে বলছো? যে হাসপাতালে চাকুরী করে। যার একটি ক্লিনিকও আছে।

"হাঁ ভাই তার কথাই বলছি। সে-ই-মিস আশেফা। কিন্তু তোমাকে এজন্যে এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে কেনো?"

তার কথা শেষ হবার আগেই বিড় বিড় করে বলে উঠলো ফারুক-"আমি তো তাকে বিয়ে করতে চলছি"

"বিয়ে? ---মিস আশেফাকে? খুব চাপা স্বরে যেন চিৎকার করছিলো মোবাশ্বের। সম্বিৎ হারিয়ে দাড়িয়ে রইলো ফারুক।

ব"ড় আশ্চর্য কথা। তাঁর ফাদে পড়েছো তুমিও।" হতাশ ভাবে মাতা নেড়ে নেড়ে বললো মোবাশ্বের?

রাস্তা ব্লক হয়ে থাকার কারণে পেছন থেকে আগত একখানা গাড়ীর হর্ণ শুনা গেলো কয়েকবারই। ওদিকে ঘুরে দেখলো মোবাশ্বের। গাড়ী সাইড করার জন্যে সিটের দিকে যাচ্ছিলো সে ব্যাকুল হয়ে তার কাঁধ ধরে বললো ফারুক। নিজের দিকে টেনে এনে তার দিকে মোবাশ্বেরের মুখ ফিরিয়ে ভারাক্রান্ত শব্দে বললো, "কিভাবে জানলে তুমি আশীকে মোবাশ্বের।"

"আরে ভাই আমি তো জানতাম না। শুধু দু'একবার দেখেছি তাকে। আর এজন্যেই দেখেই পছন্দ করেছিলাম। কিন্তু আমার বোনের কাছে তার কাহিনী শুনে আমিও হতবাক।"

ফারুকের অবস্থা দেখে দুঃখিত হলো মোবাশ্বের।

"সে সব কথা শুনাতে পারো আমাকে?" ফারুকের চেহারার বর্ণ যেন বদলে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

ঠিক আছে কাল রাততো আসছো? নাসী নিজেই সব বলবে তোমাকে। তারপর সিদ্ধান্ত করবে তুমি বিয়ে করবে কিনা?" চাপাস্বরে বললো মোবাশ্বের।

ভেঙ্গে যাওয়া ডালের মতো তার কাঁধ থেকে পড়ে গেলো ফারুকের হাত। পেছন থেকে অনবরত ভেসে আসছে গাড়ীর হর্ণের শব্দ।

"খোদা হাফেজ" বলে ফারুকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে এসে বসলো মোবাশ্বের। "কালরাত অবশ্যই আসবে---" গাড়ী ষ্টার্ট দিতে দিতে ফারুককে বাড়ীর ঠিকানা বলে দিলো সে। ফারুক নিজেও তার গাড়ী পর্যন্ত গেলো। তার পা কাঁপছে। মাথায় উঠেছে চক্কর। মোবাশ্বেরের বলা কথাগুলো গলানো শিশার মতো টপকিয়ে পড়ছে তার কানে।"

আশির কাছে ফারুকের যাওয়া আর সম্ভব হয়ে উঠলোনা। গাড়ী ফিরিয়ে কোন রকমে বাসস্থানে এসে পৌঁছলো সে। কাপড় চোপড় না ছেড়েই বিছানায় শুয়ে গেলো। গোটা দুনিয়া উলট পালট খাচ্ছে তার চোখের সামনে। সবদিক তোলপাড় করে যেন ঘূর্ণিঝড় আসছে তার দিকে। আর কিছুই সে ভাবতে পারছেনা।

"আশী--আশী---আশী"

তার শিরা-উপশিরা যেন করে উঠছে বিকট চিৎকার। আশী ছিলো তার জীবন। তার ভালবাসার প্রথম পাত্রী। তার আস্থাস্থল। আশী বিহীন জীবন কল্পনাও করতে পারছে না সে। তার নিষ্পাপ নিষ্কলুষতা ও সরলতায় বিলিয়ে দিয়েছিলো সে নিজকে কিন্তু--কিন্তু-- মোবাশ্বেরের কথা তার হৃদয়ে শুরু করে দিয়েছে প্রজ্বলিত অঙ্গারের অগ্নিবর্ষণ। মোবাশ্বেরের কথাগুলো উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে যদি বুঝতো সে তাহলে হয়তো এত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতো না তার মনে। সহজ সরল ভাবেই এসব কথা বলেছে সে। সে তো জানতো না আশীকে বিয়ে করতে চায় ফারুক। সন্দেহের কোন অবকাশ তো নেই এখানে।

তাহলে এসব কি সত্য? দেখতে ফেরেশতার মত মেয়ে, হতে পারে এত খারাপ। পবিত্রতার এ বাহ্যিক পর্দা এত পংকিল কার্যাবলীকেও ঢেকে রাখতে সমর্থ হয়? তপ্ত মস্তিষ্কে আবেগ উচ্ছাসে এসব ভাবছে ফারুক। সব দিক থেকেই তার দৃষ্টিতে ভেসে আসছে শুধু একটি নাম---আশী। নামটির সব দিকই এত পূত পবিত্র, স্বচ্ছ পরিষ্কার। কোন প্রকার সন্দেহ স্থান পায়না এখানে। মানব চরিত্র কিভাবে গ্রহণ করে ও সব কাজ মোবাশ্বের যা তাকে শুনিয়েছে। আর সেও বা মিথ্যে বলবে কেন? শর-বিদ্ধ শিকারের আঘাত নিয়ে ধড়-ফড় করে কাটালো ফারুক সারাটি রাত।

এসব ঘটনা আশী কিছুই জানেনা। কে জানতো ভয়াবহ বিপদের এক কালোপাহাড় তার চরিত্রকে দলিত মসিত করে দেবার ঘনঘটা করছে। অনেক রাত পর্যন্ত ক্লিনিকে বসে ফারুকের পথ পানে চেয়ে আছে আশী। বাড়ী গিয়েও ফেলতে পারেনি সে স্বস্তির নিশ্বাস। মনে হয় কোন বিছানায় নয় বরং কাঁটার উপরই শুয়ে সে কাটিয়েছে রাত। গতকাল ঘন্টাখানেক বিলম্বে এসেছিলো ফারুক। তাতেই নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিলো। আর আজ তো ফারুক আদপেই আসেনি। কিভাবে মন তার মানবে প্রবোধ।

পরদিন সকালে হাসপাতালে সরওয়াতের সাথে দেখা হতেই উদ্বিগ্নতা ও ব্যাকুলতার সাথে কালকে ফারুকের না আসার সংবাদ শুনালো তাকে আশী।

www.pathagar.com

"এর জন্যে এত উদ্বিগ্নতা?" ঠাট্টা করে বললো সরওয়াত। আশীর ব্যাকুলতার গভীরতা প্রকৃতপক্ষে অনুভব করতে পারেনি সে।

"হতে পারে চলে গেছে সে।"

"না বলে দেখা না করে?"

"কিভাবে বলবো।"

চিন্তায় মগ্ন হলো আশী। দেখা না করে তার চলে যাওয়া কি করে সম্ভব? না হতে পারে না। সব অঙ্গ বলে উঠলো তার।

আশীর এ অবস্থা দেখে সরওয়াতের মনে বোধ হয় দয়ার সঞ্চার হয়েছে। মুচকি হেসে বললো "আচ্ছা একটু অপেক্ষা করো। এখনি ডাক্তার আহমদকে জিজ্ঞেস করে আসি--- ফারুক চলে গেলো নাকি।"

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে সরওয়াতের দিকে তাকালো আশী। মুচকি হেসেই চলছে সরওয়াত।

---কিন্তু--বুঝতে পারেনি আশী এ হাসির ইঙ্গিত। হাসপাতালে আজ আসেনি ডাক্তার আহমদ। আগেই বোধ হয় ছুটি নিয়ে রেখেছিলো সে।

www.pathagar.com

পঁয়ত্রিশ

"মামি খাবেন না?"

"ক্লাবে গিয়েছেন তিনি। বোধ হয় ডিনার আছে তাঁর।"

"আচ্ছা---তুমি যাওনি?"

"না, আমার শরীরটা ভাল না।"

এমন তো খারাপ বলে মনে হচ্ছে না তোমাকে।"

"সব রোগ দেখা যায়না ভাইজান।" বলে খিল খিল করে হেসে দিলো নাসেরা। মোবাশ্বেরও মুচকিয়ে মুচকিয়ে হাসলো।

আধুনিক ডিজাইনের সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত রুমের টেবিলে পরিপাটি করে সাজানো খাবার। সুন্দর পোশাক পরিহিত চাকর আলমারী থেকে প্লেট বের করে রাখলো মোবাশ্বের ও নাসেরার সামনে। ভাতের ডিস ভাইয়ের সামনে ঠেলে দিলো নাসী। দু'চামচ ভাত নিজের প্লেটে ঢেলে নিলো মোবাশ্বের।

"বস এই! এত সামান্য?"

"এই যথেষ্ট নাসী–আমার শরীরটাও আজ ভাল নয়।"

এক চামচ তরকারী ভাতে ঢেলে নিয়ে কাটা চামচ প্লেটে রাখলো মোবাশ্বের। সামান্য ভাত–তরকারী নিজের প্লেটে ঢেলে নিয়ে ভাইয়ের দিকে তাকালো নাসী। স্বভাব সুলভ উচ্চ বাচ্য করছেনা আজ সে।

"কি ব্যাপার ভাইজান! হাতের গ্রাস মুখে পুরতে পুরতে তার দিকে তাকালো নাসি।

"আজ একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে নাসী।"

জিজ্ঞাসু নেত্রে তার দিকে তাকালো নাসী। চুপচাপ ভাত খাচ্ছে মোবাশ্বের। তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে মুচকি হাসছে নাসী। সুন্দর চোখে অর্থবহ নাড়া দিয়ে নির্দ্বিধায় বললো সে। "আজ আবার কোন্ মেয়ের সাথে টক্কর হয়েছে নাকি।"

"বোকা কোথাকার।" স্নেহে বললো মোবাশ্বের।

"তা না হলে"–হেসে ফেললো নাসী,–"এত নীরব কেন আপনি।"

"না এমনিতেই।" খাবার শেষ করে বললো মোবাশ্বের।

গরম চাপাতি নিয়ে এলো চাকর। রুমাল দিয়ে জড়ানো চাপাতি মোবাশ্বেরের সামনে রেখে দিলো সে। একটি চাপাতি বের করে কিমাপুরী দিয়ে খাচ্ছে মোবাশ্বের।

"কি ঘটেছে আজ ভাই জান।" অনেকটা গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলো নাসেরা।

প্রায় দেড় বছর পর আজ হঠাৎ এক বন্ধুর সাথে দেখা।"

"এ তো খুশীর কথা। আপনি তো এমনভাবে বললেন যেন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে।"

"তাই তো।"

"খুলে বলুন না ব্যাপার টা কি?"

www.pathagar.com

ফারুক সম্বন্ধে নাসেরাকে বলতে লাগলো মোবাশ্বের। ইউ,কে, তে তিন বছর একত্রে কাটিয়েছে তারা দু'জন। তাদের মধ্যে ছিলো খুব ভাব। দেশে ফিরে আসার পর কিছুদিন পর্যন্ত চিঠি পত্রের আদান প্রদান ছিলো। কিন্তু দু'জনই চিঠিপত্র লিখায় অনভ্যস্ত হবার কারণে অল্পদিনের মধ্যেই তাদের সম্পর্ক কেটে যায়। তবুও তারা কেউ কাউকে ভুলে যায়নি। কাল অকস্মাৎ ফারুকের সাথে দেখা হওয়াতে অপরিসীম খুশী হয়েছে মোবাশ্বের। তা-ই নাসীকে বলে শুনালো, সে।

আগ্রহ সহকারে ভাইয়ের কথা শুনে চলছো নাসী। যে বন্ধুর জন্য এত প্রগাঢ় প্রেম, এত ভালবাসা, যার সাথে দেখা হওয়াতে এত আনন্দ যার ভালবাসায় তার এত আবেগ, তার সাথে দেখা হবার পর এত পেরেশান কেন। এ রহস্য জানার জন্য ব্যকুল হয়ে উঠলো নাসী। আর এ জন্যই মোবাশ্বেরের কথা শেষ হবার আগেই প্রশ্ন করলো সে। "না আগে তুমি শুনো তো।" বললো মোবাশ্বের।

"আচ্ছা।"

"সাক্ষাতের পর কুশলবার্তা বিনিময় হলো।"

"আচ্ছা।"

"এরপর বিয়ের কথা উঠলো।"

"খাওয়া বন্ধ করে টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে হাতের তালু দিয়ে দু'গাল চেপে ধরে মনোযোগ সহকারে মোবাশ্বেরের কথা শুনে যাচ্ছে নাসী।

"সে জানতো বিয়ে করার জন্যে বেশ উদগ্রীব ছিলাম আমি" মুখে গ্রাস পুরতে পুরতে বললো মোবাশ্বের। "কিন্তু এখনো আমার বিয়ে হয়নি শুনে আশ্চর্য হলো সে। বিয়ে হতে দেরী কেন জানতে চাইলে ডাক্তার আশেফার সব কাহিনী আমি বলে শুনালাম তাকে।"

এ কথা শুনা মাত্রই নাসীর চেহারার রং গেলো বদলে। কিন্তু মোবাশ্বেরের কথা শুনছে মনোযোগ দিয়েই। সেদিকে কিন্তু লক্ষ্য নেই মোবাশ্বেরের। খাবার খেতে খেতে অনুতাপের সাথে কথা বলছে সে-"আমি কি জানতাম ডাক্তার আশেফার ভালবাসার বেড়াজালে আটকা পড়েছে সে। আর তাদের দাম্পত্য বন্ধনও সম্পন্ন হতে যাচ্ছে অচিরেই।

"উহুহ্"- মাথা ঝাঁকিয়ে খাবার জন্যে কাটা চামচ ঠিক করে নিলো নাসী।

"নাসী, আর বলো না, আমার কাছে ডাক্তার আশেফার কথা শুনে তার কি যে অবস্থা হলো-মনে হলো যেন এ একটি মুহূর্তেই তার জীবনের সব হাসি খুশী আনন্দ আহলাদ' বিলীর্ণ হয়ে গেলো। তার অবস্থা হয়ে উঠলো বড় করুণ। তাদের ভালবাসার বোধ হয় এ ছিল চরম লগ্ন।

খাবার থেকে হাত উঠিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো মোবাশ্বের। হাটু হতে ধবধবে সাদা ন্যাপকিন সরিয়ে টেবিলে রেখে দিলো সে। কাঁচের সুন্দর গ্লাসে কসুম গরম পানি ঢেলে সাহেবের সামনে রেখে দিলো চাকর।

নিঃশব্দে খাবার খেয়ে চললেও তাতে মন ছিলো না নাসীর। ডাক্তার আশেফার উপর মারাত্মক অভিযোগ এনে মা ও ভাইকে এ সম্বন্ধে ফিরিয়ে রেখেছে সে। যদি সে এ না করতো তাহলে তার নিজের কুকর্মের কালো দাগ সকলের কাছে প্রকাশ হয়ে যেতো। এ দাগ

www.pathagar.com

মিটাবার জন্যই আশীর ক্লিনিকেও একবার ধর্ণা দিয়েছিলো সে। নিজের দুর্ণাম ঢাকার জন্যে একটা কল্পিত ঘটনাকে মিথ্যে মিথ্যিভাবে আশীর নামে বলে দিয়েছিলো নাসেরা। নব্য যুগের উগ্র আধুনিকতার পূজারী হওয়া সত্বেও মা ও ছেলে এ সম্বন্ধ হতে বারণ রয়েছে শুধু তার কথায়। এ সম্বন্ধের কথা মুখে আনতেও এখন ঘৃণা বোধ করে তারা। নিজের জঘন্য অপরাধের কলংক কালিমাকে ঢেকে রেখে সব কলংক চাপিয়ে দিয়েছে আশীর কাঁধে। আর একে বিশ্বাসী করে তোলার জন্য তার গোপন রহস্য অবহিত বান্ধবী আসিয়া কেও সাক্ষী হিসেবে পেশ করেছে সে। তার উপর আপতিত নিশ্চিত কঠিন বিপদকে এভাবে দূর করে দিয়েছে নাসী।

কিন্তু তখন ছিলো ঘটনা একরকম। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে নিরেট মিথ্যা ও নানা ছলচাতুরীর। নিজের কলংক প্রকাশ না হয়ে পড়ে এ জন্যে আশীর নামে রটিয়েছে কলংক। তার সে কাজ সফল হয়েছে। আশীর সাথে এখন আর তার ভাল মন্দের কোন প্রশ্ন জড়িয়ে নেই। না আছে আর কোন স্বার্থ। তাকে বিয়ে করতে মোবাশ্বেরের বন্ধু আগ্রহী হলে তা করুক। এতে কোন অশুভ হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন কি? মোবাশ্বেরের কথা শুনে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ রইলো নাসী। তারপর আস্তে করে বললো– "ডাক্তার আশেফার সব ঘটনা বলার কি প্রয়োজন ছিলো ভাই?"

"বোকা কোথাকার?" অজ্ঞাতসারেই টেবিলে আঙ্গুলে টোকা মেরে বললো মোবাশ্বের।– "কোন দৈববাণী তো অবতীর্ণ হয়নি আমার উপর। কি করে জানবো আমি ডাক্তার আশেফার ফাঁদে পড়েছে সে। আমার কথা বলে চলেছি আমি। আর তার কথাও ভাসা ভাসা বলে যাচ্ছিলো সে ঠাট্টা বিদ্রূপোচ্ছলে। কিন্তু এ ঠাট্টা বিদ্রূপ যে এরূপ পরিগ্রহ করবে তা কি করে জানতাম আমি। দোহাই খোদার তখন থেকে আমি যে কি অনুতপ্ত, ব্যক্ত করতে পারছিনা তা।"

"প্রকৃত ঘটনা জানার পর তো টালবাহানা করে এ ঘটনাকে অন্যরকম করে দিতে পারতেন আপনি।"

বিদ্রূপভাবে হাসলে মোবাশ্বের।

"ঠিকই তো বলছি।" মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে গেলো নাসির। সব ঘটনা ভেসে উঠলো তার মানসপটে।

"একি করে সম্ভব নাসী?" জেনে শুনে একজন বন্ধুকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়া বন্ধুত্বের কাজ নয়। মেয়ের চরিত্র আমার জানা থাকা সত্বেও সে না জেনে যদি এ বিয়ে করে ফেলতো তাহলে আমি নিজেও এ অপরাধ ক্ষমা করতে পারতামনা। দেখে শুনে তো আর একজন বন্ধুকে বিষ খেতে দিতে পারিনে। আমার উদ্বিগ্নতার এটাই কারণ নাসী।"

চুপ হয়ে গেলো নাসী। আর আশীর উপর আনীত গুরুতর অভিযোগ তো একেবারেই ভুলে গিয়েছিলো সে। তার যে সমস্যার সমাধান করেনি আশী তা তো টাকার বিনিময়ে আর একজন ডাক্তারের সাহায্যে সুচারুরূপেই সমাধা করে নিয়েছিলো সে। তার সে বিপদ কেটে গেছে। অতীতের গর্ভে সব কথা হয়ে গেছে বিলীন। আজ অনেকদিন পর আশীর সমস্যা এক নবরূপ পরিগ্রহ করে তার সামনে এসে হাজির।

"আগামীকাল রাতে আসবে সে।" কিছু সময় চুপ থাকার পর বললো মোবাশ্বের।

www.pathagar.com

"কে?" সচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো নাসী।

"আমার বন্ধু--রাতের খাবারের জন্যে নিমন্ত্রণ দিয়েছি তাকে। আশেফার সম্বন্ধে সব কথা তাকে খুলে বলবে তুমি।"

"আমি--খামাখা-" ইতস্ততঃ করে বললো সে।

"নাসী, সে আমার অকৃত্রিম বন্ধু। তার না জানা কোন পুঁতি গন্ধময় কুপে তাকে ফেলে দিতে পারিনে আমি। সবকিছু তাকে খুলে বলে দিতে হবে। সিদ্ধান্ত তারপর সে নিজে করবে। তার কাছে কোন কথা গোপন করে রাখা হবে নৈতিক অপরাধ।"

চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকিয়ে রইলো নাসী। তাহলে কি আর একবার ডাক্তার আশেফার উপর এমন জঘণ্য অপবাদ আনতে হবে তাকে যে অপরাধ করেনি আশেফা। চিন্তিত হয়ে নাসী তার হাত কচলাতে লাগলো। মিষ্টির ভাড় সামনেই ছিলো পড়ে। ভাই বোন কারোরই তখন মিষ্টি খেতে ইচ্ছে হচ্ছিলো না।

"আগামীকাল রাতের খাবার সম্বন্ধে খানসামাকে তুমি একটু বুঝিয়ে বলে দেবে।" চেয়ার ঠেলে উঠতে উঠতে বললো মোবাশ্বের।

কোন কথাই বললো না নাসী। নির্বাক হয়ে চেয়ারে বসেই রইলো শুধু। মনের দুশ্চিন্তা ব্যাকুল করে তুলেছে তাকে। সেই মনগড়া অলীক কাহিনী আর একবার মোবাশ্বেরের বন্ধুর কাছে বলতে তার খুব সংকোচ লাগছিলো। এই কল্পিত কাহিনীতে এখন তার কি স্বার্থ। তাই এই পথে এগুতে মন তার সাড়া দিচ্ছিলো না।

মোবাশ্বের খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। খালি প্লেটে থালা উঠিয়ে নিয়ে ট্রেতে রাখলো চাকর। নাসীও উঠে দাঁড়ালো। বড় উদ্বেগাকুল মনে হচ্ছে তাকে। নিজের যে ঘৃণ্য কুকর্ম প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো সে, তা আবার মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগলো। যে ভুল কালের আবর্তনে বিলীন হয়ে গিয়েছিলো তা আবার তাজা হয়ে উঠবে তা কে জানতো? কবরে পোতা লাশ আবার কবর থেকে বেরিয়ে আসবে তা জানা ছিলো না নাসীর।

অনুতপ্ত মন আর ব্যাকুল চিত্তে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো নাসী। তার জীবন-চলার পথে রেখে আসা ঘটনাগুলো এক এক করে ভেসে উঠছে স্মৃতিপটে। আজও তো জীবনে কোন পরিবর্তন আসেনি তার। জব্বারের পর সিদ্দিক আর সিদ্দিকের পর আনসারী তাকে মধু-ভোমরার মত ভোগ করেছে। অবশ্য সতর্কতা অবলম্বনে ভুল হয়নি। অবাধ মেলামেশা, ফ্রি ষ্টাইল চলাফেরা ছেড়ে দেয়া তার পক্ষে খুবই কঠিন। ইত্যকার চিন্তায় অনেক রাত পর্যন্তই জেগে রইলো নাসী। অপরাধহীন আশীর নিষ্পাপ জীবনকে আবারও কলুষিত করা অমার্জনীয় অপরাধ। এখন কিছু না বললে ভাই সন্দেহ করতে পারে তাই আশীর ব্যাপারে তাকে মুখ খুলতেই হবে আর একবার।

www.pathagar.com

ছত্রিশ

চা এর ট্রে হাতে করে ফারুকের কামরায় প্রবেশ করলো চাকর। রাত পোহায়েছে, এতক্ষণ বুঝতেই পারেনি ফারুক। রাতে তার ঘুম হয়নি। চোখগুলো যেন রক্তজবা। টেবিলে চা রেখে উদ্বেগাকুল দৃষ্টিতে মনিবের দিকে তাকিয়ে আছে সে। সারা কামরাটিই আলু থালু হয়ে আছে। খাটে বিছানো বেডকভারটি না উঠিয়েই শুয়েছিলো সে। পরনের কাপড়গুলোও ভেঙ্গে রয়েছে তার গায়ে খুলে শুয়নি। সিগারেটের ছোট বড় অসংখ্য টুকরো পড়ে রয়েছে অ্যাসট্রের আশে পাশে।

এই ব্যতিক্রম অবস্থা দেখে কোন অশুভ ঘটনার অনুমান করলো চাকর। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পাচ্ছিলো না সে। একবার মনিবের দিকে আবার কামরায় জিনিস গুলোর দিকে তাকাতে থাকলো সে। বিষন্ন মনে উদাস দৃষ্টি মেলে একটি সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে এসে বসলো ফারুক। তাড়াতাড়ি চা বানিয়ে তার সামনের ছোট টেবিলে এনে রেখে দিলো চাকর এক কাপ চা। তারপর মাথা নীচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

"তুমি যাও"–বললো ফারুক। চাকরটি চলে গেলো। চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গরম চা পান করে চলছে ফারুক। আজ সন্ধ্যায় মোবাশ্বেরের ওখানে যেতে হবে তাকে। কেন যাবে সে ওখানে–নিজের মনকেই জিজ্ঞেস করলো ফারুক। আশীর সম্পর্কে আরো বেশী কিছু শুনে সহ্য করতে পারবে সে? যা শুনেছে এতেই তো তার শান্তি স্বস্তি হাসি খুশী সবই শেষ হয়ে গেছে। আর বেশী কিছু শুনার হিম্মত তার নেই। মোবাশ্বেরের ওখানে গেলেও এইসব কথা কিছুই শুনবেনা। সিদ্ধান্ত নিলো ফারুক।

আবার ভাবলো ফারুক–মোবাশ্বেরদের ওখানে যাবার আগে একবার আশীর কাছে কি যাওয়া ভালো ছিলো না? মনোহরিনী এই কাল নাগিনীকে শেষ বারের মতো জিজ্ঞেস করবো "কোন অপরাধে সে আমার সাথে এই প্রতারণা করলো।" এইভাবে ভাবতে ভাবতে আশীর মনোহরিনী চেহারাই ফারুকের মানসপটে ভেসে উঠলো। হাতের উপর মাথা ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললো সে। হাসিমাখা আশীর সহজ সরল ছবি কতরূপে ভেসে উঠছে তার চোখের পর্দায়। পবিত্রতা সরলতা ও নিষ্কলুষতার করুণ ছাপই বিরাজ করছে আশীর সারা দেহে। এ দেহে কালিমার কোন দাগই সে খুঁজে পেলো না। কিন্তু যে কথাগুলো মোবাশ্বের তাকে শুনিয়ে গেলো তাও অবিশ্বাস করবে সে কোন যুক্তিতে। আশীর সাথে তার এই মধুর সম্পর্কের কথা তো আর মোবাশ্বের জানতো না। আবার ভাবলো ফারুক–ধোঁকাবাজ প্রতারণা–কারিণীদের স্বরূপ এক রকম হয় না। প্রকাশ্যে তাদের এক চেহারা আর গোপনে আর এক চেহারা। এ না হলে তারা অপরকে ফাঁদে ফেলবে কি করে?

www.pathagar.com

চা খাবার পর অনেকক্ষণ ধরে ব্যাকুল হয়ে কামরায় পায়চারী করলো ফারুক। মোবাশ্বেরের ওখানে গিয়ে কোন কথা না বলার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফেললো সে। মোবাশ্বেরের বোনের মুখ থেকেও আশীর চেহারার আসল পরিচয় জানার ইচ্ছা হলো ফারুকের।

মোবাশ্বেরের বর্ণিত ঠিকানার দিকে দ্রুতগতিতে চলেছে ফারুকের গাড়ী। রাস্তার দুধ'ারের মনোরম দৃশ্য ও প্রভাতকালীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমাহারের প্রতি কোন লক্ষ্যই নেই ফারুকের। সে আজ চলছে এমন এক জায়গায়, যেখানে নিদারুণ মানসিক আঘাতে ও হৃদয়-জ্বালার বহ্নিশিখায় জর্জরিত হয়ে যাবে সে। এ ছিলো তার জীবনের অজেয় প্রেম। এ জন্যই আজ ফারুক শেষ আঘাত বরণ করে নেবার সিদ্ধান্তে অটল।

মোবাশ্বেরের দেয়া হোন্ডিং নম্বর ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য গাড়ীর গতি থামিয়ে দিলো ফারুক। বাড়ীটি পরিচিত বলে মনে হলো তার। অবশেষে মনে হলো এ বাড়ীতে নাসেরাকে নিয়ে আসার ঘটনা। "নাসী তোমাকে সব কিছু বলে দেবে।" মোবাশ্বেরের সে দিনের একথা ধ্বনিত হতে লাগলো ফারুকের কানে। তাহলে নাসেরাই নাসী। মোবাশ্বেরের বোন। সে সময়ে ফারুককে কেন্দ্র করেই তর্ক করছিলো ভাইবোন। গাড়ী দেখেই বলে উঠলো মোবাশ্বের-নেও এবার। সে এসে পড়েছে। যাও তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে এসো।

"কে?" এদিকে ফিরে গাড়ীতে বসা যুবকটিকে দেখলো নাসী। আনন্দ তার মনে আর ধরছে না। এ তো ফারুক। গত কয়েকদিন থেকে যার ধ্যানের ছবি তার মনে জ্বালিয়ে দিয়েছিলো নানা রঙ্গীন বাতি। ফারুকের সাথে মাত্র দু'বার ঘটেছে তার সাক্ষাৎ। কিন্তু এতেই সৃষ্টি হয়েছে তার সাথে সারা জীবনের ঘনিষ্ঠতা? ফারুককে জীবন-সাথী বানাবার জন্য নাসীর মনে জাগ্রত হয়েছে অদম্য বাসনা। নাসীর নিদ্রা সুখপ্রদ হয়ে উঠে তার কল্পনাতে। দিবস হয়ে উঠে সোনালী রঙ্গের কিরণ আভায় উদ্ভাসিত। তড়িৎ গতিতে এগিয়ে এলো মোবাশ্বের গাড়ীর দিকে। ওদিকে গুণগুণ করে গানের কলি আওড়াতে আওড়াতে খোলা দরজা দিয়ে তরঙ্গায়িত বাতাসের মত ভেতরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো নাসী। গাড়ী থেকে বেরিয়েই মোবাশ্বেরের সাথে হ্যান্ডশেক করে মুচকি হাসলো ফারুক। কিন্তু এ হাসি ছিলো ব্যথাহত হৃদয়ের শোকবাণী। ফারুকের শোকাহত হৃদয়ের অবস্থা টের পেয়ে ব্যথিত হলো মোবাশ্বের। কালকের ফারুক আর আজকের ফারুকের মধ্যে বেশ তফাৎ।

"আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত ফারুক! কোন অজ্ঞাত অন্ধকারে তোমাকে ফেলে রাখাটাও আমি সমীচীন মনে করিনি।" অনুশোচনার সাথে হাত কচলাতে কচলাতে বললো মোবাশ্বের। জৌলুসপূর্ণ ড্রইংরুম খুলে দিলে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিলো ফারুক সোফায়।

"আমি তো 'অফিসে রওনা দিয়েছিলাম!" ফারুকের পাশে অপর এক সোফায় বসতে বসতে বললো মোবাশ্বের। নির্বাক ফারুক তার দিকে শুধু তাকিয়েই রইলো। "চিন্তা করোনা বন্ধু!" এ দুনিয়ার এমন অনেক খেলাই হয়ে থাকে। সরল প্রাণে তাকে কত বিশ্বাসই না করে ফেলেছিলে তুমি। কিন্তু..... পূর্বের জের টেনে আবার বললো মোবাশ্বের।

দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লো ফারুক।

www.pathagar.com

"নাসী খুব জেদ ধরেছে। আমার কাছে সব ঘটনা শুনে সে রাগ করে ফেলেছে। আর একজনের গোপন কথা প্রকাশ করতে সে ভারী অনিচ্ছুক।"–অপলক নেত্রে তখনো নীরব হয়ে চেয়ে রয়েছে ফারুক। অফিসে ফোন করার কথা বলে উঠে গেলো মোবাশ্বের। ফারুক অচেতন।

ফোন করে ফিরে এসে চাকরকে চা আনার কথা বলে নাসীকে ডাকার জন্য ভিতরে গেলো মোবাশ্বের। আনন্দের আতিশয্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলো নাসী। ফারুককে দেখে ডাক্তার আশেকার বহুগুণ বেশী কুৎসা রটনার পরিকল্পনা করে ফেললো সে। এতো তার নিজেরই স্বার্থে। যে শিকার আজ তার হাতের মুঠোয়, তাকে কিছুতেই হারাতে রাজী না নাসী। প্রথমবার তো নিজের কলংক ঢাকার জন্য মা ও ভাইকে মিথ্যা কথা শুনিয়েছিলো সে। এবার তার নিজের স্বার্থে। ফারুককে পাবার অদম্য বাসনায় শতগুণ মিথ্যার আশ্রয় নিতে হলেও নেবে নাসী।

প্রকাশ্যে অপরিচয়ের ভান করে ড্রইং রুমে এসে প্রবেশ করলো নাসেরা। মনোহারিনী তার অঙ্গসজ্জা। কিন্তু ফারুকের অবচেতন মনের কাছে আজ নাসীর আহ্বান মূল্যহীন।

"উহ! আপনি!" ফারুকের দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম ব্যাকুলতা দেখিয়ে বলে উঠলো নাসী। দীর্ঘ সময়ের গভীর তন্ময়তা কেটে উঠলো ফারুক। ক্লান্তি শ্রান্তি তার সারা দেহে আছে ছড়িয়ে। সামনেই রাখা ছিলো চায়ের পেয়ালা। অনেক অনুরোধ উপরোধ করে কয়েক চুমুক চা খেতে বাধ্য করলো তাকে মোবাশ্বের। নাসীর মুখে আশীর ঘৃন্য ও জঘন্য কাহিনী শুনার ভয়ে যেন ফারুক ভীত।

"আমার বন্ধু ফারুক" নাসেরার দিকে তাকিয়ে বললো মোবাশ্বের।

"আমি তো ওনাকে চিনি"–আনন্দ বিহ্বল সুরে মুচকি হেসে বললো নাসী।

"কি ভাবে?" জিজ্ঞেস করলো মোবাশ্বের।

"কিছুদিন আগে একবার ইসলামাবাদের পথে আমার গাড়ী খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। সে পথ দিয়ে যাবার কালে ইনিই বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে।" এমন ভাবে কথাগুলো বললো নাসী যেন ফারুকের দুর্ভাগ্যজনিত কোন ঘটনাই জানা নেই তার।

"তাহলে তো কোন কথাই নেই।" বললো মোবাশ্বের। এদিকে অ্যাশট্রেতে সিগারেট মুচড়িয়ে ফেলতে ফেলতে একটি শুষ্ক হাসির মাধ্যমে মনের সব ব্যথা–বেদনা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলো ফারুক।

"পতরাতে এর কথাই আমি তোমাকে বলেছিলাম নাসেরা"–বললো মোবাশ্বের। মাথা নীচু করে ফেললো ফারুক।

"ওহ্" হা!" বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তার দিকে তাকালো নাসেরা। ফারুকের মনোবেদনায় সে নিজেই যেন মুষড়িয়ে পড়েছে। নাসীর দিকে দৃষ্টি মেলে তাকালো ফারুক। ফারুকের মনে হলো–এ যেন আশীর কুকর্মের ইতিহাস নয় বরং বিরাট জনসমাগমে তার সব অপ্রকাশ্য গোপন কথা প্রকাশ করার এক জনসভা। সে ভাবছে–এখানে আসাটাই বোধ হয় ঠিক হয়নি।"

www.pathagar.com

নাসেরা দাবার গুটি বড় সন্তর্পণে চালছিলো। মোবাশ্বের আশীর কথা উল্লেখ করতেই ফারুকের অস্বস্তিকর মনোভাবের কথা টের পেলো নাসী। দ্রুতে বলে উঠলো সে "রেখে দিন ভাইয়া এসব। আপনি ঠিক করেননি। তার মনে আপনি নিশ্চয় বড় আঘাত হেনেছেন।"

আবার তুমি সকালের মত শুরু করেছো। অভিমান ভরে বললো মোবাশ্বের।–হাজার বার বলেছি জেনে শুনে একজন বন্ধুকে এভাবে গভীর অন্ধকারে নিক্ষেপ করা যায় না।

"তাহলে আপনিই বলুন। আমি সব কথা বলতে পারবো না।" বলে উঠে দাঁড়ালো নাসেরা। তার দিকে তাকিয়ে রইলো মোবাশ্বের। এক হাতের দুই আঙ্গুলের কোণে জ্বলন্ত সিগারেট আর অন্য হাতের তালুতে মাথা রেখে অবনত মস্তকে বসে আছে ফারুক।

"ও ঠিকই বলেছে মোবাশ্বের"–এই প্রথম মুখ খুললো ফারুক। ক্ষোভে দুঃখে মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছিলো না তার। চোখ দু'টি যেন আস্ত একটা রক্ত জবা।

–"যা শুনেছি তাই যথেষ্ট, আর বেশী নয়।"

"খুব তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না ফারুক সাহেব।" সমবেদনা প্রকাশের সাথে অ্যাকটিং করে বললো নাসেরা। আমাদের জানা কথা ভুলও তো হতে পারে।

"নাসী!" গর্জিয়ে উঠলো মোবাশ্বের। তোমার কথা বার্তা একজন বন্ধুর অধিকারকে নিদারুণভাবে ক্ষুন্ন করছে।

"ভাইজান আপনি তো–" আর বলতে পারলো না নাসী।

"নাসী সব কিছু জানে ফারুক। তুমি ওর কথায় পড়ে যেওনা। আমার উপর যদি বিশ্বাস থাকে তাহলে বলবো, তুমি তার কল্পনাই ছেড়ে দাও।"

"এত সহজ নয় ভাইজান"–ফারুকের পরিবর্তে বলে উঠলো নাসেরা।

"সহজ হোক আর কঠিন হোক এ পথকিল পথ থেকে সরে দাঁড়াতেই হবে ওকে। আমি জানি এ কাজ আপাতঃ খুবই বেদনাদায়ক, কিন্তু এ বেদনা কি সারা জীবন ধিকিধিকি করে জ্বলা তুষের আগুনের চেয়ে ঢের ভাল নয়?

দু'ভাই বোনের যক্তি পাল্টা যুক্তি নির্জিব পুতুলের মত কান পেতে শুনে যাচ্ছিলো ফারুক। সোফার হাতলে কনুই রেখে মাথানিচু করে বসে আছে সে। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটের ছাই হতে হালকা ধোঁয়া যেন ফারুকের ব্যথাহত হৃদয়ের অসহ্য উচ্ছাস থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে।

যেতে যেতে আবার বসে পড়লো নাসী। ফারুকের জন্যে তার উদ্বিগ্নতার ভাব সতর্ক ভাবেই প্রকাশ করলো সে। মোবাশ্বেরের বিষণ্নতায় অবশ্য কপটতা ছিলো না। নিজের কামনা সিদ্ধির জন্য আশীর কুৎসা রটনার সুযোগই খুঁজছিলো নাসী। ফারুক এখানে আসার জন্যও এখন পস্তাচ্ছে। জর্জরিত হৃদয়ে আশীর নামে এর বেশী কিছু শুনবার শক্তি তার ছিলো না।

"এ ধরনের মেয়েদেরকে বুলেটের মুখে উড়িয়ে দেওয়া উচিৎ"–কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বিড় বিড় করে বলে উঠলো মোবাশ্বের।

"অযথা একটা কথার পিছনে লেগে আছেন ভাইয়া অন্য কোন কথা বলুন না।" ফারুকের দিকে তাকিয়ে মোবাশ্বেরকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বললো নাসী।

www.pathagar.com

আমার রক্ত টগবগ করে উঠছে চাপা স্বরে বললো মোবাশ্বের–"একজন ভদ্রলোককে এতবড় ধোঁকা !"

"তা ঠিক। কিন্তু এখন এসব বাদ দিন। বিরক্তির ভানে বললো নাসেরা। চিন্তার ভীষণ ঘূর্ণিঝড়ের আবর্তে ডুবছে ভাসছে ফারুক। কোন অবলম্বন সে খুঁজে পাচ্ছে না আজ।

ফারুকের মনের অবস্থা আঁচ করে প্রসঙ্গ বদলিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বললো নাসেরা,– "ফারুক সাহেব। এখনো সময় আছে। ডাক্তার আশেফার নিকটই চলে যান। তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন আপনি।"

"নাসেরা।" গর্জন করে উঠলো মোবাশ্বের। "ডাক্তার আশেফার হীন মনোবৃত্তি ও কুকর্মের ইতিহাস জানা থাকা সত্ত্বেও তাকে তুমি এ পরামর্শ দিচ্ছো? ফারুককে আমি এই পরামর্শ দিতে পারি না। এ মেয়ে নষ্ট করে দিয়েছে তার নারীত্বকে–ঘটিয়েছে মাতৃত্বের অপমৃত্যু।

"মোবাশ্বের।" অস্ফুট চীৎকার দিয়ে মাথা চেপে ধরলো ফারুক। জ্বলন্ত সিগারেট পড়ে গেলো হাত থেকে। উঠিয়ে নিয়ে তা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিলো নাসী। সে আলতো করে ফারুকের পাশে বসলো এবার। ভাই–বোন উভয়েই ফারুককে জানাচ্ছে সমবেদনা। মোবাশ্বের অকৃত্রিম। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আন্তরিকতার রং ছড়ানো ছিলো নাসীর সমবেদনায়।

ফারুক কিছুটা সামলিয়ে নিলো নিজকে। চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো সে। কিন্তু নাসেরা যেতে দিলো না।

আমার ভারসাম্য ফিরে এসেছে মিস নাসেরা। মুমূর্ষু রুগীর মত কথাগুলো বললো ফারুক।

তবুও নয়। এখানেই খাবেন আপনি। দরদভরা কণ্ঠে বললো মিস নাসী। মোবাশ্বেরও অনুরোধ জানালো তাকে থাকতে। শরীরের অবসাদগ্রস্ততাও আবার বেড়ে গেলো তার। সোজা বসে পড়লো ফারুক সোফায়। বিষয়বস্তু পাল্টিয়ে আলাপ শুরু করলো নাসী তার সাথে। এই সুযোগে ফারুককে মার সাথে পরিচয় করিয়ে নিয়েছে নাসী।

দুপুরের খাবার তাদের সাথেই খেয়ে নিলো ফারুক। ফারুক তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এ বেদনা বিধুর সময়ে এরা প্রকৃতই বন্ধুর কাজ করেছে। খাবার সেরে বাগানে এসে বসলো তিনজন। শীতের মিষ্টি মধুর রোদ। একের পর এক করে চলতে থাকলো কফির পালা। যতবারই কফির পেয়ালা ফারুকের সামনে রেখেছে নাসী, ধন্যবাদ জানিয়ে ততবারই তা গো–গ্রাসে পান করেছে ফারুক।

নাসীর উদগ্র বাসনা। কিন্তু ফারুকের মনের গহীনে কামনা বাসনার কোন সন্ধান খুঁজে পাচ্ছে না সে। মুখামুখী বসা ফারুক আর মোবাশ্বের। ইউ কে'র দু' একটা ছিটে ফোটা কাহিনীর উল্লেখ করলো মোবাশ্বের। নাসেরাও পাশে।

এবার যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো ফারুক। মোবাশ্বের আর বাধা দিলোনা–"আগামী কাল আসবে তো।" জিজ্ঞেস করলো মোবাশ্বের।–

"চেষ্টা করবো। সংক্ষেপে উত্তর দিলো ফারুক।

আমিও ওদিকেই যাবো। আমাকে একটু লিফট দেয়া যাবে ফারুক সাহেব?" হঠাৎ করে বলে উঠলো মিস নাসেরা।

www.pathagar.com

"কোথায় যাবে তুমি? জিজ্ঞেস করলো মোবাশ্বের।

"রোখসানাদের বাড়ীতে যাবো। সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে ভাইয়া।" তার সকল গোপন কথা জানা বান্ধবীর কাছে যাবার কথা উল্লেখ করলো নাসী।

ফারুকের সাথে এক গাড়ীতেই চললো নাসেরা। সারাটি পথ সে ফারুকের কাছে তার মনের গোপন অভিলাসের কোন ভাবই প্রকাশ করেনি। শুভাকাঙ্খীর মতই নিপুণভাবে আশীর কুৎসা রটনা করে চললো নাসি।

পেট্রোলের জন্য রাস্তার পাশে এক পেট্রোল পাম্পে গাড়ী থামালো ফারুক। গাড়ী কিউতে দাঁড়ানো ঠিক এই সময়ই পাম্পের অপর পার্শ্বে ট্রাফিক সিগনালের জন্যে থেমে গেছে আর একখানা গাড়ী। এতে ছিলো ডাক্তার সরওয়াত ও আশী। হাসপাতাল ছুটি হবার পর কিছু কেনা কাটার জন্য সদরে যাচ্ছিলো তারা।

কিউতে দাঁড়ানো ফারুকের গাড়ীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠলো আশী। গাড়ীটি ফারুকের না হলে তাকে ডাক্তার আহমদ মনে করে পাশে বসা মেয়েটিকে এড়িয়ে যেতে পারতো আশী। মেয়েটিকেও চিনতে আশীর দেরী হয়নি একটুও। থর থর করে কাঁপতে লাগলো তার শরীর। নিশ্বাস যেন আসছে বন্ধ হয়ে।

সরওয়াত এ সব কিছুই লক্ষ্য করেনি। তেল নিয়ে চলে গেলো ফারুক। এদিকেও পথ চলা হলো শুরু। চলতি গাড়ী হতে মাথা বের করে অপরদিক হতে দ্রুত চলে যাওয়া গাড়ীটিকে ভালো করে দেখে নিলো আশী। আশীর চোখের সামনে পৃথিবীটা যেন রিমঝিম করে ঘুরতে লাগলো।

সাইত্রিশ

"মেনে নিলাম সে ফারুক তাতে কি হয়েছে? তুমি ছাড়া তার পাশে আর কেউ বসতে পারবে না–এ ধারণা ঠিক নয়।" চোখে উৎসুক্য ও মুখে দুষ্টমির হাসি দিয়ে বললো সরওয়াত। কিন্তু আশীর উদ্বিগ্নতা কাটলোনা। কিছু কেনা কাটা করার ইচ্ছাও তার হলো না।

"এভাবেই একদিন অভিনয় সাঙ্গ করে চম্পট দেবে।" ঠাট্টা করে বললো সরওয়াত। আশী এবার ভীষণ উদ্বেগাকুল। পীড়াপীড়ি শুরু করলো বাড়ী ফিরার জন্য। ফিরার পথে সব ঘটনা খুলে বললো আশী সরওয়াতের কাছে।

এসব সরওয়াতের নিকট নতুন কিছু নয়। এ জন্যই সে আশীকে উত্যক্ত করে রস নিচ্ছে। সদর হতে সোজা আশীদের বাড়ীতে আসলো সরওয়াত। আশীর মা'র সাথে দেখা করে চাকরানীকে চা পাঠাবার কথা বলে সোজা আশীর রুমে প্রবেশ করলো সে। চা'র পূর্বে আলাপ চলছিলো ফারুক সম্পর্কেই। আশীর ব্যাকুলতায় সহানুভূতির পরিবর্তে হাসি পাচ্ছিলো সরওয়াতের। সরওয়াত, তুমি তামাসা করছো আর দুঃখের দাহনে আমি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি"– কাপে চিনি দিতে দিতে বললো আশী।

"কি করবো বলো তোমার এ পথে আমি অভিজ্ঞতা শূণ্য। আর সম্ভাবনাও নেই আমার জীবনে এ পথে হাটার। কাজেই তোমার দুঃখ বুঝার শক্তি আমার নেই।" আবারও টিপ্পনী কাটলো সরওয়াত।

www.pathagar.com

"কাল তার আসার কথা ছিলো কিন্তু আসেনি। এর আগের দিনেও নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে এসেছিলো। নিশ্চয় কোথাও"---কথা অসমাপ্ত রেখেই চুপ হয়ে গেলো আশী। "ডাক্তার আহমদের কথাই সত্য বলে মনে হচ্ছে"---হাসি সম্বরণ করে আরো উস্কানী দিয়ে বললো সরওয়াত। "ফারুক মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব পাতাতে বেশ ওস্তাদ বলে মনে হচ্ছে।"

আরো ঘাবড়িয়ে গেলো আশী। আর নির্মমভাবে হেসেই চলছে সরওয়াত। নীরবে চা পান করছে আশী। ব্যাগ হতে রুমাল বের করে আশীর দিকে চেয়ে বললো সরওয়াত, "আজ যদি ফারুক আসে একচোট নেবে। রুচিরও তো একটা সীমা আছে"।

"আর যদি না আসে।"

"অন্য সুন্দরীর পাল্লায় দিন কাটাচ্ছে আনন্দে।"

"কি বলো।" সরওয়াতের কথায় নরম সুর।

"তার সাথের মেয়েটিকে তুমি চিনো? কে এ মেয়েটি আশী।"

মেয়েটি সম্পর্কে সব ঘটনা সরওয়াতকে বললো আশী। মোবাশ্বেরের এ বোনের জন্যেই আশীর সে বিয়ে আর আগে বাড়েনি। ওই দিন চোখে চোখ পড়তেই সে চমকে উঠেছিলো। আর ফেরৎ আসেনি। সে মেয়েই আজ ফারুকের সাথে এক গাড়ীতে। এবার ঘটনার জটিলতা বুঝলো সরওয়াত। কিছুক্ষণ চুপ রইলো সে।

"এত চিন্তিত হবার দরকার নেই আশী। সে ফারুকের নিকটাত্মীয়ও তো হতে পারে। এসব ভেবে মাথা নষ্ট করো না। সরওয়াতের কথায় যুক্তি থাকলেও আশী তা মানতে পারছিলো না। বিপন্ন মানুষের কোন অবলম্বন প্রয়োজন। সরওয়াতই আশীর সে অবলম্বন। ফারুকের ভালবাসা তার কাছে এক অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদ সঞ্চাহের বিড়ম্বনা তাকে কম পোহাতে হয়নি। এ সম্পদ সে হারাতে পারে না। সরওয়াতের সান্তনায় আশী নিজকে সামলিয়ে নিয়েছে।

"এ পথ বড় বন্ধুর-বড় পিচ্ছিল। শক্ত হতে হয় এ পথের পথিকদের"-বিদায় হবার কালে সরওয়াত বললো আশীকে। একটি শুষ্ক মুচকি হাসি দিয়ে এর জবাব দিলো আশী।

সরওয়াতের বিদায়ের পর মা'র নিকট এসে বসলো আশী। আসেফের বিয়ের তৈরী নিয়েই তিনি থাকতেন সেই সময় ব্যস্ত। আশীর জন্য আর আসেফের বিয়ের দেরী করা যায় না। কিন্তু তখনো কে জানতো আশীর ভাগ্যাকাশে নেমে আসছে দুর্যোগের এক ঘনঘটা। ক্লিনিকে যাবারও সময় হয়েছে কিন্তু শরীরটা বড় ক্লান্ত। মা-ও নিষেধ করলেন যেতে। ক্লিনিকে গিয়েও শান্তি নেই। প্রতিটি মুহূর্তই কাটাতে হয় তাকে ফারুকের অপেক্ষায়। তবু তাকে যেতে হবে। গরম পানি দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নতুন কাপড় চোপড় পড়ে বেশ পরিপাটি হয়ে ক্লিনিকে রওয়ানা হলো আশী। ফারুকের সাথে শেষ বুঝা পড়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। বাড়ী ফিরতে দেরী হতে পারে-একথাও জানিয়ে গেলো আশী মাকে।

রুগীর সংখ্যা আজ একটু বেশী। ঝটপট রুগী দেখতে শুরু করলো আশী। ফারুকের সাথে বুঝা পড়ায় যেন কোন বিঘ্ন না ঘটে। আর মাত্র দু'এক জন রুগী হাতে। হঠাৎ ঝট করে পেছনের দরজা গেলো খুলে। "ফারুক এসেছে" বুঝতে পারলো আশী। কিন্তু ওদিকে তাকালো না সে। একজন অপরিচিতা রুগী সামনে। তাই দরজা তার ক্ষোভ আর দুঃখ

www.pathagar.com

প্রকাশ করতে পারলোনা ফারুকের কাছে। কোন রুগী নিয়ে ভেতরে আসতে নিষেধ করলো আশী নার্স রাশেদাকে। আশী-ফারুক সম্পর্ক রাশেদা জানতো। তাই বন্ধ করে দিয়ে পাশের রুমে চলে গেলো সে। টেবিলের অপর পার্শ্বে আশীর সামনে এসে দাঁড়ালো ফারুক। টেবিলের দু'পাশকে দু'হাতে মজবুত করে ধরে হাতের বাহুর উপর ভর দিয়ে সামান্য নুইলো সে।

রাগ প্রকাশের ভান করে একটু মুখ বিকৃত করলো আশী। কলম নাড়াচাড়া করতে করতে চেয়ারের পিঠে হেলান দিলো সে। আগুনঝরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলো ফারুক। চোখ উঠিয়ে আশী তাকালো ফারুকের দিকে। অগ্নিমূর্তি চেহারা। আশী যেন চিনতেই পারছেনা। আবার তার দিকে তাকালো সে। অজ্ঞাতেই একটু আগে ঝুঁকে টেবিলে বাহু রেখে ফারুককে দেখতেই থাকলো আশী।

"তুমি কাল কেন আসনি?" নীরবতায় বিরাজিত গুমোট বাধা অবস্থা কেটে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো আশী।

"আমার অপেক্ষায় আহার নিদ্রা ছেড়ে দিয়েছো নাকি?" জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া অগ্নি ঝড়ের মত কথাগুলো বেরুলো ফারুকের মুখ থেকে।

উল্টো ঝড়ে আশী হতবাক। অপরূপ চোখের দৃষ্টি মেলে সে ফারুকের কথার অর্থ বুঝার চেষ্টা করছে। ফারুকের এ কি পরিবর্তিত রূপ? চেহারায় মালিনতার ছাপ। রং ফ্যাকাশে। হাতের কম্পিত অশান্ত অবস্থা তার মনোপীড়াকে কষ্ট করে নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষণ।

"আশী"-তড়িতাহতের মতো উচ্চারণ করলো ফারুক। বাকরুদ্ধ আশী তাকালো তার দিকে। কোন অঘটন ঘটার আঁচ করলো সে।

"মোবাশ্বের হাসানকে চিনো?" রেখে রেখে বললো ফারুক।

"কি বললে-? " শিউরে উঠলো আশী। মোবাশ্বের হাসানের বোনকে কাল তার সাথে না দেখলে কিছু বুঝাই তার পক্ষে অসম্ভব হতো। কিন্তু এখন তার কাছে সব সপষ্ট। "কি চিনো"-মৃত্যু যন্ত্রণাকাতর মানুষের মতো বললো ফারুক। তার মুখের দিকে তাকিয়েই রইলো আশী। তার সব চলশক্তি রহিত। তার সাথে কি তোমার বিয়ের প্রস্তাব এসেছিলো? ফারুকের প্রশ্ন।

"হ্যাঁ।" ক্ষীণ শব্দ বেরুলো আশীর মুখ দিয়ে।

এ সম্বন্ধ হলো না কেনো? ফারুকের স্বাভাবিক প্রশ্ন হলে আশী এর উত্তর দিতে পারতো কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় আশী বিস্ময় বিমূঢ়। সে শুধু তাকিয়েই রইলো তার দিকে।

"হ-"সঠান দাঁড়িয়ে গেলো ফারুক। আগুনের কুণ্ডলী ঝরছে তার চোখ দিয়ে। বুকে হাত রেখে গর্জিয়ে উঠলো সে "বলবেই বা তুমি কি করে?" এখনো আশী নির্বাক। সমস্ত পৃথিবীটা যেন তার চোখের সামনে ঘুরছে।

"আমি সব জেনে গেছি মিস আশেফা"-তীর্যক কটাক্ষের শর নিক্ষেপ করলো ফারুক যা আশীর অন্তর বিদীর্ণ করে দিলো।

"ফারুক-" মাথা ধরে কাতরিয়ে উঠলো আশী।

বিদ্রুপের অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো ফারুক-"সাফাইয়ের কোন অভিনয় আমাকে আর ধোঁকা দিতে পারবেনা। তোমার চরিত্র নগ্ন হয়ে প্রকাশ হয়ে পড়েছে আমার কাছে।"

www.pathagar.com

"ফারুক এ সব কি ঠাট্টা বিদ্রুপ করে বলছো তুমি–" সাগরের অতল তলে নিমজ্জিত হবার আগে খড়কুটে আঁকড়িয়ে ধরার মতো শেষ সম্বল হিসেবে বললো আশী।

"ঠাট্টা–"" হেসে উঠলো ফারুক। যক্ষার রুগীর বুক ফাটা কাসীর মত মনে হলো ফারুকের এ হাসি। অন্ধকার ছেয়ে গেলো আশীর চোখের সামনে।

"চরিত্রহীনা–কলংকিনী, মনের স্বাদ মিটিয়ে ধোঁকা দিয়েছো আমায়। এখন তোমার স্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। আমি সব জেনে গেছি। জেনে গেছি সব ইতিহাস। আর তোমার ধোঁকায় পড়বোনা।"

জ্যোতিহীন চোখে আবার নজর করলো আশী ফারুকের দিকে। তার চোখ দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আগুনের ছটা।

"ফারুক" শেষ সম্বল হারিয়ে আবার চীৎকার করে উঠলো আশী।

"ধোকাবাজ–চরিত্রহীনা" টেবিলে রাখা একটা ফাইল উঠিয়ে আশীর মুখে নিক্ষেপ করে ঝড়ের বেগে ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে গেলো ফারুক। দুঃখে–ক্ষোভে অপমানে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে বসে রইলো আশী। ধ্বংসের কোন ভয়াবহ দানব তার সমস্ত আনন্দ আহলাদ সুখ শান্তি কামনা বাসনা মাটিতে মিশিয়ে দিলো। সে বুঝতেই পারলোনা কিছু।

কিভাবে আশী বাড়ী ফিরেছে মনে নেই। ছিন্নভিন্ন হৃদয় তাই নিয়ে মা'র দৃষ্টি এড়িয়ে নিজ রুমে প্রবেশ করলো আশী। জ্বলন্ত আগুনের ধোঁয়া উঠছে তার হৃদয় থেকে। ভূকম্পনের ভীষণ ধাক্কা ধ্বংস করে গেছে আশীকে। ফারুককে নিশ্চয় কতগুলি মিথ্যা কথা শুনিয়ে গেছে নাসী। সে নিজকে আয়ত্বে রাখতে পারেনি। খতিয়েও দেখার সুযোগ হয়নি তার। তাই এ রাগ যা–ই হোক ব্যবহারের এ অসতর্ক অবনতি ক্ষমার যোগ্য নয়। রাতের গভীর প্রহরে আশীর চীৎকারে আতংকিত হয়ে মা ও চাকরানী দৌড়িয়ে এলো তার রুমে পাশের রুম হতে।

"মা'–মা'–মা–" শক্ত করে জামার কলার ধরে দু'চোখ বন্ধ করে খাটে পা ঝুলিয়ে বসে চীৎকার করছে আশী। হাতের মুষ্টি বন্ধ । শীতের মৌসুম হওয়া সত্বেও বিন্দু বিন্দু ঘামে কপাল ভিজে গেছে। মা আশীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তখনো মা মা বলে কাতরাচ্ছে আশী।

"মা কি হয়েছে বলোনা। বলোনা কি হয়েছে।। এমন করছো কেন তুমি।" ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন আম্মি। কখনো বুকে জড়িয়ে ধরে আবার কখনো মুখ উঠিয়ে জিজ্ঞেস করছেন তিনি। কখনো আবার সোহাগ করে চুমু খাচ্ছেন কপালে। কচি খুকীর মতো আম্মির বুকের সাথে মিশে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আশী। কোন কিছুই বুঝতে পারলো না মা ও চাকরানী কেউই। আসেফ বাড়ী থাকলে ডাক্তার ডাকা যেতো। কিন্তু তারা কিভাবে জানবে–আশীর এ রোগ ডাক্তার কি বুঝবে?

অনেকক্ষণ ধরে চললো এ অবস্থা। কোন উত্তর না পেয়ে মা বুকের সাথে আঁচলে ঢেকে নিলেন আশীকে। আশীর বেদনাহত হৃদয় কিছুটা সান্তনা পেলো আপাততঃ তাঁর আঁচলের ছায়ায়। কিন্তু নীরব ফুঁপানী ও তপ্ত নিশ্বাস এখনো দমন করতে পারেনি সে। আশীকে পালঙ্কে শুইয়ে দিয়ে গায়ে লেপ উঁচিয়ে দিলেন তিনি। এবার আস্তে আস্তে মাথা টিপতে শুরু করলো চাকরানী।

www.pathagar.com

"কাল দুপুর থেকেই ওর শরীর ভালো যাচ্ছিলো না। ক্লিনিকে যেতে নিষেধ করেছিলাম" বললেন মা।

পরিশ্রম করেন বেশী। সকালে হাসপাতালে বিকালে কিলানিকে। ক্লিনিকের বিকৃত উচ্চারণ করলো চাকরানী।

"মা, আশী। কিছু ঔষধ খেয়ে নাওনা মা"–মাতৃ–হৃদয়ের সব মমতা উজাড় করে বললেন মা। ঔষুধের দরকার নেই মাথাও টিপতে ইশারায় নিষেধ করে দিলো আশী। অনেকক্ষণ নিরবিচ্ছিন্ন কাঁদার পর একটু হালকা হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু কাঁদার কারণ কিছুই বলতে পারলোনা আশী মার কাছে।

প্রায় দু' ঘন্টা আশীর মা তার কামরায় কাটিয়ে দিলেন। অনেক অনুরোধ উপরোধ করলো আশী মা'কে তার নিজ রুমে চলে যেতে। পায়ে লেপ টেনে দিয়ে আস্তে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন মা। রাতের শেষ প্রহর নিজের বিছানায় এসে শুলেও চোখে তাঁর ঘুম এলোনা। সকালে উঠেই হাসপাতালে যাবার পূর্বে এখানে আসার জন্য সরওয়াতকে ডেকে পাঠালেন আম্মি।

হাসপাতালে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলো সরওয়াত। আশীর মা'র খবর পেয়ে বিলম্বে ডিউটিতে পৌঁছার সম্ভাবনা থাকলেও এখানেই আসতে হলো তাকে। আগমনের সাথে সাথেই গত রাতের সব বিবরণ বলে শুনালো আশীর মা তাকে। কালকের ঘটনা নিয়ে ফারুকের সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছে অনুমান করলো সরওয়াত। তারই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বাঁধভাঙ্গা কান্নার মাধ্যমে।

আশীর মা'কে সান্তনা দিয়ে হেসে হেসে বললো সরওয়াত– "এ বয়সের মেয়েরা সাধারণতঃ একটু বেশী আবেগ প্রবণ হয়ে থাকে খালাম্মা।" ছোট ছোট কথায়ও বড় মন ধরে বসে। আপনি শান্ত থাকুন সবই ঠিক হয়ে যাবে। হাসপাতালে তার ওয়ার্ডের সার্জনের সাথে কাল একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে। হাসপাতালেই তাকে বিষন্ন দেখেছি। এতবড় লংকা কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে তা বুঝিনি– মনগড়া একটি কাহিনী আশীর মা'কে বলে শুনালো সরওয়াত।

"আচ্ছা তাই নাকি। বহু চেষ্টা করেও একটি শব্দ বের করতে পারিনি তার কাছ থেকে" আশ্বস্ত হয়ে বললেন মা।

"কি ঝড় উঠিয়ে দিলে ডাক্তার সাহেবা"–আশীর রুমে ঢুকে তার মুখ থেকে লেপ সরাতে সরাতে মুচকি হেসে বললো সরওয়াত। জেগেই ছিলো আশী। রোদন করা আঁখির জড়ো জড়ো পলক মেলে তার উপর ঝুকে পড়ে সরওয়াতের দিকে তাকালো সে। "একটু উঠোনা ভাই।" আশীর গায়ের লেপ আরো সরিয়ে দিয়ে বললো সরওয়াত।

আশী উঠে বসলো। মাথার কাছে রাখা শাল গায়ে জড়িয়ে নিবিষ্ট চিত্তে সরওয়াতের দিকে তাকালো সে। তার দৃষ্টির জ্বালা সইতে পারলো না সরওয়াত। অসহায় ভাবে পালংকে আশীর পাশে বসতে বসতে পিঠের সাথে পালংকের কার্ণিসে নরম বালিস ঠেকিয়ে নিলো সে।

"কি ব্যাপার আশী।" মনে হয় ফারুকের সা[illegible] কিছু একটা হয়ে গেছে।"

www.pathagar.com

কোন কথাই বললোনা আশী। সারা রাত ধরে মৃত লাশের পাশে আহাজারী করা কোন দুঃখিনীর মতো মনে হলো তাকে। লাশ দাফনের পর যেন ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছে সে।

এবার আশীর মুখামুখী হয়ে বসলো সরওয়াত। কি ঘটেছে ফারুকের সাথে তা জিজ্ঞেস করতে লাগলো সে আশীকে। কাল ফারুকের পাশে বসা মেয়েটিকে উপলক্ষ করে ফারুকের সাথে কিছু লড়াই হয়েছে এ ধারণা তার হয়ে থাকলেও প্রকৃত ঘটনা তো সে জানতোনা কিছুই।

আশীর শোকাহত চেহারার নীরবতায় অতীষ্ঠ হয়ে একটু কর্কশ স্বরে আবার জিজ্ঞেস করলো সরওয়াত। এবার দু'হাতে মুখ চেপে ধরে নিদারুণ ভাবে কাঁদতে শুরু করলো আশী। বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো সরওয়াত। এ সম্বন্ধে যতই জিজ্ঞেস করছে সরওয়াত ততই বেড়ে যাচ্ছে তার কান্না। রাতের দুঃখজনক ঘটনা পুনরায় তার মনে জেগে উঠলো।

তাড়াতাড়ি করে উঠে দরজা বন্ধ করে দিলো সরওয়াত। যদি আবার কেউ এসে পড়ে। আশীর আম্মিকে তো মনগড়া কাহিনী শুনিয়ে এসেছে। আবার না সব গোমর ফাঁস হয়ে যায়।

অনেকক্ষণ ধরে বুঝাবার পর আশীকে কিছুটা আত্মস্থ করতে সমর্থ হলো সরওয়াত।

"সরওয়াত, এত বড় গাল, এত বড় অপবাদ দিতে পারলো সে আমাকে। সরওয়াত–সরওয়াত–" তার বার বারের অনুরোধে শুধু এই টুকুই বলতে পারলো আশী। রক্ত জবার মতো লাল তার চোখ দু'টো ভরে উঠলো অশ্রুতে। কিছুক্ষন পরেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো আবার।

এর পর থেকে থেকে সব ঘটনা খুলে বললো সরওয়াতকে। বিস্মিত হলো সরওয়াত। কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো সে।–"এ দুঃখ মিটবার নয়–এ শোক সারবার ও নয় সরওয়াত।"

প্রায় দেড় ঘন্টাকাল আশীর কাছে কাটালো সরওয়াত। নানা কথা দিয়ে তার আহত মনে সান্তনা যোগাবার বৃথা চেষ্টা করলো সে। কিন্তু আশীর অবস্থা ওই অবোধ শিশুর ন্যায় যে আহত স্থানের চাইতে বেশী ভয় পায় আহত স্থান থেকে প্রবাহিত রক্তধারা দেখে। আর সে ক্ষতস্থানের ব্যথার কথা ভুলে গিয়ে চিৎকার দিচ্ছে লাল রং এর রক্তক্ষরণ দেখে।

আটত্রিশ

ভারাক্রান্ত মন নিয়েই হাসপাতালে পৌঁছলো সরওয়াত। আশীর ব্যথা তাকে খুবই ব্যথিত করে তুলেছে। ফারুকের আচরণ হয়েছে খুবই অমার্জিত। নাসী আশী সম্পর্কে যত খারাপ ধারণাই দিয়ে থাকুকনা কেন এতদিনের একটা প্রেম–গড়া সম্পর্ক এক ঝটকায় ভেঙ্গে খান খান করে দেয়া কখনো ঠিক হয়নি। কি ভাবে এই ব্যথাতুর ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটানো যায় এ নিয়ে ভাবতে লাগলো সরওয়াত। একা একা মিটাতে গিয়ে কোন জটিলতা আবার সৃষ্টি করে ফেলে ভয়ে ডাক্তার লতিফকে সাথে নেবার সিদ্ধান্ত নিলো সে মনে মনে। ডাক্তার লতিফ দু'বছর থেকে আশীকে জানে। তার নিষ্কলুষ চরিত্র ও নিখুঁত আচরণের সেই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সাক্ষী।

www.pathagar.com

ভাগ্যিস অপরেশন থিয়েটারে আজ সরওয়াতের ডিউটি ছিলো না। তাই এ ব্যাপারটা নিয়েই নানা চিন্তার সূত্র ধরে তার সামনে এগুতে অসুবিধে হয়নি। ডাক্তার লতিফকে খুঁজতে শুরু করলো সে। সামনে ডাক্তার বানুকে আসতে দেখে বললো–হ্যালো, ডাক্তার লতিফকে কোথায় পেতে পারি।

"কি ব্যাপার কোন অশুভ সংবাদ নেইতো।–হেসে হেসে বললো ডাক্তার বানু।

খুবই প্রয়োজন ডাক্তার লতিফকে এই মুহূর্তে আমার। গম্ভীর সুরে বললো সরওয়াত।

"বড় মজার ব্যাপার যে– আমি খুঁজছি ডাক্তার আহমদকে কিন্তু পাচ্ছিনা। আর তুমি খুঁজছো ডাক্তার লতিফকে তাও পাচ্ছো না।"

"ওহ্ হো–আমার মনে হচ্ছে আউট ডোরে পেশেন্ট দেখছে আজ ডাক্তার লতিফ।

ওখানে গিয়ে পেলো সরওয়াত ডাক্তার লতিফকে। রোগীর খুব ভীড়। এ সময়ে কথা বলা সম্ভব ছিলো না। সাড়ে চারটার পর ডিউটি রুমে তার সাথে জরুরী আলাপের কথা বলে ফিরে এলো সরওয়াত।

অবসর হয়ে সোজা ডিউটি রুমে গিয়ে পৌঁছলো ডাক্তার লতিফ–"কি খবর ডাক্তার সরওয়াত।" জিজ্ঞেস করলো সে।

"খুব প্রয়োজনীয় কথা আছে ডাক্তার।"

"বলুন।"

গোপনীয়তার জন্য সরওয়াত লতিফকে নিয়ে চলে এলো বাইরের বাগানে। রোদে বসে বসে ডাক্তার লতিফকে সব ঘটনা শুনালো সে।

"সত্যি মিস্ সরওয়াত। বিস্ময় বিস্ফোরিত চোখে বললো ডাক্তার লতিফ। আমি আজ সকালে আশীদের বাসায় গিয়েছিলাম।। অসহ্য মনোপীড়ায় সে তো উন্মাদ প্রায়। আশীর অবস্থা লতিফকে বলে শুনালো সরওয়াত।

"ওহ! খুবই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেলো।–মাথা ঝাকিয়ে বললো ডাক্তার লতিফ। এরূপ নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ ডাক্তার আশেফার সাথে তার করা ঠিক হয়নি। আশেফা সম্পর্কে তাকে খুবই কুৎসিত ধারণা দিয়েছে সে মেয়েটি।"

তা তো অবশ্যই।

সে নাগিনীই তো প্রকৃত চরিত্রহীনা ও ভ্রষ্টা। এরপর মোবাশ্বেরের সাথে আশীর বাগদান ঠিক হতে হতে না হবার সব ঘটনা বলে শুনালো সরওয়াত ডাক্তার লতিফকে।

ফারুক তাদের হাতে পড়লো কি করে?

সে রহস্য তো এখনো অজানা। কাল এই মেয়েটিকেই ফারুকের সাথে গাড়ীতে বসা দেখেছে আশী। আর বিকেলেই বিপদের এই কালো মেঘ ঝড়ের তান্ডব সৃষ্টি করে আশীর সর্বনাশ সাধন করে গেছে।"

ডাক্তার লতিফ খুবই দুঃখ পেলো এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য। ডাক্তার আশেফাকে যদি সে ভাল করে না জানতো তাহলে সে এত দুঃখ পেতো না।

"এখন আমাদের করণীয় ঠিক করুন ডাক্তার।

"কিছুতো অবশ্যই করতে হবে। ডাক্তার আশেফার কাছ থেকেই তার কাছে চলে যাবার দরকার ছিলো। হাসপাতালে আমার চেয়ে ওটার প্রয়োজন ছিলো আপনার বেশী।"

www.pathagar.com

"আমি তো যেতে প্রস্তুত। আপনাকেও যেতে হবে আমার সাথে।"

"আমার তো রাউন্ড আছে। আপনি চলে যান। রাউন্ড শেষে আমি আসছি। আর একান্ত না কুলালে বিকালে তার সাথে দেখা করবো আমি। আমার সাথেই চলুন। আমি অপেক্ষা করছি।"

সরওয়াত ও লতিফ একত্রেই পৌঁছলো ফারুকের বাড়ীতে। চাকরকে খবর দিয়েই প্রবেশ করলো তারা তার রুমে। সামনে সেতার নিয়ে সোফায় কসেছিলো ফারুক। অবিন্যস্ত মাথার চুল। পড়ার কাপড়গুলোতে ভাঁজপড়ে আছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা চেহারায় ক্ষোভের ছাপ। আঁখি যুগল যেন কারো রক্তাক্ত প্রতিশোধের জিঘাংসায় উন্মত্ত। হাটুর উপর সেতার রেখে ছেড়া তার জোড়া লাগাচ্ছিলো ফারুক।

পায়ের শব্দ শুনে মাথা উঠিয়ে দরজার দিকে তাকালো সে। লতিফ ও সরওয়াতকে এক সাথে দেখে আসার কারণ আঁচ করতে পারলো। তাদের এ আগমন ভালো লাগলোনা তার কাছে। তবু মেহমান হিসাবে সাধারণ সৌজন্য বজায় রেখে বললো,-"আসুন আসুন।"

"এসে গেছি-" পরিবেশটা হাস্যোজ্জল করে তোলার জন্য হেসে হেসে বললো ডাক্তার লতিফ। সরওয়াতের চেহারা ছিলো কিন্তু গাম্ভীর্যে ভরা।

"এই অসময়ে কি মনে করে"-সেতার একদিকে ঠেলে রেখে গাওন টেনে ঠিক করে দিতে দিতে বললো ফারুক। সরওয়াত নীরব। প্রাথমিক কয়েকটা কথা সেরেই মূল বক্তব্য শুরু করলো লতিফ। -আশীকে অনেক আগে থেকেই সে জানে। অসামান্য ব্যক্তিত্ব, নিখুঁত ও মার্জিত চরিত্রের মেয়ে সে। আশী সম্পর্কিত সব কথাই মিথ্যা অপবাদ। অযথা কু ধারণা ও ভুল বুঝাবুঝি ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। তার বর্ণনার যুক্তিতে জোর পেয়ে আশীর নিষ্কলুষতার প্রমাণ দেবার চেষ্টা করলো সরওয়াতও। উভয়ই যথাশক্তি ফারুকের মনের বিষাক্ত ছোবলের বিষক্রিয়া চুষে তুলবার চেষ্টা করে চলছে। অসীম ধৈর্যের সাথে মাথা ঝুকিয়ে তাদের বক্তব্য শুনে যাচ্ছে ফারুক। ফারুকের নীরবতায় কিছুটা আশ্বস্ত হলো তারা।

আপনি আশীর উপর অবিচার করেছেন ডাক্তার। এর কোন সুরাহা না হলে জানিনা সে কি করে বসে। আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললো সরওয়াত।

আস্তে মাথা উঠিয়ে সরওয়াতের দিকে তাকালো ফারুক। তার নীরব নিসাড় ঠোঁটে ফুটে উঠলো বিতৃষ্ণায় ভরা বিদ্রুপের এক রুঢ় হাসি। মুখের হাসি ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেলে কঠিন হয়ে উঠলো তার চেহারা। হাত কচলাতে কচলাতে কঠোর স্বরে বললো সে।

"ভাল হতো এই প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্য কোন কথা বললে। এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার ব্যক্তিগত কাজে কারো হস্তক্ষেপ পছন্দ করি না আমি।"

সরওয়াত ও লতিফ একটু লজ্জিত হলো। তবে ঘটনাটা জটিল তাই একবারে নিরাশ হলোনা। ভুল ধারনার নিরসনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলো।

"আপনি মস্তবড় ভুলের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন ফারুক সাহেব। খুব বুঝে শুনে সুস্থ্য বিবেকের দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই হবে বুদ্ধিমত্তার কাজ।" অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে অবশেষে বললো ডাক্তার লতিফ।

বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠলো আবার ফারুকের মুখে। লতিফ ও সরওয়াত ব্যর্থ হলো তার কাছে। যে মেয়েটি এ কুকর্মের হোতা তার সকল ইতিহাস বর্ণনা করে করে শুনালো তারা।

www.pathagar.com

কিন্তু ফারুকের মানসিক অবস্থা যেন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। সে অবস্থায় এখান থেকে চলে যাওয়াই সমীচীন মনে করলো তারা।

বিকালেও একা এলো ডাক্তার লতিফ। তার আসা ভাল লাগেনি ফারুকের কাছে। রাতে শুয়ে ভাবছে ফারুক; মোবাশ্বের আর নাসেরার কথার সাথে লতিফ আর সরওয়াতের কথার আকাশ পাতাল তফাৎ। সরওয়াত আশীর বান্ধবী। কিন্তু লতিফ কেন আশীর পক্ষ নিয়ে এত উঠে পড়ে লেগেছে? লতিফ ও সরওয়াতের আগমনের ভয়ে ভোরে উঠে তাড়াতাড়ি গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ফারুক। চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে দ্রুত গতিতে মারীতে পৌঁছলো সে। শান্তি পেতে চায় ফারুক; পেতে চায় স্বস্তি। কিন্তু কোথায়? মারী তো তার প্রথম ভালবাসার চারণভূমি। প্রথম লগ্নের অসংখ্য স্মৃতিমালা তার মনকে জর্জরিত করে ফেলেছিলো। এখানে আশীর সাথে অতীতের স্বপনরাঙ্গা মধুর দিনগুলোতে অনেক রোমাঞ্চকর সময় কাটিয়েছে সে। এখানকার বরফ জমাট অনেক স্থানের উপরই তারা দু'জন একত্রে হেঁটেছে, গেয়েছে গেঁথেছে অনাগত জীবনের কত রঙ্গীন মালা। সে মারী আজ বিষাদে ভরা। মারীর সবুজ শ্যামল রং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সোনালী আবির মাখা রোদ তার মনে কোন দাগ কাটছেনা। আশীর সাথীত্বে যে মারী তার জীবনে বহায়েছে কত হিল্লোলিত স্বচ্ছবায়ু ও আনন্দের ফল্গুধারা সে মারী তার জীবনে আজ কত শুষ্ক কত নীরস।

পশ্চিমাকাশে ঢোলে পড়েছে সূর্য। কেটে গেছে অনেক সময়। অস্বস্তি অনুভব করছে ফারুক। সারাদিন ধরে ভালবাসার বিরান ভূমীতে বিলাপ করে কাটিয়েছে শান্তি পাবার আশায়; কিন্তু ছিলো শান্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে আজ। তার বিশ্রামের প্রয়োজন। পিছির দিকে ফিরলো সে। দূর থেকে তার বারান্দায় লতিফের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে দেখে যেন যমদূত দেখতে পেলো ফারুক। শিশুর মত ভয় পেয়ে উল্টো দিকে গাড়ী ফিরালো সে। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরতে লাগলো কত রাস্তা ঘাট মাঠ।

রাত হলো। গভীর হতে গভীর হয়ে চলছে রাত। বিদ্যুৎ আলোকে ঝলমল হয়ে উঠেছে রাস্তা ঘাট। লেন-দেন হচ্ছে। বেচা কেনা চলছে। এক রাস্তা দিয়ে বার বার চলছে ফারুক। হঠাৎ কি মনে করে মোবাশ্বেরদের বাড়ীর দিকে গাড়ী ফিরালো সে। মোবাশ্বের-নাসেরা সংস্পর্শে একটু শান্তি পেতে পারে। হঠাৎ একটি গ্রেজে ইসলামাবাদের পথে নাসীর বিকল হয়ে পড়ে গাড়ীখানা দেখতে পেলো ফারুক।। ভেতরের একটি ছোট লেনে গাড়ী রেখে ধীরে ধীরে ড্রইং রুমের বাইরের দরজার পাশে এসেই থমকে দাঁড়ালো সে। "ডাক্তার আশেফা"-খিল খিল করে অট্টহাসি দিয়ে উঠলো নাসেরা। আবার এ দুটো শব্দ আবার অট্টহাসি।

এ দুটো শব্দ শুনতেই তার উঠতি পায়ে লেগে গেলো জিঞ্জির।

আর এক পাও এগুতে পারলো না সে। কোনের কামরাটিতে জ্বলছে উজ্জ্বল বিজলীবাতি। আধ খোলা জানালার রেশমী পর্দার কোণ দিয়ে নাসীর কণ্ঠ হতে ভেসে এলো শব্দ দুটো- ডাক্তার আশেফা। অট্টহাসিটিতে ঠাট্টা বিদ্রুপের তীব্রভাব এত সুস্পষ্ট ছিলো যে মানসিক দিক দিয়ে ফারুক আশীর প্রতি বিক্ষব্ধ হওয়া সত্ত্বেও নাসীর নিক্ষেপিত স্বরের লক্ষ্য স্পষ্ট বুঝতে পারলো সে।

www.pathagar.com

বাইরে ছিলো আবছা অন্ধকার। দেয়ালের সঙ্গে ঘেষে ফুলের টবের সাথে লেগে জানালা দিয়ে ভেসে আসা কথার প্রতি সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করলো ফারুক। নাসেরার অট্টহাসির পর পরই আর একটি মেয়েলী কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তার কানে। কিন্তু তাকে নাসেরা হতে বেশ দূরে বলে মনে হলো। যার জন্য সুস্পষ্ট সব বুঝা গেলো না।

"কচি খুকী মনে কর নাকি আমাকে?" ডাক্তার আশেফার সম্পর্কে তাকে যা বলে শুনিয়েছি তাতে ওদের মধ্যে আর কোন সুসম্পর্ক গড়ে উঠার সম্ভাবনার কণা মাত্রও নেই। নাসীর এই কথাগুলো শুনে ফারুকের পায়ের তলা হতে কোন ফাঁসির আসামীর মত যেন কাঠের টুকরাটি এক নিমিষে সরে গেলো। অন্য মেয়েটির শুধু এতটুকু কথা শুনতে পেলো ফারুক-"বড় অন্যায় করেছ নাসেরা। বড় অন্যায় করেছো।" প্রতি উত্তরে খিল খিল হেসে বললো নাসেরা-

"রণক্ষেত্রে আর ভালবাসার গোপন অঙ্গণে অন্যায় ও অবৈধ বলতে কিছু নেই। প্রথম দর্শনের পরই তাকে পাবার উদগ্র বাসনা আমাকে উগ্রভাবে পেয়ে বসে। আমার গাড়ী বিকল সংক্রান্ত ঘটনা তো তোমাকে আমি বলেছি। সেদিন ভাবিনি অদৃষ্ট আমার এত সুপ্রসন্ন হবে। আর ভাইজানের ভুল বুঝাবুঝি তাকে আমার এত কাছে টেনে নিয়ে আসবে তাও ছিলো স্বপ্নের অতীত।"

"ডাক্তার আশেফার উপর এই দ্বিতীয়বার অবিচার করছো তুমি নাসেরা।" খুব নিকট হতে এ কণ্ঠটি ভেসে এলো ফারুকের কানে।-"স্বীয় অপরাধ ঢাকার জন্য একবার মা ও ভাইয়ের নিকট জঘন্য মিথ্যা বলেছো। কিন্তু আর একবারও-"

"হাঁ এবারও আমার পরম পাবার জন্য একাজ আমাকে করতেই হবে।"

"যদি তাদের ভুল বুঝাবুঝি দূর হয়ে যায়।"

"ঘুমের এক শিশি টেবলেট আমি যোগাড় করে রেখেছি।"

"ছি ছি।"

"মোবাশ্বের ভাই ও আমি যে ধারণা ফারুককে দিয়ে দিয়েছি তাতে ফারুক আর এই কলংকিনী মেয়ের দিকে তাকাবে-একথা চিন্তা করো না রোখসানা।"

পাগলের মত হয়ে উঠলো ফারুক। তাকে এমন একজন খুনীর মত মনে হলো যে নিষ্ঠুরের মত কারো জীবন নাশ করে আবার তার মরা দেহ সামনে করে বসে আছে। হতভাগ্য এই মৃতদেহ স্বয়ংই তার নির্দোষিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আশীকে জীবিতই মেরে ফেলেছে সে। কত হীন কারসাজি কত জঘন্য কর্মকাণ্ড।

কিংকর্তব্যমিমূঢ় ফারুক গাড়ী চালালো ক্ষিপ্র গতিতে। একবার বৈদ্যুতিক খাম্বার সাথে ধাক্কা খেতে খেতে বেঁচে গেলো সে। আত্মহত্যা করতে তার ইচ্ছা। আশীর কাছে অমার্জনীয় অপরাধ সে করেছে।

"না আশীর কাছেই যেতে হবে আমাকে। স্বীয় অপরাধের মার্জনা ব্যতীত মরতেও পারবো না আমি।" মনে মনে বললো ফারুক।

www.pathagar.com

উনচল্লিশ

"জাহান্নামে যাক ডাক্তার আহমদ।" চাপা আর্তনাদ করে বলে উঠলো ফারুক। সরওয়াত উপলব্ধি করলো, বাস্তবিকই ফারুক বেশামাল।

"আপনি কয়েক মূহুর্তের জন্য হলেও শুধু ডাক্তার আশেফার সাথে আমার দেখা করিয়ে দিন। তার কাছে বিনা শর্তে ক্ষমা চেয়ে নেই আমি। যে কোন উপায়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসুন অথবা ক্লিনিকে পৌঁছিয়ে দিন। আমি শুধু এ জন্যই আপনার কাছে এসেছি। আপনাকে দিয়েই এ কাজ সম্ভব। আপনি তো শুনলেন কি বিভ্রান্তি ও ছল চাতুরীর শিকার হয়ে পড়েছিলাম আমি।"

ফারুকের দিকে তাকালো সরওয়াত। কি ব্যাকুলতা আজ তার চেহারায়। চোখ দু'টো যেন জ্বলন্ত আগুনের খণ্ড। তার এ অসহায়তার জন্য দয়ার উদ্রেক হয় সরওয়াতের মনে। কিন্তু আশীকে কিভাবে ফারুকের সাথে মিট করাবে এ চিন্তাই করতে থাকলো সে।

–"তাহলে আমাকে নিরাশ ফিরতে হবে?" নিরাশার ঘনছায়া মুখে লেপে জিজ্ঞেস করলো ফারুক।

–"আমি তাকে ক্লিনিকে আনার চেষ্টাই করবো।" বললো সরওয়াত।–"তবে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিতে পারছি না আমি।"

–"আপনি আপ্রাণ চেষ্টা করুণ।" নিরুপায়ের মত বললো ফারুক। যে করেই হোক একবার আমার সাথে দেখা করিয়ে দিন। আমার অপরাধের যদি কোন প্রায়শ্চিত্য করতে না পারি তাহলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবো আমি।

–"আমাদের কথাগুলো বিশ্বাস করলেই এতদূর ঘটনা গড়াতোনা। আমি বড় লজ্জিত ডাক্তার।"

–যাক যা হবার হয়েছে। অপরাধ তো শুধু আপনারও ছিলো না। ফাঁদই পাতা হয়ে ছিলো এমনভাবে।–অনুতাপের দীর্ঘ নিশ্বাস চেপে রেখে সরওয়াতের কথাগুলো শুনছিলো ফারুক। প্রতিটি শব্দই যেন একটি বিষাক্ত শর। আশীর কাছে অপরাধের ক্ষমা না পাবার আগ পর্যন্ত স্বস্তি নেই শান্তি নেই।

"–যাচ্ছি এখনই আশীর কাছে।"

"–আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।"

"–না, না, এটা আমার দায়িত্ব। দায়িত্ব মনে করেই তখনো আমরা আপনার কাছে গিয়েছিলাম। এখনো আবার আশির কাছে যাচ্ছি।"

–ধন্যবাদ! তাহলে চলি।

–"কোথায়?"

–"ক্লিনিকের কাছে আপনার প্রতিক্ষায়।"

–"যদি না আসে?"

–"দোহাই খোদার, ডাক্তার। আনতেই হবে তাকে এজন্যই আপনি।"

ফারুকের মিনতি আর অসহায়তা দেখে চলে গেলো সরওয়াত। স্রোতের ধারা বদলে গেলো। এখন আশীরও তো ভূল ভাঙ্গাতে হবে। হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে আশীর কাছে চলে গেলো সরওয়াত। আশী তখনো শুয়ে।

www.pathagar.com

"এখনো শুয়ে?" আবেগ লুকিয়ে মুচকি হেসে পালংকে বসে গেলো সরওয়াত।

–"এত সকালে কোত্থেকে এলে?" লেপ সরিয়ে উঠতে চাইলো আশী।

–"খুবই প্রয়োজনে এসেছি" স্বভাবজাত ভঙ্গিতে বললো সরওয়াত। উদ্বিগ্ন হয়ে তার দিকে তাকালো আশী। পালংকের পায়ায় ঠেস দিয়ে বসলো সে।

–"ছুটিতে আর কতদিন থাকবে?"

নির্বাক আশী শুধু সরওয়াতের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। আবার মাথা নিচু করে হাতের নখ খুটতে লাগলো সে। সরওয়াত বুঝতে পারে আশীর মর্মপীড়া।

"আচ্ছা থাকুক এ সব কথা এখন। পাশ বদলিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তুললো সরওয়াত।।

–"এখন দয়া করে আমার সাথে একটু যেতে পারবে?"

–কোথায়? চোখ উঠিয়ে সরওয়াতের দিকে তাকালো আশী।

–ক্লিনিকে। নির্দ্বিধায় বললো সরওয়াত।

–কেন?

–আমার কিছু ঔষধ প্রয়োজন।

–নিয়ে যাও।

–চলো তাহলে।

–"আমার যাবার কি প্রয়োজন। চাবি নিয়ে যাও। প্রয়োজনীয় ঔষধ দেখে নিয়ে যাবে।"

–"তা হয় না।"

–"আমি.....। টালবাহানা করতে চাইলো আশী।

–"এতে কাজ হবে না। উঠো তাড়াতাড়ি। আবার হাসপাতালে যেতে হবে আমাকে।" একটু ভারিক্কি কায়দায় বললো সরওয়াত।

–ঔষধ কি এখনই প্রয়োজন?

–তা নাহলে এখন আসি? এক সম্পর্কিয়া খালার কল্পিত অসুখের ঘটনা বানিয়ে বললো সরওয়াত যাতে আশী আর দেরী না করে।–এত দামী ঔষুধ তার পক্ষে কেনা সম্ভব নয়। মা কিছু টাকা দিয়েছেন। কিছু ঔষধ আমার কাছে আছে। বাকীটা তোমার কাছ থেকে নেবো ভেবেছি।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠলো আশী। কয়দিনেই শুকিয়ে গেছে সে। চোখের চারিপাশে কালো কালো দাগ ভেসে উঠেছে। পাণ্ডু হয়ে গেছে গায়ের রং। বড় দুঃখ হলো সরওয়াতের কিন্তু আজই হয়ে যাবে সব অবসান। প্রশান্তি পেলো সে।

"–তৈরী হয়ে নাও। আমি খালাম্মার সাথে দেখা করি।" হাতে উঠানো ম্যাগাজিনটা ছুড়ে মেরে চললো সরওয়াত।

আশীর মাও নিদারুন শংকায়। সরওয়াতের প্রবোধে ওই দিন কিছুটা আশ্বস্ত হলেও তার অপরিবর্তনীয় অবস্থা দেখে মায়ের মন হাহাকার করে উঠতো মাঝে মাঝে। আজও তার কাছে গিয়ে নানা কথা দিয়ে সান্তনা যোগালো সরওয়াত।

সুতীর একখানা সাদা কাপড় পড়ে নীল কোটটা কাঁধে ফেলে বিমলীন চেহারায় বেরিয়ে এলো আশী। শোকের ছায়া তার সারা দেহে।

www.pathagar.com

ক্লিনিকে ঢুকতেই সেদিনের তীক্ষ্ণ শরের বিষাক্ত আঘাত মনে উঠলো আশীর। আহত হৃদয়ের বহ্নিজ্বালা কষ্টে সামলিয়ে তাড়াতাড়ি ঔষধ দেখে নেবার জন্য বললো সরওয়াতকে।

রাস্তার দিকের জ্বানালার পাট খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলো সরওয়াত। রাস্তার মোড়ে ফারুকের গাড়ী দাঁড়ানো দেখতে পেয়েছিলো। তারই প্রতিক্ষায় সে।

ঔষধ নিয়ে নাওনা। বিরক্তির সাথে বললো আশী।–

–"আচ্ছা" বলে আবার বাইরের দিকে তাকালো সে। জানালার পর্দা ঠিক করে টেনে দিয়ে আশীর প্রতি মনোযোগী হলো এবার।

–"ঔষধ নিয়ে নাও সরওয়াত। আর দেরী করতে পারছিনা।" কাতর স্বরে বললো আশী।

টেবিলের পাশ ঘেষে আশীর খুব কাছে এসে শান্ত কণ্ঠে বললো সরওয়াত।

–"দেখো আশী! খালাত অসুস্থ্য নন। ঔষধেরও আমার প্রয়োজন নেই।

–"কি বললে?" বিস্মিত হয়ে বললো আশী।

–আমায় ক্ষমা করো আশী। সংযত ধীর ও ভাবগম্ভির হয়ে বললো সরওয়াত। দু'বন্ধুর প্রতি দায়িত্ব পালন। এ ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিলো না।

বাইরে গাড়ী থামার শব্দ হলো। সরওয়াত দায়িত্ব পালন করেছে। বাকীটা এখন তাদের নিজের। এ জন্যই আশীর ভীতিপ্রদ দৃষ্টি এড়িয়ে নাসেরার ছলচাতুরীর সকল অবাঞ্ছিত ঘটনার কথা শুনাতে যাচ্ছিলো সরওয়াত। –"এখন ফারুক তোমার.....।"

–"সরওয়াত!" রাগে দুঃখে ক্ষোভে কাঁপতে লাগলো আশী। ভীষণ গর্জে উঠে বললো– "তুমি কি নির্লজ্জ–বেহায়া!"

–"নির্লজ্জ বেহায়া আমাকে বলো আশী। মিস সরওয়াত নির্দোষ।"

পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে করতে ধীর শান্ত কণ্ঠে বললো ফারুক।

মুখ ফিরিয়ে এদিকে তাকালো আশী। টেবিলের অপর পাশে ফারুক দাঁড়িয়ে। প্রথম দর্শণেই টগবগিয়ে উঠলো আশীর শিরা উপশিরার প্রবাহিত রক্তধারা। ডাগর ডাগর চোখের পাতা মেলে অপলকে ফারুকের দিকে তাকিয়ে রইলো সে। তার এ দুঃসাহসের জন্য বিস্মিত হয়েছে আশী।

–"আশী।"–অপলক নেত্রের তীক্ষ্ণ চাহনি থেকে বাঁচার জন্য বললো ফারুক আওয়াজ ধরা গলার। এ সুযোগে উধাও হলো সওয়াত।

–আশী। ব্যাকুল ফারুক নিরবিচ্ছিন্ন নিশ্চুপতা ভাঙ্গার জন্য নামটি ধরে আবার ডাকলো সে। মূর্তির মত নিশ্চুপ আশী।

–"আমি"–কিছু বলতে যাচ্ছিলো ফারুক।

–এ ধোঁকাবাজীর কি দরকার ছিলো। আশীর চোখে যেন আগুনের ছটা।

"আশী।' আঁতকিয়ে উঠে তার দিকে তাকালো ফারুক। আশীর মর্মপীড়া উপলব্ধি করে অভিনয় করে সময় নষ্ট করলোনা সে। টেবিলের এক কোন শক্ত করে ধরে ঠোট কামড়িয়ে বললো ফারুক।

"এখানে আসার সাহস কি করে করতে পারলে তুমি?" অভুক্ত বাঘিনীর মতো গর্জে উঠলো আশী। "চলে যাও।"

www.pathagar.com

–"আমি আমার জঘন্য অপরাধ সম্পর্কে অবহিত আশী। এর শাস্তি গ্রহণ করতে এসেছি। আমি আত্মসমর্পিত সৈনিক। রাজরোষে শাস্তিও পেতে পারি। উদারতা ও ঔদার্সে আবার ক্ষমাও পেতে পারি।

"এত বাহানার প্রয়োজন নেই। তুমি চলে যাও।" রাগ দুঃখ ও ক্ষোভে ফেটে পড়লো আশী।

–"আমি অত্যন্ত লজ্জিত"–দু'পা এগিয়ে একটু কাছে এসে বললো ফারুক। আশীর হাত ধরতে চাইলে ঝটকায় সরে গিয়ে বিষ দৃষ্টি হেনে বললো সে।

–"সেদিন আর নেই। এখান থেকে চলে যাও। চলে যাও বলছি।"

"আশী! আমি চলে যাবো–শুধু.....।"

–"চলে যাও। চলে যাও। চিৎকার দিয়ে উঠলো আশী। –চলে যাও, সরে যাও। আমি আবার বলছি। মুষ্টিবদ্ধ করে চীৎকার দিতে থাকলো সে। এক মূহর্তের জন্যও তোমায় আমি বরদাস্ত করতে পারছি না।

–"আমার অপরাধ ক্ষমা করতে পারবে না আশী"? অসীম ধৈর্যের সাথে বললো ফারুক।

–"তোমার কোন অপরাধ নেই। চরিত্রহীনতার পাওনা পেয়ে গেছি"–বলে দু'কান চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে ফেললো আশী।

–"আশী।" কম্পিত কণ্ঠে বললো ফারুক।

–"তুমি চলে যাও। তোমার উপস্থিতি আমার অসহ্য।" আশীর চিৎকারে ভীত ফারুক চারিদিকে তাকাতে লাগলো। এ অবস্থায় তাকে একা থাকতে দেয়াই উচিৎ ভেবে বেরিয়ে গেলো ফারুক রুম হতে। দরজা খুলে গাড়ীতে উঠতেই আপন সিটে পড়ে গেলো সে। মাথা তার ঘুরছে। দৃষ্টির সামনে যেন রিম ঝিম তারা জ্বলছে। নিজেকে সামলিয়ে গাড়ী ষ্টার্ট দিচ্ছিলো কিন্তু হাত তার থেমে গেলো। ক্লিনিকে আশীকে একা ছেড়ে যাওয়া কি ঠিক হবে। সরওয়াতও চলে গেলো। বাসা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে না দিলে কিভাবে যাবে সে। নানা ভেবে চিন্তে প্রকম্পিত পায়ে থেমে থেমে ক্লিনিকের দরজায় এসে আরো হতবাক ফারুক। দু'হাতে মুখ চেপে ধরে টেবিলের সাথে ঠেস দিয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে আশী। আঙ্গুল বেয়ে বেয়ে চোখের পানি গড়িয়ে পড়ে বুক ভেসে যাচ্ছে। সংকোচ জড়তা ভয়ের সব বাঁধ টুটে গেছে ফারুকের। কামানের বারুদের বেগে সামনে এগুলো সে। চিন্তা ভাবনা ছাড়াই বিদ্যুৎ গতিতে তার মজবুত হাত দু'টি গিয়ে শক্ত করে ধরে ফেললো আশীর কম্পিত দেহ। তার হাতের বন্ধনে হেলে পড়া দেয়ালের মত ফারুকের সমস্ত বুকের উপর এসে পড়লো আশী।

নীরব অশ্রু বন্যা সব মিমাংসা করে গেলো। এতক্ষনের হাজারো কাকুতি মিনতি যার কিছুই করতে পারেনি। এক পশলা বৃষ্টির পর মেঘাচ্ছন্ন আকাশ যেরূপ স্বচ্ছ হয়ে উঠে অনর্গল অশ্রু বর্ষণের পর আশীর ক্ষোভ দুঃখ উতলা অশান্ত হৃদয় সেরূপ শান্ত ও নীরব হয়ে উঠলো। এ নীরবতায় ছিলো শান্ত সমাহিত ও পরম তৃপ্তির ভাব বিরাজিত।

আশীকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে সম্মুখের আর একখানা চেয়ারে বসে পড়লো সে নিজে। তার চেয়ারের পিঠের উপর ফারুকের এক হাত রাখা। অন্য হাতটি আশীর কাঁধকে ঠেস দিয়ে রেখেছে ধরে। দু'জনই নীরব নিশ্চুপ।

অনেকক্ষণ পর নিজের হাত টেনে নিয়ে একটি সিগারেট ধরালো ফারুক।

www.pathagar.com

–"চলো আশী"– সিগারেটে টান দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে ক্ষীণ স্বরে বললো ফারুক। আশীও উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু এখনো ফারুক হাত দিয়ে ধরে রেখেছে আশীকে।

–"কাল হাসপাতালে যাবে?" গাড়ী স্টার্ট দিতে দিতে ঘাড় বাকিয়ে আশীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো ফারুক।

–"না।" জবাব দিলো আশী।

সত্য নিরূপিত হলো–এ আশীর পরম সান্তনা।

ত্রিশ।

পুরা চৌদ্দ দিন পর হাসপাতালে এলো আশী। সব ভুল বুঝাবুঝির অমানিসা কেটে যাবার পর দাদী মা'র মৃত্যু সংবাদে আসেফ ও মায়ের সাথে লায়ালপুর গিয়েছিলো সে। কাল মাত্র ফিরে এসেছে।

হাসপাতালে আসতেই শোক বাণী আসতে শুরু করলো বিভিন্ন জন থেকে। যে–ই এলো দাদীর মৃত্যুতে সমবেদনা জানালো। বারান্দায় সরওয়াতের সাথে বসে ছিলো আশী। ওই দিনের অবশিষ্ট ঘটনা শোনার জন্য সরওয়াত কোন সুযোগই পাচ্ছে না। ডাক্তার নার্স চৌকিদার চাকর যে–ই আসে দু একটা শোকবাণী শুনিয়ে যায় তাকে। সকাল হতে এই ধরনের কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে উঠেছে সরওয়াত।

ডাক্তার মালেক ও ডাক্তার বানু উঠে গেলো এ মাত্র। আবার এসে পড়লো ডাক্তার লতিফ ও আহমদ। এদের দেখে হাসি ফুটে উঠলো সরওয়াতের মুখে। একবার আশি ও একবার তাদের দিকে তাকাচ্ছিলো সে। ডাক্তার আহমদকে দেখেই সিনেমায় যাবার তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কথা মনে পড়লো আশীর। ওর পর থেকে শুধু আশীই নয় পুরা ষ্টাফের ওপরই বিগড়িয়েছেন ডাক্তার আহমদ।

ঔৎসুকোর সাথে দুদিকেই তাকাচ্ছে সরওয়াত। দুষ্টমির হাসি উথালিয়ে পড়ছে তার মুখ দিয়ে।

"আপনার দাদীমার মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত ডাক্তার আশেকা।" দুষ্টামির হাসি আর দমাতে পারলোনা সরওয়াত। অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সে। অসংলগ্ন হাসির জন্য তারা উভয়েই তাকালো সরওয়াতের দিকে। হতভম্ব আশী শুধু তাকিয়েই রইলো তাদের সকলের দিকে।

হেসেই চলছে সরওয়াত। লতিফ ও আহমদ কঠোর দৃষ্টি হেনে না হাসার জন্য বার বার ইঙ্গিত করলো সরওয়াতকে। কিন্তু সে হাসি সম্বরণ করতেই পারছেনা।

"–আপনি বড্ড নিষ্ঠুর ডাক্তার সরওয়াত। মৃত্যু নিয়ে এ ভাবে হাসতে নেই।" ভর্ৎসনার ছলে বললো ডাক্তার লতিফ ও আহমদ।

মূল প্রসঙ্গ কেটে দিয়ে সরওয়াত বললো, আমি নিষ্ঠুর কি ভাবে? আশীর দাদীর বয়স পঁচাশি বছরের উপরে। কিন্তু আপনাদের শোকবাণীর ধরণ দেখে আশংকা হচ্ছিলো আপনারা না আবার বলে বসেন–"যে ফুল না ফুটিতে ঝরিছে ধরণীতে–" সরওয়াতের বর্ণনা ভঙ্গিতে এবার হেসে ফেললো সকলেই একত্রে। আহমদ কথা বললেই সরওয়াতের হাসি পেতো।

www.pathagar.com

আর প্রতিবারই কটাক্ষ দৃষ্টি হেনে সরওয়াতকে নিষেধ করে দিতো ডাক্তার আহমদ। সিনিয়র মেডিকেল অফিসার আশীকে ডেকেছেন শুনে উঠে চলে গেলো সে।

"বড্ড বাড়াবাড়ী করে ফেলেছেন আপনি মিস সরওয়াত।" বললো লতিফ। –"তার হাসির কারণ আমি জানতাম" বললো ডাক্তার আহমদ। এবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সরওয়াত। এ হাসিতে এবার যোগ দিল তারা দু'জনই।

"বেচারী আশীকে আরো ভোগাবেন?"

"সন্ধি ভঙ্গ করছেন আপনি মিস সরওয়াত।" বললো আহমদ।

"আর সন্ধি মানিনা"।

"উহু।" বললো ডাক্তার আহমদ।

এভাবে গল্পগুজব হাসি ঠাট্টা চলতে থাকলো অনেকক্ষণ ধরে। আশীকে ফিরে আসতে দেখে সন্ধি শর্ত অনুযায়ী চুপ হয়ে গেল সবাই। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে যার যার কাজে চলে গেলেন সবাই।

"মিস আশেফা!"–টেবিলে ঝুঁকে ফাইল দেখছিলো আশী। ডাক শুনে পেছনের দিকে তাকালো সে।

এক হাতে স্টেথিসকোপ আর অন্য হাতে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তার আহমদ। খালি ডিউটি রুমটিতে নিজের আবশ্যকীয় ফাইল দেখছিলো আশী। হঠাৎ ডাক শুনে পেছনে তাকিয়ে একটু ঘাবড়িয়ে গেলো সে।

আজ তিন দিন ধরে নীরবে আশীকে অনুসরণ করে আসছে ডাক্তার আহমদ। আশী চলছে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে। আহমদ আর ফারুক যদি সহোদর না হতো, আশী এতটা বিব্রত হতোনা। সে চিন্তায় বিভোর। আহমদ এগিয়ে এসে আশীর সামনের টেবিলে স্টেথিসকোপ রেখে টেবিলে ঠেস দিয়ে সিগারেট টানছে।

–"মিস আশেফা–" আ–আ–মি আ–প–নাকে ভালো–বা–সি। বড় গোপন রহস্যের ভান করে থেমে থেমে কথাগুলো বললো ডাক্তার আহমদ। কাঁপতে লাগলো আশী। চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। মনে বইছে ভীষণ ঝড়। কিন্তু মুখ আড়ষ্ট।

–"কিছু বলছেন মিস আশেফা" "আমি কি বললো?"

আশি আশা করেনি এভাবে কোন কথা বলে বসবে আহমদ। চোখ উঠিয়ে আশী আহমদের দিকে তাকালো। আহমদ তখন স্টেথিসকোপ নাড়ছে।

"–বেশ! আমি বুঝেছি। আর বলার প্রয়োজন নেই মিস আশেফা।"

–"ডাক্তার!" ভুল ধারনার জন্য তাকে ডাকলো আশী। কিন্তু তখন আহমদ চলে গেছে অনেক দূরে। আশী অস্থির চঞ্চল। তার মন চায় ঝাঁকুনী দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে–কি বুঝেছেন তিনি। আশীর মাথা চক্কর খাচ্ছে। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। হাতের উপর মোজা রেখে আশী অধীর হয়ে ভাবছে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। সরওয়াতের সাথে পরামর্শ করবে, না ফারুককে বলে দেবে ইত্যকার ভাবনায় সে মশগুল। একবার ভাবছে সরওয়াতকে দিয়েই জানিয়ে দেবে সে ফারুককে ভাল বাসছে। এ সিদ্ধান্তেও অটল থাকতে পারলোনা আশী অনেক কারণে। আর ফারুককে সে নিজে বলে দিলে যদি সে ডাক্তার আহমদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে তাহলে? দু'ভাইয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই গভীর। শিহরে উঠলো

www.pathagar.com

আশী। এ মৃত্যুর চেয়েও কঠিন। অবশেষে ডাক্তার আহমদকে সে নিজেই ফারুকের সাথে তার সম্পর্কের কথা জানিয়ে দিয়ে সব সমাধান করে নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো আশী।

মনোস্থির করে আশী পরদিন হাসপাতালে গিয়ে শুনলো ডাক্তার আহমদ লাহোরে চলে গেছেন–তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে। নিরাশ হলো সে।

? একত্রিশ ?

হাসপাতালের ভেতরে এসে একটি টয়োটা গাড়ী থামলো। নার্সদের ডিউটি রুমের সামনে। গাড়ী থামার শব্দে সবাই খোলা দরজা দিয়ে ওদিকে তাকালো

–"ডাক্তার আহমদ" সগোতোক্তি করলো একজন।

–"তিনি তো ছুটিতে গেছেন।" দরজায় এসে বললো আর একজন।

–"সত্যি–তবে ইনি কে?"

–বললো তৃতীয়জন।

–"কোন কাজে এসে থাকবেন।" সকলের মন্তব্যে অতিষ্ঠ হয়ে সেলাইর কাজ করতে করতে বললো চতুর্থজন।

–"ডাক্তার সাহেব।" গাড়ী হতে নেমে সামনে এগুতেই বললো দরজার দাঁড়িয়ে থাকা নার্সটি।

–"আমি ডাক্তার নই–তার ভাই ফারুক।" হেসে হেসে বললো যুবকটি। সকলে এসে একসাথে জড়ো হলো দরজায়।

"না ডাক্তার সাহেব আপনি কৌতুক করছেন।" সকলেই সেনাখিতিকরণ নিয়ে ব্যস্ত এমন সময় পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো ডাক্তার বানু। ফারুককে আহমদ ভেবে সেও বলে উঠলো–"কি ব্যাপার, আপনি না ছুটিতে?"

–"ক্ষমা করবেন, আমি ডাক্তার আহমদ নই বরং তার ভাই ফারুক"–বড়ই মনোরম ভঙ্গিতে বললো ফারুক।

–"কি বললেন!" আপাদমস্তক নিরিক্ষণ করে বলে উঠলো ডাক্তার বানু।

–"জি হ্যাঁ–আমরা জমজ দু'ভাই।"

–"আমিও একবার শুনেছিলাম। দেখার বড় সখ ছিলো আপনাকে।" আরো কিছু ডাক্তারও আপানাকে দেখার জন্য বড় উৎসুক। আসুন পরিচয় করিয়ে দিই।

–"ক্ষমা করবেন–আজ আমি বড় ব্যস্ত। মিস আশেফার সাথে আমার একটু কাজ আছে, কোথায় পেতে পারি তাকে?"

–"ও বোধ হয় এখনই, এন,টি থিয়েটারে। এখনই ডেকে দিচ্ছি।" ডাক্তার বানু আশেফার জন্য একজন নার্স পাঠিয়ে দিয়ে নানা প্রশ্ন করে চলছে পারুককে বিস্মিত হয়ে। ফারুক হাসছিলো মনে মনে।

–"আপনাকে একেবারেই আহমদের মত মনে হচ্ছে।"

–"আর আহমদও একেবারেই ফারুকের মত।" সমস্বরে হেসে উঠলো সবাই।

"পরিবারের লোকেরাও তো বোধ হয় কষ্ট করেই আপনাদেরকে চিনতে পারে।" বললো ডাক্তার বানু।

www.pathagar.com

"জ্বি হা"–বললো ফারুক, "পরিবার কেন স্বয়ং মা'ও মাঝে মাঝে ভুল করে বসেন। কথা বলতে বলতে একটু আটকিয়ে যায় আহমদ।

"–এই যা পার্থক্য।"

–হাঁ হাঁ তা তো আছে। বললো বানু–কিছু প্রভেদ তো থাকা চাই।

–"জি–" সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো ফারুক। ওদিকে নার্সের সাথে বারান্দা দিয়ে আসছে আশী। সেই দিকেই তার দৃষ্টি। সাদা জুতা, সাদা অ্যাপ্রণ গলায় লটকানো সাদা মাস্ক হাতে মলমলের টুপিটা নিয়ে এদিকে আসছে আশী দ্রুত। ফারুকের অপ্রত্যাশিত আগমনে উদ্বিগ্ন সে।

–"তুমি!" আশ্চর্য দৃষ্টি আর আনন্দ চিত্তে বললো আশী।

–"তুমি কি এখন অবসর?"

–"তোমাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে"। খানিক এগিয়ে গিয়ে গাড়ীর দরজা ধরে বললো আশী। একটু মুচকি হাসলো ফারুক। এ হাসিতে আরো উদ্বিগ্ন হলো সে।

–"তোমার কাজ সেরে নাও। জরুরী কথা আছে।"

–"খুব জরুরী?"

–"হুঁ"

–"তাহলে একটু থামো। এখনি আসছি আমি।"

–"তোমার ডিউটি?"

–"সরোয়াত চালিয়ে নেবে।"

–"তাহলে তাকে বলে এসো।"

আশী এলো ফিরে। চিন্তার কালো ছায়া ফারুকের চেহারাকে রেখেছে ঘিরে। সিগারেট ধরিয়ে অপর সিটের দরজা খুলে দিলো সে আশীর জন্য। সিটের পিঠে অ্যাপ্রাণ রেখে বসলো আশী। দরজা বন্ধ করতে করতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সে ফারুকের দিকে। ফারুক তখন গম্ভীর হয়ে চুপ চাপ গাড়ী ষ্টার্ট দিলো।

শহরের বাইরের প্রশস্ত রাস্তা বয়ে চললো ফারুকের গাড়ী। সে নীরব...একবারেই নীরব। উদ্বিগ্নতার সাথে কয়েক বারই জিজ্ঞেস করলো আশী তাকে। কিন্তু দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়া কিছুই বললোনা ফারুক।

–"ফারুক।"–চাপা আর্তনাদ করে ডাকলো আশী।

"হুঁ"–গভীর নিশ্বাস ফেলে উত্তর দিলো ফারুক।।

–"ফারুক।" ব্যাকুলভাবে বললো আশী।–"তুমি এত নীরব কেনো? "যাচ্ছো কোথায়? হয়েছে কি? কথা বলছোনা কেন তুমি?" কেঁদে ফেলার উপক্রম হলো আশীর।

উদাস দৃষ্টি মেলে আশীর দিকে তাকালো ফারুক। ষ্টিয়ারিং এর উপর রাখা হাত তার কাঁপছে। রাস্তার এক পাশে গাড়ী থামিয়ে দিলো সে।

–"আশী।" ষ্টিয়ারিং–এ হাত রেখে তার উপর মাথা পেতে আশীর দিকে তাকালো সে।

"ফারুক" ! সামান্য হেলে বললো আশী–"বলো কি হয়েছে?"

"আহমদ কাল বাড়ী গিয়েছে।" আশী ভাবছিলো হয়তো আহমদকে কিছু বলে দিয়েছে। তাই তার উদ্বিগ্নতা আরো বেড়ে গেলো।

www.pathagar.com

–"আহমদ তোমাকে.....।"

–"ফারুক!" আর কিছু না শুনেই ফারুকের পিঠে হাত রাখলো আশী।

–"আহমদ তোমাকে ভালবাসে। বিয়ে করতে চায়। তার এই গোপন ইচ্ছার কথা কাল সে আম্মীর কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে। এর আগে তোমার সাথে আমার সম্পর্কের কথা আমি আম্মীকে কোনদিন বলিনি। ডাক্তার ছেলের জন্য ডাক্তার মেয়ে আম্মা পসন্দ করে সব ঠিক ঠাক করে ফেলেছেন।

–"আহমদ বললেই কি হবে? আম্মীর কাছে তুমি কেন সব কতা খুলে বলে দাওনা"।

–"আহা তা যদি পারতাম।"–দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললো ফারুক–"বড় কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি আমি। চুপ থাকা ছাড়া আর কোন পথ নেই আমার।"

–"ফারুক।"–চীৎকার করে উঠলো আশী।

–"আম্মী খুব অসুস্থ আশী। বেশী বাড়াবাড়ী করলে তিনি এক্সপায়ার করতে পারেন। আহম্মদকে বা বঞ্চিত করি কি ভাবে? এই অবস্থায় আমার পক্ষে ভাইয়ের জন্য স্বার্থত্যাগ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই আশী।"–আড় নয়নে আশীর দিকে তাকালো ফারুক।

নিশ্চল পাথরের মত ফারুকের কথাগুলি শুনছিলো আশী। রক্তিম চেহারায় সে অতঃপর বলে উঠলো–"তোমার পক্ষে সম্ভব হতে পারে ফারুক। আমি তা পারবোনা।"

–"খোদার দিকে চেয়ে আমার উপর করুনা কারো আশী। নতুবা আমাদের পরিবারটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। ত্যাগই ভালবাসার ধর্ম।"

–"আমার কাছে আমার শক্তির বাইরে কিছু চেয়োনা ফারুক।"–দু'চোখ চেপে ধরে অশ্রু প্লাবিত কণ্ঠে চীৎকার করে বললো আশী।

ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রশ্নে অনেকক্ষণ ধরে যুক্তি ও পালটা যুক্তি চললো তাদের মধ্যে। এক স্তরে এসে আশী হেরে যায় ফারুকের কাছে।

–"ফারুক" ! তার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলো আশী।

–"এর নামই ত্যাগ আশী। এ একটি ইতিহাস। সম্ভবতঃ আনজুই সমাধা করবে এই পুন্য কাজ। সে–ই আসবে প্রস্তাব নিয়ে।

দু'চোখে অন্ধকার দেখছে আশী। এ গুমোট অন্ধকারে ভাসছে ডুবছে সে। খানিক পর পরই সে তাকাচ্ছে ফারুকের দিকে। কেমন কেমন মনে হচ্ছে তাকে। অবশেষে ত্যাগের স্বীকৃতি নিয়ে হাসপাতাল গেটে আশীকে রেখে বিদায় নিলো ফারুক। চাপা ব্যথা মনে করে চলে গেলো দু'জন দু'দিকে। ফারুকের উপর সন্দেহ হলো আশীর। এ বোধ হয় তার চিরাচরিত স্বভাবের আর এক নতুন রূপ। পরীক্ষা করছে সে তাকে। এ তার অভিনয়। কিন্তু ডাক্তার আহমদের এপ্রোচ তার মনের সন্দেহ আবার কিছু দূর করে দেয়। সরওয়াত ছাড়া এ বিপদে তার সাথী আর কে? অস্থির চঞ্চল আশী সরওয়াতকে ডেকে পাঠাবার চিন্তা করছে। এমন সময়ই গলার স্বর শুনা গেলো সরওয়াতের। সহায় খুঁজে পেলো আশী।

কামরায় প্রবেশ করে আশীর করুণ অবস্থা বুঝতে পারলো সরওয়াত। তাই জিজ্ঞেস করলো–"কি ব্যাপার কাঁদছিলে নাকি?" তোর চোখ দুটির ইলিউরেন্স করে নাও। যার পাল্লায় পড়েছো, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে সে চোখের জ্যোতিই নষ্ট করে দেবে।"

www.pathagar.com

আশী অবসাদগ্রস্ত শরীর নিয়ে উঠলো। উড়না ঠিক করতে করতে চাকরানীকে ডেকে চা আনার জন্য বলে দিলো।

"বলো আবার কি কি রোমাঞ্চ ঘটিয়ে গেছে।"

সব শুনালো আশী সরওয়াতকে কেঁদে কেঁদে।

"আমি সবই টের পেয়েছিলাম।" বিজ্ঞের মতো বললো সরওয়াত।–"ডাক্তার আহমদ তোমাকে ভালবাসে তা আমি তোমারও আগে বুঝতে পেরেছি। ফারুকের জন্য এখন এই ছাড়া আর কি উপায়।" মুচকি হেসে হেসে বললো সরওয়াত?

–"আমাকে পরীক্ষা করার জন্যই সে এসব করে যাচ্ছে সরওয়াত?"

–"সান্তনা পাবার জন্য অসহায়ের কত কথাই মনে উঠে?"

–"আমাকে কোন্ বুদ্ধি তুমি দেবেনা সরওয়াত।"

–"আহমদকে বিয়ে করে নাও এখনই।"

সুস্থ বিবেক বুদ্ধি খরচ করে আমাকে পরামর্শ দাও সরওয়াত।"

–"এ–ই আমার সুস্থ বিবেকের বুদ্ধি। হা–হুতাশ, কান্নাকাটি যাতনা বেদনার পরও তোমাকে তা–ই করতে হবে–যা আমার পরামর্শ। এতেই তোমার কল্যান।" কথাগুলো বলে গুন গুন করে সরওয়াত গানের কলি আওড়াতে লাগলো। আর আড় চোখে আশীর দিকেও তাকালো সে।

..."সরওয়াত যদি এ–ও ফারুকের ঠাট্টাই হয় তাহলে আমি আর তাকে ক্ষমা করবো না। আর যদি সত্য হয়..... আমাকে দিয়ে এ কাজ সম্ভব নয়। দৃঢ়তার সাথে বললো আশী।"

–"তোমার সিদ্ধান্ত দুটোই ভুল।" হেসে হেসে বললো সরওয়াত।–প্রেমাস্পদের জন্য তো মানুষ হাসিমুখে মৃত্যুও বরণ করতে পারে। ফারুকের জন্য কি তুমি সামান্য আবেগও দমাতে পারবেনা?"

অনেকক্ষণ ধরে সরওয়াত আশীকে নানা কথা বলে বড় উত্যক্ত করছিলো। আর আশী রাগ করে চলে যাবার ধমক দিলো।

"আচ্ছা বলো আমি কি করতে পারি।" বলে অট্টহাসি দিলো সরওয়াত।

চা এলে তা খেয়ে আবার বললো সে–"এখন বলো–চা খেয়ে আমি চাঙ্গা হয়ে উঠেছি। কি পরামর্শ চাই।"

–"সত্যি প্রয়োজনের চেয়ে বড় বেশী সরল তুমি আশী। তুমি বড্ড বোকা। তোমার উপর আমার রাগও ধরে আবার দয়াও হয়।

–"এমন দয়া যে একটি পরামর্শও দিতে পারোনা।"

–"তা তো দিয়েছি।"

–"কি?"

–"আহমদকে বিয়ে করো" এ শুনে প্রায় কেঁদে ফেলছিলো আশী তা দেখে দয়ার উদ্রেক হলো সরওয়াতের মনে। আশীর গলা জড়িয়ে ধরে বললো সে "কত সরলা বোকা মেয়ে তুমি আশী। এখনো কিছুই বুঝতে পারলে না?

..."কি হয়েছে।" উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলো আশী।

www.pathagar.com

উত্তরে যা শুনলো আশী তাতে তার মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো। অবিশ্বাস্য বলে মনে হলো তার। কিন্তু সরওয়াতের বার বার বলাতেও ফারুকের কোন কোন অভিনয়ে সব সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো আশীর চোখের পর্দায়।

–"বেঈমান..মিথ্যুক–" দাঁতে দাঁতে ঘসে বললো আশী।

–"কিন্তু এখন তুমি জেনে গেছো" প্রকাশ করতে পারবেনা। আমাদের মধ্যে সন্ধি আছে। তোমার অসহায়তা ও উদ্বিগ্নতার জন্যই শুধু বললাম। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো আশী। কিন্তু চোখের নজরে বলে দিলো সে "আমার এতসব হয়রানী পেরেশানীর এমন প্রতিশোধ নেবো যা সারা জীবন মনে থাকবে তার।"

পরদিন হাসপাতালেই ফোন পেলো আশী ফারুকের। ধরা গলায় আহমদের সাথে বিয়েতে রাজী হবার জন্য সে অনুরোধ জানালো আশীকে। আশীও আজ–ব্যথিত হৃদয়ে আবেগ জড়িত কণ্ঠে শুধু ফারুকের জন্যই এ ত্যাগ স্বীকারে রাজী আছে বলে জানালো।

আটচল্লিশ

আঞ্জুর প্রস্তাবক্রমে বেশ আড়ম্বরেই বিয়ের কথা পাকাপাকি হলো। ডাক্তার মেয়ের জন্য একজন ডাক্তার ছেলেই ছিলো, আশীর মার কামনা তাই এই সম্বন্ধ পেয়ে তার আনন্দের সীমা ছিলো না। আসেফও বেশ খুশী আশীর জন্য। এমন একটি প্রস্তাবেরই অপেক্ষা করছিলো সে। এ ঘনঘোর আনন্দের লগ্ন। এ লগ্নকে সার্থকভাবে উৎযাপন করার পরিকল্পনা আঁটলো তারা।

কনে যাত্রীদের লাহোর পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেছে। খুব জাকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা পেলো তারা। ফারুকদের বাড়ীঘর যেন পূর্ণিমার চাঁদ। চারিদিক হতে বয়ে আসছে আনন্দের লহরী। সারাটা বাড়ী আজ নানা রঙ্গের আলোকসজ্জায় করছে ঝলমল। পরিপাটি পোশাকে সজ্জিত হাসি–খুশী চেহারার লোকগুলো পরিবেশটাকে মানিয়ে রেখেছে অদ্ভুতভাবে।

ভালবাসার বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করে কনের সাজে আশী আজ তার আসনে উপবিষ্ট। আপনজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধবরা রয়েছে তাকে ঘিরে। রীতিনীতি ও দেশাচার মেনে চলছে সবাই। শুভেচ্ছা ও শুভাশীষের চলছে ভীষণ ধুম। কনের প্রশংসায় সারা বাড়ী মুখরিত। যে একবার দেখছে আর একবার দেখার জন্য আসছে আশীকে।

সাদা সিধে পোশাকে চলার আশীর আপাদমস্তক আজ গেছে পূর্ণ বদলিয়ে। টিসুর ঝলমলে স্যুটে জামদানী কাজ। সালমা পাথরে চকমক করছে দোপাট্টা। নানা রকমের সুন্দর সুন্দর ও মূল্যবান অলংকার আশীর অনুপম সুন্দর্য আরো বিকশিত হয়ে উঠেছে। লাজ নম্রভাবে নীচু হয়ে বসে আছে সে। ফারুকের মা'র আনন্দের সীমা নেই। স্নেহ সিক্ত চুমুতে কয়েক বারই তিনি করেছেন কনের ললাটসিক্ত। আনজুরও ছিলো ঠিক একই অবস্থা। পরম আনন্দে মাটিতে তার দু'পা পড়ছেনা।

সুদূর ভ্রমন জনিত ক্লান্তির কারণে তাড়াতাড়িই বাসর শয্যায় পৌঁছিয়ে দেয়া হলো আশীকে। দোতালার প্রসস্ত কামরাটিকে বিচিত্র রঙ্গে সাজানো হয়েছে তাদের জন্য। দরজা জানালার পর্দাগুলো বড়ই চিত্তাকর্ষক। তুলতুলে কার্পেট বিছানো মেঝেতে। আরাম কেদারা ও মূল্যবান আসবাব পত্রে কামরাটি বেশ সুসজ্জিত। এক পাশে পাতা আছে একখানা মনোরম খাট।

www.pathagar.com

বরপক্ষের কিছু বিবাহিত ও অবিবাহিত যুবতী মেয়ে আশীর সাথে উপরে এলো। তাদের সকলের আগে আগে আনজু। আশীকে নরম নরম কোল বালিসে ঠেস দিয়ে বসিয়ে তার চারি দিকে ঘিরে রয়েছে তারা। শোরগোল, উচ্চ বাচ্ছ হৈ হল্লোড় ও অট্টহাসির চলছে ভীষণ ধুম। অনবিজ্ঞ জীবনকে অভিজ্ঞ করার জন্য তাদের কেউ কেউ নিজের দাম্পতা জীবনের উপাখ্যান শুনায়ে চলেছে অকে। অট্টহাসির পর চলছে অট্টহাসির পালা। লাজ নম্র আশী লজ্জাবতীর মতো আরো মিলে যাচ্ছে। আনন্দের এ মহা লহরী হয়তো চলতো আরো কতক্ষণ ধরে যদি তখনই দরজায় না হ'তো করাঘাতের শব্দ। খামুশ হয়ে গেলো সব। আনজু উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখলো ফারুক দাঁড়িয়ে।

–"ওহ ভাইজন!" ফিরে আসছিলো আনজু অমনি–চুপিসারে তাকে বাইরে ডেকে আনলো ফারুক। মুচকি হেসে এলো সে ফারুকের দিকে। কানে কানে কি যেন বলে দিলো ফারুক আনজুকে।

–"ইয়া আল্লাহ!" ফারুকের কথা শুনে আনজু চাপা চীৎকার দিয়ে উঠলো।–আর নয় ভাইজান। যথেষ্ট হয়েছে। এখন ক্ষান্ত করুন।

–"উ হু! চুপ থাকো।"

–"কেন খামাখা বেচারীকে আর"... বলে'চললো আনজু।

–"হয়েছে হয়েছে। যা বলেছি তা করো গিয়ে।"

–"কিন্তু এখনো তো ওখানে অনেক মেয়ে।"

–"সকলকে বের করে দাও।"

আনজু ফিরে এসে রসালাপে ব্যস্ত মেয়েদেরকে ইশারা করলো বেরিয়ে যেতে।

–"এখনো তো অনেক সময় আছে।" ঘড়ি দেখতে দেখতে বললো একজন। বাইরে কোথাও গিয়ে আরো কিছুক্ষণ বিচরণ করতে বলোগে দুলাভাইকে।–"দশটার আগে আমরা উঠবোনা। এত অধৈর্য্যের কারণ কি? নানা জন নানা অভিমত ছুড়ে মারছে আশীর দিকে।"

"না ভাই এখন আসর ভঙ্গ।" শেষ কথা বলে দিলো আঞ্জু। রং বেরঙ্গের ঝলমল কাপড় ও নানা ধরনের শাড়ীর মচমচ শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলো সবাই রুম থেকে।

"আশীভাবী"–সব চলে যাবার পর ঝুকে পড়ে কানে কানে বললো– আনজু–"ফারুব ভাই আসতে চান। তাকে ভিতরে আসার তুমি অনুমতি দেবে?"

একথা শুনে একটু জড়সড় হয়ে বসলো আশী। কিন্তু এ খবরে শত চেষ্টা সত্বেও বিচলিতভাব দেখাতে পারিনি সে।

–"তিনি আপনাকে তার পুরানো একটি গান শুনাতে চান। বিয়েতে দেবার মতো এ ছাড়া তার কাছে কিছু নেই।"

মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারলো না আশী। এদিকে ফারুক এ সময়ে তার রুমে এসে পৌঁছেছে। সাদা ঢোলাঢালা জামা ও পায়জামা তার পরণে। কালো ওয়াসকোটও ছিলো তার গায়ে। বোতামগুলো সব খোলা। চুলগুলি অবিন্যাস্ত। চেহারায় উদাসীনতা ও বিষণ্নতার ছায়া। তাকে দেখেই মুচকি হাসতে লাগলো আনজু। কিন্তু ফারুকের চোখ রাঙ্গানিতে সে হাসি দমাবার চেষ্টা করছে তখন।

www.pathagar.com

খাটের অদূরে গদি বিশিষ্ট একটি চৌকিতে বসে পড়লো ফারুক। নিকটেই টেবিলের সাথে রাখা সেতারা। নীরবে তা হাতে উঠিয়ে নিলো সে। ধীরে ধীরে বাদ্যের ঝংকার উঠলো সেতারের বোবা তারগুলোতে। নীরব নীথর কক্ষে উঠলো মনোহরী গানের অপূর্ব তান। এ গানই কোন সময় মারীতে শুনিয়েছিলো ফারুক আশীকে। মন মাতানো গানের ইন্দ্রজালে তন্ময় হয়ে যেতো আশী সেখানে। চোখ বন্ধ করে শুধু শুনতো আর শুনতো।

মূচকি হেসে চলছে আনজু। রহস্য ঢাকার যাদুকারিনী। সে তাকাচ্ছে কখনো আশীর দিকে কখনো ফারুকের দিকে। দু'হাটুর মাঝে মাথা রেখে নিশ্চল মূর্তির মতো বসে আছে আশী। ফারুকের চোখে মুখে নিশার আমেজা। ঠোটে ছিলো ঔৎসুক্যের মূচকি হাসি। তার নিটোল নিটোল আঙ্গুলগুলো খেলে যাচ্ছিলো সেতারের তারের সাথে কি অনুপমভাবে। চরমে পৌঁছেছে ফারুকের সঙ্গীত লহরী! মরমে পৌঁছেছে এর অন্তর্নিহিত ভাব। আস্তে আস্তে ফারুকের আঙ্গুল সঞ্চালন এলো থেমে। গানের তান হলো শেষ। তারের ঝংকার হাওয়ায় মিশে গেলো। কিন্তু রেশ কাটেনি এখনো। নীরব নিঝুমতা এখনো বিরাজ করছে।

আনজুর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি মেলে একদিকে সেতার রাখলো ফারুক। চৌকি থেকে উঠলো। ঔৎসুক্যের মুচকি হাসি ঠোটে চেপে আশীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সে।

–"না ভাইজান! বাড়াবাড়ি আর নয়–"উত্তরে ফারুক চুপ থাকার সাংকেতিক নির্দেশ দিলো আনজুকে।

–"আমি সব বলে দিবো" বলে সংকেতকে উপেক্ষা করে আশীর দিকে ঝুকলো সে।

–"আপনি তাশরিফ নিয়ে যান আপা। স্বভাবজাত বিদ্রুপের সুরে চুল ধরে বললো ফারুক।–"আপনার প্রয়োজন নেই আমিই বলে নেবো সব।"

–"আমার পুরস্কারটা।"

–"কাল দেবো।"

–"ঠিক তো?"

–"হাঁ।"

–"পুরস্কার কিন্তু দু'টোর। ছোট বোন ও গোপনীরতা রক্ষার।"

–"ঠিক আছে কাল সকালে ডাক্তার লতিফ ও সরওয়াত আসলে।" হেসে হেসে বেরিয়ে গেলো আনজু। স্নেহের দৃষ্টি হেনে মুচকি হেসে দরজা বন্ধ করে দিলো ফারুক।

এখনো ফিরে আসেনি ফারুক।–হঠাৎ আশীর কণ্ঠের ক্ষীণ চিৎকার শুনতে পেলো সে। ভীত সন্ত্রস হয়ে ওদিকে দৌড়িয়ে গেলো ফারুক। কোল বালীশের উপর ঢুলে পড়েছে তখন আশী।

"কি হলো আশী! কি হলো।" উদভ্রান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো ফারুক। নির্জিবের মতো পড়ে রয়েছে আশী। কোন শব্দ নেই।

–"আ–শী।" ডাকতে থাকলো ফারুক অনবরত। কোন সাড়া না পেয়ে আশীর কাঁধ ধরে নাড়া দিলো সে।–"কি হলো? এত ঘাবড়িয়েছো কেন?" কাপড় সরাওনা মুখ থেকে।

–"ফারুক?" খুব ক্ষীন একটি শব্দ বেরুলো আশীর মুখ থেকে। ভীত চকিত হয়ে উঠলো ফারুক আবার। পেচিয়ে গুটিয়ে থাকা উড়না আশীর মুখ থেকে সরাবার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু পারলো না। ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে আশী। বেশ কষ্ট করে আশীর অসাড় দেহ নিজ

www.pathagar.com

বাহুতে উঠিয়ে নিয়ে উদ্বেগাকুল স্বরে জিজ্ঞেস করলো ফারুক।-"কি হয়েছে আশী। কি হয়েছে তোমার?"

-"ফারুক-" আবার ক্ষীনস্বর বেরিয়ে এলো আশির মুখ দিয়ে।

-"আমি তোমার কথা মেনে নিয়েছি ফারুক। তোমার অনুরোধেই আহমদকে বিয়ে করেছি আমি।"

মুচকি হাসালো ফারুক। চোখে নিশার ছাপ আরো গভীর হয়ে ভেসে উঠলো তার মুখে। কিন্তু তার বলার পূর্বেই ক্ষীণ ও ধরা গলায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দে বললো আশী-"এ খেলা আমি আর সহ্য করতে পারছিনা ফারুক! বিষ খেয়েছি আমি-বিষ।"

-"আ-শী।" এক বিকট চিৎকার দিলো ফারুক। থর থর করে কেঁপে উঠলো কামরাটি। তার হাত থেকে ছুটে বালিশে পড়ে গেলো আশীর দেহ। মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার ছেয়ে গেছে তার চোখে। লম্বা ঘোমটার ফাঁকে চোখের পাট খোলে দেখলো আশী ফারুককে একবার।

-"ফা-রু-ক"-নির্জিবের মত ক্ষীণ স্বরে ডাকলো আশী।

-"আ-শী। তুমি এ কি করলে? কি করলে তুমি? কেন খেলে তুমি বিষ?-আমিই আহমদ-আমিই ফারুক।" কম্পিত কণ্ঠে বললো ফারুক কথাগুলো।

-"ফারুক"-ওড়না না সরায়েই শক্ত করে ফারুকের বাহু ধরে চিৎকার দিয়ে উঠলো আশী। -তোমার সব অভিনয় ধরা পড়েছে। আমি আমার ভবণীলা সাঙ্গ করে ফেলেছি ফারুক।"

-"দুচোখে অন্ধকার দেখছে ফারুক-হাত কাঁপছে। চেহারা বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। গলা আড়ষ্ট হয়ে আসছে তার। কিংকর্তব্য বিমূঢ় ফারুক ঠিক করতে পারছেনা-কি করবে সে।

-"একি করলে আশী। এ কি করলে তুমি।" ব্যাকুল হয়ে চীৎকার করে উঠলো ফারুক। -জোর করে টেনে মুখ থেকে উড়না সরায়ে আশীর মুখমণ্ডল দু'হাতে উঠিয়ে নিলো সে। পাগলপারা হয়ে জলজল চোখে তার দিকে তাকিয়ে আবার চিৎকার করে উঠলো। ফারুক- "আমি তো তোমার সাথে এক দীর্ঘ নাটকের অভিনয় করেছি আশী..... এ তুমি কেন বুঝোনি। কেন এরূপ করলে তুমি?"

হাসি সম্বোরনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো আশী। তার ঠোটের কোণে ফুটে উঠলো হাসি। বন্ধ আখির পলক খুলে নিমিষের জন্য তাকালো সে ফারুকের দিকে। আবার বন্ধ করলো সে আঁখি যুগল। ফারুকের অস্থিরতা দেখে দয়ার উদ্রেক হলো তার মনে। ভুলে গেলো প্রতিশোধের অনির্বান জ্বালা।

-"আশী। আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা।" উৎকণ্ঠিত হয়ে চেয়ে রইলো সে আশীর দিকে।

অর্ধ নিমিলিত নেত্রে আশী তার দিকে তাকালো আবার। মুচকি হেসে মাথা নীচু করলো সে। আস্তে ফারুকের হাত সরিয়ে বালিশে হেলান নিয়ে সোজা হয়ে বসলো সে। লজ্জাবনত নেত্রে ফারুকের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো আশী।

বিষ খাওয়া আশীর মধ্যে মুহূর্তেই এই পরিবর্তন দেখে আরো ভয় পেলো ফারুক।

-"তুমি এ কি করলে আশী" ভয়ে ভয়ে বললো সে।

-"নাটক।" ধীরে মাথা উঠিয়ে মুচকি হেসে বললো আশী।

www.pathagar.com

–"দীর্ঘ অভিনয়ে যে দাহন আমাকে দিয়েছো তুমি, তার সংক্ষিপ্ত অথচ কঠোর প্রতিশোধ।"

–"আশী!–আমার স্বপ্ন রঙীন দিনের জীবন সাথী। তুমি এত সরল।" নেশা–ভেজা চোখে প্রাণভরে দেখতে লাগলো ফারুক আশীকে। লাস্যময়ী আশী প্রেম সাগরে অবগাহন করছে ফারুকের দিকে তাকিয়ে অপলক নেত্রে।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

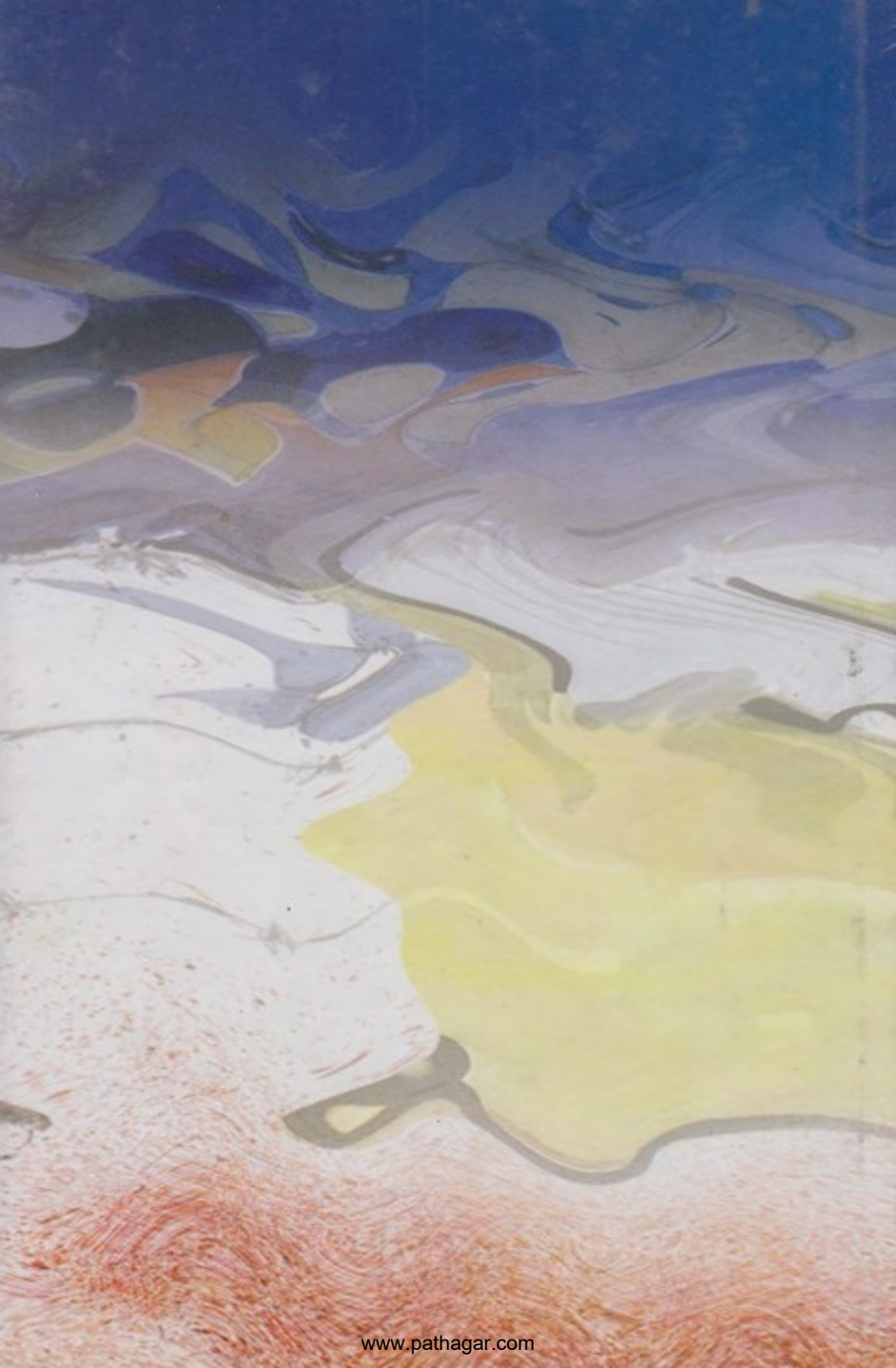
www.pathagar.com